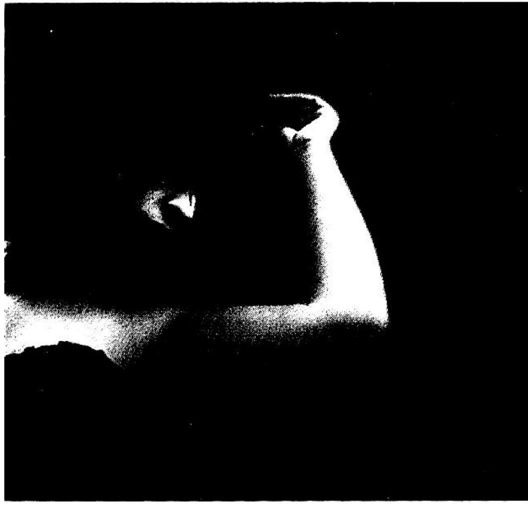
সিডনি শেলডনের

অ্যাঞ্জেল অব দ্য ডার্ক

কাহিনী বিন্যাস । টিলি ব্যাগশ

রূ পা ন্ত র • অনীশ দাস অপু



পলায়নপর, ছায়াময় এক হত্যাকারী হত্যার নেশায় ঘুরঘুর করছে, তার কোড নেম অ্যাঞ্জেল অব ডেথ

এক বৃদ্ধ মাল্টি-মিলিওনেয়ারকে যখন হলিউডে নৃশংসভাবে খুন হওয়া অবস্থায় পাওয়া গেল, তাঁর স্ত্রী হলো ধর্ষিতা, পুলিশ একে ডাকাতি বলে ধারণা করল। কিন্তু অপরাধীদের সন্ধান করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে বন্ধ করে দেওয়া হলো কেস।

এক দশক বাদে, পৃথিবীর তিনটি ভিন্ন দেশে প্রায় একইরকম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিক্টিম বয়সে বৃদ্ধ, ধনবান এবং নব বিবাহিত। এবং এদের স্ত্রীরা নৃশংসভাবে ধর্ষণের শিকার হলো।

প্রথমে অনুমান করা হয়েছিল এগুলো হয়তো 'কপিক্যাট কিলিং' কিন্তু শীঘ্রি জানা গেল এ খুনগুলো করছে এক ভয়ংকর নারী কিলার যাকে পুলিশ নামকরণ করেছে '*অ্যাঞ্জেল অব ডেথ*' বলে। এ নারী কি তার কোনো প্রতিহিংসার শোধ নিচ্ছে নাকি তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে? তার পরবর্তী ভিক্টিম কে হতে যাচ্ছে এবং *অ্যাঞ্জেল অব ডেথ*কে কি ঠেকানো সম্ভব? জানতে হলে পড়ুন রোমান্স এবং ভায়োলেন্সে পূর্ণ টানটান উত্তেজনাকর এ কাহিনী!

প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ



বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন। তাঁর প্রথম বই *দ্য নেকেড ফেস*কে নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে— *দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট*, *ব্লাড লাইন*, *রেজ অভ এঞ্জেলস*, *ইফ টুমরো কামস*, *দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি*, *মাস্টার অব দ্য গেম*, *দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস*, *মেমোরিজ অভ মিডনাইট* ইত্যাদি। এই বিখ্যাত লেখক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

ISBN 978 984 90661 8 7



অ্যাঞ্জেল অব দ্য ডার্ক

সিডনি শেলডনের
অ্যাঞ্জেল অব দ্য ডার্ক

কাহিনী বিন্যাস টিলি ব্যাগশ

রূপান্তর অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৪৪০৩, ০১৭১৮-০৮২৫৪৫

বর্ণবিন্যাস
সাইবর্গ কম
১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
সেল ০১৯১২ ৭০৯৪১৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় : ডা. সুনীল দাস
মোবাইল ০১৭৩১১৬৯২৯৬

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য ৫০০.০০ টাকা

Sidney Sheldon's
ANGEL OF THE DARK
Script Tily Bagshawe Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossain, Anindya Prokash
30/1/Ka, Hamandro Das Road, Dhaka-1100
Phone: 9573769, 01711 664970
E-mail anindya.prokash@yahoo.com

First Published February 2014

Price Taka 500.00

US $ 25

ISBN 978-98490661-8-7

লেখকের উৎসর্গ

For my sister Alice

অনুবাদকের উৎসর্গ

আমি নিজে 'সেলফ মেড ম্যান' বলে যারা সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় বড় হয়ে ওঠে তাদেরকে আমি খুব পছন্দ করি। আমার এই পছন্দের তালিকায় সম্প্রতি একটি স্মার্ট ছেলের নাম যুক্ত হয়েছে যার হার্টটি সম্ভবত: 'সলিড গোল্ড' দিয়ে তৈরি। আমি জানি ও যাবে অনেক দূর। তবে ও বোধহয় জানে না আমি ওকে কতটা পছন্দ করি।
ওর নাম– **সুমিত চক্রবর্তী**

ভূমিকা

সিডনি শেলডনের মস্ত ভক্ত ছিলেন টিলি ব্যাগশ। জীবনের প্রথম উপন্যাস *Adored* ছাপা হওয়ার পরে বইয়ের একটি কপি প্রিয় লেখককে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছিলেন তাঁর বই তাকে কতটা অনুপ্রাণিত করে। তিনি তখনও জানতেন না কয়েক বছর পরে নিজেই শেলডনের হয়ে তাঁর কয়েকটি বই লিখে দেবেন।

সিডনি শেলডনের নামে টিলি ব্যাগশ মোট চারটে বই লিখেছেন– মিস্ট্রেস অব দ্য গেম, আফটার দ্য ডার্কনেস, অ্যাঞ্জেল অব দা ডার্ক এবং দ্য টাইডস অব মেমোরি। গল্পগুলোর আউটলাইন শেলডনের, টিলি ব্যাগশ কাহিনী বিন্যাস করেছেন। সবগুলো বই-ই ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা পেয়েছে।

২০১৩ সালের বইমেলায় আমার অনুবাদে আমার ভীষণ প্রিয় এই লেখকের শেষ বই দুটি প্রকাশিত হয়। আমি *মাস্টার অব দ্য গেম* এ বলেছিলাম পাঠকদের মন খারাপ করতে হবে না কারণ টিলি ব্যাগশ নামে এক প্রতিভাময়ী তরুণ লেখক শেলডনের গল্পের আউটলাইন দিয়ে কয়েকটি চমৎকার উপন্যাস রচনা করেছেন। আমি এই লেখিকার লেখনীতে মুগ্ধ। তাঁর ভাষার কারুকাজ, কাহিনীর গতিশীলতা আর ছত্রে ছত্রে রোমাঞ্চ এবং শিহরণে মনে হচ্ছিল বুঝি শেলডনের লেখাই পড়ছি। *অ্যাঞ্জেল অব দা ডার্ক* পড়ার সময় পাঠকদেরও তেমনই মনে হবে। শেলডনের মতোই প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি রেখেছেন চমক এবং সবশেষ অধ্যায়ে রয়ে গেছে সুপার চমক! সিডনি শেলডনের আউট লাইন অবলম্বনে রচিত, টিলি ব্যাগশ'র লেখা বাকি বইগুলোও আমার অনুবাদ করার ইচ্ছে আছে। আশা করি ওই বইগুলোও আপনাদের ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকুন। সবার মঙ্গল হোক।

অনীশ দাস অপু

লেখক পরিচিতি

টিলি ব্যাগশ'র পুরো নাম ম্যাটিলডা এমিলি এন. ব্যাগশ, জন্ম ১৯৭৩ সালের ১২ই জুন, ইংল্যান্ডে, তিনি একজন ব্রিটিশ ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং সাতটি বইয়ের লেখক। তাঁর প্রথম বই *Adored* প্রকাশিত হয় ২০০৫ সালে, তারপর তিনি *Showdown* (২০০৬), *Do not disturb* (২০০৮), *Flawless* (২০০৯), *Scandalous* (২০১০), *Fame* (২০১১) এবং *Temptation* (২০১২) রচনা করেন। তবে টিলি লেখক হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছেন সিডনি শেলডনের আউটলাইন অবলম্বনে *মিস্ট্রেস অব দ্য গেম*, *আফটার দ্য ডার্কনেস* এবং *অ্যাঞ্জেল অব দা ডার্ক* লিখে বর্তমানে তিনি সিডনি শেলডনের আরেকটি উপন্যাস *দা টাইডস অব মেমোরি* নিয়ে ব্যস্ত। টিলি ব্যাগশ বিবাহিতা। তাঁর স্বামী রবিন নাইটস একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী। টিলি *দ্য সানডে টাইমস* এবং *দ্য ডেইলি মেইল*-এর নিয়মিত প্রদায়ক। সাংবাদিক এবং লেখক হিসেবে তাঁর ব্যস্ত সময় কাটে লন্ডন এবং লস অ্যাঞ্জেলেস-এর বাড়িতে। তিনি তিন সন্তানের জননী।

His wings are gray and trailong
Azrael, Angel of Death
And yet two souls that Azrael brings
Across two dark and cold
look up beneath these folded wings
And find them lined with gold

-ROBERT GILBERT WELSH, "AZRAEL" (1917)

প্রথম খণ্ড

এক

লস এঞ্জেলেস

১৯৯৬

রাত ন'টার দিকে ফোনটা এলো।

'ইউনিট 8A73, কাম ইন, প্লিজ।'

'ইয়াহ্, দিস ইজ 8A73।'

রেডিওতে হাই তুলল পেট্রলম্যান। ওয়েস্ট হলিউডে লম্বা, বিরক্তিকর একটা রাউন্ড শেষে সে নিজের বাড়িতে গিয়ে ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। 'কী হয়েছে?'

'৯১১ কল এসেছে একটা। এক মহিলা ফোন করেছে। মৃগী রোগীর মতো চেঁচাচ্ছিল।'

'সম্ভবত আমার স্ত্রী,' রসিকতা করল পেট্রলম্যান। 'গতকাল আমাদের বিবাহ-বার্ষিকীর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ও আমাকে ধরে পেঁদাবে।'

'তোমার স্ত্রী কি স্প্যানিশ?'

'নাহ্।'

'তাহলে সে নয়।'

আবার হাই তুলল পেট্রলম্যান।

'ঠিকানা?'

'চারশো কুড়ি লোমা ভিস্তা।'

'বেশ সুন্দর জায়গা। কী হয়েছে, চাকরানি মহিলা টোস্টে ক্যাভিয়ার দিতে ভুলে গিয়েছিল?'

খিকখিক করে হাসল অপারেটর।

'বোধহয় DV কেস।'

ডমেস্টিক ভায়োলেন্স।

'বোধহয়?'

'মহিলা এমন চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল, কী বলছে কিছুই বুঝতে পারি নি। আমরা ব্যাকআপ পাঠাচ্ছি, তবে তুমি সবচেয়ে কাছাকাছি আছ। ওখানে কতক্ষণে পৌঁছাতে পারবে?'

জবাব দিতে ইতস্তত করল পেট্রলম্যান। তার পার্টনার মিকি হলিউড বুলেভার্ডে গেছে এক বেশ্যার সঙ্গে মৌজ করতে। মিকিকে সে কাভার না দিলেও পারে, কিন্তু মিকিকে সে খুব পছন্দ করে। তাই ওকে বিপদে ফেলতে চায় না। কী করবে ভাবছে পেট্রলম্যান। যদি বলে সে একা তাহলে দুজনেই ধরা খাবে। কারণ পার্টনারকে আগেভাগেই ছুটি দেয়ার অধিকার তার নেই। ওদিকে DV কেস– হেলাফেলাও করা যায় না। এবং এসব ভেবে একা যাওয়া সমীচীনও নয়। কারণ হিংস্র টাইপের স্বামীরা লস এঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগকে খুব একটা পছন্দ করবে তা বলা যাবে না নিশ্চয়।

ধুত্তুরি।

'আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে হাজির হচ্ছি।' বলল পেট্রলম্যান।

চারশো কুড়ি লোমা ভিস্তা ১৯২০ সালে নির্মিত স্প্যানিশ আদলের বিশাল একটি প্রাসাদ বিশেষ। হলিউড হিলসের ওপরে বাড়িটি। পনের ফুট উঁচু দেয়ালের সঙ্গে আইভি লতার ঝাড় লাগানো সুদৃশ্য ফটক বাড়ির মালিকের বিপুল বিত্ত-বৈভবের পরিচয় দেয়। ড্রাইভওয়েটি আঁকাবাঁকা, বাগানগুলো প্রকাণ্ড এবং এত চমৎকারভাবে ম্যানিকিউর করা যেন এটি কোনো প্রাইভেট রেসিডেন্স নয়, দামি কোনো কান্ট্রি ক্লাব।

জমকালো রিয়েল এস্টেটটিতে প্রবেশের পরপরই চারদিকে তাকাল পেট্রলম্যান। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ খুঁজছে।

প্রথমত, খোলা গেট।

তারপর ভেজানো দরজা।

নাহ্, কোনোটিতেই জোরজবরদস্তির কোনো চিহ্ন নেই।

জায়গাটি কেমন থম মারা নৈশব্দের মাঝে ডুবে আছে। শিরশিরে নীরবতা। পেট্রলম্যান তার আগ্নেয়াস্ত্র বের করল।

'পুলিশ!' হাঁক ছাড়ল সে।

কারও কোনো সাড়াশব্দ নেই। নিজের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার পরে মৃদু একটি গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেল সে। নার্ভাস ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল পেট্রলম্যান।

শালার মিকি তুই এখন কেন যে সঙ্গে নেই?

'পুলিশ!' আবার গলা ফাটাল সে। এবারে আরও জোরে। কোন একটি বেডরুম থেকে গোঙানিটা ভেসে আসছে। হাতে অস্ত্র বাগিয়ে ওদিকে ছুটল পেট্রলম্যান। শুনতে পেল এক মহিলা চিৎকার করছে, তার পরপরই খুলি ফাটার বিশ্রী, কুৎসিত শব্দটা শুনতে পেল সে। তার মাথাটা প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেয়েছে মেঝের সঙ্গে। কাঠের সিঁড়িগুলো পিচ্ছিল হয়ে আছে তেল মেখে।

না, তেল নয়।

কাঠের সিঁড়ি বোঝাই থকথকে রক্ত।

হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দা ডেনি ম্যাকগুইয়ার তার হতাশা লুকানোর চেষ্টা করছে। মেইড বা চাকরানির কথা তার কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

'I Pudo haber sido el diable! El diablo!'

এটা মহিলার দোষ নয়, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ডিটেকটিভ ডেনি ম্যাকগুইয়ার। ওদেরকে দেখার সময় বেচারি বাড়িতে একাই ছিল। কাজেই এ যে মৃগী রোগীর মতো আচরণ করবে সেটাই স্বাভাবিক।

'IEsa Pobre mujer! quien Pola hacer und cosa terrible como esa?'

ছয় বছর ধরে হোমিসাইডে কাজ করার সুবাদে বীভৎস রক্তপাতের দৃশ্য সহজে বিচলিত করে না ডেনিকে। কিন্তু সামনে যে দৃশ্যটি সে দেখছে তাতে কিছুক্ষণ আগে খাওয়া বার্গারটা পেট মোচড় দিয়ে বমি হয়ে উগলে আসতে চাইছে মুখ দিয়ে। তার সামনে এক ম্যানিয়াকের ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ডের প্রমাণ উৎকট ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

স্কোর বোর্ডে টকটকে লাল রক্তের সাগর না থাকলে এটাকে স্রেফ একটা চুরি বলে চালিয়ে দেয়া যেত। তছনছ হয়ে আছে শয়নকক্ষ, ড্রয়ারগুলো খোলা, গহনার বাক্স খালি, কাপড়-চোপড়, ছবি ইত্যাদি সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তবে আসল হরর খাটের নিচে। দুটি শরীর। একজন পুরুষ, অপরজন মহিলা। পুরুষটি বৃদ্ধ, পরনে পাজামা, তার গলাটা কেউ ইচ্ছেমতো বার বার কুপিয়ে ধড় থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। লোকটার হাত-পা রশি দিয়ে বাঁধা। যে-ই ওকে হত্যা করুক, সে লাশটা রশি দিয়ে দ্বিতীয় ভিক্টিমের শরীরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। মাথা খারাপ করা ফিগার দেখে অনুমান করা যায় দ্বিতীয় ভিক্টিম অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী, তবে প্রচণ্ড প্রহারে তার নাক-মুখ থেঁতলে গেছে। তরুণীর রক্তাক্ত ঊরুযুগল এবং যৌনাঙ্গের চারপাশে এক ঝলক চোখ বুলিয়েই পরিষ্কার বোঝা গেল উপর্যুপরি ধর্ষণের শিকার হয়েছে সে।

মুখটা হাত দিয়ে ঢেকে রক্তমাখা শরীর দুটির দিকে এগোলে গোয়েন্দা ডেনি ম্যাকগুইয়ার। তাজা রক্তের গন্ধে ভারী ঘরের বাতাস। তবে রক্তের গন্ধে গোয়েন্দার গা গোলাচ্ছে না।

'একটা ছুরি নিয়ে এসো,' চাকরানিকে হুকুম করল সে।

শূন্য চোখে তার দিকে তাকাল চাকরানি।

'Cucuillo' কথাটি পুনরাবৃত্তি করল ডেনি। 'এক্ষুনি! এবং অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করো। মেয়েটি এখনও বেঁচে আছে!'

ছুরি আনা হয়েছে। ডেনি ম্যাকগুইয়ার নারী-পুরুষ দুজনকে একসঙ্গে বেঁধে রাখা রশিটি নিঃশব্দে কাটতে শুরু করল। তার স্পর্শে মনে হলো জ্ঞান ফিরে পেয়েছে মেয়েটি। সে

উঁ উঁ করে কাঁদতে লাগল। একটু কাঁদছে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। তারপর আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে কাঁদছে। ডেনি একটু ঝুঁকল। মেয়েটির কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো। বিধ্বস্ত চেহারা সত্ত্বেও ডেনি লক্ষ্য করছে মেয়েটি দেখতে সত্যি সুন্দরী। তার মাথা ভর্তি মখমল কালো চুল, বুক দুটো গোল এবং ভরাট, গায়ের ত্বক নরম, বাচ্চাদের মতো মসৃণ এবং দুধসাদা।

'আমি একজন পুলিশ অফিসার,' ফিসফিসিয়ে বলল ডেনি।

'আপনি এখন নিরাপদ। আপনার জন্য ডাক্তারে খবর দিয়েছি।' রশি আলগা হয়ে যেতেই বৃদ্ধ লোকটার বিকট মাথাটা গড়িয়ে পড়ল ডেনির কাঁধে, যেন হ্যালোইনের বীভৎস কোনো মুখোশ। শিউরে উঠল ডেনি।

ডেনির এক সহকর্মী তার কাঁধে টোকা দিল। 'এ নিশ্চিত চুরি, স্যার। সিন্দুকের সমস্ত মালামাল উধাও। একটিও গহনা নেই, সেসঙ্গে কিছু পেইন্টিংও নিয়ে গেছে চোর।'

মাথা ঝাঁকাল ডেনি। 'ভিক্টিমদের নাম?'

'এ বাড়ির মালিক এন্ড্রু জেকস।'

জেকস! নামটা চেনা চেনা লাগল।

'উনি পেশায় ছিলেন আর্ট ডিলার।'

'আর মেয়েটা?'

'অ্যাঞ্জেলা জেকস।'

'তাঁর মেয়ে?'

হেসে উঠল পুলিশটি।

'নাতনি?'

'না, স্যার। মেয়েটা তাঁর স্ত্রী।'

স্টুপিড, নিজেকে মনে মনে গাল দিল ডেনি। *আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল মেয়েটা লোকটার স্ত্রী। শত হলেও এটা হলিউড। আর বুড়ো জেকসের টাকাপয়সার কোনো অভাব নেই।*

অবশেষে পুরো দড়িটা কাটা শেষ হলো। *আমৃত্যু দুজনে একসঙ্গে রইব*, স্বামীর লাশের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ডেনির হাতের ওপর অ্যাঞ্জেলা জেকস লুটিয়ে পড়লে এক্সপার্টই মনে পড়ল গোয়েন্দার। নিজের ওভারকোট খুলে মেয়েটির নগ্ন শরীর ঢেকে দিল। আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছে অ্যাঞ্জেলা। ঠকঠক করে কাঁপছে।

'এখন সব ঠিক আছে,' অ্যাঞ্জেলাকে বলল ডেনি। 'আপনি এখন সেফ, অ্যাঞ্জেলা। তাই না?'

নিরবে মাথা দোলাল অ্যাঞ্জেলা।

'কী হয়েছে আমাকে বলবেন?'

মেয়েটি ডেনির দিকে তাকাল। ডেনি এই প্রথম ওর মুখের ক্ষতগুলো পরিষ্কার দেখতে পেল। মারের চোটে দুটি চোখেই কালশিটে পড়ে গেছে। একটা বিশ্রীভাবে ফুলে

উঠে গোটা চোখ ঢেকে ফেলেছে। শরীরের উর্ধ্বাংশের এক ইঞ্চি জায়গাও অক্ষত নেই। কামড় আর আঁচড়ের দাগ। মেয়েটা নিশ্চয় নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপন লড়াই করেছিল, ভাবল ডেনি।

'ও আমাকে খুব মেরেছে।'

মেয়েটির কথা প্রায় বোঝাই যায় না। অস্পষ্ট, ফিসফিসে। কথা বলতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে।

'সময় নিয়ে বলুন।'

মেয়েটি বিরতি দিল। অপেক্ষা করছে ডেনি।

'ও বলছিল এন্ড্রুকে ও ছেড়ে দেবে যদি... যদি আমি...' স্বামীর রক্তাক্ত লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

'আরে লাশটা চাদর দিয়ে কেউ ঢেকে দাও না।' খেঁকিয়ে উঠল ডেনি। পাশে স্বামীর গলাকাটা লাশ দেখে কোন স্ত্রী কথা বলতে পারে?

'এখনই ঢাকতে পারব না, স্যার। ফরেনসিকরা এখনও লাশ পরীক্ষা করে নি।'

সার্জেন্টের দিকে কটমট করে তাকাল ডেনি, 'বললাম না লাশ ঢেকে দিতে?'

ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল সার্জেন্ট। 'জী, স্যার।'

একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো এন্ড্রু জেকসের লাশ। তবে ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। তার স্ত্রী প্রচণ্ড শক পেয়েছে, সামনে পেছনে দুলছে সে, চকচক করছে চোখ, আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। কী বলছে বুঝতে পারল না ডেনি। মনে হলো বলছে আমার কোনো জীবন নেই।

'অ্যাম্বুলেন্স এসেছে?'

'জী, স্যার। মাত্রই এলো।'

'গুড।'

ডিটেকটিভ ডেনি ম্যাকগুইয়ার ভিক্টিমের পাশ থেকে সরে গেল। তার এক লোককে ইশারা করে কাছে ডাকল।

'মেয়েটার ডাক্তার এবং মানসিক ইভালুয়েশন দরকার। অফিসার মেনেনডেজ, তুমি ওর সঙ্গে যাও। সবার আগে ওর মেডিকেল পরীক্ষা করাবে। আমরা ফুল রেপ কিট, ব্লাড টেস্ট ইত্যাদি চাই।'

'আচ্ছা, স্যার।'

আগামীকাল অ্যাঞ্জেলা জেকসকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ডেনি। আজ কোনো প্রশ্ন করার মতো অবস্থায় নেই মেয়েটির।

'সঙ্গে চাকরানিকেও নিয়ে যেয়ো,' যোগ করল গোয়েন্দা। 'সে সারাক্ষণ নেকড়ের মতো চিৎকার করতে থাকলে আমি ঠাণ্ডা মাথায় কিছুই চিন্তা করতে পারব না।'

চোখে শিঙের চশমা, সোনালি চুলের হাড্ডিসার এক তরুণ এসে ঢুকল ঘরে।

'দেরি হওয়ার জন্য দুঃখিত, স্যার।'

তরুণের নাম ডেভিড হেনিং। পেশায় গোয়েন্দা। দেখতে বখাটেদের মতো হলে কী হবে ফোর্সে তার মতো বুদ্ধিমান এবং তীক্ষ্ণধী গোয়েন্দা চোখে পড়ে নি ডেনির। তাকে দেখে ডেনি খুব খুশি হলো।

'ও! হেনিং এসে পড়েছ! গুড। ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলোতে ফোন করো, যেসব জিনিস চুরি হয়েছে তার একটা তালিকা বানাও। তারপর পনশপ আর ওয়েব সাইটগুলো চেক করে দেখ কোনো তথ্য পাও কিনা।'

মাথা ঝাঁকাল হেলিং।

'আর কেউ সিকিউরিটি সিস্টেমটা চেক করো। এরকম একটা বাড়িতে সিকিউরিটি ব্যবস্থা মজবুত হওয়ার কথা। তবে দেখে মনে হচ্ছে আজ রাতে মাত্র একজন হত্যাকারী এখানে এসেছিল।'

অফিসার মেনেনডেজ বলল, 'চাকরানি বলল রাত আটটার দিকে সে জোরে একটা শব্দ শুনেছে।'

'গুলির শব্দ?'

'না। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম গুলির শব্দ শুনেছে কি-না। বলল গুলি নয়, তার মনে হয়েছিল কোনো আসবাব দড়াম করে পড়েছে। সে ঘটনা কী দেখতে ওপরে যেতে চাইছিল, তাকে মিসেস জেকস বাধা দেন, বলেন তিনি নিজেই দেখবেন।'

'তারপর কী হলো?'

'তারপর কিছু হয় নি। চাকরানি রাত পোনে নটায় দোতলায় যায় তার বুড়ো মনিবকে কোকো দিতে। তখন সে ওদেরকে ওই অবস্থায় দেখতে পায় এবং ৯১১-এ ফোন করে।'

কোকো? জেক দম্পতির দাম্পত্য জীবন মানসচক্ষে দেখার চেষ্টা করল ডেনি ম্যাকগুইয়ার। দেখল এক ধনী, কামুক বুড়ো বাতভরা শরীর নিয়ে প্রতিদিন তার সেক্সি তরুণী বউটির পাশে শুয়ে থাকে এবং অপেক্ষা করে তার চাকরানি তার জন্য কোকো নিয়ে আসবে। এরকম জরাগ্রস্ত একটা বুড়োর বক্ষলগ্ন হয়ে কীভাবে শুয়ে থাকত অ্যাঞ্জেলা? ডেনি কল্পনায় দেখল বুড়োর হাড্ডিসার, খরখরে আঙুল অ্যাঞ্জেলার বুক স্পর্শ করছে, তার মাখন কোমল উরুতে মাকড়সার মতো সরসর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদিও যুক্তি নেই, তবু এ কল্পনা কেন জানি ক্রোধান্বিত করে তুলল ডেনিকে।

তার মতো কি আরও কাউকে এরকম ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল? ভাবছে ডেনি। এবং সে লোক ক্রোধ এবং ঈর্ষার বশে বুড়োকে খুন করে ফেলেছে।

দুই

পরদিন সকাল সকাল সেডারস সিনাই মেডিকেল সেন্টারে চলে এলো ডিটেকটিভ ডেনি ম্যাকগুইয়ার। উত্তেজিত বোধ করছে সে। এটা তার প্রথম বড় মাপের মার্ডার কেস। ভিক্টিম বেভারলি হিলস হাই সোসাইটির একজন সদস্য। এ ধরনের কেস, যদি হাতের তাসটি ঠিকমতো খেলতে পারে ডেনি, ওর ক্যারিয়ারটাই ঘুরিয়ে দেবে। তবে ক্যারিয়ার ঘুরে যাওয়ার আশায় উত্তেজিত নয় ডেনি। অ্যাঞ্জেলা জেকসের সঙ্গে আবার দেখা হবে সে কারণে সে উত্তেজিত হয়ে আছে।

তরুণী মিসেস জেকসের মধ্যে অসাধারণ কী যেন একটা আছে। তার রূপ এবং দুর্ধর্ষ যৌবন ছাড়িয়েও অন্য রকম একটা ব্যাপার রয়েছে। গতকাল সারা রাত মিসেস জেকসকে স্বপ্নে দেখেছে ডেনি। মেয়েটির বিষয়ে যেসব তথ্য-প্রমাণ সে পেয়েছে তাতে মনে হয়েছে মিসেস জেকস রূপ-লাবণ্য দেখিয়ে পুরুষ পটানো প্রকৃতির নারী। কিন্তু কথাটা ডেনি বিশ্বাস করতে চায় না। ঠাকুরদার বয়সী একজন লোককে স্রেফ তার অর্থ-বৈভবের কারণে বিয়ে করেছে অ্যাঞ্জেলা তা না-ও হতে পারে। অর্থলোভী ধরনের নারীদেরকে ঘৃণা করে ডেনি। কিন্তু অ্যাঞ্জেলা জেকসকে সে ঘৃণা করতে চায় না।

'রোগিনী কেমন আছে?'

অ্যাঞ্জেলা জেকসের প্রাইভেট রুমের বাইরে দাঁড়ানো নার্সটি সন্দেহের চোখে দেখল ডেনিকে। 'কে আপনি?'

ডেনি নিজের ব্যাজ দেখিয়ে ভুবন ভোলানো হাসি উপহার দিল।

'ওহ! গুড মর্নিং, ডিটেকটিভ!' নার্স ফিরিয়ে দিল তার হাসি, গোপনে তাকাল ডেনির বাম হাতের দিকে। আঙুলে বিয়ের আংটি আছে কিনা লক্ষ্য-করতে। পুলিশের মধ্যে সচরাচর এরকম সুদর্শন চেহারা দেখা যায় না; দৃঢ় চোয়াল, টলটলে নীল চোখ, মাথা ভর্তি ঘন, কোঁকড়ানো কালো চুল। 'রোগিনী খুব ক্লান্ত।'

'কী রকম ক্লান্ত? ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে?'

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পার, মনে মনে বলল নার্স। সাদা ব্রুকস ব্রাদার্স শার্টের নিচে ডেনির সুগঠিত, বক্সারদের মতো শরীরে সপ্রশংস দৃষ্টি বোলাল সে। 'ওনাকে বেশিক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না। মুখে ব্যথার জন্য ওনাকে মরফিন

ইনজেকশন দেয়া হয়েছে। ওনার বাম চোয়ালের হাড় ফেটে গেছে আর একটা চোখ ভীষণ ড্যামেজ হয়েছে। তবে উনি কথা বলতে পারবেন।'

'ধন্যবাদ, বলল ডেনি। 'আমি তাড়াতাড়িই কাজ সারব।'

হাসপাতাল রুম হিসেবে এটি বেশ জমকালো। দেয়ালে ঝুলছে সুন্দর সুন্দর তৈলচিত্র। এক কোণে দর্শনার্থীদের জন্য গদিমোড়া একটি ওয়েসলিং-ব্যারেল চেয়ার, জানালার ধারের পাত্রে রাখা লতিয়ে ওঠা অর্কিড। দুটা বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে অ্যাঞ্জেলা জেকস। গতরাতে দু চোখে যে বিশ্রী ক্ষত দেখেছিল ডেনি তা এখন নীল-লাল আর বেগুনি রঙ ধারণ করেছে। কপালে সেলাই পড়েছে, দেখতে লাগছে ড্রেসগুলোর ডামির মতো, তারপরও মেয়েটিকে আশ্চর্য রূপসী লাগছে ডেনির কাছে।

'হ্যালো, মিসেস জেকস,' নিজের ব্যাজটা আবার দেখাল ডেনি। 'ডিটেকটিভ ম্যাকগুইয়ার। আমাকে আপনার মনে আছে কিনা জানি না। গতরাতে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।'

দুর্বল হাসল অ্যাঞ্জেলা। 'মনে আছে বইকি, ডিটেকটিভ। আপনি আমাকে আপনার কোট পরিয়ে দিয়েছিলেন। লাইল, ইনিই সেই পুলিশ অফিসার যার কথা তোমাকে বলেছিলাম।'

ঘুরল ডেনি। তার পেছনে, দেয়াল ঘেঁষে প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে আছে অত্যন্ত সুদর্শন এক পুরুষ। যেন সিনেমার নায়ক। লম্বা, গায়ের রঙ জলপাই তেলের মতো, শিকারিদের নিখুঁত শরীর, মাথাভর্তি কুচকুচে কালো চুল, নীল চক্ষু, সিয়ামিজ বেড়ালের মতো জ্বলজ্বলে। সে ডেনির দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকাল। পরনে নিখুঁত ছাঁটের দামি স্যুট, যখন নড়ে উঠল মনে হলো যেন লেকের বুকে তেল গড়াচ্ছে, মসৃণ, চঞ্চল এবং প্রায় বিপজ্জনক।

ডেনি লোকটিকে দেখেই বুঝতে পারল এ পেশায় আইনজীবী। ওর ওপরের ঠোঁটটি বেঁকে গেল। দু'একজন বাদে আইনজীবীদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না ডেনি।

'আপনি কে এবং এখানে কী করছেন? মিসেস জেকসের কাছে তো কোনো ভিজিটর আসার কথা নয়।' বলল ও।

'লাইল রেনাল্টো,' বেড়ালের মতো গরগর করে উঠল লোকটা। হেঁটে এলো অ্যাঞ্জেলা জেকসের বিছানার পাশে, ওর হাতের ওপর একটি হাত রাখল। 'আমি ওর একজন পারিবারিক বন্ধু।'

হাতে হাত ধরা দুই তরুণ-তরুণীর দিকে তাকাল ডেনি। মনে মনে বলল হুঁ, ঠিকই বলেছ। আর আমি জানি সেটা পারিবারিক বন্ধু না ছাই!

'লাইল এন্ড্রুর উকিল,' বলল অ্যাঞ্জেলা। তার গলার স্বর নিচু এবং খসখসে, গতরাতের মতো ভয়ার্ত, ফিসফিসে নয়। 'কনচিটা ওকে গত রাতে ফোন করে বলেছিল কী ঘটেছে। ও সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসে।' লাইল রেনাল্টোর হাতে কৃতজ্ঞতার চাপ দিল অ্যাঞ্জেলা, চোখ ভরে উঠল অশ্রুতে। 'ও খুব ভালো।'

তা তো বটেই। 'আপনি যদি একটু সুস্থ বোধ করেন, মিসেস জেকস। আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।'

কর্কশ গলায় বলে উঠল লাইল। 'এখন নয়। মিসেস জেকস খুব টায়ার্ড। আপনার প্রশ্নগুলো আমার কাছে রেখে যান। বিশ্রাম নেয়ার পরে দেখব প্রশ্নগুলোর জবাব উনি দিতে পারেন কি-না।'

নিজেকে বহু কষ্টে সামলে রাখল ডেনি। 'আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলছি না, মি. রেনাল্টো।'

'মিসেস জেকস মাত্রই একটি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে এলেন।'

'জানি তো। এবং সেই লোকটাকে ধরার চেষ্টাও করছি।'

'তার স্বামীর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা ছাড়াও উনি নিজে ভয়ানক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।'

ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে ডেনি। 'কী ঘটেছে সবই আমি জানি, মি. রেনাল্টো। আমি ওখানে ছিলাম।'

ওরা দুজনেই অ্যাঞ্জেলার দিকে তাকাল তবে অ্যাঞ্জেলা শুধু ডেনির দিকে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত একটা বিজয় উল্লাস অনুভব করল ডেনি, হেঁটে গেল ওর বিছানার পাশে, রেনাল্টোকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

'আপনি ঠিক কী দেখেছেন বলবেন কি?'

'অ্যাঞ্জেল, তোমাকে কিছু বলতে হবে না,' বাধা দিল অ্যাটর্নি।

নামটা শুনে একটা ভুরু উঁচু করল ডেনি।

'আমার স্বামী আমাকে আদর করে অ্যাঞ্জেল বলে ডাকত,' বলল মিসেস জেকস। 'তার সব বন্ধুই আমাকে এ নামে ডাকে। যদিও আমি কোনো অ্যাঞ্জেল নই।' ম্লান হাসল সে। 'মাঝে মাঝে হয়তো বেচারা এন্ড্রুর কাছে আমি যন্ত্রণাবিশেষ ছিলাম।'

'এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে,' বলল ডেনি।

'আপনি গত রাতের কথা বলছিলেন। কী ঘটেছিল?'

'জী। এন্ড্রু তখন দোতলায়, বিছানায় শুয়ে ছিল। আমি নিচতলায় বসে বই পড়ছিলাম।'

'তখন কটা বাজে?'

একটু ভেবে জবাব দিল মেয়েটি। 'বোধহয় আটটা। দোতলায় একটি শব্দ শুনতে পাই আমি।'

'কী ধরনের শব্দ?'

'দুড়ুম করে একটা আওয়াজ। ভেবেছিলাম এন্ড্রু বোধহয় বিছানা থেকে পড়ে গেছে। সম্প্রতি প্রায়ই ও বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ত। শব্দ শুনে দৌড়ে আসছিল কনচিটা। কিন্তু আমি বলি আমি ওপরে যাব। এন্ড্রু খুব অহংকারী স্বভাবের মানুষ ছিল, ডিটেকটিভ। সে যদি...' সঠিক শব্দটা হাতড়ে বেড়াল সে। 'সে শারীরিক অক্ষমতার কারণে বিছানা

থেকে পড়ে গেলে চাইবে না কনচিটা তাকে মেঝে থেকে টেনে তুলুক। আমাকে তার পাশে চাইবে।'

'তারপর আপনি একা একা ওপরে গেলেন?'

গভীর একটা দম নিল অ্যাঞ্জেলা। চোখ বুজল। স্মৃতিগুলো মনে করার চেষ্টা করছে।

সামনে এগিয়ে এলো লাইল রেনাল্টো। 'অ্যাঞ্জেল, প্লিজ, নিজেকে আপসেট করে তোলার কোনো প্রয়োজন নেই তোমার।'

'ইটস অলরাইট, লাইল। ডিটেকটিভের ঘটনাগুলো জানা দরকার।'

ডেনির দিকে ফিরল সে, 'আমি একাই ওপরে যাই। বেডরুমে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় কে যেন পেছন থেকে আমার মাথায় বাড়ি মারে। সর্বশেষ ওটাই মনে পড়ে আমার। মাথায় বাড়ি খাওয়ার কথা। অজ্ঞান হয়ে যাই আমি। জ্ঞান ফিরে দেখি লোকটা... লোকটা আমাকে রেপ করছে।'

'লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?' জানতে চাইল ডেনি। অভিজ্ঞতা থেকে জানে ইমোশনাল সাক্ষীদেরকে শান্ত রাখার সেরা উপায় হলো কঠিন সত্যগুলোর সঙ্গে লেগে থাকা। যেই একবার বলেছ, 'আমি বুঝতে পারছি এ ঘটনা বলতে কতটা কষ্ট হচ্ছে তোমার' সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাড গেট খুলে যাবে এবং তুমি ওর মধ্যে ভেসে যাবে।

ডানে-বামে মাথা নাড়ল অ্যাঞ্জেলা জেকস। 'চেহারাটা দেখতে পাই নি। মুখোশ পরে ছিল সে। বালক্লাভা।'

'লোকটার শরীর-স্বাস্থ্য কেমন?'

'বেশিরভাগ সময় সে আমার পেছন দিকে ছিল। তাই ঠিক বলতে পারব না। তবে মনে হয় সে গাট্টাগোট্টা ছিল, তেমন লম্বা ছিল না। আর গায়ে খুব শক্তি ছিল। আমি তাকে বাধা দিতে গিয়ে মার খেয়েছি। সে বলছিল সে যা করছে তা যদি আমি করতে না দিই তাহলে সে এন্ড্রুর গায়ে হাত তুলবে। তখন আমি আর ধস্তাধস্তি করি নি।' ফুলে থাকা গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল অ্যাঞ্জেলার।

'এই সময়ে আপনার স্বামী কোথায় ছিলেন? তিনি কি আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন? অ্যালার্ম বাজানোর চেষ্টা বা এরকম কিছু?'

'ও...' অ্যাঞ্জেলাকে এক মুহূর্তের জন্য হতবিহ্বল দেখাল। যেন কী বলবে বুঝতে পারছে না। তাকাল লাইল রেনাল্টোর দিকে। সে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল মুখ। 'এন্ড্রু কোথায় ছিল আমি জানি না। আমি ওকে দেখতে পাই নি। হয়তো বিছানার ওপর ছিল। ঠিক বলতে পারব না।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' মেয়েটি উদ্বেগাকুল হয়ে উঠছে দেখে বলল ডেনি, 'বলে যান। আপনি ধস্তাধস্তি বন্ধ করলেন।'

'হ্যাঁ। সে আমাদের সেফের কম্বিনেশন চাইল। আমি তাকে তা দিলাম। তারপর সে আবার আমাকে রেপ করল। শেষ করার পরে মাথায় বাড়ি মেরে দ্বিতীয়বারের মতো অজ্ঞান করে ফেলল। জ্ঞান ফেরার পরে... আমি আপনাকে দেখতে পাই, ডিটেকটিভ।'

ডেনির চোখে চোখ রাখল অ্যাঞ্জেলা। ডেনির পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ভুলে গেল পরবর্তী প্রশ্ন। এ নীরবতার সুযোগটুকু গ্রহণ করল লাইল রেনাল্টো।

'কনচিটা, জেকসদের হাউজকীপার, আমাকে বলেছে অ্যাঞ্জেলার সমস্ত গহনা এবং মূল্যবান কিছু মিনিয়েচার চুরি হয়ে গেছে, কথা কি সত্য?'

'পারিবারিক বন্ধুদের কাছে হত্যা বিষয়ক কোনো সংবেদনশীল তথ্য ফাঁস করার অভ্যাস ডেনির নেই, এ কথা বলার আগেই বিস্ফারিত হলো অ্যাঞ্জেলা। 'চুলোয় যাক গহনা! এন্ড্রুই তো নেই। গহনা দিয়ে আমি কী করব? আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসতাম, ডিটেকটিভ।'

'অবশ্যই আপনি তাঁকে ভালোবাসতেন, মিসেস জেকস।'

'যে জানোয়ার এ কাজ করেছে, প্লিজ, তাকে খুঁজে বের করুন।'

গত রাতের ক্রাইম সিনের দৃশ্যটি মনে পড়ে গেল ডেনির। রক্তমাখা মেঝে, ধড় থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন বুড়ো মানুষটার মস্তক, অ্যাঞ্জেলা জেকসের উরু, নিতম্ব এবং বুকে অশ্লীল কামড়, আঁচড় আর খামচির দাগ।

জানোয়ার ঠিক শব্দটিই বলেছে অ্যাঞ্জেলা।

তিন

অ্যাঞ্জেলা জেকসের কক্ষের বাইরে সুন্দরী নার্সটিকে দেখতে পেল না ডেনি। সে এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করছে, লাইল রেনাল্টো এসে দাঁড়াল পাশে। 'আপনি বোধহয় আইনজীবীদেরকে তেমন পছন্দ করেন না, তাই না, ডিটেকটিভ?'

লোকটার গলার স্বর বদলে গেছে। শত্রুভাবাপন্ন কণ্ঠস্বরে এখন যেন তোষামোদের সুর।

'আপনার এরকম মনে হওয়ার কারণ, মি. রেনাল্টো?'

হাসল লাইল। 'আপনার চেহারা দেখে মনে হলো। হয়তো শুধু আমাকেই আপনার পছন্দ হয় নি।'

ডেনি চুপ করে রইল। বকবক করে যেতে লাগল লাইল।

'আপনি শুধু একা নন। আমার বাবাও উকিলদের দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। আমি ল স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পরে তিনি বেজায় হতাশ হয়েছিলেন। আমার জন্ম সমুদ্রপ্রেমী এক পরিবারে। বাবা আমার জন্য মার্কিন নেভাল একাডেমি ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারতেন না।'

ডেনি ভাবছে *এ লোক এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছে কেন?*

চলে এসেছে এলিভেটর। ডেনি ভেতরে ঢুকল, G লেখা বোতাম টিপে দিল। তবে লাইল একটা হাত দিয়ে আটকে রেখেছে দরজা। তার নায়ক নায়ক চেহারাটা কঠোর হয়ে উঠেছে, বেড়ালের মতো চোখজোড়া বিপজ্জনকভাবে জ্বলছে। 'অ্যাঞ্জেলা জেকস আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপনি যেন তার পিছু লাগতে যাবেন না।'

মেজাজ হারিয়ে ফেলল ডেনি। 'এটা একটা মার্ডার ইনকুয়ারি, মি. রেনাল্টো, কুড়িটি প্রশ্নের কোনো খেলা নয়। মিসেস জেকস আমার প্রধান সাক্ষী। এ মুহূর্তে উনি আর তার চাকরানি আমার একমাত্র সঙ্গী।

'অ্যাঞ্জেলা লোকটাকে দেখতে পায় নি। আপনাকে সে একথা বলেছেও।'

ভুরু কোঁচকাল ডেনি। 'আমি ভেবেছি মি. জেকসও আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমি ভেবেছি আপনি তার হত্যাকারীর সন্ধান চান।'

'অবশ্যই চাই,' খেঁকিয়ে উঠল লাইল।

'নাকি আপনি এন্ড্রু জেকসের স্ত্রীর সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠ মি. জেকসের সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। কি?'

কথাটা শুনে যেন মজাই পেল লাইল। 'একজন গোয়েন্দা হিসেবে মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণে আপনি আসলে তেমন পটু নন। আপনার কি ধারণা আমি আর অ্যাঞ্জেল লাভার?'

'আপনারা কি তাই?'

হাসল অ্যাটর্নি। 'জী না।'

ডেনি ওর কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চাইল।

'এটা হলো ত্রয়ী অপরাধ মি. রেনাল্টো,' এলিভেটরের দরজা থেকে আইনজীবীর হাত সরিয়ে দিল ডেনি। 'ধর্ষণ, ডাকাতি এবং খুন। আমি আপনাকে বিশেষভাবে পরামর্শ দিচ্ছি আমার এবং আমার সাক্ষীদের মধ্যে নাক গলিয়ে আমার তদন্তে বাধা সৃষ্টি করতে আসবেন না।'

'এটা কি কোনো হুমকি, ডিটেকটিভ?'

'আপনার যা খুশি মনে করতে পারেন।'

জবাবে কিছু বলতে মুখ খুলেছিল রেনাল্টো কিন্তু তার আগেই বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা।

পাঁচ মিনিট পরে, উইনশায়ার বুলেভার্ডে ফিরেছে ডেনি, তার সেলফোন বেজে উঠল।

'হেনিং, আমার জন্য কী খবর জোগাড় করলে?'

'তেমন কিছু জোগাড় করতে পারি নি, স্যার। পনশপে কিছু নেই, অনলাইনেও কিছু নেই।'

ডেনির কপালে ভাঁজ পড়ল। 'এখনই কোনো মন্তব্য করার সময় আসে নি।'

'জী, স্যার। আমি জেকসদের উইলও চেক করে দেখেছি।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডেনির। 'তারপর?'

'স্ত্রীটি সমস্ত কিছু পাবে। মি. জেকসের আর কোনো পারিবারিক সদস্য নেই। কোনো চ্যারিটিতে কিছু দান করা হয় নি।'

'সম্পত্তির মূল্য কত?'

'ট্যাক্স ফ্যাক্স দেয়ার পরে প্রায় চারশো মিলিয়ন ডলার।'

শিস দিয়ে উঠল ডেনি। *চারশো মিলিয়ন ডলার!* হত্যাকাণ্ডের জন্য এটি একটি মোটিভ হতেই পারে। অ্যাঞ্জেলা জেকস সাসপেক্ট হতে পারে। মহিলা হয়তো ধর্ষিতা হয় নি, নিজেই নিজেকে নির্যাতন করে শরীরের এই দশা করেছে। গত রাতে অ্যাঞ্জেলার বিড়বিড় করে বলা কথাটি মনে পড়ে গেল ডেনির *আমার কোনো জীবন নেই।*

ব্যাংকে যার চারশো মিলিয়ন ডলার আছে তার এখন জীবন থাকার যথেষ্ট মানে রয়েছে। নানাভাবে সে জীবনের মানে খুঁজতে পারবে।

'আর কিছু?' সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল ডেনি।

'আর একটা জিনিস শুধু। গহনা। মিসেস জেকসের গহনার বাক্স এবং সিন্দুক থেকে এক মিলিয়ন ডলারেরও বেশি গহনা নিয়ে গেছে চোর।'

আসল কথাটি জানার জন্য অপেক্ষা করছে ডেনি। 'এবং...?'

'একটি গহনাও ইনসিওর করা নেই। সাত অঙ্কের মূল্যমানের হিরে, অথচ আপনি ইনসিওর করান নি। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না?'

অদ্ভুত তো বটেই। তবে ডেনি এ মুহূর্তে এড্রু জেকসের ইনসিওরেন্স পলিসি নিয়ে ভাবছে না। 'শোনো,' বলল সে। 'তুমি লাইল রেনাল্টো নামে এক লোকের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে জানাবে। সে নাকি বুড়ো জেকসের ল'ইয়ার।'

'নিশ্চয়,' বলল ডিটেকটিভ হেনিং।' আসলে আমি ঠিক কি খুঁজব?'

সরল গলায় জবাব দিল ডিটেকটিভ ডেনি। 'সমস্যা তো ওখানেই। আমারও পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই।'

চার

মাররাকেশ, মরক্কো

১৮৯২

ঘোড়ার গাড়ির জানালা দিয়ে রাস্তায় উঁকি দিল ছোট্ট মেয়েটি। হৈ-হট্টগোল, চেঁচামেচি, দুর্গন্ধ, দারিদ্র্য, হাসি-আনন্দ দিয়ে পূর্ণ রাস্তা দেখতে দেখতে তার মনে হলো এ জায়গাতেই তার মরণ হবে।

তাকে এখানে পাঠানোই হয়েছে মেরে ফেলার জন্য।

সে বেড়ে উঠেছে বিপুল বিত্ত-বৈভবের মাঝে, সবার ওপরে ছিল শান্তি, সে থাকত মরুভূমির মাঝখানে একটি প্রাসাদে। এক বিখ্যাত অমাত্যের মেয়ে সে। তার নাম রাখা হয়েছে মরিয়ম, মহানবীর মায়ের নামে নাম। শৈশবের কথা তার যেটুকু মনে পড়ে সবই সুখ আর আনন্দের। সে হাতির দাঁতের পালঙ্কে ঘুমাত, তার ঘরের দেয়াল অলংকৃত ছিল স্বর্ণপত্র দ্বারা। সে মখমলের জামা পরত। তার জামাকাপড় পরিয়ে দিত ভৃত্যের দল, তাকে গোসল করিয়ে দিত, কেউ তাকে কোরান শিক্ষা দিত, কেউবা শেখাত সংগীত এবং কবিতা আবৃত্তি। তার মরুভূমির পূর্বপুরুষদের কবিতা। ভেতর-বাহির উভয় জায়গাতেই সে ছিল সুন্দরী, তার মুখখানা ভারী মিষ্টি, খুবই নরম মেজাজের মেয়ে। নোবলম্যান বা রাজ-দরবারের অভিজাত অমাত্যরা এমন কন্যারত্নই কামনা করেন। তার বাবার চার বিবির ঘাড়ে-গলায় আর হাতে জড়ানো বহুমূল্য হীরে-জহরতের চেয়েও সে ছিল মূল্যবান।

মরুভূমির মধ্যে হলেও প্রাসাদে বইত শীতল বাতাস, ছায়াময় ছিল প্রান্তর, প্রাসাদের কুলকুল শব্দের ঝরণা, পাখির গান, প্লেটভর্তি চিনি মাখানো খুবানি, সুগন্ধি চা এসব মিলেই ছিল মরিয়মের দুনিয়া। প্রাসাদ তার কাছে ছিল আনন্দ আর শান্তির জায়গা। ওখানে সে তার খালাতো, চাচাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে খেলা করত, খরতাপ বিলানো সূর্য তাদেরকে স্পর্শ করতে পারত না, পাথরের মোটা দেয়ালের ওপাশের বিপদ তাদের দিকে হাত বাড়াতে পারত না। যদি সেই অপ্রত্যাশিত, ভয়ঙ্কর ঘটনাটি না ঘটত তাহলে এই নন্দিত নরকেই হেসেখেলে বাকি জীবনটা কেটে যেত মরিয়মের। কিন্তু দশ বছর বয়সে তার শান্ত সমাহিত শৈশব প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল। মরিয়মের মা,

তার বাবার সবচেয়ে সুন্দরী বিবি লায়লা বাহিয়া এক রাতে তার বাবাকে ছেড়ে অন্য লোকের হাত ধরে ঘোড়ায় চড়ে উধাও হয়ে গেল। আর ফিরে এলো না।

মরিয়মের বাবা আবদুল্লাহ্ সম্মানিত, ভালো একজন মানুষ। কিন্তু লায়লার বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে একদম ভেঙেচুরে ফেলল। আবদুল্লাহ যখন জীবন এবং তাঁর প্রতিদিনকার ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন ওই সময় ওখানে পা ফেলল তাঁর বাকি তিন স্ত্রী। এই তিন সতীন সবচেয়ে ছোট বিবি লায়লাকে দারুণ ঈর্ষা করত কারণ সে ছিল বয়সে সবার ছোট এবং সবচেয়ে রূপসী। আর আবদুল্লাহ মরিয়মকেও সবচেয়ে ভালোবাসতেন। তিন বিবি ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল কী করে মরিয়মকে প্রাসাদ থেকে তাড়ানো যায়। আবদুল্লাহর উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রথম স্ত্রী রিমা মেয়ের বিরুদ্ধে বাবার মন বিষিয়ে তুলল যাতে মরিময়মকে সরিয়ে ফেলা যায়। সে আবদুল্লাহকে যেসব কানপড়া দিল তার মধ্যে ছিল

মরিয়ম বড় হয়ে তার মায়ের মতোই কালনাগিনী হয়ে ছোবল দেবে, আমাদের সবাইকে ধ্বংস করবে। তাইতো লোকে বলে, দুধকলা দিয়ে সাপ পুষতে নেই।

মরিয়ম দেখতে হয়েছে অবিকল তার মায়ের মতো।

আমি লক্ষ্য করেছি সে ইতিমধ্যে ভৃত্য ছোকরাগুলোর সঙ্গে চোখের ইশারায় কথা বলতে শুরু কবেছে। এমনকী নিজের ভাই কাশিমের ওপরেও তার নজর পড়েছে।

অবশেষে প্রতিবাদ করতে দুর্বল এবং হৃদয় ভাঙা মানুষটি তাঁর প্রিয় কন্যা মরিয়মের পক্ষ নিতে পারলেন না, রিমার দাবিগুলো মেনে নিতে বাধ্য হলেন। একথা সত্য মরিয়ম দেখতে তাঁর মা লায়লার মতোই হয়েছে। সে রকম বড় বড়, বাঁকানো চোখের পাপড়ি। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো মরিয়মকে তার চাচা অর্থাৎ আবদুল্লাহর ছোট ভাই সুলায়মানের কাছে পাঠানো হবে। ধনাঢ্য বস্ত্র ব্যবসায়ী সুলায়মান মারাকেশ শহরে বাস করেন।

প্রাসাদের ফটক দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে যখন মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সে অঝোরে কাঁদছিল। কারণ বাড়ি বলতে সে শুধু এ প্রাসাদকেই চিনত, বুঝত। তার সামনে ধূ ধূ মরুভূমি, যেন কোনো কূলকিনারা নেই। তিন দিন যাত্রা শেষে মরিয়মকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ঢুকল শহরে। প্রথমে চোখের সামনে ফুটে উঠল প্রাচীন দুর্গপ্রাচীরের দেয়াল, তারপর ছোট ছোট কুটির এবং মাঝেমধ্যে ব্যবসায়ীদের কাফেলা।

মরিয়ম ভাবছিল সত্যি কি এটা শহর? নাকি তার সৎ-মায়েরা ষড়যন্ত্র করে তাকে বুনো প্রকৃতির মাঝে ছুঁড়ে দিয়েছে? কবিতায় দুষ্ট সৎ-মায়েদের কথা পড়েছে মরিয়ম। তার সৎ মায়েদেরকেও তেমনই মনে হচ্ছিল তার।

তবে হঠাৎ করেই শহরের রূপরেখা দেখতে পায় মরিয়ম। বুঝতে পারে সুন্দর ও কুৎসিত, বড় বড় মিনার ও বস্তি, আভিজাত্য এবং দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যবান ও কুষ্ঠরোগীদের ভিড়ে সরগরম এ জায়গাটি সত্যি শহর।

তাহলে এটাই শহর, আতঙ্কিত হয়ে ভাবে ছোট্ট মেয়েটি। মানুষজনের চিৎকার-চেঁচামেচি আর হৈ হট্টগোলে তার কান যেন বধির হয়ে আসতে চায়। লোকেরা তার

কাছে খেজুর, কাঠের ছোট কুৎসিত পুতুল বিক্রি করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। মরিয়ম ভাবে এরাই হয়তো আমাকে মেরে ফেলবে।

তবে মরিয়মকে কেউ মেরে ফেলল না। বদলে কুড়ি মিনিট পরে সে নিজেকে আবিষ্কার করল তার চাচার সুরম্য অট্টালিকার সুসজ্জিত একটি কক্ষে, পুদিনার কুচি মেশানো চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে, বাড়িতে যে চা পান করে সে অভ্যস্ত এবং তার হাত ও পা ধুয়ে দেয়া হচ্ছে গোলাপ জলে।

এর আগে বেঁটে, মোটা এক লোক এসেছিলেন মরিয়মের ঘরে। তিনি ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে আর গমগমে গলায় কথা বলেন। লোকটি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকেছিলেন, মরিয়মকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেতে খেতে গমগমে গলায় বলছিলেন, 'স্বাগতম, স্বাগতম, আমার সোনা। তুমিই তাহলে আমার ভাইজানের মেয়ে। বেশ, বেশ, বেশ। খোশ আমদেদ, মরু গোলাপ। আমার নগণ্য গৃহে তোমাকে সুস্বাগতম। আমার ঘরে তুমি সমৃদ্ধ এবং বিকশিত হয়ে উঠবে।'

তবে বাস্তবতা হলো এই সুলায়মান চাচার বাড়িটি মোটেই নগণ্য গৃহ নয়। আকারে মরিয়মের বাবার প্রাসাদের চেয়ে ছোট হলেও আলাদিনের গুহার মতো ধনসম্পদে বাড়িটি পূর্ণ। কাপড়ের ব্যবসা করে একেবারে ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন সুলায়মান। চারদিকে বিত্ত-বৈভবের ছড়াছড়ি।

তবে মরিয়ম এ বাড়িতে সত্যি বিকশিত হয়ে উঠছিল। তার সুলায়মান চাচা বিয়ে করেন নি। ফলে কোনো সন্তানও নেই। মরিয়মই হয়ে উঠেছিল তার কন্যা। সুলায়মান তার বড় ভাইয়ের প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ এরকম মহামূল্যবান একটি উপহার তাঁর হাতে তুলে দেয়ার জন্য। সম্ভব হলে সুলায়মান মরিয়মকে তার জন্মদাতা পিতা-মাতার চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। আবদুল্লাহ এবং লায়লা তাদের একমাত্র মেয়েকে বহির্জগতের সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করলেও সুলায়মান তাঁর ভাতিজিকে এই অচেনা জগৎ চেনাতে সোৎসাহে উৎসাহ দেন। তবে মরিয়ম চাচার বাড়ি থেকে কখনও একা বেরুতে পারে না, অবশ্যই সঙ্গে প্রহরী থাকে। তবে তাদের সতর্ক চোখের পাহারার মধ্যে শহরের অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি রয়েছে মরিয়মের। এখানকার দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ সবকিছুই তার গল্পে পড়া দৃশ্যগুলোর সঙ্গে মিলে যায়।

মারাকেশ একটি জীবন্ত শহর। আর মরিয়মের শান্ত আত্মা এ জ্যান্ত শহরটি দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তার মধ্যে জেগে ওঠে কৌতূহল এবং সবকিছু জানার খিদে।

বড় হচ্ছিল মরিয়ম সে সঙ্গে রূপ যেন ফেটে পড়ছিল তার। আর প্রতিদিন শহরটির প্রতি তার প্রেম বেড়ে যাচ্ছিল। এ শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা সে ভাবতেই পারে না। তাই সুলায়মান যখন তাকে উপকূলে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন, খুশি হতে পারল না মরিয়ম।

'আমাদেরকে কেন যেতে হবে, চাচাজী?'

ঠা ঠা করে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হেসে উঠলেন সুলায়মান। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি, সোনা। ইসোরিয়া শহরটি খুব সুন্দর তাছাড়া গরমের সময় মারাকেশ-এ কেউ থাকতে চায় না।'

'আমি চাই।'

'বোকার মতো কথা বোলো না। প্রচণ্ড উত্তাপ তুমি সইতে পারবে না।'

'পারব। আমাকে জোর করে পাঠাবেন না, চাচাজী। আপনার পায়ে পড়ি। আপনি আমাকে এখানে থাকতে দিলে আমি পড়াশোনায় দ্বিগুণ মনোযোগ দেব।'

ঘর ফাটিয়ে আবার অট্টহাস্য করলেন সুলায়মান। 'দ্বিগুণ মনোযোগ দিলেই কী আর না দিলেই কী!' তবে মরিয়ম কোনো কিছু চাইলে তিনি না দিয়ে পারেন না। ফলে সুলায়মান দু'সপ্তাহের জন্য একাই গেলেন উপকূলে। মরিয়ম বাড়ি থাকল প্রহরী ও আয়া দ্বারা পরিবেষ্টন হয়ে।

পাঁচ

জিবরাইলের বয়স ষোল বছর। সে সুলাইমানের প্রধান গোমস্তার ছেলে। জিবরাইল খুব হাসিখুশি স্বভাবের একটি ছেলে। দেখতে সুদর্শন, মাথায় কোঁকড়ানো বাদামি চুল, মুখে সারাক্ষণ লেগে থাকে হাসি, পড়াশোনাতেও তার মাথা খুব সাফ, বিশেষ করে অঙ্ক শাস্ত্রটি তো সে গুলে খেয়েছে। তার বাবা স্বপ্ন দেখে জিবরাইল একদিন বিশাল এক ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে। এবং কেন নয়? মরক্কো কসমোপলিটান হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর নানান দেশ থেকে মানুষজন আসছে এখানে, এর অধিবাসীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য-ভব্য হয়ে উঠছে। ছেলেটি যদি চায় একদিন পৃথিবীকে পদানত করতে পারবে, কারণ তার সামনে অপেক্ষা করছে স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

তবে জিবরাইলের বাবা জানে না তার ছেলেও তার মতো একটি গোপন স্বপ্ন লালন করে চলেছে বুকে।

তবে এ স্বপ্নের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

তার সমস্ত স্বপ্ন জুড়ে রয়েছে অপূর্ব সুন্দরী মরিয়ম।

দশ বছরের ভীত, আতঙ্কিত মরিয়ম যেদিন মারাকেশ শহরে প্রবেশ করেছিল ওইদিনই তার সঙ্গে পরিচয় জিবরাইলের। তখন জিবরাইলের বয়স তেরো। দয়ালু হৃদয়ের একটা ছেলে, অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখলে মনে ব্যথা পায়। মরিয়ম এবং সে খুব দ্রুত বন্ধু এবং খেলার সাথী হয়ে ওঠে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনে মিলে ঘুরে বেড়াতে থাকে শহরের অলিগলি। ওই সময় মরিয়মের চাচা এবং জিবরাইলের বাবা দুজনেই অফিশিয়াল কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত।

জিবরাইল জানে না ঠিক কবে মরিয়মের প্রতি তার অনুভূতির ধরনটা বদলে যায়। হয়তো মরিয়মের দ্বাদশ জন্মদিনের কিছুদিন পরে, যখন গোলাপ কুঁড়ির মতো তার বুকে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছিল স্তন। কিংবা অন্য কোনো কারণেও মরিয়মের প্রতি জিবরাইলের অন্যরকম অনুভূতি হতে পারে। সে যাই হোক, জিবরাইল তার পনেরো বছর বয়সে টের পেল.সে তার খেলার সাথীর প্রেমে পড়ে গেছে। এটি একটি চমৎকার ব্যাপার হতে পারত যদি ছোট্ট. অবশ্য স্বীকার্য একটি সমস্যা না থাকত– মরিয়ম কিন্তু জিবরাইলের প্রেমে পড়ে নি।

জিবরাইল তার প্রেমে পড়েছে শুনে মরিয়ম হেসেই খুন।

'হাস্যকর কথা বলো না তো!' জিবরাইলের হাত ধরে টেনে কোথাও নিয়ে যাওয়ার সময় বলে দিল মরিয়ম।

'তুমি আমার ভাই। তাছাড়া ঠিক করেছি আমি কোনোদিন বিয়ে করব না।'

মায়ের পরপুরুষের সঙ্গে পলায়ন এবং বাবার প্রবল হতাশার স্মৃতি এখনও তাড়িয়ে বেড়ায় মরিয়মকে। সুলায়মান চাচার দেয়া স্বাধীনতাটুকু উপভোগ করে সে, অনেক নিরাপদ মনে হয়।

মরিয়মের প্রত্যাখ্যান কাঁদায় জিবরাইলকে। হতাশায় গুঁড়িয়ে যায় বুক। ভাবে সে কেন মরিয়মের সঙ্গে ভাইয়ের মতো আচরণ করত? মরিয়ম যে এক হুর পরী এ ব্যাপারটি তার আগে কেন চোখে পড়ে নি? সে হৃদয়ের এ গভীর ক্ষত কীভাবে দূর করবে?

তারপর একদিন ঘটনাটা ঘটল। মরিয়মের সুলায়মান চাচা তখন ইসোবিয়ায় ছুটি কাটাতে গেছেন। জিবরাইল সকালের পড়া শেষ করে মরিয়মদের অট্টালিকায় ফিরেছে, এমন সময় দেখতে পেল জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আগুন জ্বলছে। একশো গজ দূরে থেকেও আগুনের উত্তাপ টের পাওয়া যাচ্ছিল।

'কী হয়েছে?'

জিবরাইলের বাবা হাতে কালিঝুলি মাখা, খকখক করে কাশতে কাশতে জবাব দিল। 'রান্নাঘরে প্রথম আগুন লাগে। তারপর সব জায়গায়। এত দ্রুত আমি কখনও আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেখি নি। খোদার রহমতে সবাইকে বাড়ি থেকে বের করে আনতে পেরেছি।'

উদ্ধারকৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই গৃহকর্মচারী। তাদের কারও হাত-পা পুড়ে গেছে, কেউ বেদম কাশছে। পড়শী এবং পথচারীরাও ভিড় করেছে কী হয়েছে দেখতে। এমন ভিড়, পানির বালতি নিয়ে মানব প্রাচীর ঠেলে আগুন নেভাতে যেতে পারছে না লোকজন।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল জিবরাইলের। 'মরিয়ম কোথায়?'

'ওকে নিয়ে চিন্তা নেই,' বলল তার বাবা। 'সে আজ সকালেই গোসল করতে গেছে। বাড়িতে কেউ নেই।' তার কথা মাত্র শেষ হয়েছে, ওপরতলার জানালায় আবির্ভূত হলো একটি শরীর। পাগলের মতো দু'হাত নাড়ছে। ঘন, কটু ধোঁয়ার মধ্যে বোঝা মুশকিল মানুষটা কে। তবে জিবরাইল সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলল।

তার বাবা তাকে বাধা দেয়ার আগেই সে তীরবেগে ছুটল ভবনে। তীব্র উত্তাপ ঘুষির মতো আঘাত করল তাকে। কালো ধোঁয়া ঢুকে গেল ফুসফুসে। শ্বাস করতে খুব কষ্ট হচ্ছে। যেন ক্ষুর কেটে নিচ্ছে কলিজা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জিবরাইল, প্রচণ্ড ধোঁয়ায় কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চোখ মেলেই তাকাতে পারছে না। *আমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে। ওকে খুঁজে পেতেই হবে। খোদা, আমাকে সাহায্য করো।*

খোদা ওকে সাহায্য করলেন। জিবরাইলের মনে হলো অদৃশ্য কোনো শক্তি ওকে হাত ধরে পাথরের সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে চলল। জানে না কীভাবে ওই নরকের মধ্যে মরিয়মকে খুঁজে পেয়েছিল সে। মরিয়ম অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল মেঝেতে, হাত-পা ভাঙা একটি পুতুল যেন। ওকে কোলে তুলে নিল জিবরাইল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে, ধোঁয়া আর আগুনের মাঝ দিয়ে। চলে এলো রাস্তায়। এ সত্যি এক অলৌকিক ঘটনা। এ অলৌকিক ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা নেই। জিবরাইল ভাবল, *খোদা আমাদেরকে রক্ষা করেছেন কারণ তিনি চান আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি। এটাই আমাদের নিয়তি!*

মরিয়ম যখন চোখ মেলল এবং তাকাল তার রক্ষাকর্তার দিকে, জিবরাইল তার প্রার্থনার জবাব পেয়ে গেল।

জিবরাইলকে ভালোবেসে ফেলল মরিয়ম। ওকে আর নিজের ভাই হিসেবে দেখে না সে। দেখে প্রেমিক হিসেবে।

ছয়

সুলাইমান বাড়ি ফেরার পরে শুধু তাঁর প্রিয় মরিয়মের কথা ভাবছিলেন, চিন্তা করছিলেন আরেকটু হলেই চোখের মণি ভাইঝিকে তাঁর হারাতে হতো। তিনি নিজের পড়ার ঘরে ডেকে পাঠালেন জিবরাইলকে।

'খোকা, তুমি আমাকে জীবন ভিক্ষা দিয়েছ। আমি তোমার কাছে চিরঋণী। বলো কী করে এ ঋণ শোধ করব? তোমার বীরত্বের জন্য কী পুরস্কার তুমি চাও? টাকা? গহনা? নিজের জন্য একটি বাড়ি? বলো। যা চাইবে তা-ই পাবে।'

'আমি আপনার কাছে টাকা-পয়সা কিছুই চাই না, সাহেব।' বিনীত গলায় বলল জিবরাইল। 'শুধু আপনার দোয়া চাই। আমি আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাই।'

হাসল সে। সুলায়মান তার চোখে ভালোবাসার দীপ্তি দেখতে পেলেন। *বেচারা!*

'আমি দুঃখিত, জিবরাইল। সত্যি, ভীষণ দুঃখিত। তুমি যা চাইছ আমার পক্ষে তা দেয়া সম্ভব নয়।'

মুখের হাসিটি মুছে গেল জিবরাইলের। 'কেন সম্ভব নয়?'

'মরিয়মের জন্ম সম্ভ্রান্ত পরিবারে,' নম্র গলায় ব্যাখ্যা দিলেন সুলাইমান। 'ওর আব্বা যখন ওকে আমার হাতে তুলে দেন, বলেছিলাম বড় হলে আমি যেন মরিয়মকে সম্ভ্রান্ত কোনো পরিবারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেই। আমি মরিয়মের জন্য পাত্র ঠিক করেও রেখেছি। সে যদিও মরিয়মের চেয়ে বয়সে বড় তবে সমাজের অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি, দয়ালু–'

'না!' নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না জিবরাইল। 'আপনি এটা করতে পারেন না! মরিয়ম আমাকে ভালোবাসে। সে... সে এ বিয়ে করবে না।'

কঠোর হলো সুলাইমানের চেহারা। 'আমি যা বলব মরিয়ম তা-ই করবে।'

জিবরাইলকে এমন হতাশ এবং বিপর্যস্ত দেখাল, ছেলেটার জন্য মায়া লাগল সুলইমানের। 'শোনো, আমি বলেছি আমি দুঃখিত। এবং মন থেকেই বলেছি। এভাবেই দুনিয়া চলে, জিবরাইল। আমরা সকলেই বন্দী, তবে একেকজনের বন্দীত্ব একেকরকম। তুমি আমার ভাতিঝির কথা ভুলে যাও। আমার কাছে অন্য কিছু চাও। অন্য যে কোনো কিছু।'

জিবরাইল আর কিছু চাইল না। সে যা চেয়েছে তা তো পেল না। নিজেকে বোঝাল এখনও সময় আছে। সে সুলাইমান সাহেবের পিছু লেগে থাকবে, তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে। বুড়ো মানুষটা তার মত পরিবর্তন করতেও পারেন। অচেনা একজন লোককে বিয়ে করতে অমত হতে পারে মরিয়ম। যদিও জিবরাইল জানত এ সব কিছুই সে ভাবছে স্রেফ নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে। তার আসলে কোনো আশা নেই। মরিয়ম তার সুলাইমান চাচাকে নিজের বাপের মতো ভালোবাসে, তাঁর কথার অমান্য করে কখনোই নিজেকে বা চাচাকে অসম্মান করবে না মরিয়ম। বিশেষ করে বিয়ের মতো জটিল একটা বিষয়ে।

জিবরাইলের বাবাও এ বিষয়ে ছেলেকে কোনো সাহায্য করতে পারল না।'

'মেয়েটিকে ভুলে যাওয়াই মঙ্গল, বেটা। তোমার জন্য সুন্দরী মেয়ের অভাব হবে না। সামনে উজ্জ্বল একটি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। সুলাইমান সাহেব তোমাকে ব্যবসা করতে টাকা দেবেন, যদি তুমি নিতে চাও। বড় ব্যবসায়ী হয়ে যে কটা খুশি বিয়ে কর কেউ মানা করবে না।'

মন খারাপ করে জিবরাইল ভাবছিল কেউ আসলে ওকে বুঝতে চায় না। মরিয়ম তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেছে। বলেছে যাকেই সে বিয়ে করুক না কেন, জিবরাইলকেই সবসময় ভালোবাসবে। কিন্তু এ সান্ত্বনা জিবরাইলকে মোটেই শান্ত করতে পারে নি বরং অগ্নিগিরির লাভার মতো বুকের মধ্যে টগবগ করে ফুটছে রাগ।

অবশেষে সেই দিনটি এলো যেদিন জিবরাইলের সমস্ত আশার অপমৃত্যু ঘটল। এক টাক মাথা, ভুঁড়িওয়ালা বাপের বয়সী শেখের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মরিয়মের। হতাশ হলেও তা গোপন রাখল মরিয়ম, বিয়ের সমস্ত সময় চেহারা উজ্জ্বল রাখল সে এবং পরে যখন সে নিজের দ্বিতীয় প্রিয় বাড়িটি ত্যাগ করে চলে গেল ওই সময়ও তার মুখে ঝুলে থাকল হাসি।

নবদম্পতির নিবাস শহরের কাছাকাছি, অ্যাটলাস মাউন্টেনের পাদদেশে এক প্রাসাদে। এখানে মরিয়মের স্বামী মাহমুদ বাস্তার একটি প্রাসাদ রয়েছে। মরিয়মকে প্রায়ই তার চাচার বাড়ি বেড়াতে যাবার অনুমতি দিলেন বাস্তা। চাচার বাড়ি বেড়াতে এসে মাঝে মাঝেই জিবরাইলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মরিয়মের। সে এখন শূন্য দৃষ্টির, বেদনার মুখোশ পরা এক হতাশাগ্রস্ত যুবক। জিবরাইলকে যতবার দেখল মরিয়ম ভীষণ কষ্ট হলো ছেলেটার জন্য।

তার স্বামী মাহমুদ একজন দয়ালু, প্রেমিক, প্রশ্রয়দাতা, চমৎকার স্বভাবের মানুষ। বিয়ের প্রথম বছর গড়াতে না গড়াতেই মরিয়ম যখন তাঁকে একটি পুত্র সন্তান উপহার দিল, তিনি আনন্দে কেঁদে ফেললেন। পরবর্তী পাঁচ বছরে মরিয়ম আরও তিনটি ছেলে এবং একটি মেয়ের মা হলো। মেয়ের নাম রাখল সে লায়লা। জিবরাইলের জন্য মনের ভেতর যে একটা হাহাকার ছিল মরিয়মের সে জায়গা পূর্ণ করে দিল তার সন্তানেরা। সে যখন দেখে তার সন্তানেরা তাদের বাবার সঙ্গে খেলা করছে তখন একটা অপরাধবোধ

দংশন করে মরিয়মকে। সে এত সুখী ওদিকে জিবরাইল চরম অসুখী জীবনযাপন করছে এ ভাবনাটাই তাকে অপরাধী করে তোলে। বন্ধুবান্ধবের কাছে শুনেছে মদ এখন জিবরাইলের নিত্যসঙ্গী, তার অধিকাংশ সময় কাটে তামাকের দোকানে ধূমপান করে আর বেশ্যাপাড়ায়। মরিয়মের চাচা জিবরাইলকে যে টাকা দিয়েছিলেন তা সে এসব করে উড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

মরিয়ম শেষবার জিবরাইলকে দেখল তার স্বামীর মৃত্যুর পরে, দাফন-কাফনের সময়। মাহমুদ, যিনি জীবনেও ধূমপান করেন নি, ছুঁয়ে দেখেন নি মিষ্টি মরাক্কান মদ, সেই তিনি বাষট্টি বছর বয়সে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। মরিয়মের বয়স তখন চল্লিশ। সে এতদিনে বেশ মুটিয়ে গেছে, চোখের কোলে ভাঁজ পড়েছে, নিতম্বে জমেছে চর্বি। তারপরও তার সৌন্দর্য এতটুকু হ্রাস পায় নি। আর জিবরাইল বুড়িয়ে গেছে ভীষণভাবে। শুকিয়ে গেছে সে, কুঁজো হয়ে গেছে, হাতে জেগে উঠেছে নীল শিরা, অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে চোখের রঙ হলুদ, বয়সের তুলনায় কুড়ি বছর বেশি দেখায় তাকে। তার গোটা অবয়ব জুড়ে হতাশা, ক্লান্তি আর বেদনা।

সে টলতে টলতে এগিয়ে এলো মরিয়মের দিকে। মরিয়ম তার বড় ছেলে রফিককে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। জিবরাইলকে দেখেই বুঝতে পারল ও মদ খেয়েছে।

'তো,' জড়ানো গলায় বলল জিবরাইল। 'বুড়ো হারামজাদা অবশেষে অক্কা পেল, তাই না? এখন আমি কবে তোমার কাছে আসব মরিয়ম? বলো কবে?'

মরিয়মের মুখ লাল হয়ে গেল। এমন শরমিন্দা হয় নি সে কখনও। *জিবরাইল এমন করতে পারল কীভাবে? সবার সামনে এরকম আচরণ!*

রফিক এগিয়ে গেল। 'আমার আম্মার মন খুব খারাপ। আমাদের সবারই মন খারাপ। আপনি এখান থেকে চলে যান।'

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল জিবরাইল। 'ভাগো সামনে থেকে!'

'আপনি মাতাল। কেউ আপনাকে এখানে চায় না।'

'তোমার মা চায়। তোমার মা আমাকে ভালোবাসে। সে আমাকে সবসময় ভালোবাসত। ওকে বলো, মরিয়ম।'

মরিয়ম ওর দিকে ফিরল। দুঃখিত গলায় বলল, 'আজ আমি আমার দুটি ভালোবাসাকে কবর দিলাম। একজন আমার স্বামী। আর সেই ছেলেটিকে একসময় যেটি তুমি ছিলে। বিদায়, জিবরাইল।

সেই রাতে মিনারা গার্ডেনসে একটি গাছের তলে ঝুলে আত্মহত্যা করল জিবরাইল। সে এক শব্দের একটি চিরকুট রেখে গিয়েছিল
প্রতারিত

ছোট মেয়েটি বইটি নামিয়ে রাখল, তার দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে। গল্পটি সে এর

আগেও শতাধিকবার পড়েছে, কিন্তু কখনোই ক্লান্ত লাগে নি পড়তে এবং যতবার পড়েছে ততবারই তার কান্না পেয়েছে। তবে এটা ১৯৮৩ সাল, ১৮৯২ নয়, এবং সে বইটি পড়ছে নিউইয়র্ক মহানগরীতে হিমঠাণ্ডা একটি চিলড্রেন হোমে বসে, মরাক্কান কোনো প্রাসাদে বসে নয়। তবে মরিয়ম এবং জিবরাইলের করুণ ভালোবাসার কাহিনী তাকে একটানে একশো বছর আগের সময়ে নিয়ে গেছে।

মেয়েটি জানে অসহায়ত্ব কী জিনিস। জানে মা নিজের সন্তানকে ফেলে রেখে গেলে কেমন লাগে তার। জানে পুরুষের কাছে একটি অসহায় মেয়ে স্রেফ একটি জন্তু বা জিনিস ছাড়া কিছু নয়, কসাইয়ের কাছে ভেড়ার মতো, যে তার নিয়তি যেদিকে তাকে নিয়ে যাবে, সেদিকেই সে যাবে।

'তুমি ঠিক আছ তো, সোফিয়া?'

ছেলেটি তাকে জড়িয়ে ধরল। মেয়েটি একমাত্র ছেলেটিকেই এ বইয়ের কথা বলেছে। একমাত্র ছেলেটিই তাকে বুঝতে পারে। শিশু নিবাসের অন্যান্য শিশুরা তাকে বুঝতে পারে না। তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে, তার প্রিয় গল্পটি নিয়ে হাসাহাসি করে। কিন্তু ছেলেটি কখনও তা করে না।

'ওরা হিংসুক,' ছেলেটি বলে তাকে। 'কারণ তোমার একটি পারিবারিক ইতিহাস আছে কিন্তু ওদের নেই। তোমার শিরায় সত্যিকারের রাজকীয় রক্ত বইছে, সোফিয়া। এ কারণে তুমি সবার থেকে আলাদা। বিশেষ কেউ। এ জন্যেই ওরা ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরে।

কথা সত্য। মরিয়ম সোফিয়ার প্রপিতামহী। সোফিয়ার মধ্যে কোথাও মরিয়মের জিন যেন লুকিয়ে আছে। সোফিয়ার হাতের বইটি, তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটি, এটি কোনো রূপকথার গল্প নয়। এ সত্যি কাহিনী। এ তার ইতিহাস।

'আমি ঠিক আছি,' সোফিয়া বলল ছেলেটিকে। সে-ও ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরল, পাতলা রেয়নের ব্ল্যাংকেট দিয়ে ঢেকে নিল নিজেদেরকে। এখানে, রিক্রিয়েশন রুমের রেডিয়টরের সঙ্গে গা ঘেঁষে বসলেও ঠাণ্ডা থেকে কিছুতেই রেহাই মিলছে না। কী যে ভয়ানক ঠাণ্ডা!

আমি ফেলনা কেউ নই, মনে মনে বলল মেয়েটি, তার বন্ধুর উষ্ণ শরীর ঘেঁষে বসে। *আমি এসেছি এক রাজকীয় পরিবার থেকে, যে পরিবারের রয়েছে একটি রোমান্টিক, করুণ ইতিহাস। আমি সোফিয়া বাস্তা।*

একদিন, এখান থেকে যখন চলে যাব অনেক দূরে, আমি আমার নিয়ত পূরণ করব।

সাত

লস এঞ্জেলেসের ডাউনটাউনে পার্কার সেন্টার পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির সদরদপ্তর হিসেবে পরিচিত। ১৯৬০-এর দশকে টেলিভিশন শো *ড্রাগনেট* ১৫০ নর্থ এঞ্জেলেস স্ট্রিটে অবস্থিত কংক্রিট আর কাচে তৈরি সাদামাটা এ ভবনটিকে বিখ্যাত করে তোলে। ১৯৬৬ সাল নাগাদ এ এজেন্সিতে যুক্ত হয় কিছু অত্যন্ত দামি স্টেট-অব-দা-আর্ট টেকনোলজি যা দেশের অন্য কোনো পুলিশ স্টেশনে নেই। এসব টেকনোলজির মধ্যে রেটিনা চিহ্নিতকরণ স্ক্যানার থেকে শুরু করে থারমাল ইমেজিং ক্যামেরা পর্যন্ত রয়েছে। বিশেষ করে গোয়েন্দা দপ্তরটি সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এ দপ্তরের ইনসিডেন্ট কক্ষগুলোতে রয়েছে শয়ে শয়ে কম্পিউটার আর স্টোর রুম সার্ভিলেন্স গ্যাজেটে বোঝাই।

তবে দুঃখের বিষয় এসব কক্ষের কোনোটিই ব্যবহারের অনুমতি নেই ডিটেকটিভ ডেনি ম্যাকগুইয়ারের। কারণ পদাধিকার বলে সে অনেক কনিষ্ঠ। জেকস হত্যা তদন্তে ছয় সদস্যের যে দল গঠন করা হয়েছে তাদেরকে বিশ্লেষণ কিংবা মন্তব্য লেখার জন্য একটি হোয়াইট বোর্ড আর কিছু কলম ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।

একটি হোয়াইট বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে, হাতে কলম নিয়ে কয়েকটি শব্দ লিখল ডেনি *গহনা। মিনিয়েচার। ইনসিওরেন্স। অ্যালার্ম। ব্যাকগ্রাউন্ড। শত্রু।*

'তোমরা আমার জন্য কী খবর আনলে?'

প্রথমে কথা বলল ডিটেকটিভ হেনিং। 'আমি পাঁচজন স্বর্ণ ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলেছি, এর মধ্যে আপনার পরামর্শ অনুযায়ী কোরিয়া টাউনেরও দুজন ছিল, স্যার। সবাই একই কথা বলল। জেকসদের চুরি করা গহনা গলিয়ে ফেলা হয়েছে এবং মূল্যবান পাথরগুলো হয় আংটি বা এ ধরনের জুয়েলারিতে বসানো হয়েছে নতুবা আলগা বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। অক্ষত কোনো নেকলেস কিংবা কানের দুল পাবার আশা নেই বললেই চলে। যদি না কাজটা কোনো অপেশাদার দ্বারা করা হয়ে থাকে যে এসব বিষয়ে কিছুই জানে না।

'কিন্তু তা করা হয় নি।'

'কিন্তু তা করা হয় নি,' একমত হলো হেনিং।

কিছু ব্যাপারে একমত হওয়া গেছে যে জেকসদের বাড়িতে যে-ই হামলা করে থাকুক সে একজন পেশাদার, বাড়ির জটিল অ্যালার্ম সিস্টেম ভালো জানত এবং একাই সিস্টেম অকেজো করে দিতে সমর্থ। সে দুজন ভিক্টিমকেও কাবু করে ফেলেছিল। একজনকে সে ধর্ষণ করেছে, অপরজনকে হত্যা করেছে। এবং দুটি কাজ সে করেছে প্রায় নিঃশব্দে এবং ভীতিকররকম কম সময়ে। অ্যাঞ্জেলা জেকস নিশ্চিত হামলাকারীকে সে আগে কোনোদিন দেখে নি। লোকটার মুখে মুখোশ ছিল, তবে অ্যাঞ্জেলা তার কণ্ঠ চিনতে পারে নি এবং লোকটার মুভমেন্টও সে ভালোভাবে দেখতে পায় নি। ডিটেকটিভ ডেনি ম্যাকগুইয়ার নিশ্চিত যে লোককে তারা খুঁজছে সে এ পরিবারটিকে ভালোভাবে চিনত, সমস্ত খোঁজ-খবর জানত। এটা স্রেফ সাধারণ কোনো চুরির ঘটনা নয়।

'চিত্রকলা চুরির বিষয়টি আবার অন্যরকম,' বলল ডিটেকটিভ হেনিং। ওর দিকে ভুরু তুলে তাকাল ডেনি। 'কীরকম?'

'আমরা শুনেছি জেকস একজন ডিলার ছিলেন, কাজেই তার বাড়ি ভর্তি মূল্যবান পেইন্টিং থাকবে, বেশির ভাগই সমসাময়িক।'

'বাহ্,' একজন অফিসার ঠাট্টার সুরে বলে উঠল। 'তুমি কীভাবে এত অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে চলাফেরা কর বুঝি না, হেনিং। তুমি তো সোনার খনি হে।'

এ কথায় সবাই হেসে উঠল। ডেনি যে হেনিংকে খুব পছন্দ করে সবাই জানে।

হেনিং মশকরা গায়ে মাখল না। 'হত্যাকারী যদি সত্যি চিত্রকলার বিষয়টি বুঝত তাহলে স্টাডিতে ঝোলানো দুটি বাস্কিয়াট কিংবা গেস্ট বেডরুমের একটি কুনের ছবি নিয়ে পগারপার হতো।'

একজন বলল, 'হয়তো ছবিগুলো খুব ভারী বলে নিয়ে যেতে পারে নি। সে তো একা এসেছিল।'

'একথা আমরা সবাই জানি, নাকি?' বলল ডেনি।

'জী স্যার,' বলল ডিটেকটিভ হেনিং। ফরেনসিক নিশ্চিত করেছে বাড়ির পরিবার আর কর্মচারী ছাড়া আর মাত্র একজনের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। তবে ওই পেইন্টিংগুলো তেমন একটা ভারী ছিল না। ছোট তিনটা ছবি একজন লোকই বহন করে নিয়ে যেতে পারত আর ওগুলোর সম্মিলিত মূল্য ত্রিশ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। কিন্তু আমাদের তস্কর বন্ধুটি মিনিয়েচারগুলো নিয়ে গেছে, জেকসদের কালেকশনের একমাত্র অ্যান্টিকস।'

'ওগুলো কি দামি?' জানতে চাইল ডেনি।

'তুলনামূলকভাবে দামিই বলা চলে। প্রতিটির দাম এক লাখ ডলারের ওপরে, সব মিলিয়ে দশ লাখ ডলার তো হবেই। ওগুলো উনবিংশ শতাব্দীর ফ্যামিলি পোর্ট্রেট, বেশিরভাগ ইউরোপীয়। এগুলোর মার্কেট প্রাইস কম। ফলে ওগুলো খুঁজে পেতে খুব বেশি কষ্ট হয়তো হবে না। আমি একজন লোকাল এক্সপার্টকে চিনি। সে ভেনিস বিচ-এ থাকে। আজ বিকেলে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে।'

'গুড,' বলল ডেনি। 'আর কিছু?'

দলের বাকিরা তাদের 'প্রোগ্রেস' সম্পর্কে রিপোর্ট করল। দম্পতিকে যে রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছে তা পাহাড় বাইবার কাজে ব্যবহার করা হয়। এগুলো যে কোনো ক্যাম্পিং কিংবা খেলাধুলার সরঞ্জাম বিক্রির দোকানে পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনকে হত্যাকারী যে গিটঠু দিয়ে বেঁধেছে তা জটিল গিটঠুই বলা যায়– ডাবল হাফ গিটঠু। এ ধরনের গিটঠু পেশাদাররাই দিয়ে থাকে। এছাড়া তেমন মূল্যবান ফিজিক্যাল এভিডেন্স পাওয়া যায় নি। খুনির রক্ত এবং বীর্য কোনো দেশের ডাটাবেসেই ম্যাচ খায়নি।

'জেকসের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কী জানা গেল? জোরালো কোনো তথ্য যা আমাদের তদন্তে সাহায্য করতে পারে?'

সংক্ষিপ্ত জবাব এলো 'না,' এন্ড্রু জেকস সৎভাবে ব্যবসা করতেন। সমাজহিতৈষী হিসেবে তাঁর নামডাকও ছিল, LAPD-র বেনেভোলেন্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর তিনি একজন উদারহস্ত দাতা ছিলেন, একথা উল্লেখ না করলেও চলে।

ডেনি ভাবল, জানতাম এ মানুষটির নাম আমি কোথাও শুনেছি। আজব ব্যাপার এরকম একজন লোক তাঁর উইলে কোনো দানখয়রাত করে যান নি।

বুড়ো লোকটি ছিলেন অজাতশত্রু, তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল না, শুধু তার সাবেক স্ত্রী ছাড়া যার সঙ্গে জেকসের পঁচিশ বছর আগে ডিভোর্স হয়ে যায় এবং ভদ্রমহিলা আবার বিয়ে করে বর্তমানে ফ্রেসনোতে সুখে বসবাস করছেন।

অকস্মাৎ খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল অফিসার জন বোল্ট। লাল চুলের এই লাজুক কর্মকর্তাটি ডেনির দলের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য। তার হাতে এক টুকরো কাগজ। সবাই তার দিকে মুখ তুলে চাইল।

'মিসেস জেকস-এর লইয়ার এইমাত্র একটি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন।'

লাইল রেনাল্টোর কথা শোনামাত্র ডেনির কাঁধ আড়ষ্ট হয়ে গেল। হেনিং এ লোক সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে আপত্তিকর কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড পায় নি তবে ডেনির সন্দেহ তাতে যায় নি।

'আমাদেরকে রহস্যের মধ্যে রেখো না, বোল্ট। মিসেস জেকস কী বলছেন বলো?'

'স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ তিনি শিশুদের চ্যারিটিতে দান করে দিয়েছেন।'

ডেনি জিজ্ঞেস করল, 'নিশ্চয় সব টাকা নয়?'

ডেনির হাতে কাগজ খণ্ডটি দিল বোল্ট। 'প্রতিটি পেনি, স্যার। চারশো মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।'

স্টেটমেন্টটি পড়ে অদ্ভুত উল্লাস অনুভব করল ডেনি।

আমি জানতাম ও অর্থলোভী নয়। টাকার লোভে বুড়োকে বিয়ে করে নি। আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম। এখন থেকে নিজের সহজাত প্রবৃত্তির ওপর আমি বেশি করে আস্থা রাখব।

আট

এক ঘণ্টা পর, ডেনি তার গাড়ি নিয়ে চলে এলো বেভারলি হিলসে, বৃহদায়তনের একটি নিও-টিউডর ম্যানসনের গেটের সামনে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার সময় ২০-২০ ক্যানন ড্রাইভের এ ঠিকানাটা ওকে দিয়েছিল অ্যাঞ্জেলা জেকস। বাড়িটি তার এক বন্ধুর।

'আমি আর লোমা ভিস্তায় ফিরে যেতে পারব না, ডিটেকটিভ,' অ্যাঞ্জেলা বলেছিল ডেনিকে। 'ওই বাড়িতে ফেরার কথা ভাবলেই আমার কষ্ট হয়। বাড়িটি বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত আমি এক বন্ধুর বাসায় থাকব।'

উর্দিধারী এক ভৃত্য ডেনিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো উষ্ণ সূর্যালোকিত বসার ঘরে। দামি দামি কাউচ দিয়ে সাজানো কক্ষ, বড় বড় ফুলদানিতে শোভা পাচ্ছে ফ্রিসিয়া আর লিলি। ফুলের গন্ধে মম করছে ঘর। দেখলেই বোঝা যায় এ ঘরে নারীর কোমল হাতের ছোঁয়া রয়েছে। অ্যাঞ্জেলাকে খুব ঘরোয়া মনে হলো, নগ্ন পায়ে, জিনস পরে সে হেঁটে এগিয়ে এলো ডেনিকে স্বাগত জানাতে। হামলার পরে দু'সপ্তাহ কেটে গেছে, ক্ষতগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, হলুদ ছোপ ছোপ দাগ আছে মুখে। এই প্রথম অ্যাঞ্জেলার চোখের আসল রঙটি লক্ষ করল ডেনি তরল বাদামি, গলানো চকোলেটের মতো। এত সুন্দর হওয়ার অধিকার কোনো নারীর নেই।

'ডিটেকটিভ,' হাসতে হাসতে হ্যান্ডশেক করল অ্যাঞ্জেল। ডেনির মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল। 'কোনো খবর আছে? লোকটার কোনো সন্ধান পেলেন?'

'এখনও পাই নি।'

অ্যাঞ্জেলার মুখে হতাশার ছাপ পড়েছে দেখে ডেনির মনটাই গেল খারাপ হয়ে। অ্যাঞ্জেলাকে সে মোটেই হতাশ দেখতে চায় না।

'আমরা আমাদের তদন্তের প্রারম্ভিক দিকে এখনও আছি, মিসেস জেকস,' তাকে আশ্বস্ত করার সুরে বলল ডেনি। 'ওকে ঠিকই খুঁজে বের করব।'

একটা কাউচে বসে পড়ল অ্যাঞ্জেলা। ডেনিকেও বসতে ইশারা করল। 'প্লিজ, আমাকে অ্যাঞ্জেলা বলে ডাকবেন। কিছু খাবেন আপনি? চা কিংবা অন্য কিছু?'

'না, ঠিক আছে,' গলার টাইয়ের নট ঢিলে করল ডেনি।

আমি নিজেই গরম হয়ে আছি নাকি ঘরটাই গরম? ভাবল ও।

'আপনাকে আরও কিছু প্রশ্ন করতে চাই আমি। আপনার বিবাহ সম্পর্কে।'

হতবুদ্ধি দেখাল অ্যাঞ্জেলাকে। 'আমার বিবাহ?'

'আপনার জীবনচিত্রটি যত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে আমাদের কাছে, ততই সহজ হয়ে যাবে অনুমান করতে যে কে এ কাজ করেছে। এবং কেন।'

একটু ভেবে নিয়ে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলা।

'ঠিক আছে। তা আপনি কী জানতে চান?'

'প্রথম থেকেই শুরু করি। আপনাদের দুজনের সাক্ষাৎ হলো কীভাবে?'

'UCLA-এর একটি আর্ট ক্লাসে।'

স্মৃতিটি মনে পড়তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অ্যাঞ্জেলার চেহারা। ডেনি ভাবল *মাই গড, এ দেখছি সত্যি তার স্বামীকে ভালোবাসত।*

'ওটা কোনো রেগুলার ডিগ্রি কোর্স বা এ ধরনের কিছু ছিল না। স্রেফ একটা নাইট ক্লাস করতাম মাঝে মাঝে। হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই চিত্রকলার প্রতি আমার একটা ঝোঁক ছিল। তবে আমি কিন্তু খুব একটা ভালো আঁকতে পারি না।' ডেনি ভাবছিল এরকম দুর্ধর্ষ এক নারীর আত্মবিশ্বাসের মাত্রা এত কম হয় কী করে। অবশ্য অ্যাঞ্জেলা কখনোই নিজেকে নিয়ে গর্ব করে না।

'কোন্ হাইস্কুলে পড়তেন আপনি?' জানতে চাইল ডেনি।

'বেভারলি হিলস হাই। কেন?'

'এমনি। আমাদের ডিটেকটিভদের বাজে একটা অভ্যাসই হলো অনর্থক প্রশ্ন করা।'

'ঠিক আছে,' হাসল সে আবার। ডেনির পেটের ভেতরে ফড়ফড় করে ডানা ঝাপটাতে লাগল কতগুলো প্রজাপতি। 'সে যাইহোক, এন্ড্রু UCLA-তে এসেছিল চিত্রকলা নিয়ে বক্তৃতা দিতে। কীভাবে একটি গ্যালারিকে কাজের উপযোগী করে তোলা যায়, কীভাবে কালেক্টরদেরকে আকৃষ্ট করা যায় এসব হাবিজাবি। তবে এন্ড্রু ছিল দারুণ স্মার্ট এবং মজার মানুষ। আমরা একে অন্যকে দেখা মাত্র প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যাই।'

ছবিটি মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করল ডেনি।

বুড়ো জেকস আর তরুণী অ্যাঞ্জেলা। এদের ক্ষেত্রে 'প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ার' ব্যাপারটি খুব সহজ নয়।

'আপনার জানা মতে আপনার স্বামীর কি কোনো শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল?'

'না।' দৃঢ় স্বরে জবাব এলো।

'ঠিক জানেন?'

'অবশ্যই। এন্ড্রু চমৎকার মানুষ ছিল। তাকে সবাই খুব পছন্দ করত।'

সবাই নয়। 'খুনের রাতে, জানি না আপনার মনে আছে কিনা, আপনি বিড়বিড় করে একটা কথা বলছিলেন।'

'বলছিলাম নাকি?'

'জী। একই কথা বারবার বলছিলেন।'

শূন্য দৃষ্টিতে ডেনির দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা।

'আমার কোনো জীবন নেই,' এ কথাটিই আপনি বারবার উচ্চারণ করছিলেন। কেন একথা বলছিলেন মনে পড়ে?'

ইতস্তত করছে অ্যাঞ্জেলা। 'ঠিক কী বলছিলাম এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। এন্ড্রুর সঙ্গে পরিচয়ের পরে ও আমাকে একটা জীবন দিয়েছিল। ও আমাকে রক্ষা করেছিল। আমি *'আমার কোনো জীবন নেই'* কথাটি বোধহয় বলছিলাম এ কারণে যে আমার মনে হয়েছিল আমার জীবনের ওখানেই পরিসমাপ্তি।'

'পরিসমাপ্তি?'

'এন্ড্রুর সঙ্গে সুখ আর শান্তিময় জীবনের পরিসমাপ্তি। তবে কথাগুলো সত্যি আমার মনে নেই, ডিটেকটিভ। এন্ড্রু, রক্ত আর আপনাকে ছাড়া ওইদিনের আর কোনোকিছুই আমার মনে নেই।'

'বললেন আপনার স্বামী আপনাকে রক্ষা করেছিলেন। কী থেকে রক্ষা করেছিলেন?'

কোলের ওপর চোখ নামাল অ্যাঞ্জেলা। 'একটি বিশ্রী অবস্থা থেকে।'

চাপ দিয়ে কথাটা আদায় করতে পারে ডেনি কিন্তু মেয়েটিকে আবার আপসেট করতে সায় দিচ্ছে না মন। বোঝাই যায় বিষয়টি নিয়ে সে কথা বলতে চায় না। যখন মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে তখন নিশ্চয় বলবে।

'ও আচ্ছা। আর আপনার ব্যাপারটা কী, মিসেস জেকস?'

'আমার ব্যাপার?'

'আপনার ওপর কারও প্রতিহিংসা আছে কি?'

একটু ভেবে জবাব দিল অ্যাঞ্জেলা। 'আমি আসলে এসব বিষয় নিয়ে কখনও ভাবিনি। আমার আর এন্ড্রুর মধ্যে বয়সের ফারাক ছিল পঞ্চাশ বছর। লোকে হয়তো আড়ালে আবডালে অনেক কথাই বলত। এন্ড্রুর সামাজিক পরিমণ্ডলে অনেকেই হয়তো আমাকে বিশ্বাস করত না। ভাবত এন্ড্রুকে আমি শুধু টাকার লোভে বিয়ে করেছি। আপনিও হয়তো তা-ই ভাবছেন।'

'আরে না!' অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে মিথ্যাটা বলল ডেনি।

'আমাকে যেন উইলে রাখা না হয় সেজন্য এন্ড্রুকে আমি জোরাজুরি করতাম। এজন্য যে লোকে যাতে বুঝতে পারে স্রেফ অর্থের লোভে ওকে আমি বিয়ে করি নি। কিন্তু এন্ড্রু আমার কথা শুনতে চাইত না। বলত লোকে অনেক কথাই বলে এবং লোকের কথায় কান দিতে নেই।'

'এজন্যেই আপনি তাঁর সমস্ত অর্থ চ্যারিটিতে দান করে দিয়েছেন? লোকের সন্দেহ অমূলক প্রমাণ করার জন্য?'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলা। 'হয়তো বা। অবচেতনভাবে এ চিন্তাটা আমার মধ্যে কাজ করেছে।'

'আপনার স্বামী কি জানতেন তার মৃত্যুর পরে আপনি সমস্ত কিছু দান-খয়রাত করে দেবেন?'

'না,' মাথা নাড়ল অ্যাঞ্জেলা। 'জানলে ও কষ্ট পেত। এন্ড্রু চাইত ওর সমস্ত টাকার মালিক যেন আমিই হই। আর ওকে সুখী দেখতে চাইতাম আমি। তবে সত্য এটাই, ওর ওই ধন-সম্পদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

একটা ভুরু কপালে উঠে গেল ডেনির।

হেসে উঠল অ্যাঞ্জেলা খিলখিল করে, যেন চামচ থেকে গড়িয়ে পড়ল মধু। 'আমার কথা বোধহয় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, ডিটেকটিভ, তাই না? আচ্ছা, আপনিই বলুন চারশো মিলিয়ন ডলার দিয়ে আমি করব কী? আমি ছবি আঁকতে ভালোবাসি, ক্যানিয়নে হেঁটে বেড়াতে পছন্দ করি। এসবের জন্য লাখ লাখ টাকার দরকার হয় না। বরং যাদের টাকা-পয়সা দরকার, যারা এর সত্যিকারের ব্যবহার করতে পারবে, তাদের কাছেই টাকাটা যাওয়া প্রয়োজন। বরং তাতেই আমার মনে হবে এন্ড্রুর মৃত্যুটা বৃথা যায় নি।'

আবার নিজের হাতের দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা। কান্না চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সহজাত প্রবৃত্তিতে ডেনি একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওর হাতের ওপর হাত রাখল। বিষয়টি মনে মনে স্বীকার করতে ও বিব্রত বোধ করল বটে তবে স্পর্শটি ওর কাছে দারুণ লাগল। যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেছে শরীরে।

'এখানে হচ্ছেটা কী?'

লাফিয়ে উঠল ডেনি। লাইল রেনাল্টোর কর্কশ গলার স্বর গাড়ির উইন্ডশিল্ড ভেঙে দেয়ার মতো মুডটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল।

'আপনি এখানে কী করছেন?' গর্জে উঠল রেনাল্টো।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে। রাগে বিকৃত দেখাচ্ছে সুদর্শন চেহারাটা, কাঁধজোড়া সামনের দিকে ঝুঁকে আছে মারমুখী ভঙ্গিতে। গতকাল হাসপাতালে যে পোশাকটা পরে গিয়েছিল সেরকম একটি সুট পরনে, নীল চোখের সঙ্গে রঙ মেলানো ম্লান নীল সিল্ক টাই। জীবনে কোনো মানুষকে দেখে এতটা নাখোশ হয় নি ডেনি।

'পুলিশি সাক্ষাৎকার চলছে,' শীতল গলায় বলল ও। 'এবং যথারীতি মি. রেনাল্টো, আপনি বাধা প্রদান করছেন। জানতে পারি কি এখানে কী কাজ আপনার?'

'এটা আমার বাড়ি,' জবাব দিল রেনাল্টো। আমি এখানে থাকি। কেন, অ্যাঞ্জেলা বলেনি আপনাকে?'

অ্যাঞ্জেলার দিকে ফিরল ডেনি, 'এ-ই আপনার সেই বন্ধু যার সঙ্গে আপনি থাকছেন বলেছিলেন? কই, এর কথা তো কখনও বলেন নি।'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলা। 'আপনি তো জিজ্ঞেসও করেন নি। লাইল আমাকে সকালে ওঠার জন্য দয়া করে ওর বাড়িতে কয়েকটা দিন থাকতে দিয়েছে। আপনাকে তো বলেইছি, ও সবসময় আমাকে প্রচুর সাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছে।'

লাইল রেনাল্টো কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'মিসেস জেকসকে বিরক্ত করা শেষ হলে

আপনি এখন বিদায় হতে পারেন, ডিটেকটিভ।'

'ডিটেকটিভ ম্যাকগুইয়ার আমাকে বিরক্ত করছেন না,' বলল অ্যাঞ্জেলা। 'উনি আমার সঙ্গে অত্যন্ত সদয় আচরণ করছেন।'

'হুমম।' রেনাল্টোর চেহারা দেখে মনে হলো না কথাটা সে বিশ্বাস করেছে।

ওকে পাত্তা না দিয়ে ডেনি বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন আপনাকে আমার আরও একটি প্রশ্ন আছে, মিসেস জেকস। আপনি বলেছিলেন মি. জেকসের সঙ্গে আপনার পরিচয় একটি আর্ট ক্লাসে।'

'জী।'

'তখন আপনার কী নাম ছিল জানতে পারি?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে লাইল রেনাল্টোর দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা।

'আমার নাম? ঠিক বুঝলাম না।'

'আপনার পারিবারিক নাম,' ব্যাখ্যা করল ডেনি, 'মি. জেকসের সঙ্গে বিয়ের আগে আপনার পারিবারিক নাম কী ছিল?'

'ওহ্।' অ্যাঞ্জেলা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'আমি তো আপনার প্রশ্ন শুনে ঘাবড়েই গিয়েছিলাম।' সে ডেনির দিকে তৃতীয় এবং শেষবারের মতো চকোলেট চাউনি নিক্ষেপ করল।

'রাইম্যান। আমার বিবাহ-পূর্ব পারিবারিক নাম ছিল রাইম্যান।'

নয়

ঘরটি ছোট, বৈচিত্র্যহীন এবং ঢুকলেই মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসবে। আর ঘরে কেমন সোঁদা সোঁদা একটা গন্ধ। চারপাশে চোখ বুলিয়ে ডিটেকটিভ হেনিং মনে মনে বলল, *মিডিয়া যতটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলে, চুরি করা চিত্রকলার ব্যবসা আসলে ততটা লাভজনক নয়।*

রোয়েগ লিন্ডেমেয়ার, চিত্রকলার একজন চোরাকারবারী এবং পার্টটাইম পুলিশের ইনফর্মার, বাস করে ভেনিস স্ট্রীটের ভাঙাচোরা একটি ভবনে।

'তো? ওগুলোর কোনো খোঁজ পেলে?' রোয়েগকে জিজ্ঞেস করল হেনিং।

রোয়েগ জেকসদের মিনিয়েচারের ইনসিওরেন্স ফটোগ্রাফের পাতাগুলো ওল্টাচ্ছিল। রোয়েগের বয়স মধ্য পঞ্চাশ, আঙুলে তামাকের দাগ।

'খবরটির জন্য কত দেবে?' জানতে চাইল রোয়েগ।

হেনিং মুখটা আমসত্ত্ব বানিয়ে ওয়ালেট থেকে দুটি কুড়ি ডলারের নোট বের করল।

অসন্তোষ প্রকাশ করল রোয়েগ। 'একশো।'

'ষাট এবং তোমার হুমকির কথা আমি চেপে যাব।'

'রাজি।'

লোভীর মতো টাকাটা পকেটে পুরল বুড়ো এবং ছবিগুলো ফিরিয়ে দিল হেলিংকে।

'তো?' প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করল হেনিং। 'কালোবাজারে এই মিনিয়েচারগুলো তোমার চোখে পড়েছে নাকি পড়েনি?'

'নাহ।'

'ব্যস? নাহ্? শুধু এ বললেই হলো?'

কাঁধ ঝাঁকাল রোয়েগ। 'তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছ। আমি তার জবাব দিয়েছি।'

হেনিং ওর টাকাটা ফেরত নিতে হাত বাড়াল।

বুড়ো চট করে একপাশে সরে গেল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। দেখো ভাই, ডিটেকটিভ, ওগুলো যদি বিক্রির জন্য হতো,

আমার নিশ্চয় চোখে পড়ত। ওয়েস্ট কোস্টে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে ওই ভিক্টোরিয়ান মাল বেচা-বিক্রি করতে পারি। তুমি একথা যেমন জানো অন্যেরাও তেমনি জানে। হয় তোমার লোক কোথাও কেটে পড়েছে নতুবা জিনিসগুলো সে বিক্রি করছে না। হয়তো ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সে ওগুলো রেখে দিয়েছে।'

এক সাইকোপ্যাথ, ধর্ষক-খুনি উনিশ শতকের প্রতিকৃতি নিয়ে কী করবে? তাকে শিল্পপ্রেমিক বলে তো মনে হয় না।

হেনিং বলল, 'হয়তো সে এ জিনিসের কোনো ক্রেতা ইতোমধ্যে পেয়ে গেছে তাই তোমার কাছে আসার প্রয়োজন বোধ করে নি।'

'হতেও পারে।'

'তোমার কি চেনাজানা বিখ্যাত কোনো কার্পেন্টার আছে যে এসব জিনিস কেনে?'

'থাকতেও পারে,' রোয়েগের চোখ সার্জেন্টের ওয়ালেটে।

নাহ্, আজকে হেনিংকে আরও কিছু মালপাতি খসাতে হবে পকেট থেকে।

'আপনি কি অনুগ্রহ করে আরেকবার চেক করে দেখবেন?'

ডিটেকটিভ ডেনি ম্যাকগুইয়ার রিসেপশনিস্টকে সেই ভুবন ভোলানো হাসিটি উপহার দিল যে হাসি দেখে সেডারস হাসপাতালের নার্সটি কুপোকাতও হয়ে গিয়েছিল। তবে এবারে কোনো কাজ হলো না।

'আমার আবার চেক করার দরকার নেই। ইতোমধ্যে একবার চেক করেছি।'

সরকারি রেকর্ড অফিসের আজকের গেটকিপারটি কৃষ্ণাঙ্গ। ওজন দুশো পাউন্ডের কাছাকাছি। সে এই আইরিশ পুলিশটিকে একদমই পাত্তা দিচ্ছে না।

'আমাদের কাছে অ্যাঞ্জেলা রাইম্যান নামে কোনো রেকর্ড নেই। এ নামে কারও বিয়ে, মৃত্যু, ট্যাক্স বা কোনো কিছুই রেকর্ড নেই। ক্যালিফোর্নিয়াতে অন্তত এ নামে কেউ নেই।'

ডেনি ভাবছিল হয়তো অ্যাঞ্জেলার জন্ম আমেরিকার বাইরে কোথাও। হয়তো জেকসের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে ক্যারিবিয়ানে। কিংবা প্যারিসে। অমন ধনবান মানুষ আমাদের মতো সিটি হলে বসে বিয়ে করে না। কাজেই বিয়ের সার্টিফিকেট এখানে না থাকারই কথা।

আধঘণ্টা পরে বেভারলি হিলস হাইস্কুলের প্রশাসনিক অফিসে ঢুকল ডেনি। হতাশায় নিমজ্জিত মন।

'এক সাবেক ছাত্রীর রেকর্ড দরকার আমার,' কণ্ঠে আশার সুর ফোটানোর চেষ্টা করল ডেনি। 'সে আট/নয় বছর আগে এ স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন করেছে।'

পুরুষ ক্লার্কটি হেসে বলল, 'নিশ্চয়, ডিটেকটিভ। ছাত্রীটির নাম কী?

'অ্যাঞ্জেলা রাইম্যান।'

হাসিটি নিভে গেল। 'আমি দশ বছর ধরে এ স্কুলে আছি কিন্তু এ নামের কোনো

ছাত্রীর কথা শুনি নি।' সে লম্বা একটি ধাতব ফাইলিং কেবিনেট খুলল। RU-SI লেখা একটি ড্রয়ার বের করল। 'আপনার কাছে কি ওর কোনো ছবি আছে?'

ডেনি তার ব্রিফকেস খুলে অ্যাঞ্জেলার একটি ছবি দিল কেরানিকে। ওর অফিসাররা অ্যাঞ্জেলার বাড়ি থেকে ছবিটি এনেছিল। অ্যাঞ্জেলার পরনে বিয়ের পোশাক। দারুণ লাগছে। তার সমস্ত অবয়ব ফুটে বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রেম এবং আনন্দ। কুচকুচে কালো চুল পেছন দিকে আঁচড়ানো, দুধ সাদা মুখখানায় রূপ যেন ফেটে পড়ছে। চকোলেট-বাদামি রঙের চোখজোড়া নাচছে।

ক্লার্ক বলল, 'ওরে বাবা! এত সুন্দর মুখ একবার দেখলে জীবনে ভোলা যায়? না, ভাই। দুঃখিত। এ মেয়েটি কস্মিনকালেও আমাদের স্কুলের ছাত্রী ছিল না।'

'আহ, আমার লাগছে তো!'

লাইল রেনাল্টো এত জোরে চেপে ধরেছে অ্যাঞ্জেলা জেকসের কাঁধ যে নরম মাংসে বসে গেছে নখ।

'আমি দুঃখিত, অ্যাঞ্জেল।' থাবা আলগা করল লাইল। 'কিন্তু তোমাকে এখান থেকে চলে যেতেই হবে। এখন, আজকে, ও চলে আসার আগেই।'

কেঁদে ফেলল অ্যাঞ্জেলা। 'কিন্তু আমি... আমি তো কোনো অন্যায় করি নি।'

'অবশ্যই তুমি কোনো অন্যায় কর নি,' নরম গলায় বলল লাইন। 'আমি জানি তো। তবে ম্যাকগুইয়ার ও কথা বুঝতে চাইবে না।'

ইতস্তত করল অ্যাঞ্জেলা। 'তুমি ঠিক জানো? ভদ্রলোককে তো আমার ভালোই মনে হলো।'

'আমি নিশ্চিত জানি,' দৃঢ় গলায় বলল লাইল। ক্লজিট খুলে একটি ওভারনাইট ব্যাগ বের করে অ্যাঞ্জেলাকে দিল। 'এতে কিছু জামাকাপড় পুরে নাও। আমাদের হাতে সময় নেই।'

ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে জেগে গেল ডিটেকটিভ ডেনি ম্যাকগুইয়ার। সে রাত দুটোর সময় বিছানায় গেছে, ভালো ঘুম হয় নি। বেশিরভাগ সময় এপাশ-ওপাশ করেছে। মনটা অশান্ত।

অ্যাঞ্জেলা জেকস তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। নিজের নাম এবং পড়াশোনার ব্যাপারে। আর কী কী মিথ্যা কথা বলেছে সে?

এবং কেন?

যে লোক তার ধর্ষণকারী এবং স্বামীর হত্যাকারীকে ধরবার জন্য ছুটছে তার কাছে অ্যাঞ্জেলা নিজের নকল নাম এবং নকল অতীতের কথা বলল কেন? এর একটাই কারণ থাকতে পারে। অ্যাঞ্জেলা জেকসের অতীত হয়তো এমন ঘৃণ্য যা নিয়ে সে রীতিমত লজ্জিত এবং সে অতীতের কথা কাউকে বলতে চায় না।

অ্যাঞ্জেলা কি আগে পতিতাবৃত্তি করত? এন্ড্রু জেকস কি ওকে সেই 'অসুখী জীবন' থেকেই উদ্ধার করেছিলেন?

এরকম ঘটনা লসএঞ্জেলেসে আকছার ঘটে কম বয়েসী, সুন্দরী মফস্বলের মেয়েরা হলিউডে আসে অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। তারপর বেকায়দায় পড়ে যায়। ভুল লোকের খপ্পরে পড়ে...।

কিন্তু ওই অনিন্দ্য সুন্দর নিষ্পাপ চেহারা, যার চোখ ভরা বিশ্বাস আর সততা তার ব্যাপারে খারাপ কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না ডেনির। ভাবতে চাইছে না এন্ড্রু জেকস তাঁর বধূকে হলিউড বুলেভার্ড থেকে তুলে এনেছিলেন। যৌবনের লোভ দেখিয়ে অ্যাঞ্জেলা এন্ড্রু সাহেবকে বিয়ে করেছে, এ কথা বিশ্বাস করে নি ডেনি। যদিও সমস্ত সাক্ষীপ্রমাণ সেদিকেই ধাবিত হচ্ছে। নিজের সহজাত প্রবৃত্তির ওপর আস্থা আছে ডেনির। কিন্তু তার সহজাত প্রবৃত্তি এখন কী বলছে?

সেটাই সমস্যা। কোনো বুদ্ধিই কাজ করছে না মাথায়।

গতকাল হাইস্কুল থেকে আসার পরে এক ঘণ্টা গাড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরি করেছে ডেনি, পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবছিল। ইচ্ছে করছিল লাইল রেনাল্টোর বাড়ি গিয়ে অ্যাঞ্জেলাকে সান্ত্বনা দিয়ে আসে। তবে হারামজাদা লাইলটা অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে রয়েছে ভাবতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওর। অ্যাঞ্জেলার যদি কোনো গোপন অপরাধ থেকে থাকে, সেটা আমাদের কারই বা নেই, তাহলে আড়ালে একটা কনফেস বা স্বীকারোক্তি করার একটা সুযোগ দেয়া উচিত মেয়েটিকে। ডেনি ওকে বুঝতে পারবে।

ডেনি অ্যাঞ্জেলার কাছে না গিয়ে স্টেশন হাউজে ফিরে গিয়েছিল তার দলের সদস্যদের সঙ্গে বসে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য। তবে সদস্যদের কাছ থেকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য পায় নি ডেনি। মনে হয়েছে তার লোকেরা একটা অন্ধ গলিতে ছুটে মরছে। হেনিং-এর ভেনিস আর্ট এক্সপার্ট তো মস্ত ভুয়া। ইনসিওরেন্সের বিষয়টিও তেমন চমকপ্রদ কিছু নয়। ডাকাতির কারণে জেকস দম্পতিই কেবল লাভবান হতে পারত। কিন্তু এদের মধ্যে একজন তো মারাই গেছে, অপরজন তার সমস্ত অর্থসম্পদের দাবি ত্যাগ করেছে। ডেনির দুজন অফিসার সৌভাগ্যবান চ্যারিটিগুলোর সঙ্গে কথা বলেছে যাদের নামে চারশো মিলিয়ন ডলার দিয়ে দিয়েছে অ্যাঞ্জেলা। কোথাও কোনো ঘাপলা নেই। চ্যারিটিগুলোর অ্যাকাউন্ট একদম স্বচ্ছ। গত পাঁচ বছরে লসএঞ্জেলেস যেসব ভয়ঙ্কর ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর বিষয়ে কম্পিউটারে খোঁজখবর নিয়েও লাভ হয় নি। ওসব ধর্ষণের কোনোটির সঙ্গে চিত্রকলা এবং গহনা চুরির কোনো যোগসাজশের প্রমাণ মেলে নি কিংবা জেকস ক্রিস্টিনের সঙ্গেও কোনোরকম সম্পর্ক ছিল না। ফরেনসিক রিপোর্টেও হাতের ছাপ এবং বীর্য পরীক্ষায় হতাশাব্যাঞ্জক খবরই ছিল– কম্পিউটারে রক্ষিত কোনো অপরাধীর রেকর্ডের সঙ্গে ওগুলোর মিল পাওয়া যায় নি।

[illegible] করে কিচেনে ঢুকল ডেনি কফি বানাতে। বাইরে এখনও অন্ধকার। পশ্চিম হলিউডের বৃক্ষশোভিত শহুরে রাস্তা, যেখানে গত ছয় বছর ধরে বসবাস করছে স্তব্ধ, শূন্য এবং কবরের মতো সুনসান। *অ্যাঞ্জেলা কি এখনও ঘুমাচ্ছে?*

ওকে কল্পনায় দেখতে পেল ডেনি। নরম, সাদা বালিশে কালো চুল ছড়িয়ে শুয়ে আছে অ্যাঞ্জেলা। লাইল রেনাল্টোর চাদরের নিচে ওর নগ্ন দেহলতা উষ্ণ। অ্যাঞ্জেলা কি গেস্ট বেডরুমে ঘুমায়?

হাসপাতালে লাইলের বিদ্রুপমাখা কণ্ঠটি মনে পড়ে গেল ডেনির *ডিটেকটিভ হিসেবে আপনি আসলে খুব একটা মানুষ চিনতে পারেন না। আমি আর অ্যাঞ্জেলা লাভার নই।'*

ডিটেকটিভ ডেনি ম্যাকগুইয়ার মনে-প্রাণে কামনা করল রেনাল্টোর কথাই যেন সত্যি হয়।

ঘড়ি দেখল সে ৫:২০।

আমি যদি এখন ওদের বাড়িতে যাই তাহলে দেখব ওরা এখনও ঘুমাচ্ছে। নিজের চোখেই দেখতে পাব ওরা একসঙ্গে ঘুমাচ্ছে নাকি আলাদা।

ডেনি লাফ মেরে শাওয়ারে ঢুকল।

কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা বাজে। গতকাল যে মহিলা ডিউটিতে ছিল সে-ই দরজা খুলে দিল। ডেনি ভাবল : *বেচারি। ওকে নিশ্চয় খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হয়।*

'মিসেস জেকসের কাছে এসেছি।'

'মিসেস জেকস এখানে নেই।'

'শোনো, আমি জানি মি. রেনাল্টো তোমার মালিক। জানি মিসেস জেকসকে জিজ্ঞাসাবাদ করি বলে তিনি আমার ওপর বেশ অসন্তুষ্ট। বিশেষ করে এত সকালে এসেছি বলে তিনি খুব বিরক্ত হবেন। তবে এটা একটা হত্যা তদন্ত। কাজেই মিসেস জেকসকে দয়া করে ঘুম থেকে তোলো, প্রয়োজন হলে মি. রেনাল্টোকেও।'

'না, আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না। উনি এখানে নেই। গতরাতে চলে গেছেন। আমার কথা বিশ্বাস না হলে ভেতরে এসে দেখুন।'

'চলে গেছে? কোথায় গেছে?'

'জানি না। একটা সুটকেস নিয়ে গেছেন। মি. রেনাল্টো তাঁকে এয়ারপোর্টে পৌছে দিয়েছেন।'

ডেনির চোখের সামনে তার ক্যারিয়ার দুলে উঠল।

আমার গতকাল সরাসরি এখানে চলে আসা উচিত ছিল। তাহলে ওদেরকে হাতেনাতে ধরে ফেলতে পারতাম। এখন আমার প্রধান সাক্ষী কোথায় উড়াল দিয়েছে কে জানে?

'আর রেনাল্টো? সে ও কি ওর সঙ্গে গেছে?'

প্রশ্ন শুনে বিস্মিত দেখাল চাকরানিকে। 'অবশ্যই না। মি. রেনাল্টো বাড়িতেই আছেন। ওপরতলায় ঘুমাচ্ছেন।'

চাকরানিকে পাশ কাটাল ডেনি, অলংকৃত সিঁড়ির দুটো করে ধাপ একেকবারে পার হলো। করিডরের শেষ মাথায় ডাবল ডোরের কামরা দেখেই বোঝা যায় ওটা মাস্টার বেডরুম। লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলল ডেনি। চাদরের নিচে শরীরটা বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করল না।

'এই হারামজাদা ও কোথায়?' ডেনি এক লাফে পৌঁছে গেল বিছানার পাশে। 'জবাব না দিলে হত্যা তদন্তে বাধা দেয়ার অপরাধে তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করব এবং তুমি যাতে আর জীবনেও ল প্র্যাকটিস করতে না পার তা আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখব।'

ভারী সিল্কের চাদরটি মুঠো করে ধরল ডেনি এবং টান মেরে তুলে নিল।

এবং কাজটা না করলেই সবচেয়ে ভালো হতো।

দশ

দুই বছর আগের ঘটনা...

ফোনটা রেখে দিয়ে খুশিতে দু'হাতে নিজেকে বাঁধল সোফিয়া বাস্তা।

তার স্বামী বাড়ি আসছে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই চলে আসবে।

স্বামী শব্দটা উচ্চারণ করতে তীব্র সুখ জাগে তনুমনে, মিষ্টি ক্যান্ডির মতো জিভের মধ্যে লটকে রাখতে ইচ্ছে করে। ওরা এখন বিবাহিত। সত্যিকারের বিবাহিত। নিউইয়র্কের দীর্ঘ, অন্ধকার, বিবর্ণ বছরগুলোতে সে ছিল তার একমাত্র বন্ধু। ফ্রাঙ্কি, পৃথিবীর সবচেয়ে সুদর্শন, প্রতিভাবান এবং পারফেক্ট মানুষ। ফ্রাঙ্কি, যে ইচ্ছে করলেই যে কোনো মেয়েকে পেতে পারত, কিন্তু বধূ হিসেবে সোফিয়াকেই তার পছন্দ ছিল। বেশিরভাগ ভোরে ঘুম ভাঙার পরে বিয়ের আংটিতে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাত বোলায় সোফিয়া, নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তবে তারপর নিজেকে সে মনে করিয়ে দেয়।

আমি সোফিয়া বাস্তা। মরাক্কান শাহজাদী মরিয়মের নাতির নাতনী। আমি বিশেষ কেউ। কাজেই ও আমাকে পছন্দ করবে না কেন?

বেভারলি হিলস পোস্টাল ডিস্ট্রিক্টে দুই বেডরুমের একটি কন্ডোতে থাকে ওরা। নিজের হাতে অ্যাপার্টমেন্টটি সাজিয়েছে সোফিয়া। ফ্রাঙ্কি বাড়ি আসছে বলে আরও যত্ন করে গোছগাছ করেছে ঘরদোর। উজ্জ্বল রঙের কুশন বিছিয়েছে, লিভিংরুমের কাউচ সাজিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে ঘরটি। রোদ যে কী ভালোবাসে সোফিয়া! আঠারোটা বছর নিউইয়র্কে আলো-বাতাসহীন পরিবেশে দিন কেটেছে ওর। মুখভার করা শহর আর চিলড্রেন হোমের সেই বিশ্রী একাকীত্ব! ওখানে সোফিয়ার জীবন কেটেছে দুঃস্বপ্নের মতো। কিন্তু এখন সবকিছু স্বপ্ন স্বপ্ন লাগছে, এ যেন এমন এক গল্প যা সোফিয়া নয়, ঘটেছে অন্য কারও জীবনে।

আর গল্পও বটে একখানা!

সোফিয়ার মা ক্রিস্টিনা ছিল মাদকসেবী এবং কখনও কখনও দেহ বিক্রি করে পেট চালাত। সন্তান দূরে থাক, নিজের দেখভালই সে করতে পারত না। তবে জীবন সবসময় তার প্রতি বিরূপ ছিল না। ক্রিস্টিনা বাস্তার বেড়ে ওঠা বিত্ত-বৈভবের মাঝে। প্রথমে

মরক্কো, তারপর প্যারিস। ওখানে তার বাবা-মা তাকে একটি নামি মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রিস্টিনা ছিল গ্যাজেল হরিণীর মতো সুতনুকা, ক্রিমের মতো গায়ের রঙ, নরম, অনুসন্ধানী বাদামি চোখ। তার দাদি মরিয়মের চেহারা পেয়েছিল সে। তার অপূর্ব সৌন্দর্য আকর্ষণ করে প্যারিসের মডেল এজেন্সিগুলোকে। তারা তাজা প্রতিভা খুঁজছিল। ষোল বছর বয়সেই মডেল হিসেবে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে ক্রিস্টিনা। আঠেরো বছর বয়সে সে নিউইয়র্কে, একটি মডেল অ্যাপার্টমেন্টে থাকত আরও তিনটি মেয়ের সঙ্গে। অ্যাপার্টমেন্টটি ক্রিস্টিনার এজেন্সি ওদেরকে দিয়েছিল। শহরের সমস্ত মজা লুটে নিত ক্রিস্টিনা।

ক্রিস্টিনা বাস্তার পতন ঘটে অত্যন্ত দ্রুত এবং খুবই দুঃখজনকভাবে। প্রথমে সে কোকেন ধরেছিল। তারপর হেরোইনের নেশায় তাকে পেয়ে বসে। কুড়ি বছর বয়সে, একটার পর একটা কাজে অমনোযোগিতার কারণে এজেন্সি থেকে বাদ পড়ে যায় ক্রিস্টিনা। তার পরিবারও তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে, কারও কাছে সাহায্য চাইতে লজ্জাবোধ করত অহংকারী ক্রিস্টিনা। সে নিজের চাহিদা মেটাতে তার 'বয়ফ্রেন্ড'দের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ওরা আসলে ছিল মাদকের জোগানদার এবং বেশ্যার দালাল। এরা ক্রিস্টিনাকে নরকের আরও গভীরে নিয়ে যায়।

সোফিয়া এবং এলা ছিল ক্রিস্টিনার তৃতীয় গর্ভধারণের ফসল। গর্ভপাত ঘটানোর চেষ্টা করেও সফলকাম হতে পারে নি সে। হারলেমের বারউইন্ড ম্যাটারনিটি ক্লিনিক-এ জন্ম নেয়ার পরপরই দুই সন্তানকে হাসপাতালে রেখে ওই রাতেই কেটে পড়ে ক্রিস্টিনা। দুই বাস্তা বোন একসঙ্গে খুব কম সময়ই কাটাতে পেরেছে। কারণ দুজনের মধ্যে বেশি সুন্দরী বোন এলাকে এক স্থানীয় ডাক্তার ও তার স্ত্রী দত্তক নেন আর সোফিয়ার জায়গা হয় চিলড্রেন হোমে। শুরু হয় তার একাকী জীবন।

সোফিয়ার বয়স যখন ছয়, ও ব্রুকলিনে মেয়েদের সেন্ট মেরী'জ হোম-এ থাকছে, ম্যাডিসন এভিন্যুর একটি আইনী সংস্থা থেকে খবর এলো সোফিয়ার মা মারা গেছে। সে তার মেয়েদের জন্য সামান্য কিছু সম্পদ রেখে গেছে। সেই ডাক্তার আর তার বউ এলাকে নিয়ে অন্য শহরে চলে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সম্পদটি সোফিয়াকে হস্তান্তর করা হবে।

'খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়,' সেন্ট মেরী'র প্রধানকে হতাশ করে বলল আইনী সংস্থাটির আইনজীবী। 'তবে এর একটি সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু রয়েছে। মেয়েটি বড় হয়ে বিষয়টি বুঝতে পারবে। ওর জন্য ওর মা একটি পুরানো বই আর একটি চিঠি রেখে গেছে।'

এ বইতেই মরিয়ম আর জিবরাইলের প্রেম কাহিনী বিধৃত হয়েছে। এ বই নিয়েই পরবর্তীতে সোফিয়া আর ফ্রাঙ্কি কাটিয়েছে অনেক মধুর সময়। চিঠিতে ক্রিস্টিনা লিখেছিল এটি স্রেফ কোনো কিংবদন্তীর গল্প নয়, এটি সোফিয়ার পূর্ব-পুরুষদের একটি সত্য কাহিনী, এমন এক অতীতের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন যা সোফিয়ার কোনোদিন জানার

কথা ছিল না এবং তার জন্মের বিস্তৃত উপাখ্যান।

চিঠিটি ফ্রাঙ্কি দেখেছিল। কৈশোরে ওকে এটা দেখায় সোফিয়া। ওকেই একমাত্র বিশ্বাস করত সোফিয়া। ফ্রাঙ্কি বুঝতে পারত ওই বই এবং চিঠি এতিম সোফিয়ার সবকিছু বদলে দিয়েছে। রাতারাতি, এক পতিতার অপ্রত্যাশিত সন্তান এবং অচেনা একজন থেকে সে হয়ে উঠেছিল বিশেষ কেউ, যার শরীরে মরাক্কান রাজবংশের রক্ত প্রবাহিত।

নিজেকে মরাক্কান শাহজাদীর বংশধর ভাবত বলে হোমের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা সোফিয়াকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করত। তার বইটাকে 'ভুয়া' বলত। কিন্তু ওদের হাসি-তামাশা থেকে সোফিয়াকে সবসময়ই রক্ষা করতে এগিয়ে আসত ফ্রাঙ্কি। ফ্রাঙ্কি ছিল তার আশ্রয়, তার একমাত্র বন্ধু এবং বইটি ছিল তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

আজও জানে না সোফিয়া কেন ফ্রাঙ্কি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। হতে পারে ফ্রাঙ্কি নিজেও ছিল তার মতোই পিতৃ-মাতৃহীন বালক। হোমের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের নিজেদের পরিবার ছিল। তবে তারা ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ করতে পারত না বলে হোমে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু ফ্রাঙ্কি এবং সোফিয়ার কেউ ছিল না। তবে অন্যান্য দিক থেকে ওদের মধ্যে কোনো মিল ছিল না। যেমন সোফিয়া ছিল একাকী, বন্ধুবান্ধবহীন, তার রূপকে হিংসে করত হোমের মেয়েরা আর ছেলেরা করত বিরক্ত। অন্যদিকে ফ্রাঙ্কিকে সবাই পছন্দ করত, হোমের ছেলেমেয়ে, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলেই। আর কী যে হ্যান্ডসাম ফ্রাঙ্কি! দেখতে যেমন সুদর্শন তেমনি বুদ্ধিমান, চতুর এবং ক্যারিশম্যাটিক ছিল ফ্রাঙ্কি। ও কারও দিকে বরফ-নীল চোখ তুলে তাকালেই তার বুকের ভেতর ফড়ফড় করে প্রজাপতি উড়তে শুরু করত।

ফ্রাঙ্কি সোফিয়ার দিকে বহুবার চোখ তুলে তাকিয়েছিল। তবে অন্য ছেলেরা যেভাবে ক্ষুধার্ত, ভীতিকর দৃষ্টিতে তাকায় সেভাবে নয়। ফ্রাঙ্কির চাউনি অনেক ভদ্র এবং নম্র। সোফিয়া ওর চাউনি দেখে মুগ্ধ হতো, একই সঙ্গে হতাশাও বোধ করত। ওকে স্পর্শ করার খুব ইচ্ছে হতো সোফিয়ার, কিন্তু ফ্রাঙ্কির তরফ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখত।

আদৌ ফ্রাঙ্কি তার আহ্বানে সাড়া দেবে কিনা ভেবে যখন হতাশার সাগরে নিমজ্জিত সোফিয়া, তারপর একদিন একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ওরা বরাবরের মতো সেদিনও রেকর্ড রুমে বসে সেই বইটি পড়ছিল। সোফিয়ার মতো ফ্রাঙ্কিরও বইটি খুব প্রিয় ছিল। মরিয়মের কাহিনী তার কাছে দারুণ রোমান্টিক মনে হতো, সোফিয়াকে সে তার পারিবারিক ইতিহাস এবং হারিয়ে যাওয়া জমজ বোন এলা সম্পর্কে অনবরত প্রশ্ন করে যেত। তবে একদিন সে অন্যরকম একটি প্রশ্ন করল। সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত এবং সবচেয়ে মধুর ছিল প্রশ্নটি। এবং অবশ্যই সোফিয়া জবাবে হ্যাঁ বলেছিল এবং ফ্রাঙ্কি তাকে কথা দিয়েছিল যথাশীঘ্র সম্ভব সে সোফিয়াকে বিয়ে করবে, ওর সঙ্গে থাকবে, শারীরিকভাবে, যেভাবে একজন পুরুষ এবং নারী থাকে।

তারপর থেকে সোফিয়া বাস্তার জীবন, অন্তত তার দিক থেকে, রূপকথার গল্পে পরিণত হয়। সোফিয়ার অষ্টাদশ জন্মদিনে ফ্রাঙ্কির সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায় এবং এতিমখানা থেকে ওরা উঠে আসে হার্লেমে অতিক্ষুদ্র একটি স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে, সেখানে ফ্রাঙ্কির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে সোফিয়ার সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হয়। সোফিয়ার জীবনের সবচেয়ে সুখের চারটা মিনিট ছিল ওটা।

পরবর্তী দুই বছর সোফিয়া ওয়েট্রেসের কাজ করেছে আর ফ্রাঙ্কি পড়াশোনা করেছে স্কুলে। ও এত বুদ্ধিমান এবং স্মার্ট যে ডাক্তার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী যা খুশি সে হতে পারত। গ্রাজুয়েশন করার আগেই লসএঞ্জেলেসে তার চাকরির প্রস্তাব আসে, এমনই স্মার্ট ছেলে ছিল ফ্রাঙ্কি, ওরা একটি সুটকেসে নিজেদের জিনিসপত্র ঘুছিয়ে নিয়ে নিউইয়র্ককে বিদায় জানায়।

যেমনটি স্বপ্ন দেখেছিল সোফিয়া লসএঞ্জেলেসে তার সবই ছিল। তার জীবন এখন এত সুন্দর যে মাঝে মাঝে নিজেকে অপরাধী মনে হয় যখন সে ফ্রাঙ্কি কোনো কাজের জন্য শহরের বাইরে যায় কিংবা দেরি করে অফিস থেকে ফেরে– এসব বিষয় নিয়ে অনুযোগ করে। ওদের কোনো সন্তান-সন্ততি নেই বলে মনের ভেতর একটা আফসোস বা হাহাকার থাকলেও এ নিয়ে ফ্রাঙ্কিকে কিছু বলে না সোফিয়া। অবশ্য স্বামীর সঙ্গে তার শারীরিক সংসর্গ খুব কমই ঘটে বলেও এমনটি হতে পারে।

'আমি ব্যাপারটিকে স্পেশালভাবে উপভোগ করতে পছন্দ করি,' বলে ফ্রাঙ্কি। 'প্রতিদিন করলে তো আর ওর মধ্যে বিশেষত্ব কিছু থাকবে না।'

সোফিয়া ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল ফ্রাঙ্কি ওর সঙ্গে কাজটি যতবারই করুক না কেন, ওর কাছে সেটা স্পেশালই মনে হবে। কিন্তু ফ্রাঙ্কিকে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যায় নি। তাই শেষে সোফিয়াও হাল ছেড়ে দিয়েছে। সোফিয়ার প্রতি নিজের ভালোবাসা নানানভাবে প্রকাশ করে ফ্রাঙ্কি– দুজনে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে ছবি তোলে, কোনো পুরুষ সোফিয়ার দিকে অপলক চোখে তাকালে তখন ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরে ফ্রাঙ্কি, সোফিয়ার পোশাক, পারফিউম, তার চুল ইত্যাদির ঘনঘন প্রশংসা করে। সোফিয়া ভাবে যৌনতার বিষয়টি যথাসময়েই ঘটবে।

সোফিয়া কিছু বিস্কিট বানিয়ে রেখে, বিছানার চাদর বদলাচ্ছে, এমন সময় শুনতে পেল দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকছে ফ্রাঙ্কি। সে ছুটে গিয়ে বাঁধা পড়ল স্বামীর বাহুডোরে।

'বেবী,' সোফিয়ার কপালে চুম্বন করল ফ্রাঙ্কি। 'তুমি আমাকে মিস করছিলে?'

'অবশ্যই! প্রতিটি সেকেন্ড! তুমি আমাকে বলো নি কেন যে আজ বাড়ি ফিরবে। তাহলে আমি তোমাকে নিয়ে আসতে এয়ারপোর্টে যেতাম।'

'জানতাম তুমি যেতে। কিন্তু আমি তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছি!'

ফ্রাঙ্কি তার সুন্দরী, তরুণী স্ত্রীটির দিকে তাকাল। মনে মনে আবার অভিনন্দিত করল নিজেকে। সোফিয়ার রূপ যেন দিনদিন ফেটে পড়ছে। মাত্র কয়েকটা দিন দেখে নি সে

স্ত্রীকে, মনে হচ্ছে আরও সুন্দরী এবং রূপবতী হয়ে উঠেছে সোফিয়া। যেন এক অ্যাঞ্জেল। অন্য কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে স্পর্শ করছে এ কথা ভাবতেই পারে না ফ্রাঙ্কি। ভাবলেই মাথায় আগুন ধরে যায়। তবে ফ্রাঙ্কি একথাও খুব ভালোভাবে জানে সোফিয়ার প্রত্যাশার লাভার সে কোনোদিনই হতে পারবে না। এটা একটা সমস্যাই বটে।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে, সোফিয়ার হতাশা টের পেয়ে ফ্রাঙ্কি ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কখনও অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে ঘুমাবার কথা ভেবেছ?'

আঁতকে উঠল সোফিয়া। 'না! কক্ষনো না। তার আগে যেন আমার মরণ হয়। তুমি আমাকে এরকম প্রশ্ন কেন করলে?'

'তুমি এরকম কিছু ঘটলে সত্যি মরে যেতে চাও?' গভীর আবেগ নিয়ে স্ত্রীর চোখে চোখ রাখল ফ্রাঙ্কি। জবাব দেয়ার আগে একটু চিন্তা করে নিল সোফিয়া, তারপর বলল হ্যাঁ। কারণ এটাই সত্য। ফ্রাঙ্কির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তার বেঁচে থাকার অর্থই ফুরিয়ে যাবে। ফ্রাঙ্কি এখন তার জীবন, তার নিঃশ্বাস।

'গুড,' বলল ফ্রাঙ্কি। 'সেক্ষেত্রে এক লোকের সঙ্গে তোমাকে আমি পরিচয় করিয়ে দেব। খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ।' ধীরে ধীরে সোফিয়ার দু'পায়ের মধ্যে হাত চালিয়ে দিল সে। গুঙিয়ে উঠল সোফিয়া, বহুদিন পরে ফ্রাঙ্কি ওকে স্পর্শ করল। *প্লিজ... প্লিজ থেমো না!* কিন্তু থেমে গেল ফ্রাঙ্কি। দুই উরুর মাঝ থেকে হাতটা টেনে নিয়ে একটা আঙুল রাখল সোফিয়ার ঠোঁটের ওপর। ও যাতে কেঁদে না ফেলে।

'এই লোকটির সঙ্গে তুমি খুব ভালো ব্যবহার করবে। আমি তোমাকে যা যা করতে বলব তা-ই করবে। করতে মন না চাইলেও করতে হবে।'

'নিশ্চয়, ডার্লিং,' ফ্রাঙ্কির বুকে হাত রাখল সোফিয়া। 'তুমি জানো তুমি আমাকে যা যা করতে বলবে আমি সবই করব। কিন্তু কাজটা কী?'

'ও নিয়ে এখন ভাবতে হবে না। আগে লোকটার সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিই। তারপর যা করতে বলব করবে।'

ফ্রাঙ্কি গড়ান দিয়ে সোফিয়ার গায়ের ওপর উঠে এলো। সোফিয়া বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করল ফ্রাঙ্কির পুরুষাঙ্গ দাঁড়িয়ে গেছে। সে সোফিয়ার ভেতরে প্রবেশ করল, পাঁচ-ছ'টা ধাক্কা দেয়ার পরপরই তার বীর্যপাত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দুজনের কেউই কোনো কথা বলল না। তারপর শান্ত গলায় সোফিয়া জানতে চাইল, 'লোকটির নাম কী?'

'উঁ?'

'যার সঙ্গে তুমি আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে বললে। তার নাম কী?'

অন্ধকারে হাসল ফ্রাঙ্কি।

'জেকস। তার নাম এন্ড্রু জেকস।'

এগারো

লিওন, ফ্রান্স

২০০৬

ঘড়ির দিকে তাকাল ম্যাট ডেলি। লিওনে ইন্টারপোল সদরদপ্তরের একটি নিরানন্দ কক্ষের শক্ত একটি কাউচে গত আধঘণ্টা ধরে বসে আছে সে। ভবনটি কী চার্লস দ্য গল নদীর ওপর ঝুঁকে আছে। এ জায়গাটির নির্মাতা আমলারা, তৈরিও করা হয়েছে আমলা গোষ্ঠীর জন্য। ভবনের কোথাও শিল্পের ছোঁয়া নেই, গোলকধাঁধার মতো এতগুলো করিডর পার হয়ে এসেছে ম্যাট, কোথাও রঙিন কার্পেট কিংবা ফুলদানি চোখে পড়ে নি। *এ জন্যেই এখানকার কর্মচারীদের চেহারা এমন হতচ্ছাড়ার মতো,* মনে মনে ভাবছে ম্যাট।

মাত্র দুজন লোককে দেখেই এ বিবেচনায় এসেছে সে। এদের একজন একগুঁয়ে স্বভাবের এক তরুণ ফরাসি যে ম্যাটকে ভিজিটর পাস দিয়েছে এবং যে মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে অর্ধেক পৃথিবী পার হয়ে এসেছে, তার ঘরে তাকে পৌঁছে দিয়েছে। অপরজন হলো যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ম্যাট, তার সেক্রেটারি। এ মহিলার চেহারা এবং আচরণ সাইবেরিয়ার শীতের মতোই ঠাণ্ডা।

'ওনার কি আসতে আরও দেরি হবে?' মহিলাকে জিজ্ঞেস করল ম্যাট।

সেক্রেটারি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মনোযোগ ফেরাল কম্পিউটারের পর্দায়।

বাপের কথা মনে পড়ছে ম্যাটের। তার বাবা হ্যারি ডেলি জীবনেও ফ্রান্সে আসেন নি। তবে ফরাসি মহিলাদের সৌন্দর্য এবং যৌনাবেদনের বিষয়ে সবসময়ই তিনি পঞ্চমুখ ছিলেন। *এ মহিলাকে যদি বাবা দেখতেন তাহলে তাঁর সমস্ত ভ্রম নিমিষে ডুবে যেত।*

বাবার কথা মনে পড়তে মৃদু হাসল ম্যাট।

বিষয়টির সঙ্গে হ্যারি ডেলির সম্পর্ক না থাকলে ম্যাট এখানে আসতই না।

হ্যারি ডেলি বাবা হিসেবে ছিলেন অতিশয় চমৎকার একজন মানুষ আর স্বামী হিসেবে তো আরও ভালো। হ্যারির সঙ্গে মেরি অর্থাৎ ম্যাটের মায়ের বিয়ে হয়েছিল চল্লিশ বছর

আগে, দুজন ছিলেন দুজনার জন্য নিবেদিত প্রাণ। গত বছর, হ্যারির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব এসেছিল সমাধিস্থলে, মানুষটি সম্পর্কে নানান স্মৃতিচারণ করছিলেন, ওইসব ঘটনার কথা ম্যাট এবং তার বোন ক্লেয়ার যতদিন বেঁচে থাকবে, স্মৃতির মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করে জ্বলবে।

অনুষ্ঠানের সময় ক্রোয়েশিয়ান যাজক যখন 'May he rest in Peace' কথাটি 'May he rest in Piss উচ্চারণ করছিলেন তখন কিছুতেই হাসি থামাতে পারে নি ম্যাট। হ্যারি ব্লাডারের ক্যান্সারে মারা যান।

ম্যাটের দক্ষিণ আমেরিকান সুন্দরী বউ র‍্যাকুয়েল ম্যাটকে হাসতে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল।

'আঃ, এসব কী হচ্ছে,' ম্যাটের কানের কাছে মুখ নিয়ে হিসিয়ে উঠেছিল সে। 'তোমার বাবার প্রতি তোমার কোনো সম্মানবোধ নেই? বেচারার ফিউনেরাল হচ্ছে?'

'ওহ, কাম'ন, হানি।' 'May he rest in Piss' এটা হাসির কথা নয়? বাবা শুনতে পেলে সে-ও হাসত। জেরি সিনফিল্ড এরকম একটা লাইন পেলে কী কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতেন ভাবো একবার!'

র‍্যাকুয়েল জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল, 'কিন্তু তুমি তো জেরি সিনফিল্ড নও, হানি।'

কথাটি কর্কশ শোনালেও ঘটনা সত্যি। ম্যাট ডেলি একজন কমেডি রাইটার। তবে সম্প্রতি তার দিনকাল খুব ভালো যাচ্ছে না। ম্যাট দেখতে সুদর্শন, একমাথা এলোমেলো সোনালি চুল, আপেল সবুজ চোখ, তবে তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিসটি হলো তার সংক্রামক হাসি, তার হাসিমুখ দেখলে যে কারও মুখে হাসি ফুটতে বাধ্য। প্রেমের শুরুর দিকে র‍্যাকুয়েল ম্যাটের রসবোধের প্রতি প্রবল আকৃষ্ট হয়েছিল। তখন টিভিতে ম্যাটের একটি হিট টিভি শো চলত। তবে আট বছর বাদে সেই নতুনত্বে মরিচা ধরেছে। র‍্যাকুয়েল হলিউডের চকচকে লাইফস্টাইলের আশায় ঘর বেঁধেছিল। সে আশার রঙও ততদিনে ফিকে হয়ে এসেছে। ম্যাট এখন একটি কেবল নেটওয়ার্কে কাজ করে। এ দিয়ে বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, মুদির দোকানের খরচ ইত্যাদি জোগানো যায় বটে তবে খুব স্বচ্ছলভাবে সংসারটা চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

'মহিলা কী নিয়ে বেজার?' জিজ্ঞেস করল ম্যাটের বোন ক্লেয়ার। সে তার ভাবিকে মোটেই পছন্দ করে না।

'ফিউরেনালে এসে ওর ভাল্লাগছে না,' জবাব দিল ম্যাট।

'সম্ভবত ভয় পেয়েছে ভেবে কেউ তার ওপর বিরক্তিহীন আলো ধরে রাখবে আর আমরা ওর লেটেস্ট আই লিফটের দাগগুলো দেখে ফেলব।'

মুচকি হাসল ম্যাট। সে ক্লেয়ারকে ভালোবাসে। সে তার স্ত্রীকেও ভালোবাসে তবে বেদনাদায়ক উপলব্ধি হলেও বুঝতে পারছে এ অনুভূতি সম্ভবত আর দ্বিপাক্ষিক নয়।

ফিউরেনাল শেষে লস এঞ্জেলেসে ফেরার পথে র‍্যাকুয়েলের সঙ্গে সেতুবন্ধনের চেষ্টা

করল।

'নতুন একটি আইডিয়া নিয়ে আমি কাজ শুরু করতে যাচ্ছি,' বলল সে ওকে। 'ভিন্নরকম কিছু। একটা ডকুমেন্টারি।'

যৎসামান্য কৌতূহল ফুটল র‍্যাকুয়েলের চোখের তারায়।

'ডকুমেন্টারি? কার জন্য?'

'এখনও সিদ্ধান্ত নিই নি,' জবাব দিল ম্যাট। 'পুরোটাই অনুমান নির্ভর।'

কৌতূহলের আলোটা নিভে গেল। *আরেকটি অবিক্রিত অনুমাননির্ভর স্ক্রিপ্ট*, ভাবছে র‍্যাকুয়েল।

'আমার বাবাকে নিয়ে লিখছি,' জানাল ম্যাট। 'আমার জন্মদাতা পিতা।'

হাই তুলল র‍্যাকুয়েল। সত্যি বলতে কী সে ভুলেই গিয়েছিল হ্যারি ডেলি ম্যাটের আসল বাবা নন। হ্যারি যখন ম্যাটের মাকে বিয়ে করেন তখন ম্যাট শিশু আর ক্লেয়ার বুকের দুধ খায়।

'কিছুদিন আগে জানতে পারলাম দশ বছর আগে উনি খুন হয়ে গেছেন।'

এ সংবাদটি র‍্যাকুয়েলকে চমকে দেয়ার জন্য বললেও সে মোটেও চমকাল না কিংবা কোন কৌতূহলও বোধ করল না।

'এ শহরে প্রতিদিনই মানুষ খুন হচ্ছে, ম্যাথিউ। লোকে তোমার অপরিচিত বাবার মৃত্যুর খবর জানতে টিভির সামনে একঘণ্টা বসে থাকবে কেন?'

'মজা তো ওখানেই,' নিজের গল্প নিয়ে পুলকিত ম্যাট। 'বাবা মোটেই অপরিচিত কেউ ছিলেন না। তিনি বেভারলি হিলসের একজন আর্ট ডিলার ছিলেন। অন্তত এল-এ তে তিনি বিখ্যাত ছিলেন আর ভীষণরকম ধনী ছিলেন।'

এবারে মনোযোগী হলো র‍্যাকুয়েল। 'তুমি তো কখনো এ কথাটি বলো নি। কী রকম ধনী?'

'বাড়াবাড়ি রকমের বড়লোক,' বলল ম্যাট। 'কয়েকশো মিলিয়ন ডলারের মালিক ছিলেন তিনি।'

'*কয়েকশো মিলিয়ন?* মাই গড, ম্যাট।' হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল র‍্যাকুয়েল। বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে। 'টাকাগুলো এখন কোথায়?'

'সব তার বিধবা স্ত্রী পেয়েছে,' উদাস গলায় বলল ম্যাট।

'কী, সব টাকা? তুমি আর ক্লেয়ার এক টাকাও পাও নি?'

'আমি আর ক্লেয়ার? আরে, দূর, কী যে বলো! তাঁর সঙ্গে ত্রিশ বছর ধরে আমাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না।'

'তো?' র‍্যাকুয়েলের চোখের তারা উত্তেজনায় বিস্ফারিত। 'তোমরা তার সন্তান, রক্তের সম্পর্কেই স্বজন। তোমরা উইল দাবি করতে পারতে?'

হেসে উঠল ম্যাট। 'কীসের জোরে? টাকাটা তাঁর। তিনি যাকে খুশি দিয়েছেন। তবে তুমি কিন্তু একটা দিক খেয়াল করো নি। গল্পটা ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।'

কয়েকশো মিলিয়ন ডলারের গল্পের চেয়ে অন্য কী আকর্ষণীয় হতে পারে? তবু জোর করে অন্য গল্পটা শুনল র‍্যাকুয়েল।

'সেই বিধবাটি, তখন তার বয়স একুশ-বাইশ হবে, তাকে একজন নির্মমভাবে ধর্ষণ করে। ওই লোকই আমার বাবাকে হত্যা করেছিল। মহিলা সমস্ত টাকা শিশুদের চ্যারিটিতে দান করে দেয়। শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত। এল.এ-র ইতিহাসে এত বড় দানের ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি। তবে এ ঘটনা খুব বেশি জানাজানি হয় নি। কারণ এই অভূতপূর্ব ঘটনাটি ঘটিয়ে সুন্দরী মহিলাটি হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ পরেই একটি প্লেনে চড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আক্ষরিক অর্থেই পৃথিবীর বুক থেকে উধাও হয়ে যায় সে এবং আর তার কথা কোনোদিন শোনা বা জানা যায় নি। দারুণ গল্প না?'

ম্যাটের এ ফালতু গল্পের থোড়াই কেয়ার করে র‍্যাকুয়েল। তার ভাবতে খুবই অবাক লাগছে এ কেমন মানুষকে সে বিয়ে করেছে যার কিনা মাল্টি-মিলিয়ন ডলারের ধন-দৌলতের ওপর বিন্দুমাত্র লোভ নেই? ম্যাট আসলে একটা মানসিক প্রতিবন্ধী।

'তুমি এ কাহিনী আমাকে আগে বলো নি কেন?'

র‍্যাকুয়েলের কণ্ঠে রাগ। ম্যাটের উৎসাহ ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেল। *আমি কেন ওকে সব সময় রাগিয়ে দিই?'*

'সত্যিই বলি, ঘটনাটি আমি একদমই ভুলে গিয়েছিলাম। মাস কয়েক আগে গল্পটা শুনেছিলাম। তবে এ ব্যাপারে বেশি কৌতূহল দেখালে বাবা আবার মাইন্ড করে বসে কিনা ভেবে আমি এ নিয়ে আর চিন্তা-ভাবনা করি নি। এখন বাবা নেই, ভাবলাম বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যায়। টিভিতে হত্যা আর অর্থ বিষয়ক গল্প সব সময় বিক্রি হয়।

বাকি পথটুকু দুজনেই নিশ্চুপ রইল। ওরা যখন বাড়ি পৌছাল ততক্ষণে দুটি অবসেশনের জন্ম হয়েছে।

র‍্যাকুয়েলের মন জুড়ে চারশো মিলিয়ন ডলারের ভাবনা।

আর ম্যাট ডেলি ভাবছিল তার জন্মদাতা পিতা এন্ড্রু জেকসের অমীমাংসিত হত্যা রহস্য নিয়ে।

পরবর্তী কয়েক মাস র‍্যাকুয়েল যখন একের পর এক আইনজীবীর সঙ্গে 'জেকস এস্টেট' পুনরুদ্ধারে কোনো ছিদ্র অন্বেষণের ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যস্ত, ওই সময় ম্যাট এই এস্টেটকে রিসার্চ প্রজেক্ট হিসেবে ডকুমেন্টারি তৈরির স্বপ্নে বিভোর। দিনেরবেলা সে লসএঞ্জেলেসের লাইব্রেরি এবং গ্যালারিগুলোতে ঢুঁ মারে, লোভীর মতো এন্ড্রু জেকসের বিষয়ে সব রকম তথ্য খুঁজে বেড়ায়, তাঁর ব্যবসা, তাঁর আধুনিক চিত্রমালার সংগ্রহ, তাঁর রিয়েল এস্টেট পোর্টফোলিও, তাঁর বন্ধুবান্ধব, শত্রু, প্রেমিকা, পোষা প্রাণী, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি। আর রাতেরবেলা এ বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা করে, গবেষণা করে, বিশ্লেষণ করে। অনলাইনে রিসার্চ করে সে। ক্রমে তার ঘুম কমে যেতে লাগল। এন্ড্রু জেকস নাম লেখা ফাইলটির আয়তন প্রতিদিন বড় এবং মোটা হতে

থাকল। ওদিকে র‍্যাকুয়েলের সঙ্গে তার সম্পর্কের দূরত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে চলল।

এমনকী ক্লেয়ার মাইকেলসও এক সময় বুঝতে পারল তার ভাই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। 'তুমি এসব করে কী পাবে শুনি?' একদিন অবশেষে জিজ্ঞেস করে বসল সে।

ওয়েস্টউডে নিজের বড় বাড়িটির কিচেনে, কোলে বাচ্চা, হাতে টমেটো সসের পাত্র, তাকে ঘিরে রেখেছে আনন্দময় পারিবারিক জীবনের হৈহল্লা, এ দৃশ্যটি ম্যাটকে একই সঙ্গে সুখী এবং দুঃখি করে তুলল। বোনের জন্য তার সুখবোধ হচ্ছে আর দুঃখ লাগছে নিজের জন্য। *আমাদের যদি একটা বাচ্চা থাকত তাহলে কি আমার আর র‍্যাকুয়েলের মধ্যে এত দ্বন্দ্ব থাকত?*

'তোমাকে তো বললামই,' বলল ম্যাট। 'এত কিছু করছি শুধু ডকুমেন্টারির জন্য।'

সন্দেহ ফুটল ক্লেয়ারের চেহারায়। 'স্ক্রিপ্ট কেমন হচ্ছে?'

ঠোঁট কামড়াল ম্যাট। 'এখনও স্ক্রিপ্ট লেখার পর্যায়ে যেতে পারি নি।'

'তাহলে কোন্ পর্যায়ে আছ?'

'গবেষণা।'

'কার কাছে তুমি এ আইডিয়া গছাবে?'

হাসল ম্যাট। 'কেন, তুমি কি আমার এজেন্ট?'

কথাটা ঠাট্টার মতো শোনাবার চেষ্টা করলেও ম্যাট ভেতরে ভেতরে জানে তার বোন ঠিকই বলেছে। তার সমস্ত বন্ধু একই কথা বলেছে। ম্যাটের জন্মদাতা পিতার হত্যা রহস্য তার জন্য একটি নেশায় পরিণত হয়েছে, সময়খেকো, বিপজ্জনক এক অভ্যাসে রূপ নিয়েছে যা সবকিছু থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার দাম্পত্য থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার দাম্পত্য সম্পর্ক, তার নিজের কাজকর্ম সব কিছু। কিন্তু LAPD তদন্তের মধ্যে যখন নানান অসঙ্গতি এবং ছিদ্র হয়ে গেছে বলে জানতে পেরেছে ম্যাট, অনেক অমীমাংসিত জ্বলন্ত প্রশ্ন থেকে গেছে বলে সে জানে, এ সময়ে এ বিষয়টি সে কী করে ত্যাগ করবে?

অফিসিয়াল ফাইল অনুসারে, এন্ড্রু জেকসকে অজ্ঞাতনামা এক অনুপ্রবেশকারী, এক পেশাদার চোর হত্যা করেছে। এ অপরাধের জন্য কেউ গ্রেপ্তার হয় নি। নির্দিষ্ট কোনো সন্দেহভাজনও পাওয়া যায় নি। ওদিকে এন্ড্রুর স্ত্রী অ্যাঞ্জেলা পৃথিবীর বুক থেকে অকস্মাৎ উধাও হয়ে যায়। ওই রাতে মেয়েটির সমস্ত গহনা এবং কিছু মিনিয়েচার পোর্ট্রেটও চুরি হয়। মেয়েটির আইনজীবী লাইল রেনাল্টো তাকে এয়ারপোর্টে দিয়ে এসেছিল তবে বলেছিল সে জানে না অ্যাঞ্জেলা কোথায় গেছে এবং মেয়েটির কাছ থেকে সে আর কোনো খবরও পায় নি। পুলিশ তাকে বহুবার জেরা করলেও নিজের গল্পে অনড় থেকেছে লাইল। শোনা যায়, মিসেস জেকসকে নাকি একবার গ্রীসে দেখা গিয়েছিল। যদিও এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ মেলে নি। কেসের তদন্তকারী গোয়েন্দা ডেনি ম্যাকগুইয়ার ওই ঘটনার কিছুদিন পরে চাকরি ছেড়ে দেয় এবং ত্যাগ করে লসএঞ্জেলেস শহর। এদিকে

অ্যাঞ্জেলার যৌনাঙ্গে পাওয়া বীর্যের ফরেনসিক রিপোর্টের সঙ্গে কোনো অপরাধীর কোনো রকম সম্পর্ক আবিষ্কার হয় নি। ৪২০ লোমা ভিস্তার বাড়িতে সামান্য যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল তার সঙ্গেও কোনো চেনা-জানা অপরাধীর সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

ম্যাট ক্লেয়ারকে বলল, 'সব শুনে মনে হয় যেন এ দম্পতিটি তাদের সুরম্য প্রাসাদে একদিন সুখে বাস করত এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করত আর তার পরেরদিনই তাদের সুখের ঘর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। সবকিছু হারিয়ে যায়। বাড়ি, টাকা, চিত্রকলা। দম্পতিরা নিজে। হত্যাকাণ্ডের পরে বিধবাটি একদিন সকালে বিমানে চড়ে বসে এবং আর তার কথা শোনা যায় নি।'

'হ্যাঁ, ম্যাট, গল্পটা আমি জানি,' ধৈর্য ধরে বলল ক্লেয়ার।

'কিন্তু গল্পটা তোমাকে ভীত করেনি? ধরো তোমার এ সবকিছু–' ম্যাট হাত নেড়ে রান্নাঘর, তার ভাগ্নে-ভাগ্নি, তাদের স্কুল বই ইত্যাদি ইঙ্গিত করে যোগ করল–

'হঠাৎ যদি কাল অদৃশ্য হয়ে গেল।' হাতে সজোরে তালি বাজাল সে। 'যেন এসবের কোনো অস্তিত্বই ছিল না।'

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ রইল ক্লেয়ার। তারপর বলল, 'তোমাকে নিয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে, ম্যাট। তোমার কারও সঙ্গে কথা বলা উচিত।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ম্যাট। সত্যি তার কারও সঙ্গে কথা বলা দরকার।

তবে সমস্যা হলো সেইজন থাকে সুদূর ফ্রান্সের লিওনে।

বারো

রিয়ারভিউ মিররে নীল আলোর ঝলকানিটা একবার দেখে নিয়ে গাড়ির গতি পরীক্ষা করল সে। পঁয়ষট্টি, গতিসীমার পাঁচ মাইল বেশি স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে সে। তবে শহরের বাইরের রাস্তাটা এ মুহূর্তে ফাঁকাই বলা চলে।

গাড়ি থামাল সে। জানালার কাচ নামাল। জানালার সামনে এসে দাঁড়াল অপূর্ব সুন্দরী এক নারী। তার মাথা ভর্তি লাল চুল– চোখের রঙ নীল আর ভরাট দুই বুকের যৌবন পুলিশি ইউনিফর্মের বাধা মানতে চাইছে না, ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'এত তাড়া কীসের, স্যার?'

আহ, কী কণ্ঠ! নিচু এবং খসখসে, একমাত্র ফরাসি নারীরাই এরকমভাবে কথা বলতে পারে। দারুণ। শুনলেই শরীরে শিহরণ জাগে।

আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে হাসল সে। 'সত্যি বলতে কী, অফিসার, আমার একটি ডেট আছে।'

'ডেট? তাই নাকি?' পাখির ডানার মতো ভুরুজোড়া ঈষৎ কুঞ্চিত হলো। 'এ মুহূর্তে ওখানে পৌঁছাতে না পারলে কি মেয়েটার খুব ক্ষতি হয়ে যাবে?'

'অলরেডি তার ক্ষতি হয়ে গেছে।'

ড্রাইভারের পাশের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে গভীর চুম্বন করল পুলিশ অফিসারকে।

'ডিনারে কখন ফিরছ, হানি?' চুম্বন পর্ব শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল তার স্ত্রী।

হাসল ডেনি ম্যাকগুইয়ার, 'যত জলদি সম্ভব, বেবী, যত জলদি সম্ভব।'

পনেরো মিনিট পরে, ইন্টারপোল সদর দপ্তরের অফিসে লম্বা পা ফেলে এগোতে লাগল ডেনি। মিটিং আছে তার। দেরি হয়ে গেছে পৌঁছাতে। বউ সেলিনের টাইট, নীল ইউনিফর্ম পরা চেহারাটা ভাসছে চোখে। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না ডেনির। যেদিন সেলিনের সঙ্গে পরিচয় হয় ওর, সেদিনও সেলিন ইউনিফর্ম পরাই ছিল। ওকে ইউনিফর্ম পরা অবস্থাতে আজও ভালো লাগে ডেনির।

লসএঞ্জেলেসে পুলিশ বাহিনীতে চাকরি করাকালীন কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায় নি ডেনি। কিন্তু এখানে ফ্রান্সে, সবকিছুই যেন অন্যরকম। একটা ছায়ার পেছনে ধাওয়া করতে দশ বছর আগে এখানে এসেছিল ও। অ্যাঞ্জেলা জেকসের ছায়া। তবে ওকে কোনোদিন খুঁজে পায় নি ডেনি। বদলে সেলিনকে পেয়েছে। পেয়েছে প্রেম, ফরাসি সংস্কৃতি এবং রন্ধনশিল্প, চমৎকার একটি ক্যারিয়ার এবং সম্পূর্ণ নতুন একটি জীবন। লিয়ন এখন ডেনি ম্যাকগুইয়ারের বাড়ি। সে এ শহরটিকে ভালোবাসে। অনেক ভালোবাসে যা এক সময় তার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হতো।

তবে এখানে যখন প্রথম আসে সে, সবকিছুই অন্যরকম ছিল।

ফ্রান্স দেশটাকে পছন্দ করত না ডেনি। ঘৃণা করত। ঘৃণা করত কারণ এ দেশ তাকে ব্যর্থতার তিক্ত স্বাদ পাইয়ে দিয়েছিল। তার ব্যর্থতা। ১৯৯৭ সালে জেকস মার্ডার নানাদিক থেকেই একটি উল্লেখযোগ্য কেস ছিল। এটি ডেনি ম্যাকগুইয়ারের ক্যারিয়ারের প্রথম এবং সম্পূর্ণ ব্যর্থতারও কেস ছিল। এন্ড্রু জেকসকে যে অমন নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তার স্ত্রীকে নির্মমভাবে বলাৎকার করেছে সে লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারে নি ডেনি।

লাইল রেনাল্টোর বেভারলি হিলস ম্যানসনে পৌঁছানোর সেই সকালটির কথা জীবনে ভুলবে না ডেনি। আইনজীবীর গায়ের ওপর থেকে টান মেরে চাদর সরিয়ে ফেলে সে রীতিমতো চমকে গিয়েছিল। লাইল ছিল পুরো ন্যাংটা, তার উদ্দীপ্ত পুরুষাঙ্গ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে কিছুক্ষণ আগে সেক্স করেছে। খ্যাক খ্যাক করে হাসছিল সে। রেনাল্টো আনন্দের সঙ্গে ডেনিকে জানায় অ্যাঞ্জেলা জেকস চলে গেছে। লাইলের মতে, ডেনির 'জোরজবরদস্তিমূলক' জেরার চাপ সইতে না পেরে অ্যাঞ্জেলা চলে গেছে। দেশের বাইরে কোথাও সে নতুন জীবন খুঁজে নেবে। অ্যাটর্নি ক্লায়েন্টের সুবিধের আড়ালে রেনাল্টো পুলিশকে আর কোনো তথ্য না দিতে অনড় থাকে।

ওই সময় প্রথম ইন্টারপোলের সঙ্গে ডেনির যোগাযোগ হয়। ইন্টারপোলের সহায়তায় সে জানতে পারে গ্রীসে অ্যাঞ্জেলা জেকসকে দেখা গেছে। এথেন্সের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল ডেনি অ্যাঞ্জেলার সন্ধান পাবার জন্য। কিন্তু শেষে ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে এল. এ-তে ডেনির অন্যান্য লিংকগুলো একে একে যেন শুকিয়ে যেতে শুরু করে খরা আক্রান্ত নদীর মতো। এন্ড্রু জেকসের খুনি তার স্ত্রীর মতোই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল চুরি করা চিত্রকল্প আর গহনাসহ। জেকস দম্পতির সমস্ত টাকা-পয়সা দুটি ভিন্ন চিলড্রেন চ্যারিটিতে দান করা হয়।

ডেনির LAPD ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন। জেকস কেস বিষয়ক কোনো খবরই সংবাদপত্রে ছাপতে দেয়া নি। 'কপিক্যাট কিলিংস' উৎসাহিত করতে নয়, নিজেদের চামড়া বাঁচাতে। কেসটি বন্ধ হয়ে যায়। মোটিভ চুরি। আক্রমণকারী অচেনা। হোমিসাইড বিভাগ থেকে ফ্রড স্কোয়াডে স্থানান্তর করা হয় ডেনিকে। এটি ছিল পরিষ্কার পদাবনতি। তাকে বলা হয় চাকরি বাঁচিয়ে রাখতে হলে

অ্যাঞ্জেলা জেকসের কথা পুরোপুরি ভুলে যেতে হবে।

কিন্তু ডেনি ভুলতে পারে নি। *ওই অপরূপ মুখশ্রী কে ভুলতে পারে?* আর চাকরিটাও সে করতে চায় নি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী দুটো বছর সে অ্যাঞ্জেলার খোঁজে গোটা ইউরোপ চষে বেড়িয়েছে উন্মাদের মতো। শখের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ করেছে স্থানীয় পুলিশ বাহিনী তাকে খুব একটা সাহায্য-সহযোগিতা করছে না। ট্রেইলটাকে জ্যান্ত রাখতে তাকে বিবেকবুদ্ধিহীন প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ওপর ভরসা করতে হচ্ছিল। অবশেষে হতাশ এবং হতোদ্যম ডেনি ঘুরতে ঘুরতে ফ্রান্সে চলে আসে। লিয়নে তার পুরানো এক কন্ট্যাক্ট জানায় ইন্টারপোল লোক নিচ্ছে। চাইলে ডেনি ওখানে একটি আবেদনপত্র পাঠাতে পারে।

ধীরে ধীরে ভাঙা ক্যারিয়ার জোড়া লাগিয়েছে ডেনি। সে ইন্টারপোলের ক্রাইম IRT (Interpol Response Team)-তে জুনিয়র সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছিল। মৌলিক চিন্তাবিদ এবং কুশলী হিসেবে দ্রুত নিজেকে খ্যাতিমান করে তুলেছিল সে। IRT বারো থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার সদস্য দেশের পুলিশ বাহিনীকে যে কোনো অপরাধমূলক ঘটনায় সাহায্য করার তাগদ রাখে। পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়া, দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা এবং দলগতভাবে যে কোনো চাপের মধ্যে কাজ করার ক্ষমতাই এ বিভাগের সাফল্যের মূল রহস্য।

ডেনি ম্যাকগুইয়ার প্রতিটি ধাপেই দারুণভাবে উতরে যাচ্ছিল। একটি কর্সিকান গ্যাংল্যান্ড মার্ডার কেস দক্ষতা এবং সাহসিকতার সঙ্গে সমাধান করে প্রশংসিত হয়েছিল সে। এরকম একটি সন্ত্রাসী এবং গোছানো সংগঠনের পিছু লেগে থেকে তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুব কম বিদেশি পুলিশেরই হয়েছে। কিন্তু ডেনি এ দলের নেতাদের হৃদয় জয় করে নেয়, পাঁচজন গ্যাং লিডারকে সে ধরিয়ে দিতে সমর্থ হয়। তারপর সে উত্তর আফ্রিকায় এক আরব শেখের হত্যা রহস্যেরও সমাধান করে। খুনির সন্ধান পাওয়া মোটেই সহজ কাজ ছিল না। তবে প্রায় অসম্ভব এ কাজটিও সম্ভব করে তুলেছিল ডেনি।

ডেনি তার কাজ এবং ফ্রান্সে বসবাস বেশ উপভোগ করছে। সে টের পাচ্ছিল তার আত্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। সেলিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাকে বিবাহ ছিল তার জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি। ইন্টারপোলে ধা-ধা করে প্রমোশন হচ্ছিল ডেনির, একটার পর একটা রহস্যের চমৎকার সমাধানে সব জায়গায় তার নাম ছড়িয়ে পড়ছিল, পাচ্ছিল হাততালি এবং প্রশংসা, কিন্তু এ সময় একবারের জন্যেও অ্যাঞ্জেলা জেকসকে ভুলতে পারে নি সে। *অ্যাঞ্জেলা তার স্বামীকে বিয়ে করার আগে আসলে কী ছিল বা কী করত? ও কেন পালিয়ে গেল?* লাইল রেনাল্টো যদিও বলেছে ডেনির এসব প্রশ্ন শুনে ভয়ে পালিয়ে গেছে অ্যাঞ্জেলা কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করে না ডেনি। অ্যাঞ্জেলার অন্তর্ধানের পেছনে নিশ্চয় অন্য কোনো কারণ আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো *কে অ্যাঞ্জেলাকে ধর্ষণ করেছিল আর তার স্বামীকে অমন নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল?* ছবি চোরেরা কাউকে ওভাবে জবাই করে না।

অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে সারাক্ষণ এসব চিন্তা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল ডেনিকে। অবশেষে এর সমাপ্তি ঘটায় সেলিন।

সে বুঝতে পারছিল অ্যাঞ্জেলার প্রতি তার স্বামীর আগ্রহটা শুধু পেশাদার নয়, আরও কিছু। তাই সে ডেনিকে একদিন সরাসরি বলেই ফেলল বিষয়টি তার কাছে হুমকির মতো লাগছে।

'ও তো চলে গেছে,' অশ্রুসজল চোখে বলল সেলিন। 'কিন্তু আমি তো আছি। আমি কি তোমার জন্য যথেষ্ট নই?'

'অবশ্যই, ডার্লিং।' ডেনি বলল ওকে। 'তুমিই আমার সবকিছু।'

কিন্তু তারপরও, বছরের পর বছর ডেনির স্বপ্নে হানা দিয়েছে অ্যাঞ্জেলা তার দুধসাদা মুখ আর চকোলেট রঙের চোখ নিয়ে

'যে এ কাজ করেছে সে জানোয়ারটাকে খুঁজে বের করুন।'

ডেনি অ্যাঞ্জেলাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। জানোয়ারটা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে।

তবে ধীরে ধীরে এ ব্যাপারটি মাথা থেকে সরিয়ে দিয়েছে ডেনি। সেলিনের সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবন কাটছে চমৎকার। দুইমাস আগে IRT বিভাগের প্রধান হিসেবে পদোন্নতি হয়েছে ওর। মনে হয়েছে ৪২০ লোমা ভিস্তা এবং এন্ড্রু জেকসের হত্যাকাণ্ডের দুঃস্বপ্নের পরে এই প্রথম জীবন বুঝি পূর্ণতা পেল। পেশাদার এবং ব্যক্তিগত– দুদিক থেকেই শান্তি অনুভব করছিল ডেনি।

এমন সময় সে ই-মেইলটি পেল।

ম্যাট ডেলি'র প্রথম মেসেজের টাইটেল ছিল 'এন্ড্রু জেকস।' পর্দায় ওই শব্দ দুটি দেখেই শরীরের রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল ডেনির। ডেলি নিজের পরিচয় তেমন খোলাসা না করে শুধু বলেছে সে একজন 'ইন্টারেস্টেড পার্টি' এবং কেসটির বিষয়ে তার কাছে কিছু নতুন তথ্য রয়েছে যে বিষয়ে সে ডেনির সঙ্গে আলাপ করতে চায়। ভুয়া ভেবে ম্যাট ডেলিকে পাত্তাই দেয় নি ডেনি। মেইলের জবাব দেয় নি সে। কিন্তু বিরতিহীনভাবে মেইল আসছিল, তারপর ডেনির অফিসে ফোন আসতে শুরু করে। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা। অবশেষে সাড়া দেয় ডেনি, ডেলিকে বলে কোনো নতুন তথ্য থাকলে সে যেন ওটা LAPD'র হোমিসাইড ডিভিশনকে জানায়। কিন্তু ডেলিকে ধোঁকা দেয়া সহজ নয়। সে ডেনির সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে চাইছিল এবং জানায় পরের সপ্তাহে সে লিয়ন আসছে এবং ডেনির সঙ্গে দেখা না করে সে শহর ছাড়বে না।

এবং সত্যি সত্যি ডেলি এসে হাজির। ডেনির সেক্রেটারি মাথিল্ডি ঘণ্টাখানেক আগে ওকে ফোন করে জানিয়েছে, 'সোনালি চুলের এক আমেরিকান' ডেনির অফিসে বসে আছে, বলছে ডেনির সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এবং খুব জরুরি। মাথিল্ডি এখন কী করছে?

ডেনির ইচ্ছে করছিল সেক্রেটারিকে বলে ডেলিকে সে যেন অফিস থেকে বের করে

দেয়। কারণ অ্যাঞ্জেলা জেকসের স্মৃতি ডেনি আবার নতুন করে মনে করতে চায় না।

বদলে সে বলল, 'ওকে বলো আমি আসছি। তবে বেশি সময় দিতে পারব না। ওকে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে কেটে পড়তে হবে।'

'মি. ডেলি,' ডেনির কণ্ঠে আন্তরিকতার একেবারেই অভাব। 'আপনি ভেতরে আসুন।'

ডেনির অফিস কক্ষটি বৃহদায়তন এবং আরামদায়ক। ম্যাট শুনেছে সাবেক গোয়েন্দাটি LAPD ছাড়ার পরে বেশ উন্নতি করেছে তবে এতটা উন্নতি করেছে দেখে বিস্ময়বোধ করল সে। লাল চুলের, অপূর্ব সুন্দরী এক নারীর ছবি ঘরজুড়ে।

অলস ভঙ্গিতে একটি ছবি তুলে নিল ডেলি। 'আপনার স্ত্রী?'

মাথা ঝাঁকাল ডেনি।

'খুব সুন্দরী।'

'জানি আমি, এবং সে এ মুহূর্তে আমার জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করছে।' কটমটে দৃষ্টিতে ডেলির দিকে তাকাল ও।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, মি. ডেলি?'

ম্যাটের হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পেল। সে বুক ভরে দম নিল।

'আপনি এন্ড্রু জেকস মার্ডার কেসটি আবার ওপেন করতে পারেন।'

কপাল কোঁচকাল ডেনি। 'এবং কেন তা করতে যাব?'

'কারণ এতে নতুন কিছু প্রমাণ পাবেন।'

'আমি তো আপনাকে আমার ই-মেইলে আগেই বলেছি, মি. ডেলি, আপনার কাছে প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি থাকলে এল.এ পুলিশকে বলুন, এটা এখন আর আমার এক্তিয়ারের মধ্যে নেই।'

'আপনি ইন্টারপোলের লোক' বলল ম্যাট। 'গোটা পৃথিবীই আপনার এক্তিয়ারের মধ্যে।'

'ব্যাপারটা অত সহজ না,' বিড়বিড় করল ডেনি।

'আমার মনে হয় সহজ,' সামনে ঝুঁকে এলো ম্যাট, ডেনির চোখে চোখ রাখল। লোকটাকে টেলিফোনের মতোই জিদ্দি আর একগুঁয়ে লাগল ডেনির। LAPD-এর এ কেসটির বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই। এ কেস বন্ধ করে দিয়েছে এবং হাল ছেড়ে দিয়েছে। আপনি এ কারণেই চাকরিটা ছেড়ে দেন।'

কিছু বলল না ডেনি। এ নিয়ে তর্ক করার কোনো মানে হয় না।

ম্যাট ডেলির পরের কথাগুলো তার রক্ত হিম করে দিল।

'যদি বলি এরকম আরেকটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে?'

নিজেকে জোর করে শান্ত রাখল ডেনি। 'সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতি ঘণ্টায় প্রচুর খুন-খারাবী হচ্ছে, মি. ডেনি। আমরা মানুষরা একটি হিংস্র জাত।'

'এরকম হত্যাকাণ্ড হয় নি,' ব্রিফকেস খুলে মোটা একটি কাগজের ফাইল বের করল

ম্যাট, ধপ করে ফেলে দিল ডেনির ডেস্কে। 'সেই একই রকমের ঘটনা। এক বৃদ্ধকে নিষ্ঠুরভাবে জবাই করা হয়েছে, তার তরুণী স্ত্রী ধর্ষিতা হয়েছে, তাদের সমস্ত টাকা-পয়সা চ্যারিটিতে দান করে অদৃশ্য হয়ে গেছে মেয়েটি।'

ডেনি ম্যাকগুইয়ারের মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল। ফাইল স্পর্শ করল সে কম্পিত হস্তে। *এটা কি সত্যি ঘটেছে? এতদিন পরে আবার হামলা চালিয়েছে জানোয়ারটা?*

'কোথায়?' প্রায় ফিসফিসে শোনাল ডেনির প্রশ্ন।

'লন্ডন।' পাঁচ বছর আগের ঘটনা। ভিক্টিমের নাম পিয়ার্স হেনলি।

তেরো

লন্ডন

২০০১

ঈটন স্ট্রিটের পেছনে, ফ্যাশনেবল এলিজাবেথ স্ট্রিটের ঠিক পাশেই, বেলগ্রাভিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান চেস্টার স্কোয়ারের। একটি চমৎকার প্রাইভেট গার্ডেনকে ঘিরে সাদা সিমেন্টের প্রলেপ দেয়া সারসার বাড়ি। স্কোয়ারের কিনারে, সেন্ট মার্কস চার্চ একটি বিরাট চেস্টনাট গাছের নিচে সমাহিত ভঙ্গিতে নিবাস তৈরি করেছে, ওটার প্রাচীন পিতলের ঘণ্টা সময় ধরে উচ্চনাদে বেজে ওঠে, স্কোয়ারের বাসিন্দাদের তাদের প্যাটেক ফিলিপ ঘড়ির দিকে না তাকালেও চলে। রাস্তা দিয়ে চেস্টার স্কোয়ারের ঘরবাড়িগুলোকে দেখায় বৃহৎ এবং আরামদায়ক।

আসলে তা নয়।

ওগুলো প্রকাণ্ড এবং প্রাসাদতুল্য।

বেলগ্রাভিয়ায় একটা গুঞ্জন আছে কোনো ইংরেজের পক্ষে নাকি চেস্টার স্কোয়ারে বসবাস করার সামর্থ্য নেই। তবে বেশিরভাগ গুজব-গুঞ্জনের মতো কথাটি সত্য নয়। রোমান আব্রামোভিচ, চেলসি ফুটবল ক্লাবের রাশান মালিক, তার ওখানে একটি বাড়ি আছে। তবে সে তার তরুণী রক্ষিতাকে নিয়ে ও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে স্ত্রীকে দিয়ে। মিসেস আব্রামোভিচের পড়শীদের মধ্যে রয়েছেন দুজন হলিউড ফিল্ম তারকা, একজন ফরাসি সকার হিরো, ইউরোপের বৃহত্তম বাজিকর ক্লাবের সুইস প্রতিষ্ঠাতা, একজন গ্রিক প্রিন্স এবং এক ভারতীয় সফটওয়্যার টাইকুন। স্কোয়ারের বাকি বাড়িগুলোর মালিক আমেরিকান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকাররা।

একদিন একজন আমেরিকান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার তাঁর পুঁজি হারিয়ে একটি দুর্লভ বার্সা থান্ডার পিস্তল নিজের মুখে ঢুকিয়ে ট্রিগার টিপে দিলেন। তাঁর উত্তরাধিকাররা তার বাড়িটি বিক্রি করে দিল এক ব্রিটিশ ব্যারোনেটের কাছে। এভাবে স্যার পিয়ার্স হেনলি প্রথম ইংরেজ হিসেবে চেস্টার স্কোয়ারে কুড়ি বছরের জন্য একটি বাড়ির মালিক হলেন।

এবং সেখানে প্রথম খুনের ঘটনাও ঘটল তাঁকে নিয়ে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা উইলার্ড ড্রিউ মহিলার হাতে দুধচিনি মেশানো এক কাপ চা ধরিয়ে দিল। মহিলা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে, তার পুরুষ্ট, মারাত্মক যৌনাবেদনময় অধর জোড়ার দিকে না তাকানোর চেষ্টা করল ড্রিউ। মহিলার আধখোলা বাথরোবের নিচে, হালকা মেছতাযুক্ত উরুদ্বয়ে রক্তের ছিটা এখনও পরিষ্কার দৃশ্যমান। মহিলাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করা হয়েছে। তবে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে আরও নির্মমভাবে।

ইন্সপেক্টর ড্রিউ নিচতলায় বসে মহিলার সঙ্গে কথা বলছে, ওই সময় ওপরতলার শয়নকক্ষে তার লোকেরা মহিলার স্বামীর বিস্ফারিত মাথার মগজ পার্শিয়ান কার্পেট থেকে মুছে নিতে ব্যস্ত। মাস্টার বেডরুমটি দেখে মনে হচ্ছে জ্যাকসন পোলোকের সদ্য আঁকা কোনো ছবি। রক্ত, ক্রোধ, অমানুষিক উন্মাদনার একটা ঝড় বয়ে গেছে কক্ষটিতে, এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি ইন্সপেক্টর ড্রিউ। এ দৃশ্যের বর্ণনার একটি মাত্র শব্দই উপযোগী *হত্যাযজ্ঞ।*

ইন্সপেক্টর ড্রিউ বলল, 'আপনার খারাপ লাগলে কাজটা আমরা পরেও করতে পারব, ম্যাম। আপনি শকটা একটু সামলে উঠুন।'

'আমি এ শক কোনোদিন সামলে উঠতে পারব না, ইন্সপেক্টর। আপনি যা জিজ্ঞেস করতে চান এখনই করুন।'

কথা বলার সময় ইন্সপেক্টরের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকল সে। অস্বস্তি লাগছিল ইন্সপেক্টরের। লাল চুলের এই নারীকে শুধু সুন্দরী বললে কম বলা হবে। এ দারুণ সেক্সি। বুকে ব্যথা উঠে যাওয়ার মতো যৌনাবেদনময়ী সে। গায়ের রঙ যেন ক্রিম, তাতে মখমলের মসৃণতা এবং শরীরের প্রতিটি ইঙ্গিতে ছড়িয়ে রয়েছে নারীসুলভ কমনীয়তা। শুধু তার কণ্ঠটাই একটু কেমন খাপছাড়া। চারশো ডলার দামের ফ্রেঞ্চ বাথরোবের নিচে এ নারী পুরোপুরি একজন খাস লন্ডনী। সে ককনি বা আঞ্চলিক উচ্চারণে কথা বলে।

ইন্সপেক্টর ড্রিউ বলল, 'আপনি যদি সত্যি কথা বলতে প্রস্তুত থাকেন তো আমরা কিছু বেসিক ডিটেল থেকে শুরু করতে পারি?'

'আমি প্রস্তুত আছি।'

'মৃত ব্যক্তিটির নাম?'

বুক ভরে শ্বাস নিল লেডি ট্রেসি হেনলি। 'পিয়ার্স... উইলিয়াম... আর্থার... গার্নিং হেনলি।'

পিয়ার্স উইলিয়াম আর্থার গার্নিং হেনলি প্রয়াত ব্যারনেট স্যার রেজিনাল্ড হেনলির একমাত্র পুত্র। সোনার চামচ মুখে নিয়ে তাঁর জন্ম।

ত্রিশতম জন্মবার্ষিকীতে তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের সেরা ধনীদের একজন।

স্কুলে পড়াশোনায় কোনোদিনই ভালো করতে পারেননি পিয়ার্স। ঈটনে তাঁর গৃহশিক্ষক তাঁকে বলতেন 'সুদর্শন সময়নষ্টকারী।' ব্যবসা খুব ভালো বুঝতেন পিয়ার্স। সেই দুর্লভ রসায়নের তিনি অধিকারী ছিলেন, যাতে হাত দিতেন, সোনা ফলে যেত।

একটি মুমূর্ষু কোম্পানিকেও তিনি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে দাঁড়া করতে পারতেন। বাইশ বছর বয়সে, নরফোকে একটি ছোট প্রভিন্সিয়াল ব্রোকারেজ তিনি কিনে নেন। কোম্পানিটি তখন ধুঁকে ধুঁকে মরার দশা। পিয়ার্সের বাবাসহ সকলেই তাঁর এ অবিমৃষ্যকারিতায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন পিয়ার্সের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ছয় বছর পরে পিয়ার্স যখন ব্যবসাটি বিক্রি করে দেন ততদিন ওই প্রতিষ্ঠানের অফিস ছড়িয়ে গেছে লন্ডন, ম্যানচেস্টার, এডিনবার্গ ও প্যারিসে। কোম্পানির সে বছর লাভ ছিল আটাশ মিলিয়ন পাউন্ড।

এটি পিয়ার্স হেনলির জন্য ছোট তবে গুরুত্বপূর্ণ একটি সাফল্য ছিল। এটি তাঁকে তাঁর সহজাত প্রবৃত্তির ওপর আস্থা রাখতে সাহায্য করে। এটি তার ঝুঁকি নেয়ার ক্ষিদেও বাড়িয়ে দেয়। পরবর্তী পঁয়ত্রিশ বছরে পিয়ার্স পনেরোটিরও বেশি ব্যবসা ক্রয়-বিক্রয় করেছেন। তবে শুধু ধরে রেখেছেন দুটি ব্যবসা একটি তার হেজ ফান্ড, হেনলি ইনভেস্টমেন্ট এবং অপরটি জ্যাসপস, জুয়েলারির ব্যবসা। তিনি বিয়ে করেন। স্ত্রী ক্যারোলিন এবং দুটি সন্তান ছিল তাঁর। একটি মেয়ে, অ্যানা, তাঁর স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। অপরটি ছেলে, সেবাস্টিয়ান, তাঁর রক্ষিতার গর্ভজাত পুত্র। দুটি সন্তান এবং তার মায়েদেরকে দামি বাড়ি এবং সংসার খরচের জন্য প্রচুর টাকা দিয়েছেন পিয়ার্স। তবে পারিবারিক জীবনযাপন করার মতো সময় তাঁর ছিল না। কারণ প্রথাগত রোমান্সের প্রতি তাঁর কোনোই আগ্রহ ছিল না।

অন্তত ষাটতম জন্মদিন পর্যন্ত, যেদিন ট্রেসি স্টোন নামে এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং নিজের জীবনটাই পুরো বদলে যায়।

বার্থডে পার্টির জন্য স্যার পিয়ার্স (পিতার মৃত্যুর মাসখানেক আগে তিনি ব্যারন উপাধিটি লাভ করেন) সোহোর গ্রুচো ক্লাবের একটি প্রাইভেট রুম ভাড়া করেছিলেন। লন্ডনের সফল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সাহিত্যিকদের জন্য এটি স্বর্গোদ্যান, ক্লাবটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। গ্রুচো স্যার পিয়ার্সকে তাঁর শৈশবের স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছিল। হেনলি পারিবারিক এস্টেট কিংহ্যাম হলের জীবনকে অনুভব করছিলেন। সেখানকার দেয়ালে কনস্টাবল এবং টার্নারের ছবি শোভা পেত তবে হিটিং সিস্টেম কখনও অন করা থাকত না আর কার্পেটজোড়ায় ছিল ঘুনপোকার সৃষ্ট ছোট ছোট গর্ত।

স্যার পিয়ার্স হেনলির ভেনু পছন্দ হলেও অতিথিদের তালিকাটি তাঁকে হতাশ করে তোলে। তাঁর সেক্রেটারি জেনি গতানুগতিক একটি তালিকা করেছিল। চারপাশে চোখ বুলিয়ে তিনি সেই পুরানো মুখগুলোই দেখতে পাচ্ছিলেন। শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রধান ব্যক্তিরা, সঙ্গে তাঁদের গোমড়ামুখি প্রথম স্ত্রী কিংবা সুন্দরী তবে অর্থলোভী দ্বিতীয় স্ত্রীগণ। পিয়ার্স ভাবছিলেন কবে সবাই এত বুড়ো আর এমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল?

এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল এমন সময় ওয়েট্রিসটি এসে তাঁর গায়ে ধাক্কা খেল এবং প্রচণ্ড গরম গলদা চিংড়ির স্যুপের বাটি সরাসরি তাঁর কুচকির ওপর ফেলে দিল। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্যার পিয়ার্স হেনলির উরুতে মাংস ঝলসানোর দাগটি

দগদগ করেছে। তবে যতবার তিনি ওদিকে তাকিয়েছেন, নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

ওয়েট্রেস হিসেবে গ্রুচো পার্টি ছিল ট্রেসি স্টোনের জীবনের প্রথম এবং শেষ দিন। স্যার পিয়ার্স হেনলি যন্ত্রণায় চিৎকার করে লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়েছেন, ট্রেসি ঝট করে হাঁটু মুড়ে তাঁর সামনে বসে পড়ল, যে কোনো বেশ্যার চেয়ে দ্রুতগতিতে তাঁর প্যান্টের বেল্ট এবং প্যান্ট খুলে ফেলল। তারপর 'মে আই, মাই লর্ড' কথাটি উচ্চারণ করার পরপরই একটানে স্যার পিয়ার্সের জাঙ্গিয়া খুলে ফেলল এবং তার উন্মুক্ত পুরুষাঙ্গের ওপর এক জগ বরফঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল। শীতল জলের স্পর্শ ব্যারোনেটের দারুণ লাগল। তবে লন্ডনের নামি দামি অর্ধেক মানুষের সামনে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও লজ্জা পাবার বদলে তাঁর মজাই লাগছিল। উরু এবং অন্ডকোষে জ্বলুনির ব্যথা সত্ত্বেও স্যার পিয়ার্স হেনলির মনে হচ্ছিল গত পনের বছরের জীবনকে একত্রিত করলেও এই অল্প কটা মুহূর্তের মতো নিজেকে কখনও এতটা জীবন্ত লাগে নি। তিনি যখন যৌবন আর জীবনের উত্তেজনা আবার ফিরে পাবার প্রার্থনা করছিলেন এমন সময় একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে কোত্থেকে এসে তাঁর কোলে লাফিয়ে পড়ল। বরং বলা উচিত লাভাতপ্ত স্যুপ তার কোলে ঢেলে দিল। তিনি বেশ আমোদ অনুভব করছিলেন।

ট্রেসি স্টোনের বয়স ২১/২২, মাথায় খাটো লাল চুল, গভীর বাদামি চোখ এবং রোগাটে, বালকসুলভ ফিগার, কালো-সাদা মেইডের গেটআপে তাকে দারুণ সেক্সি লাগছিল।

'*ও যেন এক মানুষ দেশলাইকাঠি*, ভাবছিলেন পিয়ার্স, *আমাকে আলোকিত করে তোলার জন্য ওকে পাঠানো হয়েছে।*

এবং ট্রেসি সত্যি স্যার পিয়ার্সের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

ট্রেসি যখন পিয়ার্সের সঙ্গে ডেটিংয়ে যাবে শুনল ওরা বন্ধুরা, ভাবল মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে।

'আরে ও ব্যাটা তো থুত্থুড়ে বুড়ো, ট্রেস?'

'লোকটা বিশ্রীরকম বড়লোক।'

'পোড়া নুনুর একটা লোকের সঙ্গে তুমি ডেটিং-এ যাবে? পারও বটে তুমি!'

'কাজটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না।'

আর পিয়ার্সের বন্ধুরা তাঁকে বললেন

'ও তো বয়সে তোমার মেয়েরও ছোট, ওল্ড বয়।'

'ও পেশায় ওয়েট্রেস, পিয়ার্স। আর ওয়েট্রেস হিসেবেও খুব একটা কাজের না।'

'ও তোমাকে ফতুর বানিয়ে ছাড়বে।'

ওরা দুজন কেউই তাদের বন্ধুদের কথা পাত্তা দিল না। ট্রেসি এবং পিয়ার্স জানত তাদের বন্ধুরা ভুল বলছে। পিয়ার্সের টাকার প্রতি কোনো লোভ ছিল না ট্রেসির। আর সে পিয়ার্সের ভেতরে এমন একটা অংশের সুইচ অন করে দিয়েছিল, যে অংশটির মৃত্যু

ঘটেছে বলে ভাবতেন তিনি। কুচকির ক্ষতটা সেরে ওঠার পরে তিনি শুধু ভাবতেন কবে ট্রেসিকে নিয়ে বিছানায় যাবার সুযোগ হবে।

প্রথম ডেটের দিন পিয়ার্স ট্রেসিকে আইভিতে নিয়ে গেলেন ডিনার করতে। তিনটে সুস্বাদু কোর্সের মধ্যে তারা হাসি আর গল্পে মেতে থাকল এবং তারপর পিয়ার্স মাত্রই ট্রেসির গণ্ডদেশে একটি চুম্বন রেখা এঁকে দিতে যাচ্ছেন, সে লাফ মেরে একটি কালো ট্যাক্সিতে চড়ে বসল এবং অদৃশ্য হয়ে গেল।

দ্বিতীয় ডেটের দিন, ওরা গেল মঞ্চ নাটক দেখতে। কাজটা ভুল ছিল। ট্রেসি বিরক্ত হচ্ছিল। পিয়ার্সও নাটক দেখে মজা পাচ্ছিলেন না। ট্রেসি আরেকটি ট্যাক্সি ডেকে চলে যাওয়ার পরে পিয়ার্স হতাশ হয়ে ভাবলেন *এই বুঝি ওকে হারালাম।*

পরদিন সকাল সাতটার সময় ক্যাডোলান গার্ডেনসে পিয়ার্সের ফ্ল্যাটটির ডোরবেল বেজে উঠল। ট্রেসি, সঙ্গে সুটকেস।

'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি,' নিষ্প্রাণ গলায় বলল ট্রেসি।

'তুমি কি সমকামী?'

পিয়ার্স হাত দিয়ে চোখ ডললেন। 'আমি ...কী? না, আমি সমকামী নই। তোমার কী করে মনে হলো আমি সমকামী?'

'কারণ তুমি থিয়েটারটা পছন্দ করেছিলে

ঠা ঠা করে হেসে উঠলেন পিয়ার্স। 'ব্যস এই? ওটাই তোমার প্রমাণ?'

'হ্যাঁ এবং তুমি কখনো আমাকে বিবস্ত্র করতে চাও নি।'

ওর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন পিয়ার্স। 'আমি কী করতে চাই নি? গুড গড, উওম্যান। তুমি তো আমাকে তোমার ধারেকাছে ঘেঁষতে দাও নি। আর থিয়েটারটা আমি পছন্দ করি নি।'

'তাহলে ওখানে কেন গিয়েছিলে?'

'তোমাকে ইমপ্রেস করতে।'

'কিন্তু করতে পার নি।'

'হুঁ, লক্ষ করেছি। ট্রেসি, মাই ডার্লিং, তোমাকে 'বিবস্ত্র' করার সুযোগ পেলে আমি আর কিছু চাই না। কিন্তু তুমি তো সে সুযোগ আমাকে দাও নি।'

পিয়ার্সের পাশ কাটিয়ে হলঘরে ঢুকল ট্রেসি। সুটকেসটা মেঝেয় ফেলে দিয়ে পেছনে বন্ধ করল দরজা। 'এখন তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি।'

অমন লাভ মেকিং-এর অভিজ্ঞতা জীবনেও হয় নি পিয়ার্সের। ট্রেসির চুল মখমলের মতো, নরম ত্বক, আশ্চর্য গর্বোদ্ধত দুটি ভরাট বক্ষ এবং ওর দুই উরুর সংযোগস্থলের গভীরতা অদ্ভুত উষ্ণ ও ভেজা। পিয়ার্স এমন দুর্দান্ত একটা শরীর পেয়ে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে উত্তেজনা এর আগে কেউ তাঁকে দিতে পারে নি। মিলন পর্ব শেষ হওয়ার পরপরই তিনি প্রস্তাব দিলেন ট্রেসিকে। হেসে উঠল ট্রেসি।

'আমি বিয়েটিয়ের চিন্তা করছি না।' বলল সে।

'আমিও না,' সত্যি কথাই বললেন পিয়ার্স।

'তাহলে আমাকে বিয়ে করতে চাইছ কেন? যে জিনিসটা তোমার নিজের পছন্দ না সেটা আমার কাছে কখনো চাইবে না। এটা একটা বদভ্যাস।'

'আমি তোমাকে প্রস্তাব দিয়েছি কারণ তোমাকে আমি চাই। আর আমি যা চাই সবসময় তা পাই।'

'হা!, তাই নাকি? তবে এবারে তা আপনি পাবেন না, ইয়োর লর্ডশিপ,' দৃঢ় গলায় বলল ট্রেসি। 'আমি আগ্রহী নই।'

ছয় সপ্তাহ পরে ওরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো।

চৌদ্দ

হেনলিদের বিয়ের প্রথম দেড় বছর হাসি আনন্দে কেটে গেল। পিয়ার্স যথারীতি ব্যস্ত রইলেন নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে। দীর্ঘক্ষণ তিনি অফিসে থাকেন কিংবা ডিনারের মাঝখানে উঠে গিয়ে ফোন ধরেন, এ সব ব্যাপারে ট্রেসি কোনোদিন তাঁকে কোনো নালিশ জানায় নি। পিয়ার্স বুঝে পান না তাঁর স্ত্রী সারাদিন কী করে। প্রথম প্রথম ভাবতেন ট্রেসি শপিংয়ে গেছে, কিন্তু মাস শেষে AMEX স্টেটমেন্ট আসার পরে তিনি বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করেছেন মোটা অঙ্কের হাতখরচের টাকা এবং কেনাকাটার জন্য প্লাটিনাম কার্ড দেয়া থাকলেও ট্রেসি প্রায় কিছুই খরচ করে নি।

'আমি যখন অফিসে থাকি তখন তুমি কী করো?' একদিন জিজ্ঞেস করলেন তিনি স্ত্রীকে।

'আমি পর্নোফিল্ম বানাই,' চেহারা গম্ভীর করে জবাব দিল ট্রেসি। 'সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার এ কাজে ব্যস্ত থাকি আমি। মঙ্গলবার যাই ডাকাতি করতে। বৃহস্পতিবার আমার ডে-অফ।'

শুনে মুচকি হাসলেন পিয়ার্স এবং ভাবলেন *আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ।* তিনি ট্রেসিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বিছানায় এগোলেন।

সেক্সুয়াল পার্টনার হিসেবে পারফেক্ট ট্রেসি। সর্বদা উৎসাহী, সবসময় উদ্ভাবনী, যখন কাজের চাপে কাহিল হয়ে যান পিয়ার্স, তখন সে সেক্স করার জন্য কোনোরকম জোরাজুরি করে না। তবে তাদের সুখের আকাশের এক কোণে একটি মাত্র কালো মেঘ জমেছিল– ট্রেসির মতে, সে কোনোদিন মা হতে পারবে না।

'ওই ব্যাপারটি নিয়ে আমি কিছু করতে পারব না বলে দুঃখিত। কারণ আমার যন্ত্রটা ভাঙা,' নিরাসক্ত গলায় জানায় ট্রেসি।

'তোমার কোন্ যন্ত্রাংশটা ভাঙা?'

'জানি না। বোধহয় পুরোটাই। বাচ্চাদের মুতের কাথা বদল করার জন্য তোমার বয়সটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

হাসলেন পিয়ার্স। 'আমি তো আর মুতের কাথা বদলাতে যাচ্ছি না। তাছাড়া, তুমি তো বুড়ি নও। তোমার মা হতে ইচ্ছে করে না?'

ট্রেসির মা হওয়ার কোনো খায়েশ নেই। তবে স্বামীকে এ কথা যতবারই বলা হোক না কেন পিয়ার্স শুনতে নারাজ। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে পার্লেস্ট্রিটের প্রতিটি ফার্টিলিটি স্পেশালিস্টের কাছে গেলেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না। 'ইতিবাচক ভাবনা' যাতে ভাবে ট্রেসি সেজন্য তিনি বেলগ্রাভিয়ায় ওর জন্য একটি 'বড় ফ্যামিলি হাউজ কিনে দিলেন এবং প্যারিস থেকে ইনটেরিয়র ডেকোরেটর ভাড়া করে আনলেন বাচ্চাদের ঘর সাজানোর জন্য। একটি ছেলের জন্য, অপরটি মেয়ের জন্য। হলুদ রঙ করা হলো ঘর দুটিতে।

'এসব কীসের জন্য? আমি যদি খরগোশ বা এ ধরনের কিছু জন্ম দিই, তখন?' ঠাট্টা করে ট্রেসি।

তার মনে পড়ে যায় পিয়ার্স তাকে প্রথম রাতে প্রস্তাব দেয়ার সময় বলেছিলেন, *'আমি যা চাই সবসময় তা পাই।'* কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এবারে ব্যর্থ হতে হলো স্যার পিয়ার্স হেনলিকে।

'আপনার ছেলে-মেয়ে,' ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর উইলার্ড ড্রিউ পার্লা ব্রাতে ঢাকা ট্রেসির সুগোল বক্ষের ওপর থেকে সরিয়ে নিল চোখ। বাথরোবের বেল্ট বাঁধে নি লেডি হেনলি। 'ওরা কি বাইরে?'

ট্রেসির সুন্দর মুখে আঁধার ঘনাল। 'আমাদের কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই। আমার দোষেই সন্তান নেয়া হয় নি।'

বিব্রত বোধ করল ড্রিউ। 'ওহ্ আয়াম সরি। ওপরতলার বেডরুম দেখে ভাবলাম...

কাঁধ ঝাঁকাল ট্রেসি। 'ঠিক আছে। আপনি তো ভাবতেই পারেন। আর কোনো প্রশ্ন?'

'আর মাত্র একটি।'

মহিলা ওকে খুব সাহায্য করেছে, যেসব গহনা চুরি গেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে– লেডি হেনলির গহনা সম্পর্কে জ্ঞান বেশ গভীর। হামলাকারী সম্পর্কে বলেছে লোকটা মুখোশধারী ছিল বলে চেহারা দেখতে পায় নি। তবে তার গায়ে ছিল ষাঁড়ের শক্তি, গাঁট্টাগোট্টা, বাম হাতের উল্টো পিঠে কাটা একটা দাগ, গমগমে কণ্ঠ আর অদ্ভুত উচ্চারণে কথা বলছিল সে, ঠিক বুঝতে পারে নি ট্রেসি। অবশ্য যে নারকীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে তাতে সব কথা মনে না থাকারই কথা। তবে ট্রেসি নিশ্চিত ও লোককে আগে কখনও দেখে নি।

'তাহলে এ লোককে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়বে,' মৃদু গলায় বলল ইন্সপেক্টর ড্রিভ। 'আপনার স্বামীর কি কোনো শত্রু ছিল? এমন কেউ যার প্রতিহিংসা ছিল আপনার স্বামীর ওপর?'

হো হো করে হেসে উঠল ট্রেসি। তার হাসি দেখে ইন্সপেক্টর ভাবল এমন দরাজ গলায় যে হাসতে পারে তার দাম্পত্য জীবন না জানি কত সুখের ছিল। কয়েক ঘণ্টা আগেও স্যার পিয়ার্স হেনলি নিশ্চয় নিজেকে পৃথিবীর অন্যতম সুখী মানুষ ভাবতেন।

‘হাজারখানেক তো হবেই। হিটলারের চেয়েও আমার স্বামীর শত্রু সংখ্যা বেশি ছিল, ইন্সপেক্টর।’

কপালে ভাঁজ ড্রিউর। ‘কীরকম?’

‘পিয়ার্স ধনী মানুষ ছিল। সেলফ-মেড। তাকে সবাই ঈর্ষা করত। অনেকেই তাকে অপছন্দ করত। একবার সে এক কার ডিলারকে তার অ্যাস্টন গাড়ির দাম দেয় নি লোকটা আমার দিকে নোংরা চোখে তাকাচ্ছিল বলে। তার সাবেক স্ত্রী আছে, আছে আরেক রক্ষিতা। বর্তমান রক্ষিতা। সে এক দীর্ঘ তালিকা। তার শত্রুর অভাব ছিল না।’ বিরতি দিল ট্রেসি। তারপর যোগ করল, ‘তবে তার সত্যিকারের একজন বন্ধু ছিল৷’

‘আচ্ছা? কে সে?

‘আমি।’

এই প্রথম ট্রেসি হেনলি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

পনের

ডেনি ম্যাকগুইয়ার তার সামনে রাখা ফাইল থেকে মাথা তুলল যেন ভূত দেখেছে। সে গত কুড়ি মিনিট ধরে নিঃশব্দে ফাইলটি পড়ছিল।

'আপনি এ কেসের কথা জানলেন কীভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাট ডেলি, 'অনলাইনে পড়েছি। জেকস কেসের ব্যাপারে আমার আগ্রহ ছিল এবং আমি...ওয়েল, আমি এটা জেনে যাই। হেনলি হত্যাকাণ্ড ইংল্যান্ডে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। ওই সময় এ নিয়ে পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে।'

'জেকস কেসের ঠিক কোন্ বিষয়টিতে আপনার আগ্রহ বেশি, মি. ডেলি?' জিজ্ঞেস করল ডেনি। 'ই-মেইলে এ নিয়ে কিন্তু কোনো কথা বলেন নি।'

'আমি একজন লেখক। অমীমাংসিত প্রশ্নের জবাব জানতে চাই।'

ডেনির চোখে সন্দেহ। 'আপনি সাংবাদিক?'

'না, না। আমি একজন চিত্রনাট্যকার। টিভি কমেডি লিখি বেশিরভাগ সময়।'

আশ্চর্য হলো ডেনি। ফাইলের দিকে ইঙ্গিত করল। 'কিন্তু এতে তো হাসিঠাট্টার কোনো বিষয় নেই।'

'তা নেই,' সায় দিল ডেলি। 'তবে এর সঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত যোগাযোগ রয়েছে। এন্ড্রু জেকস আমার বাবা ছিলেন।'

ডেনির বিস্ময় বাঁধ মানছে না। *এন্ড্রু জেকসের কি কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল?* স্মৃতির সাগরে ডুব দিল সে। অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে পরিচয়ের আগে এন্ড্রু আরেকটি বিয়ে করেছিলেন। ডেনির দলের একজন জুনিয়র সদস্য বিষয়টি উদঘাটন করে। তবে এ ব্যাপারে তখন কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় নি। *এন্ড্রুর কি কোনো ছেলে বা মেয়ে ছিল?*

'বাবার কোনো স্মৃতি আমার মনে নেই,' বলল ম্যাট। 'আমার দুই বছর বয়সে জেকসের সঙ্গে আমার মায়ের ডিভোর্স হয়ে যায়। আমার সৎ বাবা আমাকে এবং আমার ছোট বোন ক্লেয়ারকে নিজের সন্তানের মতো বড় করেন। তবে জন্মগতভাবে আমি একজন জেকস। আমার সঙ্গে বাবার চেহারার কোনো মিল আছে?'

ধড় থেকে প্রায় আলাদা হয়ে যাওয়া এন্ড্রু জেকসের কাটা মুণ্ডুর কথা মনে পড়তে শিউরে উঠল ডেনি।

'না, সেরকম কোনো মিল দেখছি না।'

'যখন জানলাম আমার বাবা খুন হয়ে গেছেন, কৌতূহলি হয়ে উঠি আমি। কেসটির বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করি। এবং এর সঙ্গে গেঁথে যাই।' হাসল ম্যাট। 'একটি অমীমাংসিত রহস্য, কীরকম আকর্ষণীয় হতে পারে আপনি তো জানেনেই।'

'জানি,' বলল ডেনি। *এই লোকটিকে বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। কিন্তু এ যদি ওই বেডরুমের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডটি দেখতে পেত মুখে আর হাসি থাকত না। দুটো শরীর একসঙ্গে বাঁধা ছিল। জেকসের মাথাটা তার ঘাড় থেকে সুতোয় বাঁধা ইয়ো-ইয়োর মতো ঝুলছিল।*

'হেনলি কেসের ব্যাপারটা জানার পরে আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু তখন জানতে পারি আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছিলাম কিন্তু ওরা আমাকে খুব একটা সহযোগিতা করে নি। LAPD'র মতো তারাও আমেরিকান এক অখ্যাত লেখকের সঙ্গে কথা বলতে চায় নি।' আবার হাসল ম্যাট ডেলি। ডেনি ভাবল যুবকটির আন্তরিক হাসিমুখটি বেশ সুন্দর। 'আপনাকে খুঁজে পেতে বেশ সময় লেগেছে আমার। আপনি ইন্টারপোলে আছেন জানতে পেরে প্রথমে আমার বিশ্বাসই হয় নি। আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনি চমৎকার একটি অবস্থানে আছেন।'

ভুরু কোঁকচাল ডেনি ম্যাকগুইয়ার। 'আগেই আগবেড়ে কিছু বলা ঠিক হবে না। স্বীকার করছি দুটি কেসে সামঞ্জস্য রয়েছে। তবে আমার বিভাগকে জড়াতে হলে, ইন্টারপোলকে একটি IRT অথরাইজ করতে হবে কোনো সদস্য দেশের পুলিশ বাহিনীকে সরাসরি এগিয়ে আসতে হবে।'

ম্যাট উত্তেজিত ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো সামনে। 'আমরা 'সামঞ্জস্য' বিষয়ে কথা বলছি না। এ ক্রাইম দুটি হলো একটি অপরটির কার্বন কপি। দুই মার্ডার ভিক্টিমই ছিলেন বয়সে বুড়ো, ধনী, দুজনেই অনেক কম বয়েসী দুই তরুণীকে বিয়ে করেছিলেন। দুজনের স্ত্রীই ধর্ষণের শিকার হয় এবং প্রহৃত হয়। হামলার কিছুদিন পরে দুজনেরই স্ত্রী অদৃশ্য হয়ে যায়। দুজনের সহায় সম্পত্তি, টাকা-পয়সা সব চ্যারিটিতে দান করা হয়। নো কনভিকশনস। নো লিডস।'

ডেনি ম্যাকগুইয়ারের হৃদস্পন্দনের মাত্রা বৃদ্ধি পেল।

'তবু,' খড়কুটো ধরে রাখার প্রয়াসে দুর্বল গলায় বলল সে। 'এটা কাকতালীয়ও হতে পারে।'

'নিশ্চয় পারে না। খুনি দু'জায়গাতেই তার ভিক্টিমদেরকে একই ভঙ্গিতে রশি দিয়ে বেঁধেছে।

ডাবল হাফ গিটঠু। মনে পড়ে যায় ডেনির। সে দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে। এ হতে পারে না।

দশ বছর পর।

'শুনুন, আমি জানি কিছু নিয়মনীতির মাঝ দিয়ে আপনাকে যেতে হবে,' বলল ম্যাট ডেলি। 'প্রটোকল এসব হাবিজাবি। কিন্তু এখনও ধরা পড়ে নি এই ম্যানিয়াক। আর সত্যি বলতে কী, 'ঘোষণার সুরে ট্রায়াম্প কার্ডটা খেলল ও, 'লোকটা এখন ফ্রান্সেই আছে।'

'মানে?' তীক্ষ্ণ গলায় বলল ডেনি। 'আপনি কী করে এ কথা জানেন?'

চেয়ারে হেলান দিল ম্যাট ডেলি। 'একটি নাম বলি আপনাকে' দৃঢ় গলায় বলল সে, 'দিদিয়ের আনজু।'

ষোল
সেইন্ট-ট্রপেয, ফ্রান্স
২০০৫

রু মিরেজে উৎফুল্ল ভঙ্গিতে হাঁটছে লুসিয়েন দেফোর্বেস। জীবনটা বেশ উপভোগ করছে লুসিয়েন। সেইন্ট ট্রপেযে বসন্তের শেষার্ধ সর্বত্র গ্রীষ্মের আগমন বার্তার সংকেত ঘোষণা করছে। রাস্তার উভয় পাশে, লা রুট দেস প্লেজেস থেকে বিখ্যাত ক্লাব ৫৫ পর্যন্ত লরেল গাছের ঝোপঝাড়ে উজ্জ্বল গোলাপি রঙের ফুল ফুটতে শুরু করেছে, বাড়িগুলোর দেয়াল যেন ফুলের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। সাদা চুনকাম করা ওই দেয়ালগুলো প্রায়ই ধাক্কা দেয় লুসিয়েনকে। এত দামি দামি বাড়ির সঙ্গে অমন সাদামাটা বেষ্টনি কেমন বেখাপ্পা লাগে।

ওই প্রাসাদগুলোর একটিতেই যাচ্ছে লুসিয়েন, ট্রপেযিয়ানদের চোখে সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি ভিলা পারাদিস তার গন্তব্য।

নামটা মোটেই বাড়ির সঙ্গে মানায় নি ভাবছে লুসিয়েন। কেমন ভালগার লাগে। অবশ্য মার্সেইর রাস্তা থেকে উঠে আসা, পরবর্তীতে পপ তারকা হিসেবে দারুণ নাম করা সাবেক এক ম্যাটিনি আইডলের কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো কোনো নাম কীভাবেই বা আশা করা যায়? লোকটার রুচির অভাব আছে বোঝাই যায়।

ভিলা পারাদিস-এর মালিক লুসিয়েনের এক মক্কেল। তার অন্যতম সেরা এবং লাভজনক ক্লায়েন্ট। লুসিয়েন একজন ডিভোর্স লইয়ার। আজ সকালে লে গরিল্লেতে নিজের বাসায় বসে কফি পান করতে করতে বিশেষ এই ক্লায়েন্টটির কথা ভেবে আপন মনে হো হো করে হাসছিল লুসিয়েন। ভাবছিল এই মানুষটির জন্য এ পর্যন্ত ক'টি ডিভোর্স কেস লড়েছে সে। চার নাকি পাঁচ? নাকি এবারেরটা নিয়ে পাঁচ হবে? সে এ লোকের কাছ থেকে এতই টাকা পেয়েছে যে ডিভোর্সের সংখ্যা গুণতে ভুলে গেছে।

গেটের ইন্টারকমে পরিচিত নম্বর ঢোকাতে ঢোকাতে লুসিয়েন ভাবছিল এবারের ডিভোর্সের কেসটা সে টেনে কতটা লম্বা করতে পারবে। তার ক্লায়েন্ট বর্তমান স্ত্রীটিকে বিয়ে করেছে খুব বেশিদিন হয় নি। কাজেই এ কেসটি আগেরগুলোর মতো লাভজনক হবে বলে মনে হয় না। তবে বুড়ো ছাগলটা যদি এবারের স্ত্রীর ঔরসে কোনো সন্তানের পিতা হয়ে থাকে তাহলে কিছু বাণিজ্য করতে পারবে লুসিয়েন। তবে যখন গেট খুলে গেল এবং চোখোর সামনে নীল স্বপ্নের মতো উদ্ভাসিত হলো স্বচ্ছ নীল ভূমধ্যসাগর,

লুসিয়েন নিজেকে মনে করিয়ে দিল কোনো কিছু অকৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করতে নেই।

আসল ব্যাপার হলো দিদিয়ের আনজু ডিভোর্স করছেন।

আবার!

আশা করা যায় আজকের দিনটি বেশ ভালোই যাবে।

বিয়েটা খুব সুন্দরভাবেই হয়েছিল। দিদিয়ের আনজুর অন্যান্য বিয়েগুলো এত সুন্দর হয় নি।

প্রথমেই লুসিলের কথা বলা যাক। *আহ, লা বেল্লি লুসিল!* তিনি কী সাংঘাতিকভাবে চাইতেন মেয়েটিকে। কেমন ব্যাকুল ছিলেন ওর জন্য। দিদিয়েরের বয়স তখন কুড়ি। জীবনের প্রথম ছবি Entres les draps (চাদরের মাঝখানে) এর কাজ শুরু করেছেন। লুসিল কামুসের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতেন তিনি। লুসিলের বয়স তখন চুয়াল্লিশ, বিবাহিতা, ছবিতে দিদিয়েরের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ওই ছবিতে অভিনয় করার জন্য পরিচালককে লুসিলের হাত-পা ধরতে হয়েছিল। লুসিলের জন্য সবসময় একটা দুর্বলতা ছিল তাঁর।

সম্ভবত এজন্যেই লুসিলকে বিয়ে করেছিলেন দিদিয়ের।

১৯৫১ সালে জাঁ কামুস ফরাসি চলচ্চিত্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন ফরাসি ওয়াল্ট ডিজনি, প্রাচীন পৃথিবীর লুইস বি মেয়ার, যিনি যে কোনো তরুণ অভিনেতার ক্যারিয়ার সামান্য অঙুলি হেলনে ভেঙে বা গড়ে দিতে পারতেন। চকচকে টাক মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কিংবা গোঁফ মুচড়াতে মুচড়াতে এসব কাজ ছিল তাঁর জন্য নস্যি। জাঁ কামুস স্বয়ং তাঁর Entres les draps-এ দিদিয়ের আনজুকে নায়কের ভূমিকায় কাস্ট করেন। কালো চুল, কালো চোখের সুদর্শন তরুণটিকে রাস্তা থেকে তুলে এনে ধনদৌলত আর নাম ও যশের জাদুর দুনিয়ায় প্রবেশাধিকার ঘটান। লিমুজিন ও লাক্সারির পাশাপাশি দিদিয়েরের পরিচয় হয় লুসিলের সঙ্গেও।

দশক আগের সেই দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকালে দিদিয়ের এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেন যে এ ছাড়া তাঁর কোনো উপায়ও ছিল না। লুসিল কামুস ছিলেন এক দেবী, তাঁর শরীর যেন এক মন্দির, ওই মন্দির পরম পূজনীয়। ওই ফোলাফোলা, ভারী বক্ষ, সবসময় ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকা, আমন্ত্রণ জানানো পূর্ণ ওষ্ঠ... দিদিয়ের আনজু কী করে ওই নারীকে পাবার জন্য ব্যাকুল না হয়ে পারেন!

অবশ্য তিনি যদি লুসিল কামুসকে সিডিউস করার চেষ্টা না করতেন তাহলে ঘটনাগুলো ভিন্নভাবে ঘটত। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, পরিচয় হওয়ার তিন সপ্তাহের মাথায় দিদিয়ের লুসিলকে গর্ভবতী করে ফেলেন।

'এতে আমি কোনো সমস্যা তো দেখছি না,' হতবুদ্ধি দিদিয়ের লুসিলের ছোড়া একটি দামি চীনামাটির প্লেট থেকে নিজের খুলি বাঁচাতে বাঁচাতে বললেন। 'চেরি, প্লীজ। বললেই হয় এটা জাঁ-এর সন্তান। কে জানবে?'

'সবাই জানবে, মানসিক প্রতিবন্ধী কোথাকার!' অল্পের জন্য আরেকটা মিসাইল দিদিয়েরের কণ্ঠনালি মিস করে গেল।

'কারণ জাঁ আটকুড়া।'

'ওহ্!'

'হ্যাঁ, ওহ্'ই বটে'

'সেক্ষেত্রে তুমি ওই ঝামেলটাকে ঝেড়ে ফেল।'

রেগে আগুন হলেন লুসিল।

'গর্ভপাত? তোমার কি ধারণ আমি একটা দানবী?'

'কিন্তু, চেরি, তোমাকে বাস্তববাদী হতে হবে।'

'Jamais! non, দিদিয়ের। এর একটাই সমাধান আছে আমাকে তোমার বিয়ে করতে হবে।'

সে বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে কামুস ডিভোর্স বিষয়টি হয়ে উঠল টক অব দা টাউন। লুসিল কামুস ফোলা পেট নিয়ে তাঁর ছেলের বয়সী দিদিয়েরকে বিয়ে করলেন, দিদিয়ের বেশ বিখ্যাত হয়ে গেলেন। কিন্তু ছেলেটি মারা গেল, জাঁ কামুস শোকার্ত লুসিলকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে, ফিল্ম কম্যুনিটি তাঁদেরকেই শুধু ঘিরে থাকল। পরবর্তী আট বছর, জাঁ মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত, ফ্রান্সে দিদিয়ের আনজু লন্ড্রি ডিটারজেন্ট বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুতে অভিনয়ের সুযোগ পেলেন না। তেইশ বছর বয়সেই তাঁর ফিল্মি ক্যারিয়ার খতম।

ত্রিশ বছর বয়সে ভাগ্যদেবী আবার মুখ তুলে চাইলেন দিদিয়েরের দিকে। দিদিয়ের দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হেলেন মাশিউ, তুলোসের এক সুন্দরী, নিষ্পাপ উত্তরাধিকারী। হেলেন ছিল কুমারী, বিয়ে না করা পর্যন্ত দিদিয়েরের সঙ্গে বিছানায় যায় নি। তবে দিদিয়েরের তাতে কোনো সমস্যা হয় নি। তিনি অন্যান্য নারীর সঙ্গে দিব্যি খেলে যাচ্ছিলেন এবং অপেক্ষায় ছিলেন কবে হেলেনের টাইট Chatte আর মোটা ব্যাংক ব্যালান্সের কর্তৃত্ব নেবেন।

বিয়েটা যেন ছিল এক অভ্যুত্থানের মতো, দিদিয়েরের জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন। রাত এলো, বাসরঘরে ঢুকে দিদিয়ের দেখলেন নববধূটি তার সঙ্গে একত্রে শুতে শরম পাচ্ছে। তিনি আবিষ্কার করলেন বেচারি হেলেনের যৌনাঙ্গটি সম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ এবং বিকৃত, জন্মের পর থেকে এ সত্যটি সে গোপন করে এসেছে। তার নিষ্পাপ আচরণ, সেক্স নিয়ে ভয় পুরোটাই ছিল অভিনয়। মাগী তাঁকে ট্র্যাপ করেছে।

হেলেনের সঙ্গে পাঁচ বছর সংসার করলেন দিদিয়ের। এ সময়ে স্ত্রীকে প্রতারণা করে তার সমস্ত টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়ে নিজের প্রযোজিত ছবিতে ঢাললেন। স্বামী কী করছে সবই জানত হেলেন তবু তাকে ভালোবাসত সে। মেয়েদের ওপর এরকমই প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন দিদিয়ের। প্রতিদিন হেলেন প্রার্থনা করত নিজের শারীরিক বিকলাঙ্গতা ভুলে দিদিয়ের ভালোবাসার আলো দেখতে পাবে এবং তার কাছে ফিরে

আসবে। কিন্তু তা কোনোদিনই ঘটল না। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে, দিদিয়ের আনজু তখন জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো বিখ্যাত এবং প্রথমবারের মতো ধনী, ডিভোর্স দিলেন হেলেন মাশিউকে। তিনি তখন ফিরে এসেছেন লাইমলাইটে।

এরপরে আরেক ধনবতী নারী পাস্কাল এলো দিদিয়েরের জীবনে। দিদিয়েরকে আরও ধনী বানিয়ে দিল সে, উপহার দিল দুটি পুত্র সন্তান কিন্তু অসহায়ের মতো চেয়ে দেখল স্বামীর পরকীয়া প্রেম।

এই পরকীয়া প্রেমিকাদের একজন, কামিল, দিদিয়েরের পঞ্চাশ বছর বয়সে মাদাম আনজু হয়ে এলো তাঁর জীবনে। কামিল দিদিয়েরের চেয়ে ত্রিশ বছরের ছোট, দারুণ সুন্দরী, ওই সময়ের সেরা ফ্যাশন মডেল, তাকে দেখে নিজের তরুণ জীবনের কথা মনে পড়ে যেত দিদিয়েরের। কামিল ছিল ফিজিক্যালি পারফেক্ট, স্বার্থপর, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং তার যৌনক্ষুধার কোনো শেষ নেই। কিন্তু বিয়ের তিন বছর পরে দিদিয়ের যেদিন কামিলকে তার কিশোর পুত্র লুকের সঙ্গে এক বিছানায় আবিষ্কার করলেন, লুসিয়েন দেসফোর্জের সাহায্যে দুজনকেই তাঁর সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনেও আর বিয়ে করবেন না।

দিদিয়ের চলে এলেন সেন্ট-ট্রপেযে, সেখানে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন তাঁর আত্মশ্লাঘার জন্য, বিশেষ করে পরচুলার বিরাট সংগ্রহের কারণে। এগুলো তিনি ভিলা পারাদিসে, একটি বিশেষ ড্রেসিংরুমে রাখতেন। রাশান হুকাররা, যারা নিয়মিত দিদিয়েরের বিছানা গরম করতে যেত, তারা ওই পরচুলাগুলো দেখে খুব মজা পেত। ওই সময় কেউ, এমনকী দিদিয়েরের আইনজীবী পর্যন্ত ভাবত না যে দিদিয়ের আবার বিয়ে করবেন।

কিন্তু মাস চারেক আগে, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, বুড়ো গোপনে এক রাশান মহিলাকে বিয়ে করে ফেলেছেন, এর কথা তার কোনো বন্ধু কোনোদিন শোনে নি, কোনোদিন সাক্ষাৎও হয় নি। মেয়েটির নাম ইরিনা মিচেকো, ধারণা করা হয় এ সেই রাশান বেশ্যাদের একজন এবং যেভাবেই হোক দিদিয়েরকে পটিয়ে তার গলায় মালা দিয়েছে।

তবে ধারণাটি ছিল ভুল। পঁয়ত্রিশ বছরের ইরিনা সম্ভ্রান্ত একজন নারী, শিক্ষিতা এবং ধনবতী। আর সে যদি গরিবও হতো, বেশ্যা হিসেবে তাকে মানাত না। কারণ বেশ্যাদের চেয়ে সে অনেক বেশি সুন্দরী ছিল আর স্মার্ট। রামাতুল্লোতে এক হাউজ পার্টিতে ইরিনাকে দেখেই অভিভূত হয়ে পড়েন দিদিয়ের।

হানিমুনে নববধূকে তিনি তাহিতি নিয়ে গেলেন। এক নির্জন বীচ কটেজে উঠলেন। জীবনে এই প্রথম দিদিয়ের চান নি মিডিয়া তাঁকে তাড়া করুক। তিনি লুসিয়ানকে, যে এখন তার বন্ধু, বলেছিলেন, 'ইরিনা এক অপ্সরীর নাম। পৃথিবীর হৈ-হল্লা থেকে তাকে আমি মুক্ত রাখতে চাই। যদি দেখি কেউ, সে পুরুষ হোক বা মহিলা, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে ইরিনার দিকে তাকে আমার মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে। ও আমাকে এমনই দিওয়ানা বানিয়ে দিয়েছে।'

ইরিনা দিদিয়েরকে দিওয়ানা বানাক আর যাই করুক, এখন তো সব শেষ। ভিলার পেছন দিককার টেরাস ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল লুসিয়েন। হানিমুন থেকে ফিরে আসার দুই সপ্তাহ পরে দিদিয়ের আনজু ওকে ফোন করেছিলেন। রাগ আর ক্রোধে রীতিমতো চিৎকার করছিলেন তিনি।

'আমি ডিভোর্স চাই। ওই মাগীকে আমি একটা পয়সাও দেব না!'

এটা গতকাল রাতের ঘটনা। আশা করা যায় এখন সকাল বেলায় দিদিয়ের আনজুর মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা আছে। এত সকালে কেউ নিশ্চয় চিৎকার-চেঁচামেচি করবে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, লুসিয়েন দেসফোরজেস ফ্রেঞ্চ উইন্ডো পার হয়ে লিভিং রুমে পা রাখামাত্র প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল। তবে দিদিয়ের চিৎকার করছিলেন না।

চিৎকার করছিল সে নিজে।

সতেরো

ডেনি ম্যাকগুইয়ার অনেকক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল ম্যাট ডেলির দিকে। কিংবা বলা যায় শূন্যে তাকিয়ে থাকল দীর্ঘক্ষণ।

দিদিয়ের আনজু হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত ডেনি। ফ্রান্সের সবাই এ ঘটনার কথা জানে। সে টিভির খবরে শুনেছে, খবরের কাগজে পড়েছে। *লা মন্দে* থেকে *লা ফিগারো* এমন কোনো পত্রিকা বাদ যায়নি যাতে আনজুর চিত্তাকর্ষক অতীতের কথা ছাপা হয় নি। তবে ম্যাটিনি আইডলটির সর্বশেষ স্ত্রীটি সম্পর্কে খুব কমই লেখা হয়েছে। শুধু লিখেছে মহিলা রাশান ছিল এবং হত্যাকাণ্ডের পরে সম্ভবত সে স্বদেশে ফিরে গেছে। তবে ধর্ষণের কোনো ঘটনার কথা শোনে নি ডেনি। ম্যাট ডেলিকে কথাটা বলল সে।

'কোনো অফিশিয়াল অভিযোগ করা হয় নি বটে,' তার কথায় সায় দিল ম্যাট। 'তবে ব্লগে প্রচুর গুজব ছড়িয়েছে মিসেস আনজুকে হত্যাকারী যৌন নির্যাতন করেছিল। এবং যে লোক এ ক্রাইম সিনের প্রত্যক্ষদর্শী সে দুজনকে একসঙ্গে বাঁধা অবস্থায় দেখেছিল। তবে সমস্যা হলো বিধবাটিকে এবারেও কোনো প্রশ্ন করা সম্ভব হয় নি। সে চলে যায়।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে দেশে ফিরে গেছে। অন্যদের মতো উধাও হয়ে যায় নি।'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাট। 'কাগজে তা-ই লিখেছে। তবে আসল সত্যটা কে জানে? ওখানকার পুলিশ এতটাই দুর্নীতিপরায়ণ যে শিকাগো সিটি হলকে তারা পিস কর্পস বানিয়ে ফেলতে পারে।'

হাসল ডেনি। তবে ফাঁকা হাসি। এন্ড্রু জেকসের খুনি যদি সত্যি ওখানে থেকে থাকে, তার ভয়ঙ্কর খুনগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে যায়, তাহলে আরও দুজন নিরীহ মানুষের মৃত্যু ডেনি ম্যাকগুইয়ারকে বিবেকতাড়িত করবে বৈকি। আর সেই সুন্দরী, তরুণী বিধবারা কোথায় যারা হত্যাকাণ্ড ঘটার কিছুদিন পরে অদৃশ্য হয়ে গেছে? এরাও যদি মারা গিয়ে থাকে, তাহলে ডেনির হাতে আরও রক্ত লেগে থাকবে। ওই লোকটা, ওই জানোয়ারটা, প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পরে অধিকতর দুঃসাহসী হয়ে উঠছে। ডেনি অকর্মার মতো স্রেফ বসে থেকে লোকটাকে আবারও আঘাত হানার সুযোগ করে দিতে পারে না। অবশ্য আরেক দিক থেকে সে ম্যাট ডেলিকে সত্য কথাই বলেছে। সে পুরানো ক্ষতগুলো আবার

খুঁচিয়ে স্যেলিনকে আপসেট করে তুলতে চায় না। স্থানীয় পুলিশ বাহিনী যদি ইন্টারপোলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করে, সেক্ষেত্রে ডেনির হাত বাঁধা।

সে ম্যাট ডেলিকে বলল, 'একই লোক এসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। স্যার পিয়ার্স হেনলি সম্পর্কে আমি কিছু জানি না তবে দিদিয়ের আনজুর অনেক শত্রু ছিল যারা তাঁর মৃত্যু কামনা করত।'

'স্বীকার করছি আমরা নিশ্চিত নই,' উত্তেজিত গলায় বলল ম্যাট। 'এ জন্যেই কেসটা আমাদের আবার ওপেন করা উচিত। অথবা তিনটা খুনের ঘটনাকে একত্রিত করে নতুন কোনো কেস খোলা উচিত। অনেক কথাই আমরা জানি না। তবে আমার মন বলছে একজন লোক, কোন এক উন্মাদ এসব ঘটাচ্ছে। এবং আমরা তার কাছাকাছি চলে যাচ্ছি।'

ডেনি ম্যাকগুইয়ার মনে মনে বলল, *সে আমরা শব্দটি বলছে। সে ধরেই নিয়েছে আমি এর মধ্যে জড়াচ্ছি।*

'আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এবং লোকাল ফ্রেঞ্চ পুলিশে ফোন করব। দেখি কোনো খবর পাই কিনা। তবে কোনোরকম প্রতিশ্রুতি কিন্তু দিচ্ছি না।'

ম্যাট হতাশ হলেও তা বুঝতে দিল না। 'বুঝতে পারছি। জানি শুনতে অদ্ভুতই লাগছে যে বাবা তার ছেলে মেয়েকে ফেলে চলে গিয়েছিল তার হত্যাকারীকে ধরার জন্য তার ছেলে কেন এত দৌড়ঝাঁপ করছে। আমি চাই আমার বাবার হত্যাকারী ধরা পড়ুক, তার শাস্তি হোক। আর এ তথ্যগুলো জানা থাকলে আপনার কাজে লাগবে ভেবে এসব বললাম।'

'আপনি এখন কী করবেন?' জিজ্ঞেস করল ডেনি। 'আমেরিকায় ফিরে যাবেন?'

অবিশ্বাসের চোখে তার দিকে তাকাল ডেলি। 'আমেরিকায় ফিরে যাব? প্রশ্নই ওঠে না। আমি কেন তা করতে যাব? বললাম না আমার ধারণা খুনি এখানেই আছে। আমি আজ ছ'টার ফ্লাইটে নীস যাচ্ছি। দশটার মধ্যে পৌঁছে যাব সেইন্ট ট্রপেযে।'

'সাবধান,' ওকে সতর্ক করল ডেনি। 'দিদিয়ের আনজুর মৃত্যুর সঙ্গে মাফিয়া জড়িত থাকলে আপনি কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন।'

'আপনি নিশ্চয় বিশ্বাস করেন না এটা মাফিয়ার কাজ?'

'জানি না,' বলল ডেনি। 'আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। আপনার কাছেও নিখুঁত কোনো তথ্য নেই, মি. ডেলি। ব্লগ গসিপ হোমিসাইড কেস তৈরি করে না। তাছাড়া, আপনার কথা যদি সত্যিও হয়, তিনটে হত্যাকাণ্ডের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে থাকে...'

সম্পর্ক আছে। আপনি জানেন সম্পর্ক আছে।'

লোকাল ফ্রেঞ্চ পুলিশ তাদের তদন্তে বহিরাগতদের নাক গলানো পছন্দ করে না। বিশেষ করে আমেরিকানদের।'

ম্যাট নিষ্পাপ ভঙ্গিতে শরীরের দু'পাশে দু'হাত ছড়িয়ে দিল।

'আমাকে নিয়ে ভাববেন না,' হাসল সে। 'আমি ওদেরকে পাটিয়ে ফেলব।'

সেদিন বিকেলে, লিয়ন এয়ারপোর্টের ডিপারচার লাউঞ্জে তার স্ত্রীকে ফোনে পটানোর চেষ্টা করছিল ম্যাট ডেলি।

'আমার আরও এক হপ্তা আসতে দেরি হবে, হানি। বড়জোর দশদিন। শ্যানেন থেকে তোমার জন্য কিছু জিনিস কিনে আনব। কী কী আনব বলো?'

'আমার জন্য কিছু আনতে হবে না,' খেঁকিয়ে উঠল তার স্ত্রী। 'আমি ওই টাকার ভাগ চাই। তুমি বুঝতে পারছ না তোমার যত দেরি হবে ততই আমাদের টাকাগুলো ওই ফাকিং চ্যারিটিগুলো খরচ করতে থাকবে। আমি একা লড়াই করতে পারব না, ম্যাট। আর টাকা-পয়সা ছাড়া আইনী লড়াই সম্ভবত নয়। বেভারলি হিলসে মঙ্গলবার এক উকিল আসছে। আমি ওখানে তোমাকে উপস্থিত দেখতে চাই।'

'কিন্তু, হানি, এই আনজু মার্ডার–'

'ওটা আমাদের বিল শোধ করবে না,' ধমক দিল র‍্যাকুয়েল। 'আই মিন ইট, ম্যাট। হয় মঙ্গলবারের মধ্যে বাড়ি ফিরবে নয়তো আর আসার দরকার নেই।'

শহরে, নিজের বাড়ির বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে সেলিনের সঙ্গে গল্প করছিল ডেনি ম্যাকগুইয়ার।

'দিনটা আজ কেমন কাটল তোমার?' তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করল তাকে। 'আমেরিকানটির সঙ্গে তোমার মিটিং। তোমার নাছোড়বান্দা স্টকার! সে কী চায়?'

'হুমম? ওহ্, নাথিং,' সেলিনের নগ্ন বুকে হাত বুলাতে বুলাতে বলল ডেনি। 'সে টিভিতে কাজ করে, LAPD-র ওপর একটা ডকুমেন্টারি বানাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।'

জীবনে এই প্রথম সেলিনের কাছে মিথ্যা কথা বলল ডেনি। কথাটা বলে তার খুব অনুতাপ হচ্ছিল। অপরাধবোধটা যেন সিসার মতো ভারী হয়ে রইল পেটে।

সে রাতে, সেলিন ম্যাকগুইয়ার ঘুমাচ্ছে, ডেনি জেগে রইল, অ্যাঞ্জেলা জেকসের অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানার কথা মনে পড়ছিল তার।

আঠারো

হেলেন মাশিউ'র মধ্যযুগীয় শ্যাতুর জানালা দিয়ে মুগ্ধ চোখে বাইরে তাকিয়ে আছে ম্যাট ডেলি। মনে হচ্ছে রূপকথার কোনো ছবি দেখছে। না, বাড়িটি নয়। সে তাকিয়ে আছে ঈয শহরের দিকে। মন্টিকার্লো থেকে কুড়ি মাইল দূরে, পাহাড়ের ওপরে ছবির মতো একটি শহর। ওয়াল্ট ডিজনিও এত সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এর গম্বুজ এবং চূড়া, খোয়া-বিছানো সর্পিল পথ, গ্যাস ল্যাম্প, ফ্লাওয়ার বাগান, এলোপাতাড়ি ছড়ানো ছিটানো অপূর্ব সুন্দর সব কটেজ সব মিলে আশ্চর্য সুন্দর। ম্যাট ভাবছে : *ইটস পারফেক্ট। বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট ছবির জন্য এ যেন রেডিমেড মুভি সেট।*

কুড়ি বছর আগে হেলেন মাশিউ দেখতে খুব সুন্দরী ছিল সন্দেহ নেই। তবে এখনও, পঞ্চাশের টানেও দিদিয়ের আনজুর সাবেক দ্বিতীয় স্ত্রীটি যথেষ্টই আকর্ষণীয়া। ছিপছিপে শরীর, চমৎকার হাড়ের কাঠামো আর পান্না সবুজ দ্যুতি ছড়ানো চক্ষু দিয়ে হেলেন এখনও বহু পুরুষের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারে। তবে ঈয শহরের সবাই গুজবটা জানে হেলেন একজন *deforme* বা যৌন বিকলাঙ্গ নারী। তবে এটি দিদিয়েরের পরেও আর দুজন স্বামী পেতে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেনি হেলেনের জন্য। এবং দুজনই ধনবান। এ ঘরের আসবাবের মূল্যই তো হবে ছয় অঙ্কের ওপরে।

'আমি দুঃখিত, আপনার আর কোনো সাহায্যে আমি আসতে পারছি না, মি. ডেলি।' হেলেনের ইংরেজি উচ্চারণ খুব সুন্দর। 'দিদিয়েরের সঙ্গে বহু বছর আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। অন্য সবার মতো আমিও তার মৃত্যুর খবর কাগজে পড়েছি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ম্যাট। র‍্যাকুয়েলের ক্রোধাগ্নি উপেক্ষা করে সে গত নয়দিন ধরে দক্ষিণ ফ্রান্সে অবস্থান করছে কিন্তু এখনও কাজের কাজ কিছুই হয় নি। কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পায় নি যার লেজ ধরে সামনে এগোনো যায়। সে *the au citron* তে এক চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের ছাড়াছাড়িটা কি খুব তিক্ততার মধ্যে হয়েছিল?'

'দিদিয়ের আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, মি. ডেলি। আমার সমস্ত টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেয়ার পরেই সে আমাকে ছেড়ে চলে যায়।'

'আই সি। তাহলে সম্পর্কটা তো খুবই তিক্ত ছিল।'

হাসল হেলেন। 'আমাদের ডিভোর্স হয়, মি. ডেলি। আমি ওকে পছন্দ করতাম না বটে তবে তার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাও পুষে রাখি নি। সময় গড়িয়েছে। আমি আবার বিয়ে করেছি। দিদিয়েরের কথা শুনে আমার খারাপ লেগেছিল। ওভাবে কারও জীবনের অবসান হওয়ার কথা ভাবা যায় না।'

হেলেন মাশিউ'র দিকে এক ঝলক তাকিয়েই ম্যাট বুঝতে পারল মহিলা মন থেকেই কথাটা বলেছে। এ মহিলা দিদিয়ের আনজুর মৃত্যু কামনা করে নি। এবং এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনো সংশ্রবও নেই। দিদিয়েরের অন্যান্য স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্তে এসেছে ম্যাট। লুসিল কামুস এখন অশীতিপর বৃদ্ধা, নিজের নামটি পর্যন্ত মনে করতে পারেন না, কাজেই যে মানুষটার সঙ্গে বহুদিন ধরে তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই, তাঁকে হত্যার পরিকল্পনার কোনো প্রশ্নই নেই। পাস্কাল আনজু এক গ্রিক প্রোপার্টি টাইকুনকে বিয়ে করেছে। সে এখন প্রচণ্ড ধনী। দিদিয়েরের প্রতি তার কোনোই আগ্রহ নেই। কামিন, চতুর্থ মাদাম আনজু, লুকের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে। দিদিয়েরের বখে যাওয়া এ সন্তানটির ফার্ম আছে পিরিনিজে। দিদিয়েরের মৃত্যু বিষয়ে কথা বলার সময় কামিলকে সত্যিকার অর্থেই মর্মাহত মনে হয়েছে ম্যাটের।

তবে *'hell hath no fury'* তে বিশ্বাসী নয় সে। পুলিশ এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মাফিয়ার যোগসূত্র খুঁজে বেড়ালেও ম্যাটের তাতে সন্দেহ রয়েছে। সে নিশ্চিত যে লোক তার বাবা এবং স্যার পিয়ার্স হেনলিকে হত্যা করেছে, সে-ই খুন করেছে দিদিয়ের আনজুকে। তবে ডেনি ম্যাকগুইয়ার ঠিক কথাই বলেছে। ক্রিমিনাল কেস তৈরিতে শুধু অনুমান নির্ভর হয়ে থাকলে চলবে না।

ম্যাট এখনও দিদিয়েরের একজন সাবেক স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করতে পারে নি। সে ইরিনা। পুলিশ বলছে সাক্ষীর বিবৃতি দেয়ার পরে রাশিয়া ফিরে গেছে ইরিনা। কিন্তু কেউ জানে না ঠিক কোথায় গেছে সে, তার পরিবার কে বা আদৌ তার কোনো পরিবার আছে কিনা। ম্যাট ইরিনা সম্পর্কে সেইন্ট ট্রোপেয পুলিশের কাছ থেকে গ্যালিক শ্রাগ ছাড়া আর কিছুই পায় নি। শুধুমাত্র একজন ইরিনা আনজু সম্পর্কে ম্যাটের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। হেলেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চলল ম্যাট।

উনিশ

সেইন্ট ট্রপেযের ব্যস্ত পোতাশ্রয়ের নাভিমূলে অবস্থিত ক্যাফে লে গোরিন। এখানে বসে সকালের কফির মগে চুমুক দিতে দিতে অনেক কিছুই দেখতে পাবেন। বড় বড় ইয়ট পাল তুলেছে, কাভিল্লি সিল্ক শার্ট এবং ইরেস বিকিনি পরা গ্ল্যামারাস মালিকরা এসে দাঁড়ান তাদের ইয়টের ডেকে। সস্তা চেয়ারে এক ঘণ্টা বসে থাকলেই অবশ্য পাছা ভীষণ ব্যথা হয়ে যায়। এমন দাগ ফুটে ওঠে যেন লোহার ওপর বসেছিলেন।

ম্যাট ডেলিকে দেখামাত্র চিনে ফেলল লুসিয়েন দেসফোর্জেস। এমন নয় যে আগে তাদের দেখা হয়েছে, আসলে ম্যাটের উদগ্রীব, বোকাবোকা চেহারা দেখেই বোঝা যায় সে ভ্রমণ পিপাসু কোনো আমেরিকান নয়।

'মি. ডেলি।'

'মশিউ দেসফোর্জেস। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার জন্য ধন্যবাদ।'

আজকের মিটিংয়ে আসবে কিনা অন্তত দু'বার ভেবেছে লুসিয়েন। ইরিনা আনজুকে ধর্ষণ করা হয়েছে এ কথা পুলিশকে বলার পরেও তারা ব্যাপারটি পাত্তা দেয় নি বলে আর ওদের ছায়াও মাড়ায় নি লুসিয়েন। এমনকী তার স্টেটমেন্ট পর্যন্ত রেকর্ড করার কোনো আগ্রহ তাদের ছিল না। ভদ্রমহিলা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে চান নি– এবং তিনি তা করেনও নি– তাই অফিসিয়ালি ধর্ষণের ঘটনাটির কোনো অস্তিত্ব নেই। কম ঘাঁটাঘাঁটি, কম পরিশ্রম এবং সকলেই তাতে সন্তুষ্ট ছিল।

সবাই, শুধু লুসিয়ান দেসফোর্জেস বাদে। ভিলা পারাদিসের সেই ভয়ঙ্কর সকালের নারকীয় দৃশ্য এখনও তাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়িয়ে বেড়ায়। রক্ত ছড়িয়ে ছিল সবখানে, দেয়ালে, কার্পেটে, কাউচে। দিদিয়েরের মুখ এবং ঘাড় ছিল ভয়ানক ক্ষতবিক্ষত। নগ্ন, বিক্ষত ইরিনা রশি দিয়ে বাঁধা ছিল তার স্বামীর ছিন্নভিন্ন লাশের সঙ্গে। লুসিয়েন এ বিষয়টি নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় নি, এই নাছোড়াবান্দা আমেরিকান যুবক কিংবা অন্য কারও সঙ্গে। কিন্তু শেষে কৌতূহলের জয় হয়। ম্যাট ডেলি বলেছে তার বাবাকেও নাকি বেচারি দিদিয়েরের মতো নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ওইসময়ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এবং ডেলি নিশ্চিত দুটি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। সে

এ ব্যাপারে এতই নিশ্চিত যে নিজের কাজ ফেলে অর্ধেক পৃথিবী পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছে তথ্য সংগ্রহ করতে।

'আমি জানি না আপনাকে কতটা সাহায্য করতে পারব আমি,' সরল গলায় বলল লুসিয়েন।

ম্যাট বলল, 'পুলিশদের চেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারবেন তা আমি জানি। ওরা তো এ কেসের ব্যাপারে আগ্রহীই নয়।'

লুসিয়েন দেসফোর্জেসের চেহারা কঠোর দেখাল। 'ওরা এ কেসে ফেল মেরেছে। খুনি পালিয়ে গেছে এবং কোথায় গেছে ওরা হদিশ করতে পারে নি। আমরা, ফরাসিরা ব্যর্থতার কথা স্মরণ করতে চাই না। বিশেষ করে আমেরিকানদের ছাড়া। আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন?'

ম্যাট একটি কলম আর নোট প্যাড খুলে প্রস্তুত হলো। বেশিরভাগ লেখকের মতো যেখানেই যায় সঙ্গে একটি কলম এবং প্যাড থাকে তার। কোথাও মজার কিছু দেখলে বা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে নোট নিয়ে নেয়। হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমেডি নাটক লেখার মতো বিষয় না হলেও বিস্তারিত লিখে রাখা প্রয়োজন।

'আমি ইরিনা সম্পর্কে জানতে চাই।'

'কী জানতে চান? আমি পুলিশকে বলেছি সে রেপড হয়েছিল। মহিলার উরু এবং বুকে কামড় ও খামচির দাগ ছিল, ঘাড়ের চারপাশ ফুলে উঠেছিল হাতের চাপে। আমি যখন তাকে দেখি তার অবস্থা ছিল উন্মাদের মতো। কিন্তু কেউ আমার কথায় কান দেয় নি।'

'আমি দেব,' বলল ম্যাট। 'ইরিনার ব্যাপারে সব কথা জানতে চাই আমি। সে কে ছিল। ওদের ডিভোর্স হওয়ার কথা ছিল, তাই না?'

মাথা দোলাল দেসফোর্জেস।

'দুজনের মধ্যেকার সম্পর্ক কতটা খারাপ ছিল?'

'খুব খারাপ।'

'দিদিয়েরের অন্যান্য সাবেক স্ত্রীরা দিদিয়েরের মৃত্যু কামনা করে নি। কিন্তু ইরিনা?'

কফির মগে চুমুক দিল লুসিয়েন। 'আমি একজন ডিভোর্স লইয়ার, মি. ডেলি। আমার অভিজ্ঞতা হলো বেশিরভাগ মহিলাই কোনো না কোনো সময় তাঁদের স্বামীর মৃত্যু কামনা করে। তবে একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি দিদিয়েরের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ইরিন আনজুর কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। ওই বলাৎকার, সে যে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেছে...' মাথায় ঝাঁকি দিল সে যেন স্মৃতিটা দূর করে দিতে চায়। 'এই লোকটা, এই জানোয়ারটা কোনো স্বাভাবিক মানুষ নয়। সে একটা উন্মাদ।'

আইনজীবীর মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে দেখে তাকে ক্ষান্ত হওয়ার সময় দিল ম্যাট।

'দিদিয়েরে ডিভোর্স চাইছিলেন। এ বিষয়ে কথা বলতেই সেদিন আমি তাঁর বাড়ি যাচ্ছিলাম। ইরিনার ওপর কী কারণে যেন ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন তিনি। তবে কারণটা

আমি উদঘাটন করতে পারি নি।'

'ইরিনার ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু জানেন?'

ডানে বামে মাথা নাড়ল লুসিয়েন 'তেমন কিছু জানি না। সে রাশান ছিল। ওইদিনের আগে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি। বিয়েটা সবাইকে বিস্মিত করে। শুনেছি ইরিনার নিজের নাকি প্রচুর সহায়-সম্পত্তি ছিল। কাজেই দিদিয়েরের টাকার দরকার তার ছিল না। দিদিয়ের শেষের দিকে অপরাধ জগতের মানুষজনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতেন। মার্সেই'র কয়েকজন সিনিয়র মাফিয়া নেতার সঙ্গে তাঁর 'দোস্তি' ছিল।'

'আমিও তা-ই শুনেছি।'

'ওই লোকগুলো সুবিধের নয়। এদের সঙ্গে দিদিয়ের কোন ফাউল কাজ করলে এরা দিদিয়েরকে হত্যা কিংবা তার স্ত্রীকে ধর্ষণের চেয়েও ভয়ানক কিছু করতে পারত। ওরা জানোয়ারের চেয়েও অধম।'

'ইরিনার কী হয়েছে বলে আপনার ধারণা?

'অন্য যে দুজন বিধবার বিষয়ে আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি তারা হামলার কিছুদিন পরে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর তাদের কোনো খোঁজ মেলে নি।'

কাঁধ ঝাঁকাল লুসিয়েন। 'এতে আশ্চর্য হচ্ছি না। অনুমান করি ওরা ভয়ঙ্কর স্মৃতিগুলো আর মনে রাখতে চায় নি, চেয়েছে সব ভুলে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে। ইরিনা ফ্রান্স ছেড়ে চলে গিয়েছে বলে তাকে দোষ দেয়া যায় না।'

কপাল কোঁচকাল ম্যাট। 'তাকে আপনি দোষ দিতে পারেন। বলতে পারেন সমস্ত টাকা-পয়সা নিয়ে সে কেটে পড়েছে।'

বিস্মিত দেখাল লুসিয়েন দেসফোর্জেসকে। 'আরে না। এই একটি বিষয়ে কেউ তাকে দোষারোপ করতে পারবে না। লোকে যেমন ভাবে দিদিয়ের অতটা বড়লোক ছিলেন না। চার চারটা ডিভোর্সের পরে একজন লোকের কাছে টাকা-পয়সা কমই থাকে। তবে ইরিনা চলে যাওয়ার আগে তার নিজের এবং দিদিয়েরের জয়েন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সমস্ত টাকা-পয়সা একটি চ্যারিটিকে দান করে গেছে।'

ম্যাটের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত জায়গাটা শিরশির করে উঠল, সে সঙ্গে ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে।

'আপনি ঠিক জানেন?'

'নিশ্চয়!' বলল লুসিয়েন। 'ফেস অ মন্দি। চ্যারিটিটির নাম। প্যারিসের একটি সার্জিক্যাল চ্যারিটি। এরা শিশুদেরকে সাহায্য করে।'

কুড়ি

ট্রেডমিলে ডেনি ম্যাকগুইয়ার গতি বাড়াল এ আশায় যে পায়ের ব্যথাটা তাকে তার চিন্তাগুলো ভুলে থাকতে সাহায্য করবে। কিন্তু করল না।

ইন্টারপোল সদর দপ্তরে পরিপূর্ণ একটি ব্যায়ামাগার রয়েছে। তবে ডেনি ব্যায়াম করতে যায় রুডিলা পে'র স্পোর্ট ভিতেসিতে। ইন্টারপোল কর্মকর্তাদের যখন-তখন বিরক্ত করার কবল থেকে মুক্তি পেতেও সে এখানে আসে। ক্লাবের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে রাস্তার যানজট চোখে পড়ে, লস এঞ্জেলেসের কথা মনে পড়ে যায় ডেনির। সে অবশ্য ফ্রান্সে ভালোই আছে। এখানকার মন্থর গতির জীবন, ইতিহাস, স্থাপত্য, খাবার কোনো কিছুই মন্দ নয়। তবে মাঝে মাঝে আমেরিকাকে খুব মিস করে ডেনি। মানডে নাইট ফুটবল, বাফেলো উইংস। ম্যাট ডেলির সঙ্গে সাক্ষাৎ তাকে পুরানো দিনগুলোর কথা বড্ড মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ম্যাট ডেলিকে পছন্দ হয়েছে ডেনি ম্যাকগুইয়ারের। তার সততা, রসবোধ, ধৈর্য ভালো লেগেছে ডেনির। তবে ম্যাট ডেলির সঙ্গে তার দেখা না হলেই বরং ভালো হতো।

ম্যাট তার অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মুহূর্ত থেকে ডেনি জেকস কেস ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না। সেইন্ট-ট্রপেয থেকে তাকে ফোন করে ম্যাট যখন উত্তেজিত গলায় জানাল ইরিনা আনজুও তার স্বামীর সমস্ত টাকা-পয়সা একটি চ্যারিটিতে দান করে গেছে, ডেনি বিষয়টি নিয়ে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে।

'মে-ডিসেম্বরের বিবাহগুলো, ধর্ষণগুলো, হত্যার বীভৎস ধরণ, ভিক্টিমদের একত্রে বেঁধে রাখা। সবগুলোই একটি প্যাটার্নের দিকে নির্দেশ করে। তবে ঘটনা হলো ঘটনার পরে তিনজন স্ত্রীই অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং তাদের সমস্ত টাকা-পয়সা বাচ্চাদের চ্যারিটিতে বিলিয়ে দিয়েছে, এর মধ্যে ইরিনা আনজুও রয়েছে... বিষয়টি কি চেক করে দেখা উচিত না, স্যার?'

ডেপুটি ডিরেক্টর অনরি ফ্রেমুক্স দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে পিটপিট করলেন চোখ, চেহারা দেখে বোঝা গেল না কিছুই। তাঁর বয়স মধ্য ষাট, মাথাজুড়ে মস্ত টাক, ইয়া ভুঁড়ি। এ লোকটির কোনো কিছুই পছন্দ করে না ডেনি। মানুষটা কর্তৃত্বপরায়ণ, একরোখা এবং ছোট মন। তবে তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান, চমৎকার যুক্তি দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে

জানেন। অবশ্য এসব যোগ্যতায় ইন্টারপোলের শীর্ষ পদটি দখল করতে পারেননি অনরি। আইন-কানুনের প্রতি ক্রীতদাসের মতো সেঁটে থাকেন বলে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে।

'কোন্ সদস্য দেশ আমাদের সাহায্য চেয়ে অনুরোধ করেছে?' ভোঁতা গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি ডেনিকে। 'এরকম কোনো অনুরোধের ফাইল আমার ডেস্কে এসেছে বলে মনে পড়ে না।'

'না, স্যার। এরকম কোনো অনুরোধ এখনও আসে নি। একটি প্রাইভেট সোর্স থেকে তথ্যটি পেয়েছি।'

ডেপুটি ডিরেক্টর ফ্রেমুক্সের ভুরু সামান্য উঁচু হলো। 'প্রাইভেট সোর্স?'

'জী, স্যার।'

'অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ম্যাকগুইয়ার। তোমাকে নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবে না যে ইন্টারপোল অন্যান্য ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির মতো নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমাদের সদস্য দেশগুলোর ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলোর মাঝে প্রশাসনিক সমন্বয় করা এবং তাদেরকে কমুনিকেশন ও ডাটাবেস সহযোগিতা প্রদান।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডেনি। 'জানি স্যার।' আমি ম্যানুয়াল পড়েছি। কিন্তু খুনি যদি বাইরে থাকে এবং আবার আঘাত হানার প্রস্তুতি নেয় সেক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে যাওয়া কি কর্তব্য নয়?

'না। আমাদের কর্তব্য পরিষ্কার, আমাদের সদস্য দেশগুলোকে কমুনিকেশন এবং ডাটাবেস সহযোগিতা প্রদান, যখন অনুরোধ করা হবে। এ অপরাধগুলোর বিষয়ে এরকম কোনো অনুরোধ এসেছে কি?'

এরচেয়ে একটা ইটের দেয়ালের সঙ্গেও কথা বলতে পারত ডেনি।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডও একই গান শোনাল। হেনলি মার্ডার তদন্তকালে চিফ ইন্সপেক্টর উইলার্ড ড্রিউ নিতান্তই সাধারণ এক গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর ছিল। সে আর্কটিকের শীতলতা নিয়ে ডেনির সঙ্গে ফোনে কথা বলল।

হ্যাঁ, ট্রেসি হেনলি দেশ ত্যাগ করেছে। না, কর্তৃপক্ষ তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে অবহিত নয়, তাছাড়া আর কোনো অপরাধ সংঘটিত হবে বলেও তারা সন্দেহ করছে না। না, স্যার পিয়ার্স হেনলির হত্যার ব্যাপারে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায় নি যদিও আশিজন সম্ভাব্য সাসপেক্টকে জেরা করা হয়েছিল। না, 'স্বল্প পরিচিত কোনো ফরাসি ফিল্ম তারকা স্থানীয় মাফিয়োসি দ্বারা খুন হয়েছে' সন্দেহে ফাইলটি আবার খোলার ব্যাপারে চিফ ইন্সপেক্টর ড্রিউ'র বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

উইলার্ড ড্রিউ কেন বিষয়টি নিয়ে এগোতে চাইছে না বুঝতে পারল ডেনি। এন্ড্রু জেকসের খুনি পালিয়ে যাওয়ার পরে ডেনির যেরকম অনুভূতি হয়েছিল, ড্রিউও সেই একই অনুভূতির শিকার। ব্যর্থতা ঘায়ে নুনের ছিটে লাগানোর মতো দংশন করে। ড্রিউও বিষয়টি নিয়ে হতাশায় ভুগছে।

ফরাসি পুলিশ তো আরেক কাঠি বাড়া। ডেনির ফোন রিসিভ করল তারা বেশ কয়েকদিন পরে, তারপর লস এঞ্জেলেস এবং লন্ডনের খুনের সঙ্গে যোগসূত্র আছে শুনে তারা পেট ফেটে হেসে মরে আর কী! ম্যাট ডেলির অভিযোগ তারা 'স্রেফ অনুমান নির্ভর' বলে উড়িয়ে দিল। কেউ কেসটি রিওপেন করতে রাজি নয়।

এসব কথা ভাবতে গিয়ে খুব রাগ হচ্ছিল ডেনির। ট্রেডমিলের রাবার ট্রাকে জোরে জোরে পা ফেলছিল ও। ঘামে ভিজে গেছে পিঠ, শিরদাঁড়া বেয়ে কুলকুল করে নামছে। ট্রেডমিলে দৌড়াতে দৌড়াতে নিজের সন্দেহগুলো আবার ফিরে এলো ডেনির মনে।

হ্যাঁ, ফরাসি পুলিশ অলস এবং ব্রিটিশ পুলিশরা গা বাঁচিয়ে চলে। কিন্তু একদিক থেকে কি ওরা সঠিক নয়? তিনটে খুনের যোগফল থেকে কিছুই পাওয়া যায় নি। ইন্টারপোলের ১-২৪/১৭ ডাটাবেস বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে সফিসটিকেটেড, রয়েছে ফিঙ্গার প্রিন্ট এবং গুণ্ডাদের গুলি বিষয়ক সকল তথ্যসহ 'ধরিয়ে দিন' টাইপের লোকজনের সুবিশাল তালিকা। আছে DNA স্যাম্পল এবং ট্রাভেল ডকুমেন্টস। লস্ট অ্যান্ড ট্রাভেল ডকুমেন্ট ডাটাবেস রেকর্ডই রয়েছে বারো মিলিয়নের বেশি। জেকস, হেনলি এবং আনজু কেসের সঙ্গে অন্য কোনো ক্রাইমের সামান্যতম মিলও পায় নি ডেনি। যদি খুনি একজনই হয়, সে আবার হামলা করার জন্য এতদিন সময় নেয় কেন? আর ভৌগোলিকভাবে পৃথিবী ঘুরে সে কেন তার শিকার নিশ্চিত করছে? খুন করার বিরতির মাঝখানের সময়টা সে কী করে? কীভাবে সে নিজের খরচ বা পেট চালায়? ডেনি যেসব সিরিয়াল কিলার সম্পর্কে জানে, তাদের প্রায় সকলেই একটি অঞ্চলের মধ্যে তাদের অপকর্মগুলো ঘটায় এবং ওই অঞ্চলের বাইরে যেতে চায় না। পেশাদার গুপ্তঘাতকরা অবশ্য বিশ্বজুড়ে ঘুরে বেড়ায়, তবে তারা ফোকাস করে তাদের টার্গেটদের, তারা নিরীহ মানুষদের ধর্ষণ করে বেড়ায় না।

তাছাড়া ম্যাটের 'কার্বন কপি' হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আরও কিছু অমিল রয়েছে। দিদিয়ের আনজু এবং এন্ড্রু জেকসকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছিল। স্যার পিয়ার্সকে গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেয়া হয়। হেনলি এবং জেকসের বাড়ি থেকে গহনা চুরি গেছে, দিদিয়ের আনজুর বাড়িতে এরকম কোনো ঘটনা ঘটে নি যদিও তাঁর বেডরুমের ড্রেসারে প্রচুর দামি সংগ্রহ ছিল। আর জেকসের বাড়ি থেকে চিত্রকলা চুরি যাওয়ার ব্যাখ্যাই বা কী? কিংবা দুষ্প্রাপ্য ভিক্টোরিয়ান মিনিয়েচার? এসব কোনো সম্ভাব্য মোটিভের সঙ্গে যায় কি?

ক্লান্তবোধ করছিল ডেনি, ট্রেডমিলে ছোটার গতি কমিয়ে আনল। ম্যাট ডেলি লস এঞ্জেলেসে চলে গেছে। আগামী সপ্তাহে ফোন করবে সে তার 'প্রগ্রেস' এর অব দা রেকর্ড তথ্য জানাতে। একটা ঠাট্টাই বটে। তার কাছে একটি সিঙ্গল নাম্বার ছাড়া আর কিছু নেই

তিন

তিনজন ভিক্টিম। এন্ড্রু জেকস, স্যার পিয়ার্স হেনলি, দিদিয়ের আনজু।

তিনটি দেশ

তিনজন নিখোঁজ স্ত্রী। অ্যাঞ্জেলা জেকস, ট্রেসি হেনলি, ইরিনা আনজু।

তিন।

ডেনির কেন জানি মনে হচ্ছে রহস্যের সুতো রয়েছে তিনজন তরুণী স্ত্রীর ধর্ষণের ঘটনার মধ্যে। এ অপরাধগুলোর পেছনে মেয়েদেরকে ঘৃণা করে এমন কেউ রয়েছে। এক ভয়ঙ্কর যৌন উন্মাদ।

নিজের স্ত্রী সেলিনের কথা ভাবল ডেনি। ভয়ে শিরশির করে উঠল শরীর। ওর বউ'র যদি কিছু হয়ে যায়, জানে না কী করবে সে। এ নিয়ে অগনিতবার অ্যাঞ্জেলা জেকস, ট্রেসি এবং ইরিনার কথা ভেবেছে ডেনি। এল.এ., লন্ডন এবং সেইন্ট ট্রপেযের পুলিশের ধারণা এরা সবাই বেঁচে আছে এবং নিজেদেরকে আড়ালে রেখে নতুন জীবন-যাপন করছে। সত্যি কি তাই? নাকি ওরা তিনজনও মারা গেছে, অচেনা কবরে তিনটে লাশ পচছে, এক নির্দয় এবং ধূর্ত খুনির নীরব ভিক্টিম হিসেবে?

একুশ

একজন টিনএজারের প্রথম ডেটে যাওয়ার মতো নার্ভাস হয়ে আছে ম্যাট ডেলি। তিন সপ্তাহ পরে দেশে ফিরেছে সে, বিয়ের পরে এতদিন কখনও র‍্যাকুয়েলের কাছ থেকে কখনও দূরে থাকে নি। র‍্যাকুয়েল হুমকি দিয়েছিল আইনজীবীর সঙ্গে ডেলিকে এক সপ্তাহের মধ্যে দেখা করার জন্য। সে এক সপ্তাহ পার হয়েছে কবে। তারপর আর ডেলির সঙ্গে যোগাযোগ করেনি র‍্যাকুয়েল, ওর ফোন ধরে নি কিংবা ই-মেইলের জবাবও দেয় নি। ড্রাইভওয়েতে গাড়ি চালাতে চালাতে ম্যাট ডেলি অবাক হয়ে লক্ষ করল সে র‍্যাকুয়েলকে সাংঘাতিক মিস করছে।

ওকে আমি অবহেলা করছি, মনে মনে বলল ডেলি। আইনজীবীর অফিসে কাল্পনিক সোনার খনির খোঁজে ও খুব বেশি সময় কাটাচ্ছে সন্দেহ নেই। অবশ্য কাটবে নাইবা কেন কারণ আমি তো সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি নিজের অফিস নিয়ে অথবা সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছি এসব হত্যাকাণ্ডের রহস্য সমাধানের জন্য।

ডেনি ম্যাকগুইয়ারের সাহায্যে যদি ডেলি সত্যি হন্তারকের সন্ধান করতে পারে তাহলে র‍্যাকুয়েল ওকে নিয়ে আবার গর্ব করবে। তখন ডেলি এ বিষয়টি নিয়ে একটি চিত্রনাট্য লিখবে, বিক্রি করবে বিখ্যাত কোনো স্টুডিওর কাছে এবং এত টাকা কামাবে যা র‍্যাকুয়েল কল্পনাও করতে পারবে না। এটা একটা চমৎকার ফ্যান্টাসি তবে এদিকে র‍্যাকুয়েলের সঙ্গে ওর আরও বেশি সময় কাটানো উচিত। এবং সে তা করবে। বাড়ি ফিরে এসেছে ম্যাট, দুজনের মধ্যেকার সমস্ত বিবাদের অবসান এবারে ঘটবে।

বাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। হতাশা গোপন করল ম্যাট। এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়ে নি র‍্যাকুয়েল, ভাবছে সে। হয়তো বাইরে গেছে। ফিরে আসবে এক্ষুনি। এ ফাঁকে গোসল সেরে জামাকাপড় বদলে নেবে ম্যাট। এয়ার ফ্রান্সের ইকোনমি সিটে ভ্রমণটা মোটেই আনন্দদায়ক ছিল না। ওর পিঠ ব্যথায় বিষ হয়ে আছে।

ওপরতলায় বেডরুম একদমই অগোছালো। দীর্ঘদিন বাড়ি না থাকার ফল। গোলাপি বেডকভারের ওপর সুটকেসটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে জামাকাপড় খুলতে লাগল ম্যাট। এমন সময় খামটা চোখে পড়ল। বেডসাইড ল্যাম্পের ধারে পড়ে আছে। খামের ওপর গোটা গোটা অক্ষরে ওর নাম লিখে রেখেছে র‍্যাকুয়েল।

ম্যাটের পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল।

খারাপ চিন্তা কেন করছ? হয়তো ওটা কোনো ওয়েলকাম হোম কার্ড।

কিন্তু খাম খুলে ভেতরের কাগজখানা বের করে ম্যাট দেখল সে যা ভেবেছে তা নয়।

দুড়ুম দাড়ুম শব্দে জেগে গেল ম্যাট ডেলি। কানে বজ্রপাতের মতো বাড়ি খাচ্ছে। ও জীর্ণ কার্পেটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, মুখ থেকে লালা পড়ে ভিজিয়ে দিয়েছে কার্পেট। চেতনা ফিরে পেয়ে প্রথমেই ম্যাটের মনে যে চিন্তাটা উদয় হলো তা হলো: *ওরা আমার বাড়িটা ভেঙে ফেলছে।* দ্বিতীয় চিন্তাটা হলো: *ভেঙে ফেললে ফেলুক। আমার কিছু যায় আসে না।*

র‍্যাকুয়েল ওকে ডিভোর্স দিচ্ছে। ম্যাট তাকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। ও আর কখনো ফিরে আসবে না।

দুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম

কেউ দরজায় ঘুষি মারছে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে।

'দরজা খোলো, ম্যাট। আমি জানি তুমি ভেতরে আছ।'

কণ্ঠটা চেনা চেনা লাগছে তবে কে কথা বলছে বুঝতে পারল না ম্যাট। দু বোতল ওয়াইন আর এক বোতল ভদকা খেয়ে পুরো টাল হয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না ও। এখনও হ্যাংওভারটা যায় নি। খাড়া হতেই পারছে না। প্রথমে ও মাথাটা তুলল মেঝে থেকে, তারপর কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো, বসল হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে। বেডরুমটা ওর চারপাশে বনবন করে ঘুরছে। বমি বমি ভাব হচ্ছে।

দুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম

'আসছি রে ভাই!' টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল ম্যাট, রেলিং ধরে থাকল শক্ত হাতে যাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যায়। প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যথা লাগছে শরীরে। কিন্তু ওই শব্দটি ওকে থামাতেই হবে। সে সদর দরজা খুলল।

'অঃ, তুমি!'

ভাইয়ের মুখ থেকে ভক করে মদের গন্ধ পেতে নাক কুঁচকে গেল ক্লেয়ার মাইকেলসের। ভাইকে দেখে মনে হচ্ছে দশ বছর বেড়ে গেছে বয়স।

'র‍্যাকুয়েল আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

'জানি আমি,' নিরাসক্ত গলায় বলল ক্লেয়ার। 'আমার বাড়িতে এসেছিল কতগুলো বকেয়া বিল দিয়ে যেতে। বলেছে যদি তুমি কখনও বাড়ি ফেরো তাহলে যেন বিলগুলো তোমাকে দিয়ে দিই।'

'আমি এখন কী করব?' অসহায়ের মতো ফুঁপিয়ে উঠল ম্যাট। 'আমি ওকে ভালোবাসি, ক্লেয়ার। আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না।'

'আঃ, নাকি কান্না বন্ধ করো,' ম্যাটকে ঠেলে সরিয়ে ওর বোন ঘরে ঢুকল। 'ওপরে যাও। গোসল করো। আমি এই ফাঁকে তোমার জন্য নাশতা বানিয়ে ফেলি। তুমি আমাকে ফ্রান্সের গল্প শোনাবে। আর হ্যাঁ, মাউথওয়াশ দিয়ে ভালো করে মুখ পরিষ্কার করবে। তোমার মুখে পচা লাশের গন্ধ।'

বাইশ

দারুণ নাশতা বানিয়েছে ক্লেয়ার। ব্লুবেরী মেশানো সদ্য তৈরি প্যান কেক, ওয়ালনাট এবং ম্যাপল সিরাপ, স্মোকড স্যামন ফ্রিটাটা এবং বড় এক মগ স্ট্রং কলাম্বিয়ান কফি। নাশতা খাওয়ার পরে ম্যাটের নিজেকে মানুষ মানুষ মনে হতে লাগল।

'ও অলরেডি ডিভোর্সের জন্য আবেদন করেও ফেলেছে, বলা যায় ওয়ার্ল্ড স্পিড রেকর্ড গতিতে,' বোনকে গম্ভীর মুখে বলল ম্যাট। 'সে সব কিছুর অর্ধেক শেয়ার চায়।'

'শুধু বিলগুলো বাদে।'

'শুধু বিলগুলো বাদে। যেগুলো আমার পক্ষে শোধ করা সম্ভব নয়। ওরা যখন আমার ক্রেডিট কার্ড দুই ভাগ করবে, অর্ধেকটা আমি র‍্যাকুয়েলকে পাঠিয়ে দেব।' দুর্বল ভঙ্গিতে হাসল ম্যাট। 'আমি এখন কী করব?'

প্লেট পরিষ্কার করতে লাগল ক্লেয়ার। 'কাজ করার চেষ্টা করতে পার। চাকরি খোঁজো।'

'আমি তো কাজ করছিই,' বলল ম্যাট। 'আমি একজন ফিল্ম মেকার।'

'ওহ!' ঠাট্টার ভঙ্গিতে ভুরু উঁচু করল ক্লেয়ার। 'তাইতো ইঙ্গমোর বার্গম্যান। তোমার মহান ভ্রমণ কেমন হলো? যা যা স্বপ্ন দেখেছিলে ফ্রান্সে তার সবকিছু পেয়েছ?'

'ভ্রমণ ভালোই হয়েছে,' এই প্রথম উজ্জ্বল দেখাল ম্যাটের চেহারা। বোনকে সে ডেন ম্যাকগুইয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের গল্প বলল, জানাল দিদিয়ের আনজু কেসের সাম্প্রতিক অগ্রগতির কথা, ইরিনা তাদের সমস্ত সম্পত্তি চ্যারিটিতে দান করে দিয়েছে অপর দুই বিধবা মহিলার মতো।

'আমি জানি এটা সেই একই খুনি, যে আমার বাবাকে খুন করেছিল। আমি নিশ্চিত ডেনি ম্যাকগুইয়ারও কথাটা জানে তবে স্বীকার করে নি।'

ভুরু কোঁচকাল ক্লেয়ার। 'এন্ড্রু জেকস আমাদের বাবা নয়। আমাদের ড্যাড ছিল আমাদের বাবা। জেকস ওয়াজ জাস্ট সাম ফাকিং স্পার্ম ডোনার।'

বোনের রাগ দেখে চমকে গেল ম্যাট। 'ঠিক আছে। সে হয়তো তা-ই ছিল। কিন্তু তাকে কোনো সাইকো জবাই করে রেখে পালিয়ে যাবে এটাও মেনে নেয়া যায় না।'

'হয়তো এটাই তার পাওনা ছিল?' ম্যাটের ডিশওয়াশারে বিকট শব্দে প্লেট ফেলল

ক্লেয়ার। 'হয়তো সে ছিল এক সন অব বিচ। হয়তো সবাই তা-ই ছিল।' ভাইয়ের দিকে ফিরল সে। 'তোমার বিয়েটা তো ভাঙনের মুখে, ম্যাট, মা তোমার ওপর রেগে আছে। আমি তোমার ওপর রেগে আছি। এ ফ্ল্যাটটাও তোমার হাতছাড়া হওয়ার জোগাড়। তোমার কি এখন উচিত নয় বুনো হাঁসের পেছন ছোটা বাদ দিয়ে নিজের জীবনটাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা? যেখানে তিনটা পুলিশ বাহিনী এবং ইন্টারপোল এই খুনগুলোর সুরাহা করতে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে কী করে ভাবছ এসবের মীমাংসা তুমি করে ফেলবে?'

'আমি ওদের চেয়ে বুদ্ধিমান,' হাসতে হাসতে বলল ম্যাট। তার বোনের চেহারা খুবই গম্ভীর। ম্যাট জানে ক্লেয়ার ঠিক কথাই বলেছে। বেতনভুক্ত কোনো কাজ তার খোঁজা উচিত এবং শীঘ্রি, যদি সে ডিভোর্সটা ঠেকাতে চায় এবং মাথার ওপরের ছাদটা রাখতে চায়। সে এখনও তার ডকুমেন্টারি নিয়ে কাজ করতে পারছে, ডেনি ম্যাকগুইয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারবে। তবে অমীমাংসিত হত্যারহস্য নিয়ে তার এভাবে বুঁদ হয়ে থাকলে চলবে না।

বেজে উঠল ফোন। দুজনেই চোখ বড় বড় করে তাকাল ওদিকে। দুজনেই একই কথা ভাবছে। *র‍্যাকুয়েল।*

'মেজাজ ঠাণ্ডা রাখো,' সতর্ক করে দিল ক্লেয়ার। 'ওর সঙ্গে ঝগড়া করবে না আর নাকি কান্নাও কাঁদবে না।'

কাঁপা হাতে ফোন তুলে নিল ম্যাট। 'হ্যালো।'

ডেনি ম্যাকগুইয়ারের কণ্ঠ দূরাগত এবং সরু শোনাল তবে তার গলায় উত্তেজনার সুর পরিষ্কার টের পাওয়া গেল।

'আবার আরেকটা খুন হয়েছে। গত রাতে। হংকং-এ।'

'আমাদের লোক?'

'সবকিছু আগের ঘটনাগুলোর সঙ্গে মিলে যায়,' বলল ডেনি। 'রেপ, একসঙ্গে বেঁধে রাখা শরীর, বৃদ্ধ তবে ধনী ভিক্টিম। মাইলস বেরিং।'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ রইল ম্যাট। ম্যাকগুইয়ারের কথাগুলো হজম করতে একটু সময় নিল। হন্তারক শুধু ওখানে নেই-ই নয়, সে দিন দিন সাহসী এবং ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে। শেষ হামলার পরে এক বছরও যায় নি, পৃথিবীর বিপরীত প্রান্তে আবার সে আক্রমণ চালিয়েছে। যেন সে জানে কেউ তার ওপর লক্ষ রাখছে, জানে কেউ ছড়ানো ছিটানো পাযলগুলো একত্রিত করে একটি প্রাঞ্জল চিত্র তৈরি করছে। *দীর্ঘ দশ বছর পরে সে অডিয়েন্সের সামনে অভিনয় করছে,* ভাবল ম্যাট।

আমার সামনে অভিনয় করছে।

'বিধবাটি কোথায়?'

ডেনির কণ্ঠে উল্লাস। 'আরে সেটিই তো আসল কথা। হংকং পুলিশ মহিলাকে প্রটেকটিভ কাস্টডিতে রেখেছে। যে লোক চার্জে আছে তাকে ফোন করে অন্য স্ত্রীদের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে বলেছি। লিসা বেরিং কোথাও যাচ্ছে না।'

হতবুদ্ধির মতো ফোন রেখে দিল ম্যাট।

'কে ফোন করেছিল?' জিজ্ঞেস করল ক্লেয়ার। 'নিশ্চয় র‍্যাকুয়েল নয়?'

'উঃ! না,' জবাব দিল ম্যাট। 'আমার জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করা দরকার।'

'বাঁধাছাদা?' হতাশ চোখে ওর দিকে তাকাল ক্লেয়ার। 'ম্যাথিউ! তোমাকে একটু আগে যে কথাগুলো বললাম তা কি কানে ঢোকে নি?'

বোনের কাছে গিয়ে তার গালে চুম্বন করল ম্যাট।

'ঢুকেছে। তোমার সমস্ত যুক্তি আমি মেনেও নিয়েছি। তুমি যা বলেছ সব ঠিক। কথা দিচ্ছি, এশিয়া থেকে ফিরে এসেই আমি কোনো চাকরিতে ঢুকব। এখন কি তুমি আমাকে একটু সময় দিতে পারবে? এয়ারপোর্টে আমাকে পৌঁছে দিতে পারবে?'

দ্বিতীয় খণ্ড

তেইশ

হংকং-এর মতো এমন শহর আগে কখনও দেখে নি ম্যাট ডেলি।

নিজেকে সে বিশ্ব মানব বলে দাবি করে। তবে জেমস বন্ড অর্থে নিশ্চয় নয়। ম্যাট ডেলিকে কেউ সফিস্টিকেটেড বলবে না; তবে বিনয়ী বলবে। যে বেশিরভাগ দিনই ম্যাচ করা মোজা না পরেই বাইরে যায়। তবে সে মিডওয়েস্টার্ন ফার্মে গড়ে ওঠা রাখাল বালক নয় যার কিনা নিজের বাইরের সংস্কৃতির সঙ্গে একদমই পরিচয় নেই। ছোট শহরে জন্ম হতে পারে ম্যাটের তবে নিউইয়র্কে সে বাস করে এবং কুড়ি বছর বয়সেই ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশ তার ঘোরা সারা। তবু হংকং ম্যাট ডেলিকে বেশ আশ্চর্যই করল।

শহরটির মাঝখানে মূল বাণিজ্যিক এলাকা, এখানে এত উঁচু উঁচু অট্টালিকা যে ম্যানহাটনকে মনে হবে লিলিপুট। লান কোয়াই ফং, নাইট লাইফ কোয়ার্টার এবং রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট আলো ঝলমলে, প্রচুর হৈচৈগোল, এর সরু রাস্তাগুলো বোঝাই হয়ে আছে নানান বিচিত্র কিসিমের মানুষজনে; জাগলিং বামন, হাতকাটা নৃত্যশিল্পী, অন্ধ ট্রান্সভেস্টাইট হুকার এবং মার্কিন সার্ভিসম্যান, এরা মদ গিলতে আসে। এ দৃশ্যটি ম্যাটকে মনে করিয়ে দেয় ভেনিস বীচের কথা। গোটা হংকং শহরকে তার মনে হয় এ শহরের সবকিছুই বেশি বেশি, তীব্র এবং প্রচণ্ড। নিউ টেরিটোরিজের ঘাসগুলো এত সবুজ কার্টুন ছবির মতো জ্বলজ্বল করে। নিউইয়র্ক এবং লন্ডনে শপিং স্ট্রিটগুলো ভিড়ে আক্রান্ত থাকে। আর এখানে উপচে পড়ছে মানুষ, পচা মাংসের গায়ে পোকার মতো কিলবিল করছে। ম্যাটের মনে হচ্ছে এখানে সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে বাহুল্য। এ শহরে চিৎকার-চেঁচামেচি খুব বেশি, গন্ধগুলো নাকে খুব লাগে, আলোগুলো বড্ড উজ্জ্বল, দিনগুলো দীর্ঘতর যেন শেষই হতে চায় না। নিউইয়র্ক নয়, আসলে হংকং-ই হলো সে শহর 'যে শহর কখনো ঘুমায় না।' এক সপ্তাহ যাওয়ার পরেও ম্যাট বুঝে উঠতে পারল না সে এ শহরটাকে ভালোবাসবে নাকি ঘৃণা করবে।

তবে ওর ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা দিয়ে হংকংয়ের কিছু আসে যায় না। ও তো আর এখানে ছুটি কাটাতে আসে নি। এসেছে একটা কাজে।

ডেনি ম্যাকগুইয়ারের কথাটা ফোনে মনে হয়েছিল স্রেফ সরল ও অসাধারণ একটি প্রস্তাব। ইন্টারপোলে ডেনির বিভাগ এ মুহূর্তে হংকং চাইনিজ পুলিশকে 'সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা' করছে। তবে বাস্তবতা হলো, দুটি প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সঙ্গে তথ্য বিনিময় করছে। যদিও রেসপন্স টিম জাতীয় কোনো কিছুর কথা শোনা যায় নি। তবে ম্যাকগুইয়ার এখন অন্তত কেসটির বিষয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বৈধ অনুমতি পেয়েছে, আগেকার হত্যাকাণ্ডগুলো যদি 'প্রাসঙ্গিক হয়' তাহলে সেগুলোর বিষয়েও মাথা ঘামানো যাবে। ম্যাটের কাজ হলো হংকং এসে লেটেস্ট ভিক্টিমের বিধবা লিসা বেরিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং সে এ বিষয়ে যতটুকু তথ্য উদঘাটন করতে পারবে তা ডেনিকে জানানো। তবে তথ্যগুলো অফ দ্য রেকর্ড জানাতে হবে, অবশ্যই।

'আমার বসেরা যদি জানতে পারেন আমি সিভিলিয়ান কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করছি কিংবা একটি সদস্য দেশের ঘরোয়া তদন্তের মধ্যে নাক গলাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে আমার চাকরি খতম।'

ক্লেয়ারের সাবধান বাণী কানে না তুলে ম্যাট মনে অনেক আশা নিয়ে হংকং-এর উদ্দেশ্যে কোয়ান্টাস ফ্লাইটে লাফ মেরে উঠে পড়েছিল। তবে এখনতক এ আশা পূরণ হওয়ার কোনো আশাই সে দেখতে পাচ্ছে না। লিসা বেরিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছে না ম্যাট।

লিসার স্বামী মাইলস বেরিং ছিলেন হংকং-এর ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর হত্যা এবং তার অপূর্ব রূপবতী স্ত্রীর ওপর যৌন হামলার খবর হংকং-এর সবগুলো খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। তবে মিডিয়া কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ হংকং পুলিশ প্রেসকে লিসার ধারেকাছেও ঘেঁষতে দিচ্ছে না। মাইলস এবং লিসা বেরিং সর্বদা কঠোরভাবে প্রাইভেসি রক্ষা করে চলতেন। আর স্বামী ঠাণ্ডা মাথার খুনির হাতে নিহত হওয়ার পরে মিসেস বেরিং এ অভ্যাসটি ত্যাগ করার কোনো কারণ দেখেনি। গ্যাসকয়েন রোডে কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালে ভর্তি আছে লিসা। সে এ পর্যন্ত কোনো পাবলিক স্টেটমেন্ট দেয় নি এবং দেয়ার ইচ্ছেও বোধ করে নি। ইন্টারপোলের ওয়ার্নিং-এর কারণে হাসপাতালটি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ঘিরে রেখেছে। অন্যান্য রোগীদের ভিজিটরদের কঠোরভাবে মনিটর করা হয়, এমনকি ডেলিভারিম্যান অথবা মেডিকেল স্টাফরাও পুলিশি সার্চ এবং জেরা ছাড়া হাসপাতালে ঢুকতে পারে না। মিসেস বেরিংয়ের কক্ষে ঢোকার একমাত্র অধিকার রয়েছে তার ডাক্তার এবং চিফ সুপারিনটেন্ডেন্ট লিউ'র। লিউ এ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কর্মকর্তা।

ডেনি ম্যাকগুইয়ারের নাম ব্যবহার করা যাবে না, ইন্টারপোলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগেরও দাবি করা সম্ভব নয়। তাই টেলিফোনে শঠতার আশ্রয় নিল ম্যাট।

বলল ও ৬০ মিনিটস-এর একজন সাংবাদিক। ইন্সপেক্টর লিউ এবং তার দলের ওপর একটি রিপোর্ট করতে চায়।

নিজেকে মার্কিন দূতাবাসের অ্যাটাশের পরিচয় দিল, স্বদেশী এক দুর্দশা পীড়িত

নাগরিকের সমস্যার কথা শুনে যোগাযোগ করতে চাইছে। (জন্মসূত্রে লিসা বেরিং আমেরিকান, একজন নিউইয়র্কার, যদি কাগজের তথ্যের ওপর নির্ভর করা যায়।)

সে আইনজীবী সেজে বলল কিছু জরুরি ডকুমেন্ট আছে তার কাছে, শুধুমাত্র মিসেস বেরিং কাগজগুলো দেখার অধিকার রাখেন।

কিন্তু প্রতিবার একই জবাব পেল ম্যাট 'নো ভিজিটর।'

শুরুতে পিক-এ একটি ছোট গেস্ট হাউজে উঠেছিল ম্যাট। কিন্তু নম্বর প্লেটবিহীন ভীতিকর চেহারার, কালো কাচে ঢাকা একটি গাড়ি যখন দিনরাত ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে লাগল এবং ম্যাট বাইরে গেলেই কেবল ওই সময়টুকুর জন্য আর তার দেখা মিলল না, গেস্ট হাউজের মালকিন একদিন ম্যাটকে ডেকে বলল বাসা ছেড়ে দিতে। ম্যাট গাড়িটির কথা জানাল ডেনি ম্যাকগুইয়ারকে।

'চিনারা কি আমার পিছু নিয়েছে?'

ডেনির কণ্ঠে উদ্বেগের সুর। 'ঠিক জানি না। হতেও পারে। তবে কেন তোমার পিছু নিতে যাবে বুঝতে পারছি না। সাবধানে থেকো, ম্যাট। মনে রেখো হত্যাকারী স্থানীয় কেউ হতে পারে। লিসা বেরিং যেহেতু হংকং-এ আছে কাজেই খুনির আশপাশে ঘোরাঘুরির একটা সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সে হয়তো অন্য মেয়েগুলোর মতো লিসাকেও হাপিশ করার চেষ্টা করছে।'

'আপনার কি ধারণা সে অন্য বিধবা মহিলাদেরকেও হাপিশ করেছে?'

'হতে পারে। হয়তো তার দুষ্কর্মের কোনো সহযোগী আছে যার সাহায্যে বিধবা মেয়েগুলোকে নিরাপত্তার লোভ দেখিয়ে তাদের বাড়ি এবং পুলিশ প্রটেকশন থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে যাতে তাদেরকে খতম করা যায়।'

তবে জবাবটা সন্তুষ্ট করতে পারল না ম্যাটকে। 'খুনি যদি স্ত্রীদের খুন করতেই চাইবে তাহলে প্রথম সুযোগেই, ক্রাইম সিনে কেন তাদেরকে হত্যা করছে না? আলাদাভাবে হত্যা করার ঝামেলা কেন সে নিতে যাবে?'

'জানি না আমি,' বলল ডেনি। 'হয়তো তার কাছে এসব খুন-খারাবি কোনো ঝামেলার কাজ মনে হয় না। হয়তো সে এটা উপভোগ করে।'

শিউরে উঠল ম্যাট।

'আমরা শুধু এটুকু জানি এ লোকটা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং সে কোনো কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলে না। সে যদি একবার সন্দেহ করে তুমি তার পিছু লেগেছ তাহলে তোমার খবর আছে।'

ম্যাট ডাউনটাউনে ম্যারিয়ট হোটেলে গিয়ে উঠল। হোটেলটি বড়সড় তবে জৌলুসহীন। হোটেলে ওঠার পর থেকে কালো গাড়িটি আর দেখা গেল না। তবে মাঝে মাঝে যখন সে হংকং-এর সাবওয়ে D2R-এ তে উঠেছে কিংবা হাসপাতালের কাছে স্টারবাকসে হেঁটে যাচ্ছে, তখন কেমন অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হয়, মনে হয় কেউ ওর পিছু নিয়েছে। কিন্তু ও কাউকে দেখতে পায় না কিংবা এমন কিছু ঘটে না যা ডেনির

কাছে রিপোর্ট করার মতো।

ম্যাটের টাকা-পয়সা ফুরিয়ে আসছে অথচ মিসেস বেরিং-এর ধারেকাছেও ঘেঁষার সুযোগ পায় নি সে। ও যখন খালি হাতেই বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা সিরিয়াসলি ভাবছে, এমন সময় ডেনি ম্যাকগুইয়ারের ব্যক্তিগত জি-মেইল অ্যাড্রেস থেকে একটি ই-মেইল পেল ও।

'লেখাটা পড়ার পরপরই মুছে ফেলবে,' লিখেছে ডেনি।

'লিউ এ রিপোর্টটা আজ পাঠিয়েছে। ভাবলাম এটা তোমার উপকারে আসতে পারে।'

ই-মেইলের পরবর্তী শব্দটা ম্যাটের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিল।

সাক্ষ্য

চব্বিশ

লিসা এস. বেরিং

১৬/০৯/২০০৬, কুইন এলিজাবেথ হাসপাতাল, হংকং।

আমি প্রত্যয়ন করছি যে আমার নাম লিসা বেরিং এবং আমি মৃত মাইলস বেরিং-এর স্ত্রী। আমি প্রত্যয়ন করছি যে গত ০৪/০৯/২০০৬ তারিখের রাতে ১১৭, প্রসপেক্ট রোড, হংকং-এর বাসভবনে আমি মৃত ব্যক্তিটির সঙ্গে ছিলাম। আমি প্রত্যয়ন করছি যে আমার জানা মতে নিচে বর্ণিত সমস্ত তথ্য ও ঘটনা সত্য এবং সম্পূর্ণ।

মাইলস এবং আমি সেদিন বরাবরের মতো বাড়িতেই ছিলাম। অ্যানিটা, আমাদের রাঁধুনির রান্না করা চিকেন এবং রাইস দিয়ে ডিনার সেরে আমরা এক বোতল রেড ওয়াইন পান করি। আমরা দুজনের কেউই মাতাল ছিলাম না। ডিনার শেষে আমরা ওপরতলায় আমাদের বেডরুমে চলে যাই, সেখানে টিভিতে সিএনএন চ্যানেলে গ্লোবাল বিজনেস নিউজ দেখি এবং তারপর দু'জনে মিলিত হই। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা ঘরের বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে যাই।

আমি ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি মুখোশধারী এক লোক আমার গলায় ছুরি ঠেসে ধরেছে। মাইলসকে দেখি সে আমাদের বিছানার পাশে প্যানিক বাটনটির দিকে এগোচ্ছে, তবে লোকটা তাকে উদ্দেশ্য করে খেঁকিয়ে ওঠে এবং থামতে বলে নইলে আমার গলা কেটে ফেলবে বলে ভয় দেখায়। মাইলস তার কথামতো কাজ করে। লোকটা প্রথমে আমাকে রশি দিয়ে বেঁধে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে। বলে আমরা টঁশব্দটি করলেই আমাদেরকে মেরে ফেলবে। মাইলস তাকে জিজ্ঞেস করেছিল সে কী চায়। কিন্তু লোকটা কোনো জবাব দেয় নি। বদলে সে মাইলসের দিকে এগিয়ে যায়। মাইলস তার সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা করে। লোকটা তখন তাকে ছুরি মেরে বসে।

আমি তখন চিৎকার করে উঠেছিলাম। মাইলস চিৎকার করেছিল কিনা জানি না, লোকটা শুধু তাকে একের পর এক ছুরি দিয়ে কুপিয়ে চলছিল। রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। আমি ভেবেছি আমাদের কোনো ভৃত্য হয়তো চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পাবে এবং সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু কেউ আসে নি। আমি তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

জ্ঞান ফিরে দেখি লোকটা আমাকে ধর্ষণ করছে। সে আমার পিঠে, নিতম্বে এবং পায়ে ছুরির পোচ বসিয়ে দিয়েছিল। মাইলস রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়েছিল। ও তখন মারা গেছে কিনা বলতে পারব না। তবে মনে হয় মারাই গিয়েছিল। পাঁচ মিনিট পরে লোকটা আমাকে ধর্ষণে ক্ষান্ত দেয়। তবে মনে হয় না তার বীর্যস্খলন হয়েছে। সে একটি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে। ওটি আমি আগে তার হাতে দেখি নি। আমার তখন অবাক লাগছিল ভেবে যার কাছে বন্দুক আছে সে কেন ছুরি নিয়ে আমাদেরকে হামলা করল। ভেবেছিলাম সে আমাকে খুন করবে বদলে সে খুব কাছ থেকে মাইলসের মাথায় গুলি করে। পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো ছিল বলে গুলিতে কোনো শব্দ হয় নি। তারপর সে মাইলসের লাশ টেনে নিয়ে আসে আমার কাছে এবং যে রশিটি দিয়ে সে আমাকে এর আগে বেঁধেছিল ওটা দিয়েই দুজনকে একসঙ্গে বেঁধে ফেলে। আমার মুখে গুঁজে দেয় ডাক্ট টেপ। তারপর সে চলে যায়।

লোকটাকে আমি আমাদের ঘর থেকে কিছু চুরি করতে দেখি নি। সে আমাকে কিংবা মাইলসকে সিন্দুকের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেসও করে নি। সে চলে যাওয়ার পরে কী ঘটেছে সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই, সে কীভাবে বাড়ি থেকে পালিয়েছে তা-ও জানি না। আমি মেঝেতে পাঁচ ঘণ্টা পড়েছিলাম। তারপর আমাদের এক চাকরানি, জয়েস, ভোরবেলায় আমাদেরকে ওই অবস্থায় আবিষ্কার করে এবং পুলিশে ফোন করে।

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, হামলাকারীর কণ্ঠ শুনে কিংবা শারীরিক কোনো বৈশিষ্ট্য দেখেও তাকে চিনতে পারি নি। আমাদের ইনফ্রারেড সিকিউরিটি সিস্টেম অকেজো করে দেয়া হয় তবে কখন এবং কীভাবে এ ঘটনা ঘটেছে তা আমি জানি না।

সই–
লিসা এস বেরিং

বেশ কয়েকবার স্টেটমেন্টটা পড়ল ম্যাট। তার মাথায় গিজগিজ করছে অসংখ্য প্রশ্ন। লিসা বেরিং যা বলেছে তার অনেক কিছুরই অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। চাকর-বাকররা কেন কোনো শব্দই শুনতে পেল না কিংবা লোকটা বাড়িতে ঢুকেছে তা দেখতে পেল না? সে রাতে নিশ্চয় অনেক ভৃত্য ছিল বাড়িতে? একটি জটিল সিকিউরিটি সিস্টেম অকেজো করে দেয়া হলো আর তা কেউ বুঝতে পারল না? আর মাইলস বেরিং, পঁচাত্তর বছর বয়সের এক বুদ্ধিমান বৃদ্ধ প্যানিক বাটন টিপে দেয়ার বদলে কেন সশস্ত্র হামলাকারীর সঙ্গে হাতাহাতি করতে গেলেন? তাঁর স্ত্রীকে যখন খুনি বেঁধে ফেলছে তখনও তো তিনি বোতামটা টিপে দিতে পারতেন। আর লিসা বেরিং নিজেই প্রশ্ন করেছে সাইলেন্সার পেঁচানো বন্দুক থাকতে হামলাকারী কেন ছুরি ব্যবহার করতে গিয়েছিল?

সে রাতে ঘুম হলো না ম্যাট ডেলির। ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষ। সে খুনিকে একটা ছায়া ভাবছে, অবাস্তব কিছু যেরকম রহস্য কাহিনীতে দেখা যায়। কিন্তু

এ খুনি কোনো ছায়া নয়। সে মানুষ। রক্তমাংসের মানুষ। সে এখন বাইরেই আছে। খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমাচ্ছে, এতগুলো ভয়ঙ্কর খুন করেছে তবু তার কোনো বিকার নেই। লিসা বেরিং এ লোককে চেনে। নাম জানে না তবে অনেক কাছ থেকে সে খুনিকে দেখেছে। লিসা বেরিং তাকে স্পর্শ করেছে। তার আগে এ হত্যাকারীকে স্পর্শ করেছে অ্যাঞ্জেলা জেকস, ট্রেসি হেনলি এবং ইরিনা আনজু। লিসা লোকটার গলা শুনেছে, তার ঘাম ও নিঃশ্বাসের গন্ধ সে জানে, শরীরের ওপরে তার ওজন টের পেয়েছে, শরীরের ভেতরে অনুভব করেছে। ম্যাটের কাছে লোকটা একটা প্রহেলিকা, একটা অশরীরী মনে হতে পারে কিন্তু লিসা বেরিংয়ের কাছে সে বাস্তব, খুব বাস্তব।

কাজটা আমাকে করতেই হবে। যেভাবেই হোক লিসা বেরিংয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করতে হবে।

খুনি আবার তার কাছে যাওয়ার আগেই আমাকে এ কাজ করতে হবে।

পঁচিশ

ইন্সপেক্টর লিউ চোখ বুজে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনল। সে পশ্চিমা নারীদেরকে একদমই সহ্য করতে পারে না। এরা বড্ড বেশি নিজের মতামতে অনড়, একগুঁয়ে এবং জিদ্দি। সে বুঝতে পারে না কেন মাইলস বেরিং স্ত্রী হিসেবে একজন নরম মনের, সহজ-সরল চীনা নারীকে বেছে নিলেন না। তাহলে লিউ'র কাজটা অনেক সহজ হয়ে উঠত।

'আমি তো আপনাকে বলেছি কেন, মিসেস বেরিং,' সে ধৈর্য সহকারে পুনরাবৃত্তি করল। 'আপনার জীবন বিপদাপন্ন হতে পারে।'

লিসা বেরিং ইন্সপেক্টরের কথায় কান না দিয়ে নিজের জিনিসপত্র একটি ভুইত্তো ওভারনাইট ব্রিফকেসে ভরতে লাগল। তার ডাক্তাররা আজ সকালে তাকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করে দিয়েছে এবং গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম বাড়ির চাকরানি জয়েসের নিয়ে আসা কাপড়-চোপড় সে পরছে। লিসার পরনে হাডসন জিন্স, ক্লোয়ির সাদা মসলিন ব্লাউজ এবং তার প্রিয় ল্যানভিন ব্যালে পাম্প সু। তার কুচকুচে কালো চুল আলগাভাবে পনিটেল করে বাঁধা, কানে এবং ঘাড়ে টিফানির হিরের সাধারণ অলংকারই চেহারায় এমন ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে যে কোনো মেকআপের প্রয়োজন হয়নি। লিউ জানে মহিলার বয়স পঁয়ত্রিশ কিন্তু দেখতে লাগে অনেক কম। লিসার ত্বক টিনেজারদের মতো কোমল এবং চকচকে। তবে সে টিনেজারদের মতোই বদমেজাজি।

'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন বলে কৃতজ্ঞ বোধ করছি, মি. লিউ,' হাসিমুখে বলল লিসা। 'তবে আমি আমার বাকি জীবনটা কয়েদিদের মতো কাটাতে চাই না, চাই না সারাক্ষণ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি পেছনে কেউ আছে কিনা। আমার পুলিশ প্রটেকশনের প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু আপনার দরকার আছে, মিস বেরিং।'

'যদি তা-ই হয় তাহলে আমি তা প্রত্যাখ্যান করছি। প্রস্তাবটির জন্য ধন্যবাদ তবে আমার জবাব হলো না।'

মেজাজ শান্ত রাখতে পারে বলে সুনাম থাকলেও ইন্সপেক্টর লিউ'র মেজাজ এখন দারুণ চড়ে আছে। 'এটা শুধু আপনার নিজের নিরাপত্তার বিষয় নয়, মিসেস বেরিং। আপনি নিশ্চয় জানেন, ইন্টারপোল থেকে খবর এসেছে যে-ই আপনাকে ধর্ষণ এবং

আপনার স্বামীকে খুন করুক না কেন সে এর আগেও অনেককে ধর্ষণ এবং হত্যা করেছে। সে আবার নিশ্চয় এ চেষ্টা করবে। এ ঘটনা যাতে আবার না ঘটে সে জন্য আমরা চেষ্টা করছি, ভবিষ্যতের ভিক্টিমদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি। আপনি নিশ্চয় তা দেখতে পাচ্ছেন।'

লিসার অনিন্দ্য সুন্দর মুখে বেদনার ছাপ পড়ল। 'অবশ্যই আমি তা দেখতে পাচ্ছি। ওই হারামজাদাকে আদালতে শাস্তির জন্য নিয়ে আসার ব্যাপারে আমার চেয়ে আগ্রহী আর কেউ হতে পারে না, ইন্সপেক্টর। এবং আমি মনে-প্রাণে চাই সে যেন আবার কারও সর্বনাশ করতে না পারে। তবে আপনাকে তো বলেইছি সে যদি আবার আমার সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ করার চেষ্টা করে কিংবা সামান্যতম রহস্যময় ঘটনাও যদি ঘটে, আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে তা জানিয়ে দেব। কিন্তু আমি এখন আমার মতো জীবনটাকে যাপন করতে চাই। বালিতে মাইলস এবং আমার ছুটি কাটানোর জন্য একটি বাড়ি আছে। খুব নির্জন এবং নিরাপদ একটি ভিলা। এ বিষয়টি নিয়ে মিডিয়ার মাতামাতি শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি ওখানে থাকব।'

ইন্সপেক্টর লিউ তার পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা শরীর নিয়ে সিধে হলো। কর্তৃত্বব্যঞ্জক সুরে বলল, 'আমি দুঃখিত, মিসেস বেরিং। তবে সেটি বোধ হয় সম্ভব হবে না।'

মিনিট পনের বাদে লিমোজিনে চড়ে চেক ল্যাপ কক এয়ারপোর্ট অভিমুখে যেতে যেতে লিসা বেরিং দুর্ভাগা চীনা পুলিশ কর্মকর্তাটির কথা ভাবছিল। লোকটা মন্দ নয়, লিসার সে মঙ্গলও চায়। কিন্তু গত তিন সপ্তাহ ধরে তার কাছে এত বেশি পুলিশ আসা-যাওয়া করেছে, গোটা জীবনে অত পুলিশ দেখে নি লিসা। হংকং জুড়ে রয়েছে মাইলসের স্মৃতি। কিন্তু মিডিয়া যেভাবে লিসার পেছনে লেগেছে তাতে ওর পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

নর্থ স্যাটেলাইট কনকোর্সে বেরিংস G6 প্লেনটি অপেক্ষা করছিল লিসার জন্য। বিমানটি দেখে তার চোখে জল এসে গেল। মাইলসের খুব পছন্দের প্লেন ছিল এটি। এটি ছিল তার অহংকার এবং আনন্দ।

'ওয়েলকাম ব্যাক, ম্যাডাম।'

পাইলট কার্ক বিমানে স্বাগত জানাল লিসাকে।

'ঘটনা শুনে খুব দুঃখ পেয়েছি। আপনার জন্য কিছু করার থাকলে বলুন আমি...'

লিসা পাইলটের বাহুতে একটি হাত রাখল। ধন্যবাদ, কার্ক। আমি এখন এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচি।

'এক্ষুনি রওনা হচ্ছি,' বলল কার্ক। 'আপনি আরাম করে বসুন।'

আরাম করে বসুন, জেট ইঞ্জিন গর্জে উঠতে ভাবছিল লিসা। ছুরি আর বুলেটের আঘাতে নিহত মাইলস কবরের অন্ধকারে শুয়ে আছে আর ও আরাম করবে, ব্যাপারটা অন্যায় নয় কি? লিসার চোখ আবার ভরে উঠল অশ্রুতে। *মাইলসের কথা আমি আর*

ভাবব না। ওকে তো আর ফিরে পাবো না।

বলা সহজ করা কঠিন। মেঘের রাজ্য দিয়ে উড়ে চলেছে বিমান, স্বামীর স্মৃতিগুলো লিসাকে মনে করিয়ে দিতে লাগল। ওই তো দেখা যাচ্ছে মাইলসের অফিস টাওয়ার, ব্যাংক অব চায়নার প্রকাণ্ড ভবনটির পাশেই, যেন মায়ের ডানার নিচে লুকিয়ে আছে শিশু। *ওটা যদি শুধু ওকে রক্ষা করতে পারত! যদি কোনো কিছু ওর জীবন বাঁচাতে পারত।*

লিসা জানালার পর্দা টেনে দিল। কিন্তু প্লেনের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে মাইলসের স্মৃতি। লিসার পাশের নরম চামড়ার আসনটিই ছিল মাইলসের। দেয়ালে মাইলসের ছবি। *বেচারি মাইলস। ধনী আর সুখী হওয়া কি অপরাধ? এজন্যই কি ওকে মরতে হলো? মাইলস তো জীবনে কাউকে কখনও কষ্ট দেয় নি। আমরা দুজনে কেউই তো অন্য কারুকে কোনোদিন কষ্ট দিই নি।* মাইলস লিসাকে সুখী করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন নি প্রতিভাবান মাইলস বেরিং।

প্লেন নিচে নামার সময় লিসার মনে পড়ল ওরা বালিতে হানিমুন করতে এসেছিল। হঠাৎ মনে হলো এখানে আসাটা ঠিক হয় নি। কিন্তু এখন তো দেরি হয়ে গেছে। সে ইন্সপেক্টর লিউকে বলেছে বালিতে থাকবে। কেস বন্ধ এবং প্রেস মাইলসের হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আগ্রহ হারানো পর্যন্ত লিসা স্বেচ্ছায় এ কারাবরণ বেছে নিয়েছে।

ও ওর জীবনে কতবার যে কারাবরণ করেছে, ম্লান হেসে ভাবল লিসা। কিছু কারাবরণ ছিল বিলাসবহুল, এটির মতো। অন্যগুলো, বহুদিন আগে ছিল একাকী, শীতল এবং অন্ধকার। তবে যদ্দুর মনে পড়ে কোনোদিনই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নি সে।

ও এখন জানে আর কোনোদিন স্বাধীন হতে পারবে না।

চোখ বুজল লিসা। একটা স্মৃতি মনে পড়ছে। নাকি এটা কোনো স্মৃতি নয় স্রেফ স্বপ্ন?

ইটালি।

সুখ।

উষ্ণ একটি সাগর সৈকত।

সে স্মৃতির সাগরে ডুব দিল।

ছাব্বিশ

পসিটানো খুব সুন্দর শহর। এত সুন্দর যে ওকে ফ্রান্সে আসার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছে।

হোটেলটি পুরানো তবে খ্যাতিমান। এ হোটেলের বাসিন্দারা খুব ধনী। বেশিরভাগই ইউরোপীয়।

ওরা দুজন সুইমিং পুলের ধারের বার-এ বসেছে। মার্টিনির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে সূর্যের অস্তগমন দেখছে। ও ভাবল *যদি এরকম সবসময় করা যেত।* ওর হাতের গ্লাস ভরে দেয়ার সময় তোষামোদের ভঙ্গিতে হাসল বারম্যান। ছেলেটা বেশ সুদর্শন, গায়ের ত্বক জলপাই তেলের মতো, এক মাথা কালো চুল, টানাটানা দুষ্টামিভরা চোখ। ও এক মুহূর্তের জন্য আতঙ্কবোধ করল ভেবে ওর স্বামী হয়তো বারম্যানের হাসিটি দেখে ফেলেছে। তাহলে তো খুবই রেগে যাবে। ও ওর স্বামীর সঙ্গে যখন থাকে নিজেকে খুব নিরাপদ মনে হয়, একই সঙ্গে ভীতিও কাজ করে মনের মাঝে। তবে ওর স্বামী কিছু লক্ষ করে নি। বরং সে আগ্রহ নিয়ে বার-এর দূর প্রান্তে বসা বুড়ো আব তার মেয়ের দাবা খেলা দেখছে।

ওরা ওদের ড্রিংক শেষ করে ফিরে এলো নিজেদের ঘরে। ততক্ষণে দিগন্তে ডুব দিয়েছে সূর্য। ওরা ঘরে ঢুকতেই ওর স্বামী দরজায় তালা লাগাল, কাপড় খুলল। ওর স্বামী জানেও না কী দুর্দান্ত একটা শরীরের অধিকারী সে। মাইকেল এঞ্জেলোও এমন অসাধারণ শরীরের ভাস্কর্য তৈরি করতে পারতেন না।

'দেখলাম বারম্যানটা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।'

সে হেঁটে এলো ওর কাছে।

'আ-আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কী বলছ,' তোতলাচ্ছে ও। 'কেউ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল না।'

সে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল বিছানায়। 'আমাকে মিথ্যা কথা বলো না। ও যখন তোমার দিকে তাকাচ্ছিল তখন তুমি খুব মজা পাচ্ছিলে, তাই না? তুমি ওকে মনে মনে কামনা করছিলে।'

'মিথ্যা কথা!'

সে ওর ঘাড়ে শক্ত করে হাত বাঁধল। 'সত্যি কথা। তুমি কি বার-এর ওই বুড়োকেও মনে মনে চাইছিলে? অ্যাঁ? সে নিজের হাঁটু দিয়ে ওর পা-জোড়া ফাঁক করল। 'লোকটাকে তো তোমার পছন্দ হবেই। ধনী এবং বুড়ো।'

'থামো!' আকুতি করল ও। 'আমি শুধু তোমাকে চাই। তোমাকে!'

কিন্তু ও চায় নি ওর স্বামী থেমে যাক। বহুদিন পরে তার স্বামীর মধ্যে কামনা-বাসনা জেগেছে। ও ওর স্বামীর পিঠ দু'হাতে খামচে ধরল। নিজের শরীরের ভেতরে তাকে টেনে নিতে চাইছে। *ও যেন এখন আমার সঙ্গে প্রেম করে,* মনে মনে প্রার্থনা করল সে। *কতদিন পরে ওকে পেলাম!* কিন্তু ওর স্বামী ওকে শুধু চুমু খেল। যেভাবে সে সবসময় করে। ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে থাকল, অপেক্ষা করছে কখন ও ঘুমিয়ে পড়বে।

অনেকক্ষণ বাদে ও ঘুমিয়ে পড়ল। ওর স্বামী আস্তে নেমে এলো বিছানা থেকে, বেরিয়ে এলো হোটেল করিডোরে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তবে সে জানে সে কোথায় যাচ্ছে। মূল ভবনের পেছনে টেনিস কোর্টের পাশে হোটেলের কর্মচারীদের বাসস্থান।

দু'বার নক করল সে। খুলে গেল দরজা।

'আমি তো ভেবেছি আপনি আর আসবেনই না।'

'সরি। একটু দেরি হয়ে গেল।'

সে টানা টানা চোখের বারম্যানকে আগ্রাসী চুম্বন করল। তারপর বলল, 'চলো, বিছানায় যাই।'

দ্বীপের উত্তরে বেরিংদের ভিলা মিরেজ নির্জন এবং শান্ত সমাহিত। বিলাস-বৈভব এবং সারল্যের মিলন ঘটেছে বাড়িটির মাঝে। ভিলায় রয়েছে ইনফিনিটি পুল, সাদা চুনকাম করা দেয়াল এবং কালো কাঠের মেঝে। ভিলা মিরেজকে একদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ঘন জঙ্গল, অপরপ্রান্তে ঝলমল করছে সাগর। তবু লিসা অতিরিক্ত সতর্কতার আশ্রয় নিয়েছে। সে বাড়ির চারপাশে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করেছে, বাড়ির ভেতরে রয়েছে দুজন সশস্ত্র বডিগার্ড। এছাড়াও এ ভিলায় আছে হাউজকীপার, হ্যান্ডিম্যান (টুকিটাকি কাজের লোক) এবং বাটলার। হামলাকারী ফের ওর ওপর হামলা চালাবে কিংবা ওকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে পারে, ইন্সপেক্টর লিউ'র এ সাবধান বাণী এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করে নি লিসা। এসব উদ্ভট চিন্তা। তবে মিডিয়ার আগ্রহ ভিন্ন বিষয়। কোনো তথ্য না পেয়ে কিংবা কার ওপর নিজেদের রাগ ঢালবে সে রকম সন্দেহজনক কাউকে না পেয়ে চাইনিজ মিডিয়া লেগেছে মাইলস বেরিং-এর কম বয়েসী সুন্দরী স্ত্রী লিসার পেছনে। লিসা তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জানে পাপারাজ্জিরা তার একটা ছবি তোলার জন্য যে কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি। আর তখন মিডিয়া ফলাও করে লিখতে শুরু করবে লিসা মজা মারতে বালি গেছে। যেন মৃত স্বামীর প্রতি তার কোনো দরদই নেই। লিসা এটা কিছুতেই হতে দেবে না।

বেলা শেষে সে ভিলায় পৌঁছাল। শরীর বড্ড ক্লান্ত লাগছে।

'আমি এখন একটু শোব, মিসেস হারকোর্ট,' হাউস কীপারকে বলল লিসা।

'নিশ্চয়, ম্যাম। আমি লিংকে দিয়ে আপনার জন্য গরম দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ভিলা মিরেজের হাউজকীপার ক্যারেন হারকোর্ট বেঁটে-খাটো, মোটাসোটা, চেহারায় একটা মা মা ভাব আছে। তার মাথা ভর্তি ধূসর কোঁকড়ানো চুল। লিসার কাছে তাকে দেখতে লাগে টুইটি পাই কার্টুনের দাদির মতো।

আমার যদি এরকম একজন মা থাকত তাহলে আমার জীবনটা হয়তো অন্যরকম হতো। কিন্তু আমার তো কোনোকালে মা-ই ছিল না।

'ধন্যবাদ।'

দোতলায়, লিসার আগমন উপলক্ষে গুছিয়ে রাখা হয়েছে তার বেডরুম। মেহগনি কাঠের তৈরি প্রকাণ্ড খাট। মশারি টাঙানো। ঘরে সুগন্ধী মোম জ্বলছে। ব্যালকনির দিকের দরজা খোলা যাতে লিসা সাগরের ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পায়। টিক কাঠের ড্রেসিং টেবিলের ওপরে ওর আর মাইলসের বাঁধানো যুগল ছবি। *মিসেস হারকোর্ট হয়তো ভেবেছে ছবিটি দেখে আমি স্মৃতিচারণ করতে চাইব তা-ই ওটা ওখান থেকে আর সরায় নি।* লিসা ছবিটি ড্রয়ারের ভেতরে রেখে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সে ঘুরতেই বরফের মতো জমে গেল। একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দোরগোড়ায়। তার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না লিসা তবে দরকারও নেই। কারণ ওটা তো একজন পুরুষ। এক অচেনা লোক। ওর বেডরুমে ঢুকে পড়েছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল লিসা।

'বাঁচাও! গার্ড! বাঁচাও!'

লোকটা অন্ধকার থেকে আলোয় প্রবেশ করল। 'প্লিজ, চিৎকার করবেন না। আমি আপনার কোনো ক্ষতি করতে আসি নি।'

লিসার গলা আরও চড়ল। **'চোর! বাঁচাও ও ও!'**

লোকটা হেঁটে এলো লিসার কাছে। 'সত্যি বলছি। আমি আপনাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই নি। আমি–'

সে হঠাৎ দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে হাউজকীপার মিসেস হারকোর্ট। থরথর করে কাঁপছে। লিসা মহিলার হাতে ধরা রক্তাক্ত ফ্রাইপ্যানের দিকে একবার তাকাল তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল।

সাতাশ

মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটা একদমই নড়াচড়া করছে না। হাউজকীপার তাকে মাথার পেছনে বাড়ি মেরেছিল। সে জায়গা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। লিসার জ্ঞান ফিরে আসার পরে দুই সিকিউরিটি গার্ড উদয় হলো ওর ঘরে।

একজন বলল, 'আমি পুলিশে ফোন করছি।'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল লিসা। 'পুলিশে ফোন করতে হবে না। ও কি মারা গেছে?'

এক গার্ড লোকটার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। 'না, ম্যাম। শ্বাস করছে।'

লিসার বেডরুমের মেঝেতে শুয়ে থাকা লোকটার চেহারা ম্লান এবং বিবর্ণ, মাথায় সোনালি চুল। মাইলসকে যে হত্যা করেছিল এ সে নয়। তার কণ্ঠ শুনেই বুঝতে পেরেছে লিসা। তবে কে এই লোক, এবং এখানে সে কী করছে?

'ওর ক্ষতটা কি খুব গভীর? ডাক্তার ডাকতে হবে?'

গার্ড লোকটার কব্জি ধরে নাড়ি পরীক্ষা করল। 'পালস তো ঠিকই আছে। তবে ডাক্তার দেখালে ভালো হয়। যদি খিঁচুনি টিচুনি হয়।'

মাথা ঝাঁকাল লিসা। 'আমি ফ্রাংককে ফোন করছি।'

ডা. ফ্রান্সিস ম্যাকলি মাইলসের পুরানো বন্ধু, উপকূলের ধারে একটা ভিলা নিয়ে থাকেন। ফ্রাংক অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার হলেও ডাক্তারিটা এখনও দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন। সবচেয়ে আসল কথা তাঁর ওপরে যে কোনো বিষয়ে ভরসা করা যায়।

মিসেস হারকোর্ট বলল, 'রক্তপাতটা এখুনি বন্ধ করা দরকার। আমি ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি। ওকে কেউ সোজা করে ধরো।'

চল্লিশ মিনিট পরে যখন পৌঁছালেন ফ্রাংক ম্যাকলি, লোকটিকে ততক্ষণে ভিলা মিরেজের একটি গেস্টরুমে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। তার মাথার ক্ষত পরিষ্কার করে বেঁধে দেয়া হয়েছে ব্যান্ডেজ। সে চেতনা আর অবচেতনার মাঝে রয়েছে, দুই গার্ড দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রতিটি নড়াচড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে।

'ওর কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না,' লিসা বলল ডাক্তারকে। 'কিন্তু তখন আমি ব্যাপারটা জানতাম না। সে হুট করে আমার বেডরুমে এসে হাজির হয় এবং আমি চিৎকার করে উঠি। মিসেস হারকোর্ট ওকে কেবল বাধা দিতে চেয়েছিল।'

'এত কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে না, ডিয়ার। চোরদের সঙ্গে যেমন আচরণ করা উচিত মিসেস হারকোর্ট তা-ই করেছে।' ডা. ম্যাকলি ব্যান্ডেজ খুলে ক্ষত পরীক্ষা করলেন। তারপর লোকটার চোখের পাতা খুলে চোখের মণিতে নানা রকম আলো ফেললেন। ডাক্তারের বলীরেখায় ভরা হাতজোড়া সুন্দর এবং নিখুঁতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেখে মুগ্ধ লিসা।

'ও বেঁচে যাবে। আমি ক্ষতটা সেলাই করে দিচ্ছি। তবে ওর এখন দরকার বিশ্রাম। রাতে ওর পাশে যেন কেউ থাকে। যদি বমি করতে শুরু করে কিংবা নাক দিয়ে রক্ত বেরোয়, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন দিয়ো। তুমি তাহলে পুলিশে ফোন করতে চাইছ না?'

'না। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

ফ্রাংক ম্যাকলি চলে যাওয়ার পরে লিসা বুঝতে পারল ও কী রকম ক্লান্ত হয়ে আছে। ও কি সত্যি আজ সকালে হংকং-এর হাসপাতাল ত্যাগ করেছে? মনে হচ্ছে বেশ কতগুলো দিন কেটে গেছে। ওর শুতে যেতে ইচ্ছে করছে কিন্তু হামলাকারীর জ্ঞান ফেরার সময় সে তার পাশেই বসে থাকতে চায়। ঘরের কিনারে, একটি আর্ম চেয়ারে কুণ্ডুলী পাকিয়ে বসল লিসা। দুই সিকিউরিটি গার্ড দরজায় পাহারা দিচ্ছে। লিসা একটা পশমি কম্বল টেনে দিল গায়ের ওপর এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

'যীশাস, আমার মাথা!'

সোনালি চুলের লোকটার জ্ঞান ফিরেছে। ঘড়ি দেখল লিসা। সকাল পাঁচটা বাজে।

'আপনি কী দিয়ে আমাকে বাড়ি মেরেছেন? কামারের নেহাই দিয়ে?'

লোকটা আমেরিকান। যে কারণেই হোক গতরাতে ঠিক বুঝতে পারে নি লিসা।

'ফ্রাইং প্যান। আর আমি আপনাকে বাড়ি মারি নি। মেরেছে আমার হাউজকীপার।'

লোকটা হাত দিয়ে তার ব্যাণ্ডেজ স্পর্শ করল। 'আপনার হাউজকীপারের গায়ে শক্তি আছে বটে। আমার মাথাটা এখনও বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।'

'যে আপনার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে সে বাহাত্তর বছরের এক দাদিমা।' হাসিমুখে বলল লিসা।

হাসল লোকটা। 'খুবই লজ্জা পাচ্ছি।'

'কে আপনি?' লিসার মুখ থেকে এবার হাসি মুছে গেছে। বিপজ্জনক ধার কণ্ঠে। 'আমার বাড়িতে না বলে কয়ে ঢুকেছেন কেন?'

লোকটা একটা হাত বাড়িয়ে দিল। 'ম্যাট ডেলি। প্লিজড টু মিট ইউ।'

'আপনার সঙ্গে আমি হাত মেলাব না। আপনি আমার বাসায় চুরির মতলব নিয়ে ঢুকেছিলেন–' শিউরে উঠল লিসা। 'কিংবা তার চেয়েও খারাপ কিছু। আমাকে অন্ততঃ একটা কারণ দেখান যে এ মুহূর্তে কেন আপনাকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পাঠিয়ে দেব না?'

লিসার ভরাট বক্ষের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না ম্যাট। লো-কাট

ক্লোয়ি ব্লাউজে মেয়েটার ভরা যৌবন বাধ মানছে না। রেগে যাওয়ার কারণে লালচে হয়ে গেছে ফর্সা মুখ। দারুণ লাগছে দেখতে।

'আপনি আমাকে পুলিশে দেবেন না কারণ এ মুহূর্তে আপনি মস্ত বিপদে রয়েছেন,' গম্ভীর মুখে বলল ম্যাট ডেলি। 'এবং বিপদটা অবশ্যই আমার দিক থেকে নয়, মিসেস বেরিং। জানি আমাকে বিশ্বাস করার কোনো কারণই আপনার নেই। তবে যে লোকটা আপনার স্বামীকে হত্যা করেছে, আপনাকে নির্যাতন করেছে, সে আগেও খুন করেছে। এবং তার ভিক্টিমের স্ত্রীরা সবাই রহস্যজনকভাবে একে একে অদৃশ্য হয়ে গেছে–'

'হ্যাঁ, আমি তা জানি।' কথাটা উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লিসা 'ইন্সপেক্টর লিউ আমাকে বলেছে এ কথা। সে এই লোকটাকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত আমাকে তালাচাবি মেরে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখতে চায়। গত এক দশক ধরে লোকটাকে পাকড়াও করার চেষ্টা চলছে কিন্তু পারছে না কেউ। এরকম একজন লোক ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনুভূতিটি নিশ্চয় সুখকর নয়।'

হাসল ম্যাট। লিসা বেরিং আর দশটা বড়লোকের বউয়ের মতো ভীতু এবং নির্বোধ হবে বলে ভেবেছিল সে। কিন্তু এ মেয়ে আদৌ সেরকম নয়। এর মাথায় বুদ্ধির ঘাটতি নেই, যথেষ্ট চালাক-চতুর এবং প্রয়োজনে উচিত কথা বলতেও ছাড়ে না। এর ভেতরে কোমল হৃদয় বলে যদি কিছু থাকেও, খুব সাবধানে সেটা লুকিয়ে রেখেছে। লিসাকে বেশ পছন্দ হয়েছে ম্যাটের।

লিসা ওর দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল। 'আপনি কিন্তু এখনও আমার প্রথম প্রশ্নের জবাব দেন নি। কে আপনি? আমি এবং আমার নিরাপত্তা নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কিসের? আপনি কি সাংবাদিক?

'না। একদমই না। আমি এক ধরনের ভিক্টিম বলতে পারেন। আপনার মতোই। আপনার স্বামীকে যে লোক হত্যা করেছে সে আমার বাবাকেও খুন করেছে।'

লিসা বেরিংয়ের মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। *এটা কি সম্ভব?*

'কে আপনার বাবা?'

'তার নাম অ্যান্ড্রু জেকস।' চোখ বুজল ম্যাট। বমি বমি লাগছে, মাথাও ঘুরছে। বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

'আমার শরীরটা ভাল্লাগছে না।'

লিসা ওর এক চাকরানিকে এক গ্লাস পানি আনতে বলল। পানির গ্লাসটা ম্যাটকে দিল। 'নিন, খান।'

আস্তে আস্তে পানির গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল ম্যাট। বমি বমি ভাবটা কেটে গেল। লিসা কী যেন ভাবছে। ম্যাটের বাবার খুনির কথা শুনে সে চমকে উঠেছিল। এখনও শকটা সামলে উঠতে পারে নি।

অবশেষে সে জিজ্ঞেস করল? 'আপনি কী করে জানলেন আমি এখানে থাকব? বালিতে?'

'জানতাম না,' জবাব দিল ম্যাট। 'ভেবেছি আপনি এখনও হংকংয়ের হাসপাতালেই আছেন। কিন্তু কেউ আপনার ধারেকাছে আমাকে ঘেঁষতে দেয় নি। আমি জানতাম আপনার এবং আপনার স্বামীর একটি বাড়ি আছে বালিতে। তাই আমি এখানে এসেছি কিছু ক্লুর সন্ধানে।'

'কী ধরনের ক্লু?'

'আপনি, মাইলস কিংবা অন্যান্য ভিজিটরদের সঙ্গে আপনার যোগসূত্র থাকতে পারে এরকম যে কোনো বস্তু। অনুমান করেছিলাম মিডিয়া সার্কাসের কবল থেকে মুক্তি পেতে শেষ পর্যন্ত আপনি হয়তো এখানেই আসবেন। তবে গত রাতেই আপনাকে ভিলায় পেয়ে যাব ভাবি নি। এই হলো ঘটনা।'

এ লোককে বিশ্বাস করার কোনো কারণই নেই লিসার। তবু একে তার বিশ্বাস হলো। লোকটার চেহারার মধ্যে সততার একটা ভাব আছে, দেখলে মনে হয় একে বিশ্বাস করা যায়।

'আপনি কিছু খুঁজে পেলেন?'

বোকা বোকা মুখে লিসার দিকে তাকাল ম্যাট।

'ক্লু?'

'না, পাই নি,' ম্যাট হাত দিয়ে মাথা ঘষল। 'সে সুযোগ পাবার আগেই তো ফ্রাইং প্যানের বাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।'

'পুলিশ কি জানে আপনি এখানে এসেছেন? ইন্টারপোল?'

চমকে গেল ম্যাট। মেয়েটা তাকে সরাসরি এরকম একটা প্রশ্ন করে বসবে ভাবে নি। ওর মিথ্যা বলতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু ডেনি ম্যাকগুইয়ার ওকে দিয়ে কসম খাইয়ে নিয়েছে দুজনের যোগাযোগের বিষয়ে যেন কাউকে না জানায় ম্যাট।

'না।'

'ঠিক আছে, মি. ডেলি,' চেয়ার ছাড়ল লিসা বেরিং। 'আপনি একটু বিশ্রাম নিন। আমি মিসেস হারকোর্টকে বলে দিচ্ছি আপনার জন্য খাবার দিয়ে যাবে। যদি সুস্থ বোধ করেন, এ বিষয়টি নিয়ে আজ সন্ধ্যায় ডিনারে বসে আবার আলোচনা করা যাবে।'

বড় বড় হয়ে গেল ম্যাটের চক্ষু। 'আপনি আমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছেন?'

'এখনকার জন্য।'

লিসা দরজায় দাঁড়ানো গার্ডদের দিকে তাকাল। 'ওর যদি বাথরুম ব্যবহারের প্রয়োজন হয় কিংবা অন্য কিছু, তোমাদের কেউ ওর সঙ্গে যাবে। ওকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করবে না।'

আটাশ

সিঁড়ির রেইলিং শক্ত করে ধরে ধরে নিচে নেমে এলো ম্যাট। ওর মাথার যন্ত্রণাটা আগের মতো প্রকট নয় তবে পায়ে তেমন বল পাচ্ছে না। ভিলাটি জুড়ে চারদিকে প্রশান্তির একটা ভাব, মরক্কোর আমান হোটেলের মতো যেখানে র‍্যাকুয়েলকে নিয়ে ও মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছিল। এশিয়ায় আসার পরে, অপরাধবোধ নিয়ে ভাবল ম্যাট, র‍্যাকুয়েল কিংবা ওদের ডিভোর্সের কথা একবারও চিন্তা করে নি।

হয়তো এটা একটা ডিফেন্স মেকানিজম। ডেনিয়েল বা কোনো কিছু অস্বীকার করতে চাওয়া। যে জিনিস তুমি বদলাতে পারবে না তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ কী? ম্যাট জানে শেষতক ওকে বাড়ি ফিরতে হবে এবং অপ্রীতিকর অবস্থাটির মুখোমুখিও হতে হবে। কিন্তু এই জাদুর শান্তিময় জায়গাটিতে তার ঘরোয়া সমস্যাগুলো মনে হচ্ছে অবাস্তব।

'এখন একটু ভাল্লাগছে?'

ঢোক গিলল ম্যাট। লিসা এখন সাধারণ সাদা কটন সানড্রেস পরে রয়েছে। পায়ে রশির চপ্পল, চুলগুলো মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। ওকে দারুণ পবিত্র, নিষ্পাপ এবং একই সঙ্গে মনোমুগ্ধকর লাগছে। র‍্যাকুয়েলও দেখতে সুন্দরী কিন্তু ওর মধ্যে একটা উগ্র সেক্সুয়ালিটি রয়েছে। শর্ট স্কার্ট এবং প্রচুর মেকআপ দিয়ে নিজেকে উগ্রতর করার প্রচেষ্টা রয়েছে। কিন্তু লিসা বেরিং তার বিপরীত। লিসা একজন ন্যাচারাল বিউটি।

'আগের চেয়ে ভাল্লাগছে। ধন্যবাদ,' বলল ম্যাট।

ওক কাঠের ডাইনিং টেবিলের এক মাথায় বসেছে লিসা। সামনে ব্রেকফাস্ট সাজানো। সবই স্থানীয় খাবার। সে ম্যাটকে বসতে ইশারা করল। 'খিদে পেয়েছে?'

'হুঁ,' বলল ম্যাট।

'নিন, শুরু করুন।'

লিসার আচরণ বন্ধুত্বপূর্ণ, আন্তরিক তবু একটা সতর্ক ভাব বজায় রেখেছে। অবশ্য এহেন পরিস্থিতিতে এটাই অনিবার্য ছিল। ম্যাট বরফটাকে গলানোর চেষ্টা করল। 'আমার উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার সন্দেহ করাকে দোষ দিই না,' বলল ও প্লেটে ইন্দোনেশিয়ান ব্রেড আর জিভে জল আনা গন্ধের সী ফুড তুলে নিতে নিতে। 'আপনার জায়গায় থাকলে আমিও সতর্ক থাকতাম। তবে বিশ্বাস করুন, আপনি যা চান আমিও সেটাই চাই।'

'কী সেটা?'

'সত্য জানতে। এবং এই হারামজাদাকে পাকড়াও করতে, সে যে-ই হোক।'

লিসা টেবিলে রাখা রেড ওয়াইনের সুরাহি থেকে দুটি গ্লাসে মদ ঢেলে নিল। একটি গ্লাস এগিয়ে দিল ম্যাটকে।

'আমার মনে হয় না আমি সত্য বিশ্বাস করি। যদি সত্য বলে কিছু থেকে থাকে। তাছাড়া সবার সত্যই তো আলাদা, তাই না?'

মদটার স্বাদ চমৎকার। ম্যাট গ্লাসটা মুখের সামনে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'আমি এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একমত নই। আমার মতে সত্য সত্যই। লোকে শুধু নিজেদের সঙ্গে মিথ্যাচারিতা করে, এই যা। তারা যা দেখতে চায় তা দেখে।'

'আর আপনি কী দেখছেন?' সকৌতুকে জানতে চাইল লিসা।

আমি দেখছি এক বুদ্ধিমতী, দারুণ রূপবতী আর কামনাময়ী এক নারীকে যাকে এই মুহূর্তে আমি বিছানায় নিয়ে যেতে চাই। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে লিসা তার স্বামীর মৃত্যুর বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইছে। হয়তো এত তাড়াতাড়ি এ বিষয় নিয়ে কথা বলা উচিতও হবে না। ওর জন্য অনেক কষ্টের হবে।' আমি দেখছি একজন মানুষকে যে ওপরে নিজেকে কঠিন দেখাতে চায় কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভয়ে অস্থির।'

কথাটা শুনে মজাই পেল লিসা। 'আপনার দেখছি এক্স-রের মতো দৃষ্টিশক্তি, মি. ডেলি। তবে আমি কঠিন নই কিংবা ভীতও নই। আমি শুধু একটার সামনে আরেকটি পা বাড়িয়ে রাখছি একটি থেকে আরেকটি পদক্ষেপ নেয়ার জন্য।'

'আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী?' জিজ্ঞেস করল ম্যাট। 'আপনি নিশ্চয় সারাজীবন বাড়িতে লুকিয়ে থাকবেন না।'

কৌতুক ঝিলিক দিল লিসার চোখে। 'না, মনে হয় না। তবে আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে পছন্দ করি না, মি. ডেলি।'

'প্লিজ, আমাকে শুধু ম্যাট বলুন।'

'ঘটনা ঘটে, ম্যাট, যেসব ঘটনা তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। খারাপ ঘটনা। আমাদের কেউই তার নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আমি কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি এ স্রেফ ইল্যুশন ছাড়া কিছু নয়। যে পরিকল্পনা তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাবে, ধুলোয় মিশে যাবে সে সব পরিকল্পনা করে লাভ কী?'

লিসার দুঃখী দুঃখী বাদামি চোখের দিকে তাকিয়ে ম্যাটের খুব ইচ্ছে করল ওকে সে প্রটেক্ট করবে, সান্ত্বনা দেবে, ওর জন্য সবকিছু ঠিক করে ফেলবে। তার বাবার মৃত্যুর পরে অ্যাঞ্জেলা জেকসের জন্য একইরকম অনুভূতি হয়েছিল ডেনি ম্যাকগুইয়ারের। কিন্তু সত্য উদঘাটনের আগেই অ্যাঞ্জেলা ইউরোপ ছেড়ে চলে যায়, চিরদিনের জন্য ডেনির মুঠো থেকে বের হয়ে যায়। লিসা বেরিংয়ের ক্ষেত্রে একই ভুল করবে না ম্যাট।

'অন্যান্য হত্যাকাণ্ডগুলোর ব্যাপারে ইন্সপেক্টর লিউ আপনাকে কতটুকু বলেছে?'

ভুরু কোঁচকাল লিসা। 'এগুলো নিয়ে কি কথা বলতেই হবে?'

'আমি তো সে জন্যেই এখানে এসেছি, তাই না? আপনি কেন আমাকে থাকতে

দিয়েছেন। আপনার মনের গভীরে আসলে সত্যটা জানতে চাইছেন।'

লিসা এ ব্যাপারে কিছু বলল না। সে শুধু ম্যাটের প্রথম প্রশ্নের জবাব দিল। 'লিউ আমাকে তেমন কিছু বলে নি। বলেছে আগে ঘটা হত্যাকাণ্ডগুলোর সঙ্গে আমার স্বামীর খুনের মিল রয়েছে বলে ইন্টারপোলের ধারণা আমরা সম্ভবত এক সিরিয়াল কিলারের পেছন ছুটছি, এ কারণে আমার নিজের জীবন বিপদাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। সে বিস্তারিত কিছুই বলে নি।'

'বেশ। কিন্তু আমি বলব,' পরবর্তী এক ঘণ্টা ম্যাট লিসাকে তার বাবা, স্যার পিয়ার্স হেনলি এবং দিদিয়ের আনজুর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে যা যা জানে সব বলল। সে এবং লিসা মিলে মদের প্রথম জগটা শেষ করল, লিসা দ্বিতীয় আরেকটা জগ আনতে হুকুম দিল। সে নির্বিকার চিত্তে ম্যাটের গল্প শুনে গেল।

বর্ণনা শেষ করলে লিসা মন্তব্য করল, 'আমি ঠিক নিশ্চিত নই একই মানুষ হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটাচ্ছে কিনা।'

'মানে? অবশ্যই এসব একজন মানুষের কাণ্ড?'

'আগেকার হত্যাকাণ্ডগুলো একই লোক ঘটাতে পারে তবে মাইলসকে যে খুন করেছে সে ওই একই লোক কিনা আমি নিশ্চিত নই।'

'মানে?'

লিসা এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে নিয়ে মদের গ্লাসে চোবাল।

'নিশ্চিত না হওয়ার পেছনে ছোট ছোট কিছু কারণ আছে। যেমন চ্যারিটিকে সমুদয় অর্থ দান। মাইলস কোনো চ্যারিটিতে একটি টাকাও দেয় নি এবং আমি টাকা-পয়সা নিয়ে কী করব তা নিয়ে এখনও চিন্তা করি নি। তাছাড়া পুরো ব্যাপারটাই রবিনহুডের গল্পের মতো লাগছে। ধনীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে গরিবদেরকে বিলিয়ে দেয়া।'

এ কথা তো কখনও ভাবে নি ম্যাট! ও মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিকই বলেছেন।'

'আমাকে যে রেপ করেছে তার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, ওই লোক কোনো রবিনহুড নয়।'

'রেপ' শব্দটি উচ্চারণ করার পরে ভারী নীরবতা নেমে এলো টেবিলে, যেন লজ্জার অদৃশ্য একটা মেঘ। ম্যাটের ইচ্ছে করল এই নারীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে যা ঘটেছে সেজন্য তুমি দায়ী নও মোটেই। ও প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

'মাইলস সম্পর্কে বলুন। আপনাদের বিয়ের ব্যাপারে?'

হাসল লিসা। সকরুণ হাসি। 'তুমি জানতে চাইছ আমার চেয়ে ত্রিশ বছরের বড় একটি লোককে প্রেম নাকি টাকার লোভে বিয়ে করেছি, না?'

লজ্জা পেল ম্যাট। ও আসলে মনে মনে তাই ভেবেছে।

'আয়াম সরি। আমি আসলে আপনাকে আঘাত করতে চাই নি।'

'ইটস অলরাইট,' বলল লিসা। 'তোমাকে বরং সত্যি কথাটাই বলি। আমি মাইলসকে ভালোবাসতাম না। তবে পছন্দ করতাম। ও দয়ালু স্বভাবের মানুষ ছিল,

আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত। আমি জীবনের এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছিলাম যেখানে মায়া-মমতাকে মূল্যায়ন করতে শিখেছিলাম। আর এগুলো আমাকে মাইলসই শিখিয়েছিল। এ জন্য নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান মনে করি।'

'দুজনের পরিচয় হয়েছিল কীভাবে?'

'বছরখানেক আগে, সাংহাইয়ে একটি কনফারেন্সে।'

'এক বছর?' বিস্মিত দেখাল ম্যাটকে। 'আপনাদের সংসার তাহলে বেশিদিনের নয়?'

টেবিলের নিচে রাখা ন্যাপকিন নিয়ে খেলা করছে লিসা।

'না। আমাদের দাম্পত্য জীবন নয় মাসের। খুব দ্রুত সবকিছু ঘটে যায়। আমাদের প্রেম। মাইলস খুব রোমান্টিক মানুষ ছিল আর আমার জন্য অনেক সহানুভূতি ছিল।'

'সবার প্রতি নিশ্চয় এ সহানুভূতি ছিল না?'

'আমার মনে হয় তরুণ বয়সে ও একটু নির্দয় স্বভাবের ছিল, একটু বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ওর প্রথম স্ত্রী এবং সন্তান ছিল। এসবই আমার জন্মের আগের ঘটনা। মনে হয় না তাদের সঙ্গে ও খুব একটা ভালো ব্যবহার করত। তবে আমার সঙ্গে পরিচয়ের সময় ওকে একদম মাটির মানুষ মনে হয়েছে।'

এন্ড্রু জেকসের কথা মনে পড়ল ম্যাটের। তার মায়ের স্বামী হিসেবে লোকটা খুবই খারাপ ছিল, বিনা দ্বিধায় সে ম্যাট আর ক্লেয়ারকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তবে পরে অ্যাঞ্জেলার বশংবদ হয়ে ওঠে সে।

'মানুষ বদলায়।'

'হ্যাঁ, তারা বদলে যায়। তবে অতীত বদলানো যায় না এবং ন্যায়বিচারও কখনও ছেড়ে কথা কয় না। আমাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরকে করতেই হয়। সবাইকেই মূল্য পরিশোধ করতে হয়।'

এ কথার জবাবে কী বলবে ভেবে পেল না ম্যাট। লিসা কি বলতে চাইছে মাইলসের জীবনে যা ঘটেছে তা তার পাওনা ছিল? নিশ্চয় না। সাবেক স্বামীর জন্য মেয়েটার শোক অকৃত্রিমই মনে হয় আর সে যথেষ্ট সম্মান এবং ভালোবাসা নিয়েই মাইলসের স্মৃতিচারণ করছে। তাহলে সে কিসের 'প্রায়শ্চিত্ত', 'মূল্য পরিশোধ' ইত্যাদির কথা বলছে? কী জানি মদটা হয়তো একটু বেশিই গিলে ফেলেছে লিসা। তাই আবোল-তাবোল বকছে।

চাকরানি প্লেট পরিষ্কার করতে এলো। তারপর নিয়ে এলো ক্যাফেন মুক্ত কফি এবং উজ্জ্বল সবুজ রঙের পান্ডান। এটি বালিনিজ মিষ্টি রাইস কেক। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ওরা অন্যান্য নানান বিষয় নিয়ে কথা বলতে লাগল। দুজনেই একে অন্যের সঙ্গ বেশ উপভোগ করছে। লিসা ম্যাটের শৈশব সম্পর্কে অনেক কথা জানতে চাইল। এন্ড্রু জেকস ম্যাটের মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল শুনে সে খুব কষ্ট পেয়েছে মনে হলো। পরবর্তীতে ম্যাট তার বোন এবং মাকে নিয়ে সুখী জীবন-যাপন করছে শুনে তার যেন কথাটা বিশ্বাসই হতে চাইল না। কিন্তু ম্যাট যখন লিসার শৈশবের কথা শুনতে চাইল, ও কথা বলতে কেমন অনীহা প্রকাশ করল। জানাল নিউইয়র্ক শহরে সে বড় হয়েছে তবে

সেখানকার জীবন খুব একটা সুখকর ছিল না। তার এক বোন ছিল তবে তার সঙ্গে লিসার বহুদিন কোনো যোগাযোগ নেই। অনেক চেষ্টা করেও লিসার কাছ থেকে এর বেশি কিছু জানতে পারল না ম্যাট।

ম্যাটকে মাথার ব্যান্ডেজে হাত বুলাতে দেখে লিসা বলল, 'কালকের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত। তুমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকতে পার।'

'গার্ডদের কী হবে?' ঠাট্টার সুরে প্রশ্ন করল ম্যাট। 'আমি যখন হিসু করব সারাক্ষণই কি ওরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে নাকি আপনি আমাকে বিশ্বাস করে আমার মতো করে চলাফেরা করতে দেবেন?'

খিলখিল হাসল লিসা। 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। তুমি আমার এখানে মেহমান হিসেবে থাকবে। আর শোনো, আমাকে এত 'আপনি' 'আজ্ঞে' করতে হবে না।'

'সে ঠিক আছে,' বলল ম্যাট। তারপর কণ্ঠে সিরিয়াস সুর ফুটিয়ে তুলল, 'তোমার প্রাইভেসির একটা ব্যাপার আছে না? আমি কোনো গেস্ট হাউজ কিংবা হোটেলে গিয়ে উঠতে পারি। আমি যখন তখন তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না। আমি তো সত্যি চোরের মতো তোমার বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলাম...'

হাসল লিসা। 'আমি খুব শীঘ্রি এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না। তোমার সঙ্গ আমার খারাপ লাগবে না আশা করি। তাছাড়া কে বলতে পারে দুজনে মিলে হয়তো এ রহস্যটা উদঘাটন করে ফেলব, এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডগুলোর মিসিং লিংকটা হয়তো বের করে ফেলতে পারব... যদি সে রকম কিছু থাকে...।'

'ঠিক আছে,' বলল ম্যাট। 'তুমি যখন এত জোর করছ আমি থেকেই যাই।'

'গুড,' মৃদু হাসল লিসা বেরিং। 'মাইলস সবসময় বলত, এক মাথার চেয়ে দুই মাথা ভালো।'

সে রাতে বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে ম্যাট ডেলি ভাবছিল কী দ্রুত তার জীবনের চাকাটি ঘুরে চলেছে। সে ডেনি ম্যাকগুইয়ারকে ফোন করে এখানকার সমস্ত খবরাখবর জানাবে। তবে এখনই নয়। সে লিসা বেরিংয়ের সঙ্গে আরও কিছুদিন থাকতে চায়। জানতে চায় এই জাদুর দ্বীপে, এমন প্রশান্তময় পরিবেশেও লিসার বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখের তারায় ও কিসের বিষাদের ছায়া?

মনে করো তুমি এখানে ছুটি কাটাতে এসেছ, নরম ঈজিপশিয়ান কটনের চাদরের ওপর শুয়ে নিদ্রালু চোখে ভাবছে ম্যাট। অনেকদিনের পাওনা ছুটি। র‍্যাকুয়েল, ডিভোর্স, ডেনি ম্যাকগুইয়ার সবকিছু এখন অনেক দূরের মনে হচ্ছে।

গত কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথম ম্যাট ডেলি আগামীকাল কী ঘটবে সে উত্তেজনা নিয়ে সুখে নিদ্রা গেল।

উনত্রিশ

মিসেস জয়েস চ্যান। সাক্ষাৎকার শুরু সকাল নয়টা।

মোটাসোটা চাইনিজ মহিলা ভীত দৃষ্টিতে, চোখ পিটপিট করে দেখছে ইন্সপেক্টর লিউকে। সে এমনিতেই পুলিশে ভয় পায়, বিশেষ করে এ লোকটিকে। লোকটিকে দেখলেই মনে হয় পুলিশের হোমড়াচোমড়া কেউ, সারাক্ষণ ভুরু কুঁচকে আছে, চেয়ারের একটা পায়ায় নিজের বাম পা-টা অবিরাম ঠুকে চলেছে। মিসেস জয়েস জানে সে কোনো অপরাধ করে নি তবে হংকং পুলিশের কাছে কে অপরাধ করল আর কে করল না তা কোনো বিষয় নয়। তারা যদি বলির পাঁঠা হিসেবে কাউকে বাছাই করে তাহলে আর তার রক্ষা নেই।

ইন্সপেক্টর লিউর মেজাজ খুব খারাপ। তবে এর সঙ্গে জয়েস চ্যানের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং আশা করছে বেরিং ম্যানসনের এ চাকরানির কাছ থেকে অবশেষে সে এমন কোনো তথ্য হয়তো পেয়ে যাবে যা এ কেসের রহস্য সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। লিসা বেরিংয়ের জেদ আর অসহযোগিতার কারণে ইন্সপেক্টর লিউ মাইলস বেরিং-এর হত্যাকারীকে পাকড়াও করার ব্যাপারে এখনও কোনো অগ্রগতি দেখাতে পারে নি। এটা শুধু লিউ'র নিজের নয় তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জন্যেও শরমের ব্যাপার। মাইলস বেরিং-এর বিধবা স্ত্রীটিকে লিউ খুবই অপছন্দ করে তার একগুঁয়েমি এবং জেদের কারণে। যে কোনো সচেতন নারীই পুলিশি নিরাপত্তা পেলে বর্তে যাবে, কৃতজ্ঞ বোধ করবে। কিন্তু লিসা হয়েছে তার উল্টো। সে পুলিশ প্রটেকশন নিতে চায় নি। বরং পালিয়ে গেছে বালিতে যেটা ইন্সপেক্টর লিউ'র আইনগত আওতার বাইরে। এতে লিউ লিসার প্রতি আরও বেশি অসন্তুষ্ট হয়েছে। সে তার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র ভোগ-দখলকারী। এটা মাইলসের খুন হওয়ার পেছনে একটা মোটিভ হতে পারে বৈকি। হত্যাকাণ্ডের সময় লিসা ঘটনাস্থলে ছিল, নিজেই স্বীকার করেছে। এটা তার জন্য একটা সুযোগ করে দিতে পারে। তবে সে নিশ্চয় নিজেকে নিজে রেপ করে নি। কিন্তু লিসা কি তার হামলাকারীর বিষয়ে আরও বেশি তথ্য জানত যা সে লুকিয়ে গেছে? যদি তাই হয় তাহলে কি সে হামলাকারীকে ভয় পায় নাকি তাকে সুরক্ষা দিচ্ছে?

লিসা বেরিংকে যদি জোর করে হংকং-এ ফিরিয়ে নিয়ে এসে এ প্রশ্নগুলো সরাসরি

করা যেত তাহলে ইন্সপেক্টর লিউর চেয়ে খুশি কেউ হতো না। কিন্তু লিসাকে গ্রেপ্তার করার মতো কারণ কোথায়? লিউ'র হাত এখানেই বাঁধা।

এজন্যেই সে জয়েস চ্যানকে তলব করেছে।

'আপনি ১১৭ প্রসপেক্ট রোড-এর বাড়িতে কতদিন ধরে কাজ করছেন, মিসেস চ্যান?'

চাকরানির চর্বিদার গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। 'অনেকদিন। মি. বেরিং ১৯৮৯ সালে বাড়িটি কিনেছিলেন। আমি তার দুই বছর পরে কাজে যোগ দিই।'

'আপনার ডিউটি কী ছিল?'

বোকার মতো ইন্সপেক্টর লিউর দিকে তাকাল মহিলা।

'আপনার কাজ। ওই বাড়িতে কী ধরনের কাজ করতেন?'

'ওহ্, বেডরুম ফ্লোরে যে সব মেইড আছে তাদের দায়িত্বে আছি আমি। লেভেল দুই এবং তিন। ওরা জামাকাপড় ধোয়, বিছানার চাদর বদলায়। আমি এসব কাজ ওদেরকে বুঝিয়ে দিই।'

'আই সি। তার মানে আপনি সুপারভাইজার ছিলেন। আপনি নিজে কিছু ধোয়ামোছা করতেন না?'

জয়েস চ্যান জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। সঠিক জবাব দিতে পেরেছে বলে খুশি। 'সুপারভাইজার,' জী। শুধু মাঝে মাঝে। মিসেস বেরিংয়ের জামাকাপড় ধুয়ে দিই। বিশেষ জিনিস'

ইন্সপেক্টর লিউর কান খাড়া হয়ে গেল, যেন বাতাসে বিপদের গন্ধ পেয়েছে হরিণ।

কী রকম 'বিশেষ জিনিস?'

কেঁপে উঠল মিসেস চ্যানের হাত। 'ব্যক্তিগত কাপড়-চোপড়।'

লিউ বুঝতে পারল মহিলা খুব ভয় পেয়েছে। সে তাকে অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার কোনো ভয় নেই, মিসেস চ্যান। আপনার তথ্যগুলো আমাদের খুব কাজে লাগবে। মি. বেরিং-এর খুনিকে পাকড়াও করতে পারব আমরা। এসব তথ্য দিয়ে, আমার কথা বুঝতে পারছেন?'

নির্বোধের মতো মাথা দোলাল জয়েস চ্যান।

'আপনি মিসেস বেরিং-এর কোনো কোনো ব্যক্তিগত ব্যবহার্য ধোয়ামোছা করতেন?'

শিঁটিয়ে গেল মহিলা। 'মিসেস বেরিং-এর এক বন্ধু আছে। সে মাঝে মাঝে দিনের বেলা আসে।'

'বন্ধু পুরুষ?'

মাথা ঝাঁকাল জয়েস চ্যান। 'সে আসার পরে মিসেস বেরিং আমাকে দিয়ে তার ব্যক্তিগত জিনিসগুলো ধোয়ান।

ইন্সপেক্টর লিউ উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। ট্যাবলয়েডগুলো যা ছাপে তার চেয়েও গরম তথ্য এগুলো। এ হলো হার্ড ফ্যাক্ট। সুন্দরী লিসা বেরিং পরকীয়া করত!

'এ লোকটির সঙ্গে আপনার কখনও পরিচয় হয়েছে? মানে মিসেস বেরিং-এর 'বন্ধু?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল মিসেস চ্যান।

'কিন্তু আপনি তো ওকে দেখেছেন। তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?'

'কোনোদিন দেখি নি।'

ইন্সপেক্টরের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'নিশ্চয় তাকে দেখেছেন। বললেন সে দিনের বেলা আসত। তাকে কে দরজা খুলে দিত? সে কি গাড়ি নিয়ে আসত? কী ধরনের গাড়ি ব্যবহার করত?'

মেইড দৃঢ় গলায় একই কথা বলে যেতে লাগল। 'আমি তাকে কোনো দিন দেখি নি। কোনোদিন না। মিসেস শুধু আমাকে পরে বলতেন সবকিছু পরিষ্কার করতে।'

মিসেস চ্যানকে আরও ত্রিশ মিনিট জেরা করল ইন্সপেক্টর লিউ। কিন্তু তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য আর মিলল না। হ্যাঁ, মিসেস বেরিং-এর একজন লাভার ছিল, তবে তিনি হত্যাকাণ্ডের দিন 'বিশেষ' কিছু পরিষ্কার করার কথা বলেন নি। কিংবা তার পরের সপ্তাহেও। ওইদিন সকালে তিনি তার বাড়ির চাকরদেরকে ছুটি দিয়ে দেন এবং তাঁকে বিরক্ত করতে মানা করেন। অবশ্য ওটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। জয়েস চ্যানের কথায়, মি. এবং মিসেস বেরিং প্রায়ই একা থাকতে ভালোবাসতেন।

জয়েস চ্যান চলে যাওয়ার পরে নিজের আসনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ইন্সপেক্টর লিউ।

ইন্টারপোল থেকে আসা সহৃদয় আমেরিকান যুবকটির সঙ্গে ওর আরেকবার কথা বলা দরকার।

ত্রিশ

অনেকেই বালি দ্বীপকে স্বর্গ বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু ম্যাট ডেলির কাছে এটি স্বর্গের চেয়েও বেশি। বালি এক জাদুর জায়গা। এ জায়গায় এলে মানুষ মানসিক এবং শারীরিক উভয়ভাবেই সুস্থ হয়ে যায়। বালি ম্যাটকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে।

লিসা বেরিং যখন প্রথম ওকে থাকতে বলল, ম্যাট ভেবেছিল মাথার আঘাতটা সেরে ওঠা পর্যন্ত অল্প কয়েকদিন সে ভিলা মিরেজে থাকবে। খুনের রাতের বিষয়ে যত তথ্য যোগাড় করা সম্ভব সকল তথ্য সে সংগ্রহ করবে। তথ্য জোগাড় করবে মাইলস এবং লিসার ব্যাপারেও   ওদের মধ্যে কি এমন কোনো ব্যাপার ছিল যে দুজনকেই টার্গেট হতে হলো? অন্যান্য ভিক্টিমদের সঙ্গে এমন কিছু লিংক হয়তো আছে যা তার চোখ এড়িয়ে গেছে, সে সব কি খুনিকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে? এসব জানার পরে সে ইন্টারপোলে ডেনি ম্যাকগুইয়ারের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবে এবং লস এঞ্জেলেসে ফিরে যাবে তার সাংসারিক সমস্যার সমাধান করতে।

কিন্তু সে এবং লিসা যখন একত্রে বেশি বেশি সময় কাটাতে লাগল, অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। ম্যাট আবিষ্কার করল কেসের ব্যাপারে তার আগ্রহ কমে আসছে আর লিসার প্রতি তার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও লিসাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হয় নি তবে তার ধারণা তার প্রতি লিসারও একই রকম অনুভূতি জন্ম নিয়েছে। ভিলার এই নয়নাভিরাম, নিরব পরিবেশে দিনগুলো মোড় নিল সপ্তাহে, সপ্তাহ গড়াল মাসে। আর ওরা দু'জন বাড়ি থেকে বলতে গেলে বেরোলই না। খাবার-দাবারসহ গৃহস্থালির জিনিসপত্র স্থানীয় ফার্ম এবং গ্রাম থেকে চলে আসছে। বইপত্র এবং ভোগ-বিলাস সামগ্রী অনলাইনে অর্ডার দিলেই হয়ে যায়। ম্যাট তার গোটা জীবনে কারও প্রাইভেট প্রোপার্টিতে এতদিন থাকে নি। তবে নিজেকে কিন্তু ওর বন্দি মনে হয় না। বরং উল্টো। অনেক স্বাধীন লাগে নিজেকে।

ডেনি ম্যাকগুইয়ার তার সঙ্গে যোগাযোগের প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে, ই-মেইল পাঠাচ্ছে, ফোন করছে, কিন্তু ম্যাট কোনো কিছুরই জবাব দিচ্ছে না। ই-মেইল পড়ে না, মেসেজে সাড়া দেয় না। এমনকি সে তার বোন ক্লেয়ারের ফোন ধরাও বাদ দিল।

একবার বাস্তবতার দোর খুললে, বুদ্বুদের বাইরে জীবনে পা রাখলে এ শান্তি ভেঙে চুরচুর হয়ে যাবে। আর এ ঝুঁকিটা এখন নিতে প্রস্তুত নয় ম্যাট।

ভিলা মিরেজ নিজেই একটা পৃথিবী, একটি দুর্দান্ত মিনিয়েচার ইকোসিস্টেম বলা যায়। ম্যাট এবং লিসা সকালে কাজ করে। ম্যাট বসে তার ডকুমেন্টারি নিয়ে আর লিসা ব্যস্ত হয়ে যায় মাইলসের সম্পত্তিবিষয়ক পাহাড় প্রমাণ কাগজ-পত্রের মাঝে ডুব দিয়ে। বালি তাকে পুলিশ এবং মিডিয়ার হাত থেকে রক্ষা করলেও ট্রাস্টি, ট্যাক্স অ্যাটর্নি এবং মর্টগেজ কোম্পানির নানান ঝামেলা সামলাতেই হয়। সে সঙ্গে মাইলসের বহু কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারের কথা উল্লেখ না করলেও চলে। তবে লিসার সেক্রেটারিয়াল দক্ষতা অসাধারণ। ম্যাট শুনেছে মাইলসকে বিয়ে করার আগে লিসা লস এঞ্জেলেসে এক আইনজীবীর অফিসে প্যারালিগাল হিসেবে কাজ করেছিল।

তবে বিকেলের দিকে ম্যাট এবং লিসা দুজনেই উপভোগ করতে থাকে জীবন। কাজকে ছুটি দিয়ে ভিলা মিরেজের সীমাহীন আনন্দের মাঝে প্রবেশ করে। মাঝে মাঝে লিসা স্থানীয় গাইড ভাড়া করে জঙ্গলে ঘুরতে যায়। রোমাঞ্চকর এবং বিপজ্জনক এক জীবন। গাইডরা সম্ভাব্য বিপদগুলো সম্পর্কে সতর্ক করল– এখানে একটা কোরাল স্নেক, একটা গ্রীন পিট ভাইপার কিংবা ওখানে টু-স্ট্রাইপড টেলামোনিয়া মাকড়সা– ওদেরকে অবিশ্বাস্য সুন্দর উদ্ভিদকুল সম্পর্কেও তারা জ্ঞানদান করে চলল। ম্যাট এবং লিসা শিশুর মতো আগ্রহ নিয়ে সব শোনে যেন নার্নিয়ার জাদুর ভুবনে ওরা প্রবেশ করেছে। মাঝে মাঝে ওরা মাছ ধরতে যায় লেগুনে, কিংবা পাহাড়ের পাদদেশে লুকানো ভলকানিক পাথুরে সুইমিং পুলের গভীরে সাঁতার কাটে। লিসাকে সাঁতার কাটতে দেখতে খুব পছন্দ করে ম্যাট। ওর গড়ন হালকাপাতলা হলেও শরীর সুগঠিত, অ্যাথলেটিকদের মতো। সে তরুণ ভোঁদড়ের মতো পানিতে আশ্চর্য ছন্দে জলকেলি করে, ভেসে যায়, সাঁ সাঁ করে এগিয়ে চলে। যখন পানিতে নামে লিসা আনন্দে ঝলমল করতে থাকে চেহারা।

'আমি পানি খুব ভালোবাসি,' একদিন বিকেলে সাঁতার কাটা শেষে একটি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ভেজা চুল তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে বলছিল লিসা। ওর শরীর ফুটে যেন আলো বেরুচ্ছিল। কিশোরীদের ত্বকের মতো চকচকে আর মসৃণ দেখাচ্ছিল ওর গায়ের চামড়া। চোখে খেলা করছিল আলো আর জীবন। 'পানির মধ্যে স্বাধীনতা রয়েছে। আছে নীরবতা। ওজনশূন্যতা। ওখানে কেউ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কেউ তোমাকে আঘাত করতে পারবে না। মৃত্যুকে আমি এভাবেই কল্পনা করি।'

'মৃত্যু? এটা কি একটা অসুস্থ চিন্তা না?'

'তাই কি?' হেসে উঠল লিসা, টার্কিশ স্টাইলে নিতম্বে বাঁধল তোয়ালে। 'আমার কাছে অন্তত নয়। মৃত্যুকে আমি সব সময়ই পালাবার পথ হিসেবে দেখেছি। মৃত্যু আমাকে ভীত করে না।'

'লোককে এরকম কথা আগেও বলতে শুনেছে ম্যাট। মোটেও পাত্তা দেয় নি। মৃত্যুভয় ছাড়া মানুষ আছে নাকি? মানুষের সর্বপ্রধান প্রবৃত্তিই হলো বেঁচে থাকার ইচ্ছা।

জীবন আঁকড়ে ধরে থাকা নিঃশ্বাস নেয়ার মতো ব্যাপার, মানব প্রকৃতির একটি ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্ট, এটি ক্রটি কিংবা শক্তি দু'ভাবেই দেখা যায়– নির্ভর করে কে কীভাবে দেখছে তার ওপর। তবে লিসা যখন তার ভাবনার কথা বলল, ভিন্ন রকম মনে হয়েছে। ওর চেহারা দেখেই বোঝা যায় মুখে যা বলেছে মনেও তা বিশ্বাস করে লিসা। ওকে ঈর্ষা হলো ম্যাটের।

'তুমি সৌভাগ্যবতী,' বলল সে, রুকস্যাকে নিজের জামাকাপড় ভরে নিয়ে ভিলায় ফেরার জন্য রেডি হলো। 'আমার ধারণা মৃত্যুকে গ্রাহ্য কর না বলে মাইলসের শোক সহজেই সামলে উঠতে পারবে।'

লিসাকে তার বিয়ে এবং অতীত জীবন নিয়ে নানান প্রশ্ন করেও তেমন কিছু জানতে পারেনি ম্যাট। তারপর থেকে সে লিসাকে তার স্বামীর মৃত্যু নিয়ে কোনো প্রশ্ন করাও ছেড়ে দিয়েছে। আজ আবার মাইলসের নাম উচ্চারিত হতে শুনে কেমন চমকে গেল লিসা।

'ঠিক তা নয়,' আবছা গলায় বলল সে। 'চলো, ভেতরে যাই। আমার শীত লাগছে।'

ম্যাটের ইচ্ছে করল নিজেকে কষে একটা চড় লাগায়। লিসার চেহারায় করুণ ভাবটা সে একদমই দেখতে চায় না। আর তার কারণে যদি লিসা মন খারাপ করে বসে তখন আরও কষ্ট লাগে। ওরা ভিলায় ফিরে গা মুছে নিয়ে জামাকাপড় পরল তারপর বারান্দায় বসে দুধ-চিনি মেশানো গরম চা পান করল। লিসা পরেছে কাটঅফ জিন্স আর প্লেইন সাদা টি-শার্ট। নগ্ন পা, মুখে লেপ্টানো ভেজা চুল, বুকের কাছে হাঁটু মুড়ে বসেছে সে। দেখতে লাগছে অবিকল একজন টিনেজারের মতো। দেখে বোঝা যায় না এ নারীকে কী ঝঞ্ঝার মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছে। ভিলা মিরেজে ওঠার পরে জীবনকে নতুনভাবে দেখতে শুরু করেছে ম্যাট। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবিষ্কার করল সে লিসা বেরিংয়ের প্রেমে পড়ে গেছে।

লিসার আগে ম্যাট জীবন সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। র‍্যাকুয়েল তাকে ছেড়ে চলে গেছে, এটা তার জন্য বিরাট একটা আঘাত ছিল। তবে শুধু র‍্যাকুয়েল নয় আরও অনেক কিছুই সে জীবনে হারিয়েছে যার কথা এখানে আসার আগে গভীরভাবে কখনও ভাবে নি ম্যাট। নিজের ব্যর্থ ক্যারিয়ার। তার দত্তক পিতার মৃত্যু। র‍্যাকুয়েলকে সন্তান দিতে না পারার কষ্ট। এন্ড্রু জেকস নামের মানুষটি যিনি ওকে জীবন দিয়েছেন কিন্তু আবার নিষ্ঠুরের মতো ফেলে রেখে চলেও গেছেন। জেকস মার্ডার এবং এ ডকুমেন্টারি নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকার কারণে ম্যাট তার বেদনাগুলো টের পায় নি। এখন লিসার কাছে এসে সেসব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

এখানে নিজেকে সুখী এবং জীবন্ত লাগছে ম্যাটের। ভবিষ্যতে কী আছে, ডেনির সঙ্গে অদৃশ্য খুনির পেছনে ধাওয়া করার ফলাফল কী হবে কিছুই জানে না ও। তবে লিসার সঙ্গে বসবাস ওর মনে ভবিষ্যত সম্পর্কে একটা আশা জাগিয়ে তুলছে। আশা করছে তার ভবিষ্যত গড়ে উঠবে লিসার উপস্থিতিতে।

তবে সমস্যা হলো ওদের মধ্যে এখনও কোনো শারীরিক সম্পর্ক হয় নি। মাঝে মাঝে ম্যাট লক্ষ করেছে ও যখন কম্পিউটারে কাজ করে কিংবা সোফায় বসে বই পড়ে ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লিসা। ম্যাট মুখ তুলে চাইতেই অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নেয় সে। তবু দুজনের ভেতরকার আকর্ষণের অব্যক্ত গুঞ্জন যেন বাতাসে ভেসে থাকে।

গত সপ্তাহে, মিরেজের ব্যক্তিগত হ্রদে গোসল করতে যাওয়ার সময় লিসা তীর থেকে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, ম্যাট চট করে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করে। লিসা এক মুহূর্তের জন্য পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছিল। তবে এক মুহূর্ত পরে সে কোনো আপত্তি জানায় নি, শরীরের পেশিতে ঢিল দিয়েছিল। লিসার সরু কোমর জড়িয়ে ধরে রাখতে অন্যরকম লাগছিল ম্যাটের। আরও এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও জেগেছিল মনে তবে তাড়াহুড়ো করে নি।

আমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। ও নিজেই আমার কাছে আসবে। ও মাত্রই ওর স্বামীকে হারিয়েছে। ধর্ষিতা হয়েছে।

সমস্যা আরও একটা আছে। মাইলসের খুন কিংবা নিজের ধর্ষণ নিয়ে সে রাতের বিষয়ে একদমই মুখ খুলতে চায় না লিসা। ম্যাটও নীরবতা ভঙ্গ করে না। সে-ও ভুলে যেতে চায় অতীত। কিন্তু এই হত্যাকারী তো স্রেফ অতীতের একটা অংশ নয়। সে বাইরে কোথাও আছে, দেখছে, অপেক্ষা করছে, পরবর্তী খুনের পরিকল্পনা করছে।

ম্যাট বালি এসেছিল ক্লু খুঁজতে, যে ক্লু তাকে একজন সিরিয়াল কিলারকে খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। কিন্তু সে গেছে লিসার প্রেমে পড়ে। লিসা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে থেকে ম্যাট মনে মনে বলল

যে লোকটাকে আমি খুঁজছি সে লিসাকে রেপ করেছে, ওকে আতঙ্কিত করেছে। খুনী অতীতে যা করেছে সেই ধারাবাহিকতা যদি চালিয়ে যায় তাহলে সে লিসাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করবে। অ্যাঞ্জেলা জেকস, ট্রেসি হেনলি এবং ইরিনা আনজুর মতো লিসাকেও সে 'অদৃশ্য' করে ফেলবে।

বিপদে আছে লিসা। এবং ম্যাট জানে না কীভাবে, কোথায় কিংবা কখন ছোবল মারবে বিপদ। এই লোকটা তার নারী ভিক্টিমদের সঙ্গে যেসব পুরুষ থাকে তাদেরকে নির্মমভাবে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছে না ম্যাট। ভাবছে লিসার নিরাত্তার কথা:

আমি ওকে হারাতে পারব না। আমার আরেকজন ভালোবাসার মানুষকে আমি কিছুতেই হারাতে পারব না। যদি হারাই তাহলে আমি নিজেই হারিয়ে যাব।

একত্রিশ

জিম হারম্যান কথা বলা শুরু করতেই টেপ রেকর্ডার অন করল ইন্সপেক্টর লিউ।

হারম্যান একজন ইংরেজ, বেড়ে উঠেছে হংকং-এ, স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। জিম হংকং-এ সিকিউরিটি এবং ইলেকট্রনিক্সের ব্যবসা করে। সে প্রসপেক্ট রোডে বেরিং এস্টেটে নিজে অ্যালার্ম সিস্টেম বসিয়েছে।

'আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, ভাই,' ইন্সপেক্টর লিউকে সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল। 'ওই অ্যালার্ম সিস্টেমে কোনো সমস্যা নেই।'

লম্বা এবং রোগা, বেজির মতো মুখ, ছোট ছোট বিস্ফারিত চক্ষু, জিম হারম্যান নিজের খ্যাতি রক্ষায় গলাবাজি করতে দ্বিধা করে না।

'আমি নিজে ওটা ইনস্টল করেছি, ফাকিং হোয়াইট হাউজের চেয়েও বেশি নিরাপদ ওই বাড়ি।'

লিউ শান্তভাবে প্রশ্ন করল, 'তাহলে মি. বেরিং-এর খুনি এই বাড়িতে ঢুকল কী করে?'

'সে ঢোকে নি,' উদাস গলায় জবাব দিল জিম। 'তাকে কেউ ঢুকতে দিয়েছিল।'

'কিন্তু তা কেন কেউ করতে যাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল হারম্যান। 'আমি একজন সিস্টেম গাই, গোয়েন্দা নই, ইন্সপেক্টর। আপনিই বলুন। তবে ব্যাখ্যা একটাই কেউ স্বেচ্ছায় সিস্টেম অকেজো করে রেখে লোকটাকে ঘরে ঢুকিয়েছে।'

'সিস্টেম কীভাবে অকেজো করতে হয় তা কে জানত?'

এই প্রথম বেজিমুখো ইংলিশম্যানকে হতভম্ব দেখাল।

'তাই তো! কেউ জানত না। মি. বেরিং আর আমিই শুধু জানতাম সিকিউরিটি সিস্টেম কীভাবে কাজ করে। নাহ্, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ইন্টারভিউ শেষ। ইন্সপেক্টর লিউ DLR-এ চেপে বসল দ্বীপের উত্তর প্রান্ত, ওয়ান চাইতে যাওয়ার জন্য। লাঞ্চ করবে। আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনগুলো পরিচ্ছন্ন এবং ঠিক সময়ে চলাফেরা করে যা হংকং-এ প্রায় দুর্লভ একটা ব্যাপার। ট্রেনে বসে জিম হারম্যানের

ইন্টারভিউর কথা চিন্তা করছিল লিউ। হারম্যান বলেছিল সে কিছুই বুঝতে পারছে না কিন্তু বুঝবার অনেক কিছুই আছে। হয় মাইলস বেরিং তাঁর স্ত্রীকে বলে দিয়েছিলেন কীভাবে সিকিউরিটি সিস্টেম অকেজো করা যায় নতুবা তিনি নিজেই খুনিকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

সে লোকটা কি মাইলসের পরিচিত কেউ ছিল?

সে কি লিসার লাভার ছিল?

লিসার লাভার কি তার স্বামীর কোনো বন্ধু ছিল?

সাবওয়ে থেকে ওয়ানচাই স্টেশনের রোদের মধ্যে নেমে চোখ পিটপিট করতে লাগল ইন্সপেক্টর লিউ। তার ফোন বেজে উঠল।

'লিউ বলছি।'

'স্যার,' এ তার সার্ভিলেন্স টিমের একজন সদস্য। লিউ ছোট একটা দলকে পালিয়েছে, বালিতে সুন্দরী, জিদ্দি লিসা বেরিং-এর ওপর নজর রাখতে। 'আমরা লং রেঞ্জ ক্যামেরায় ভিলার কিছু ছবি তুলেছি।'

'ও এখনও বাড়ি ছেড়ে বের হয় নি, না?'

'না, স্যার।'

ভিলা মিরেজ, বেরিংদের বালিনিজ রিট্রিট, এমন নির্জন এবং বিচ্ছিন্ন একটা জায়গা যেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য এবং ছবি তোলা আরও কঠিন। লিউ লিসার বাড়িতে ছারপোকা বসানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মিস বেরিং-এর সিকিউরিটি সিস্টেম ভীষণ কড়া। লিউর কোনো লোক তার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারে নি। লিউ ভেবেছে লিসা যদি গাড়ি নিয়ে কোথাও বেরুত তাহলেও হয়তো ওর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হতো। কিন্তু লিসা বাড়ি থেকেই বের হয় না। একেবারে স্বেচ্ছা নির্বাসন। মেয়েটার প্রতিটি কর্মকাণ্ড, পদক্ষেপ হতাশ করে তুলেছে লিউকে।

'তবে কিছু ভালো খবর আছে, স্যার। মনে হচ্ছে ওই বাড়িতে মিসেস বেরিংয়ের সঙ্গে এক লোক থাকছে।'

লিউর নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। 'লোক?'

'জী, স্যার। পশ্চিমা। তারা দুজনে আজ সকালে টেরাসে বসে নাশতা খেয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল দু'জনে...' সঠিক শব্দটি বাছাই করল ডিটেকটিভ– 'খুব ঘনিষ্ঠ।'

ইন্সপেক্টর লিউ যদি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হতো এ সংবাদে 'ইয়াহু!' বলে চিৎকার দিত। *লিসা বেরিংয়ের লাভার! সে ওকে ওই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছে!* এত দুঃসাহস একজন মানুষের কী করে হয়। লিসা কি জানে না পুলিশ ওর ওপর লক্ষ রাখছে? ইন্সপেক্টর লিউ কোনোদিন কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ে নি। ইচ্ছাও নেই। প্রেম ট্রেম তার কাছে বোকামো মনে হয়।

এখন ওদের যা দরকার তা হলো কিছু শারীরিক প্রমাণ বা ফিজিক্যাল এভিডেন্স।

এ লোকের আঙুলের ছাপ কিংবা তার কোনো DNA'র চিহ্ন যদি পাওয়া যায় বেরিংদের বাড়িতে। তাহলে দুজনকেই গ্রেপ্তার করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ হাতে চলে আসবে। ইন্টারপোল থেকে ডেনি ম্যাকগুইয়ার লিউকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে খুনি মিসেস বেরিংয়ের আশেপাশেই থাকতে পারে। লিউ যতক্ষণ পর্যন্ত লিসা বেরিংকে ধরে রাখতে পারবে, টোপটাও তার হাতে থাকবে।

তবে সমস্যা হলো লিসা বেরিং এখন আর তার হাতের মুঠোয় নেই, ফস্কে চলে গেছে।

লিউকে এখন ওই বাড়িতে ঢুকতে হবে।

বত্রিশ

একটি চুপচাপ কাফের কোণার দিকের টেবিল দখল করেছে ডেনি ম্যাকগুইয়ার। Pair au Chocolat থেকে ছোট ছোট টুকরোগুলো তুলে নিয়ে চিবাতে লাগল। অপেক্ষা করছে তার দলের জন্য। ইন্সপেক্টর লিউ ইন্টারপোলের সহযোগিতা চেয়ে অনুরোধ জানানোর পরে ডেনির বস, ডেপুটি ডিরেক্টর অনরি ফ্রেমুক্স অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটি ছোট টাস্ক ফোর্স এ কাজে লাগাতে সম্মত হন এ শর্তে যে সপ্তাহে আট ঘণ্টার বেশি এদেরকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না। দলটি কেসের প্রমাণাদি সংগ্রহ করবে। কেসের কোডনেম আজরাইল। নাম দিয়েছে ডেনি।

নামটি একটি কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে, সদরদপ্তরে ডেনি ব্যাখ্যা দিয়েছিল তার বসকে। 'আজরাইল হলো মৃত্যু দেবতা।'

ফ্রেমুক্স ওর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন। কবিতা-টবিতায় তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। তাঁর আগ্রহ কেবল পরিসংখ্যান, ফ্যাক্টস এবং ফলাফলে। এই ম্যানপাওয়ারের যথাযথ ব্যবহার যেন হয় সেদিকে যেন ডেনি লক্ষ রাখে এবং প্রয়োজনে সে এজেন্সি থেকেও সাপোর্ট নিতে পারে।

অনরি ফ্রেমুক্সের ছোট টাক্স ফোর্স এর বাড়তি সদস্য সংখ্যা দুই। ডেনি দুজনকে বাছাই করেছে। একজন রিচার্ড স্টুরি, এক জার্মান পরিসংখ্যানবিদ যার ব্যক্তিত্ব বলতে কিছুই নেই তবে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। অপরজন ক্লদ ডিমার্টিন, এক ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ। তবে মূল গোয়েন্দাগিরিতে ডেনিকে ভরসা রাখতে হবে নিজের ওপর এবং হংকং-এ ম্যাট ডেলির ওপর।

এখন তক ম্যাট ডেলি ডেনিকে শুধু হতাশই করে তুলেছে। অথচ শুরুতে তার ওপর ভরসা রাখা যাবে ভেবেছিল ডেনি। এ কথা সত্যি ম্যাট ডেলি না থাকলে আজরাইল তদন্ত কখনোই মুখ তুলে চাইত না। কিন্তু হংকং-এ প্রথম সপ্তাহে কোনো কাজের কাজ করতে না পেরে ম্যাট ডেনিকে সংক্ষিপ্ত একটি ই-মেইল পাঠিয়ে দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেছে। দক্ষিণ-পুব এশিয়ার কোনো দেশে গেছে সে। ডেনি অসংখ্য ই-মেইল পাঠিয়েছে ম্যাটকে, ফোন করেছে। কিন্তু কোনো মধ্যরাতে ভয়েস মেইল পাঠিয়ে জানিয়েছে সে 'ঠিক আছে' এবং 'কাজ করছে।' ডেনি বিরক্ত হয়ে অফিশিয়ালি হাল ছেড়ে দিয়েছে

ইন্সপেক্টর লিউ মাঝেমধ্যে তাকে টুকিটাকি তথ্য পাঠিয়েছে বটে তবে বেশিরভাগ স্থানীয় পুলিশ প্রধানের মতো হংকংয়ের এ লোকটিও নিজের তথ্য প্রদানের চেয়ে ইন্টারপোল থেকে খবর আদান করতেই বেশি আগ্রহী। অনরি ফ্রেমুক্স ডেনিকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'এটা চাইনিজ কেস, ম্যাকগুইয়ার। আমাদের কাজ শুধু সাপোর্ট করা এবং কিছু সহযোগিতা প্রদান।'

রিচার্ড স্টুরির চেহারা দেখা গেল। পরনে সেই আগের সুট, ল্যাপটপটিকে সিকিউরিটি ব্ল্যাংকেটের মতো চেপে রেখেছে বুকের সঙ্গে। স্টুরির মুখটা প্যাঁচার মতো, সে চারপাশে অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগল। কারণ সহকারী পরিচালক ডেনি ম্যাকগুইয়ার মিটিং-এর জন্য অস্বাভাবিক একটি জায়গা বাছাই করেছে। ইন্টারপোলে এক্সটারনাল টিম মিটিং অস্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। তবে সদর দপ্তরের দমবন্ধ করা অফিস কক্ষে বসে মিটিং করতে চায় নি ডেনি ইচ্ছে করেই। বাইরে মিটিং-এর জায়গা বেছে নিয়েছে ছোট দলটির মধ্যে বন্ধন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। ক্লদ ডিমার্টিনও ফর্মাল ড্রেস পরে এলো। তবে ফরাসি বলেই ক্যাফেতে মিটিং-এ তার কোনো অ্যালার্জি নেই। সে ক্যাফেতে ঢুকেই নিজের জন্য Cafe Creme এবং Croque-mousicur-এর অর্ডার দিল।

'ওকে, গাইজ,' শুরু করল ডেনি। 'এ মুহূর্তে হংকং থেকে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। শুধু আছে জেকস কেসের ওপর বিরাট পেপার ফাইল, যা তোমরা দুজনেই দেখেছ বলে আমার বিশ্বাস এবং তোমরা এর ওপর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে যাচ্ছ। রিচার্ড, ঠিক বললাম?'

জার্মান পরিসংখ্যানবিদ নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। সে সব কাজই নার্ভাস হয়ে করে, তার চেহারায় এমন ভাব ফুটে থাকে যেন গেস্টাপো পুলিশ বাহিনীর সামনে তাকে ধরে আনা হয়েছে এবং এখুনি গুলি করা হবে।

'আমাদের সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহারের শর্তে আমি পরামর্শ দেব হেডলি এবং আনজু কেসের ওপর ফোকাস করার জন্য। দেখব স্থানীয় তদন্তকারীদের চোখ এড়িয়ে গেছে তেমন কিছু আমাদের নজরে আসে কিনা।'

'স্থানীয় পুলিশ কি সহযোগী মনোভাবের?' কফির কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে প্রশ্ন করল ক্লদ।

'না। আমাদের সাবধানে পথ চলতে হবে এবং কারও পরিকল্পনা যেন বানচাল না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সারিতে প্রফেশনাল খুঁৎ-এর কোনো অভাব নেই। এখন পর্যন্ত এ লোকটা তিনটে মার্ডার করে পার পেয়ে গেছে এবং হংকং-এ চতুর্থবারে একই ঘটনা ঘটিয়েছে। মনে হচ্ছে ওখান থেকেও সে সটকে যেতে পারে। ফ্রেমুক্স আমাদেরকে এ কেস বন্ধ করার ছুতো খুঁজছেন এবং আমরা যদি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, এলএপিডি কিংবা অন্য লোকাল কোনো ফোর্সকে টেক্কা দিতে না পারি, তিনি সে ছুতোটা পেয়ে যাবেন। আমি কী বলছি বুঝতে পারছো তো?'

দু'জনেই মাথা দোলাল।

'গুড। তো এখন পর্যন্ত আমরা কী পেয়েছি? আমাদের খুনি একজন পুরুষ। তার টার্গেট ধনবান, বুড়ো যাদের সুন্দরী, তরুণী স্ত্রী আছে। তার মোটিভেশন আংশিক সেক্সুয়াল। এবং সে নির্মম এবং নির্দয়ভাবে হত্যাকাণ্ড চালায়। তোমরা এর সঙ্গে কিছু যোগ করতে চাও?'

ক্লদ ডিমার্টিন কিছু বলতে গিয়েও মুখ বুজে ফেলল।

'কী?' জিজ্ঞেস করল ডেনি।

'আমি ফরেনসিক বিভাগের লোক। অন্য কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই।'

'আমি বিশেষজ্ঞ খুঁজছি না। আমি আইডিয়া চাইছি, থিওরির খোঁজ করছি। যা বলতে চাও বলে ফেল।'

চোখ কোঁচকাল রিচার্ড স্টুরি।

'ঠিক আছে,' শুরু করল ডিমার্টিন। 'সেক্ষেত্রে আমি বলব লোকটা খুব সফিসটিকেটেড।'

'কারণ?'

'সে প্রচুর দেশ ভ্রমণ করে। সম্ভবত অনেকগুলো ভাষাও জানে। অপরাধগুলো বিশ্বজুড়ে সংঘটিত হচ্ছে।'

উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ডেনি। 'গুড।'

ডিমার্টিন উজ্জীবিত হলো। গলগল করে বলতে লাগল, 'সে অত্যন্ত সতর্কভাবে, খুঁটিনাটি সবকিছু ভেবে প্ল্যান প্রোগ্রাম করে। এবং মনে হচ্ছে সে জটিল সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কে ভালোই জ্ঞান রাখে। হয়তো সে একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কিংবা কম্পিউটার জাদুকর টাইপের কিছু।'

সিকিউরিটি বিষয়টি সবসময়ই ভাবিয়ে তোলে ডেনিকে। জেকস কেসে, ৪২০ লোমা ভিস্তার বাড়ির অ্যালার্ম সিস্টেম ছিল অত্যন্ত সফিসটিকেটেড, হেনলিদের লন্ডনের বাড়িতে ছিল নির্ভরযোগ্য ব্যানহাম সিস্টেম, এবং দিদিয়ের আনজুর সেইন্ট ট্রপেজের বাড়ি ঘেরা ছিল সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে, এগুলোর সবকিছুই হত্যাকাণ্ডের রাতে অকেজো করে দেয়া হয়। হংকং পুলিশের কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর লিউ বলেছে মাইলস বেরিং-এর বাড়ির সিকিউরিটি সিস্টেম ফোর্ট-নক্সের সঙ্গে তুল্য। কিন্তু চারটি ক্ষেত্রেই একজন মাত্র মানুষ ভিক্টিমদের বাড়িতে প্রবেশ করেছিল। কেউ কিছু টের পায় নি।

একজন খুনি, তার টেকনোলজি জ্ঞান অসাধারণ, এটা একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। তবে আরও সহজ একটি বিষয় জেকস কেসের সময় থেকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ডেনিকে।

'হয়তো বাড়ির কেউ খুনিকে চিনত,' সজোরে বলল সে। 'কেউ তাকে ঘরে ঢুকিয়েছিল। ভৃত্য বা এরকম কেউ।'

'কিংবা স্ত্রীরা নিজেরাই,' ডেনি যেটা উচ্চারণ করতে দ্বিধা করছিল সেটাই বলে দিল

ক্লদ ডিমার্টিন। 'ধরুন এটা একটা থিওরি। এই হত্যাকারী, সফিসটিকেটেড, বুদ্ধিমান লোকটি সে তার ভিক্টিমদের সংসার সম্পর্কে ত্যক্ত-বিরক্ত তরুণী স্ত্রীদেরকে টর্গেট করে। সে তাদের সঙ্গে খাতির জমায়, তাদের আস্থা অর্জন করে, হয়তো সেক্সুয়ালি তাদেরকে সিডিউসও করে। তারপর তারা যখন তার মুঠোয় এসে যায় সে তাদের সঙ্গে চাতুরী করে, তাদের স্বামীরা যেন টাকাপয়সা চ্যারিটিতে দান করে দেয় সেজন্য তাদেরকে পটাতে থাকে। তারা এক পর্যায়ে পটেও যায়।'

'তারপর কী?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ডেনি। 'সে তারপর তাদের বাড়িতে চুরি করতে ঢোকে?'

'কেন নয়? ততদিনে সে ঘরের সমস্ত গোপন রহস্য জেনে ফেলেছে, সে জানে সিকিউরিটি কোড, ক্যামেরার অবস্থান ইত্যাদি। যাতে কেউ চেহারা দেখতে না পারে সেজন্য সে মুখোশ পরে নেয়... গলার স্বর এমন বদলে ফেলে যাতে স্ত্রীরা তার কণ্ঠ চিনতে না পারে। তারপর সে স্বামীদেরকে হত্যা করে। স্ত্রীদেরকে রেপ করে। এরপরে বিধবাদের কাছে ফিরে আসে তাদেরকে সমবেদনা জানাতে। টাকাপয়সা চ্যারিটিতে ঠিকঠাক জমা পড়ার পরে সে বিধবাদেরকে পটাতে থাকে তার সঙ্গে কেটে পড়ার জন্য। ক্রাইম সিন থেকে স্ত্রীদেরকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে সে তাদেরকেও হত্যা করে, লাশ লুকিয়ে ফেলে কিংবা ধ্বংস করে এবং তারপর পরবর্তী হিট করার জন্য কদম বাড়ায়।'

তিনজনই নিশ্চুপ হয়ে গেল। ডিমার্টিনের থিওরি অনেক জায়গায় টেনে লম্বা করা হয়েছে। ধরা যাক কিলার গৃহে অনুপ্রবেশ করার সময় ছদ্মবেশ নিয়েছিল, কিন্তু একজন নারী তার প্রেমিককে একদমই চিনতে পারবে না এও কি সম্ভব? এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। আর সত্যি যদি খুনি খুব সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান হয় এবং তার ভিক্টিমদের আশপাশে ঘুরঘুর করতে থাকে...

জমে গেল ডেনি।

তেত্রিশ

এরকম একজন লোক ছিল তো। অ্যাঞ্জেলা জেকসের সঙ্গেই ছিল। তার সঙ্গে দুর্গন্ধের মতো সেঁটে ছিল।

লাইল রেনাল্টো।

ডিমার্টিন আবার কথা বলতে শুরু করেছে, নতুন শার্লক হোমসের ভূমিকাটি বেশ উপভোগ করছে। ইন্টারপোলে ফরেনসিক ল্যাবে দীর্ঘদিন বন্দী থাকার পরে নিজের কল্পনাগুলো ব্যক্ত করার দারুণ একটি সুযোগ পেয়ে গেছে সে।

'কিংবা আমরা কিছু বিকল্পের কথাও চিন্তা করতে পারি। ধরা যাক হত্যাকারী নিজের পরিচয় গোপন করে না। স্ত্রীরা জানে সে কে এবং ইচ্ছে করেই তাকে তাদের ঘরে ঢুকতে দেয়। স্ত্রীরা তার ভিক্টিম নয়। তারা তার সহযোগী।'

অ্যাঞ্জেলা জেকসের ধর্ষিতা চেহারাটা মনে পড়ে গেল ডেনির। প্রচণ্ড মার খেয়েছিল সে, স্বামীর লাশের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল তাকে, প্রথম দর্শনে ডেনি ভেবেছিল মারা গেছে মেয়েটা।

মাথা নাড়ল সে, 'না' নো ওয়ে। ওই ধর্ষণগুলো সাজানো নয়। অন্তত আমি নিজের চোখে যেটি দেখেছি।

একটা ভুরু তুলল ক্লুদ ডিমার্টিন। 'আপনি ঠিক জানেন? অনেক মহিলা খুব রাফ সেক্স পছন্দ করে।'

'ওরকম কেউ পছন্দ করে না,' বলল ডেনি। *ওই মহিলাটি অন্তত নয়। কী যে মিষ্টি আর ভদ্র ছিল সে। যেন এক অ্যাঞ্জেল।*

কাঁধ ঝাঁকাল ডিমার্টিন। 'ভুলে যাবেন না প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শত শত মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন জড়িত। ওরকম বিশাল অঙ্কের টাকা পেতে কেউ কেউ প্রচণ্ড শারীরিক যাতনা সহ্য করতেও রাজি।'

'কিন্তু ওই বিধবাদের কেউই টাকা-পয়সা ভোগ-দখল করে নি। সমস্ত টাকা তারা চ্যারিটিতে দান করে দিয়েছে।'

'লিসা বেরিং ছাড়া।'

'লিসা বেরিং ছাড়া। এখন পর্যন্ত।'

আবার নেমে এলো নৈঃশব্দ। ডিমার্টিনের থিওরি আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত। একজন খুনি। *সে কি লাইল রেনাল্টো?* স্ত্রীদের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা গড়ে তোলা। তারপর ঘরে ঢোকার সুযোগ। তারপর স্বামীদের হত্যা। টাকা-পয়সা স্থানান্তর। অবশ্য এখনও অনেক জিজ্ঞাসা বাকি থেকে যায়। প্রথম প্রশ্ন হলো–

'কেন?'

ডেনি বলল, 'মোটিভ এখনও একটা সমস্যা।'

রিচার্ড স্টুরি হো হো করে হেসে উঠল। সে এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। ডেনি এবং ক্লদ তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল।

'শুধু মোটিভ সমস্যা? সবকিছুতেই সমস্যা। এইমাত্র আপনারা যা বললেন তাতে বিন্দুমাত্র বাস্তব প্রমাণ নেই।'

জার্মান পরিসংখ্যানবিদের কণ্ঠে ব্যঙ্গ। তার ফরাসি কলিগ নিজেকে সংযত করল। 'তা আলবার্ট আইনস্টাইন সাহেব শুনিতো এ ক্রাইম সম্পর্কে আপনার কী বলার আছে।'

কিছু না বলে রিচার্ড স্টুরি তার ছিমছাম সনি ল্যাপটপটা কেস থেকে বের করে টেবিলে রাখল। কাভারে আদর করে হাত বুলাচ্ছে, ডেনির চোখের সামনে ভেসে উঠল *অস্টিন পাওয়ারস* ছবির ব্লেফেল্ডের চেহারা। সে-ও এভাবে তার বেড়ালের গায়ে হাত বুলাত।

'এখানে কিছু প্রারম্ভিক বিশ্লেষণ রয়েছে। ভেরি বেসিক।'

ডেনি ম্যাকগুইয়ার এবং ক্লদ ডিমার্টিন উভয়েই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল ল্যাপটপের পর্দায়। স্ক্রিনে একের পর এক বহুরঙা গ্রাফ উঠছে। লাল রঙ হলো জেকস মার্ডার, নীল হেনলি কেস, সবুজ আনজু হত্যাকাণ্ড এবং উজ্জ্বল বেগুনি রং বেরিং খুন। ওখানে টাইম লাইন রয়েছে, দেখাচ্ছে প্রতিটি বিয়ে এবং স্বামীদের হত্যার মাঝখানের সময়ের দৈর্ঘ্য এবং তারপর স্ত্রীদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার তারিখ। বার গ্রাফ দেখাচ্ছে অপরাধগুলো সংঘটিত হওয়ার মাঝে ভৌগোলিক দূরত্ব এবং প্রতিটি কাপলের বয়সের ফারাক। রিচার্ড স্টুরি প্রচুর হোমওয়ার্ক করেছে। সর্বশেষ স্ক্রিনে ফুটে উঠল হলুদ রঙের আরেকটি গ্রাফ। তবে এ গ্রাফের এখনও কোনো শিরোনাম দেয়া হয় নি।

ডেনি আঙুল তুলে বলল, 'ওগুলো কী?'

'প্রজেকশন। তবে অনুমানমূলক, বুঝতেই পারছেন।' ডিমার্টিনের দিকে সহানুভূতি আর বিদ্রুপের চাউনি নিয়ে তাকাল স্টুরি।

'গাণিতিক সম্ভাবনাসমূহ, নেয়া হয়েছে সীমাবদ্ধ ফ্যাক্টস থেকে। অতীতের ডেটার ভিত্তিতে আমি খুনির একটি প্রোফাইল তৈরি করেছি। হলুদ রেখাগুলো তার আগামী পদক্ষেপগুলো কী হতে পারে তারই পরিসংখ্যান সংক্রান্ত সম্ভাবনার ভবিষ্যদ্বাণী করছে।'

ঢোক গিলল ডেনি। 'তার মানে তুমি তার আগামী খুনের কথা বোঝাতে চাইছ।'

'ঠিক তাই। আমার মনে হয়েছে এই লোকটাকে গ্রেপ্তার করার বিষয়ে কোনো সদস্য

দেশকে আমাদের সাহায্য করতে হলে সবার আগে অনুমান করতে হবে তার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে যাচ্ছে এবং সেজন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। তবে এ কথা ঠিক, কে তার আগামী ভিক্টিম হবে সে ব্যাপারে আমরা নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারব না। তবে আমরা তার বয়স, টাকা-পয়সা কত আছে, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সর্বোপরি বিয়ের দিনক্ষণ কবে হবে সে বিষয়ে প্রেডিক্ট করতে পারব। ফ্যাক্টরের যে অতি প্রাচুর্যতা রয়েছে তা দিয়ে কিলারের অতীতের আচরণের ওপর নির্ভর করে স্ট্যাটিস্টিকলি বলা যেতে পারে ভবিষ্যতে তার ব্যবহার কিরকম হবে।'

হলুদ রেখাগুলোর ওপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডেনি। *উইজার্ড অব ওয* ছবির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। *এভাবে কি আমরা সত্যি তাকে খুঁজে পাব? স্টুরির হলুদ ইটের রাস্তা ধরে? হয়তো ডরোথি আর তার বন্ধুদের মতো শুরু থেকেই সবগুলো জবাব আমাদের কাছে রয়ে গেছে। শুধু জানতাম না কোথায় আমাদেরকে তাকাতে হবে।*

গ্রাফের নিচে অনেকগুলো সংখ্যা লেখা। ডিএনএ এভিডেন্স থেকে সবকিছুর স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যানালাইসিস রয়েছে। কবে ব্যাংকে টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছে, চিলড্রেন চ্যারিটিগুলোর তথ্য, চারজন ভিক্টিমের জন্ম তারিখ ইত্যাদি। অসংখ্য নাম্বার দেখে ডেনির চোখ ধরে গেল।

রিচার্ড স্টুরি তার উপসংহারে চলে এসেছে, 'আমাদের মতে, খুনি কে এবং কেন সে এ কাজগুলো করছে এর ওপর ফোকাস করতে গিয়ে আমাদের সীমিত সময় এবং রিসোর্স বেহুদা নষ্ট করছি। এ প্রশ্নের জবাব পাবার মতো যথেষ্ট তথ্যমূলক প্রমাণাদি আমাদের কাছে নেই। এ ডেটা আমাদেরকে বলছে সে কীভাবে কাজ করে, কখন এবং কোথায় সে হত্যা করে। এখানে দেখুন,' সে এত দ্রুত স্ক্রিনে ফ্ল্যাশ করল যে ঝাপসা একটা রংধনু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না ডেনি। 'সে যে হারে তার অপরাধগুলো সংঘটিত করে চলেছে তার হার দ্রুত বেড়ে চলেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে নয়,' বলল ডেনি। 'জেকস কেস-এর পরে চার বছর কিছুই ঘটে নি। তবে দিদিয়ের আনজুর এক বছর বাদেই বেরিং মার্ডার ঘটল।'

'অঃ আপনি তাহলে ভাবছেন এন্ড্রু জেকসের পরে সে শুধু স্যার পিয়ার্স হেনলিকে হত্যা করেছে?'

ডিমার্টিনের চক্ষু বিস্ফারিত হলো। 'তোমার ধারণা এ দুটি হত্যাকাণ্ডের মাঝখানে আরেকটি খুন হয়েছে? যে খুনের কথা আমরা কিছু জানি না?'

'আমি কিছু ধারণা করি না। ধারণা করা আমার কাজ নয়। তবে স্ট্যাটিস্টিকলি এরকম একটি ঘটনা ঘটেছে।

'হ্যাঁ, সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকায়, ১৯৮৮ কিংবা ১৯৯৯ সালের প্রথম দিকে।'

'জিজ,' শিষ দিল ডেনি। 'বলে যাও।'

'খুনি প্রতি দুই বা তিন বছর অন্তর খুন করে। সে পূর্ব দিক থেকে রওনা হয়, প্রতিটি আঘাত হানার মাঝখানে এবং নিজের পরিচয় বদল করে এবং সম্ভবত চেহারাও। সে

অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দক্ষ ম্যানিপুলেটর। প্রতিটি খুনে তার ভিক্টিম এবং তাদের স্ত্রীদের মধ্যে প্রতি পাঁচ বছরের গড় একটা ব্যবধান রয়েছে।'

'ভিক্টিমদের বয়স কমে যাচ্ছে?'

'না। স্ত্রীরা বুড়িয়ে যাচ্ছে। সে সঙ্গে অবশ্যই আমাদের খুনিও।'

বয়সের ব্যাপারটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো ডেনির কাছে। সে দীর্ঘক্ষণ চুপ থেকে জানতে চাইল, 'তোমার কি মনে হয় স্ত্রীরা মারা গেছে?'

জবাব দিতে একটু ইতস্তত করল স্টুরি। 'হয়তো বা। তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো যৌক্তিক কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'শুধু লিসা বেরিং ছাড়া,' আবার বলল ডিমার্টিন।

শুধু লিসা বেরিং ছাড়া। ডেনি জানে না মিসেস বেরিংয়ের কাছে ঘেঁষতে পেরেছে কিনা ম্যাট ডেলি। জানাটা খুব জরুরি।

সে বলল, 'তোমরা জানো আজরাইলের ওপর আমরা সপ্তাহে মাত্র আট ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে পারব। আমাদের হাতে আরও কাজ আছে। সেগুলোর দিকেও নজর দিতে হবে। কাজেই তোমাদেরকে ওভারলোড দিতে চাই না। রিচার্ড, তুমি যা করছ, করে যাও। এ ইনভেস্টিগেশনের বিষয়ে কোনো তথ্য পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে। আন্ডারস্টুড?'

জার্মানের একটা ভুরু টকাশ করে লাফ দিল কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

'ক্লদ, এখন থেকে তুমি শুধু ফরেনসিকে নজর দেবে। দেখবে লোকাল পুলিশ কোনো সিমেন, ব্লাড কিংবা ফিঙ্গার প্রিন্ট মিস করেছে কিনা।'

'জী, স্যার। তবে যদি কিছু মনে না করেন, আমরা কার ওপর কাজ করছি?

'আমি লস এঞ্জেলেসে কিছু এনকোয়ারি করব,' জবাব দিল ডেনি। 'ওখানে এক লোক আছে তার সঙ্গে আবার কথা বলা দরকার। সে একজন আইনজীবী। নাম লাইল রেনাল্টো।'

চৌত্রিশ

সহকারী পরিচালক ডেনি ম্যাকগুইয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না ইন্সপেক্টর লিউ। মাথিল্ডি নামে ম্যাকগুইয়ারের এক সেক্রেটারি ফোন ধরে জানায় তার বস মিটিংয়ে আছেন, তাদের ফিরতে দেরি হবে।

বারবার একই গান শুনে বিরক্ত হয়ে শেষে লিউ একটি মেসেজ রেখে দিল।

মিসেস বেরিং-এর এক প্রেমিক আছে, যাকে ওরা বর্তমানে মহিলার স্বামী হত্যার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করছে। মিসেস বেরিং নিজেও এখন সন্দেহভাজনের তালিকায়। সে এখন বালিতে, ফটোগ্রাফি প্রমাণ করছে এ লোকটি তার সঙ্গে ওখানেই রয়েছে। সহকারী পরিচালক ম্যাকগুইয়ার কি ইন্টারপোলকে বলে একটি রেসপন্স টিম পাঠাতে পারবেন লিউকে সাহায্য করার জন্য যাতে সে তার লোকজন নিয়ে ভিলায় প্রবেশ করতে পারে এবং প্রয়োজনে সন্দেহভাজনদেরকে গ্রেপ্তারও করতে পারে? ইন্দোনেশীয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সাহায্য করতে গড়িমসি করছে।

ঘড়ি দেখল ইন্সপেক্টর লিউ। হংকং সময় অনুযায়ী বিকেল চারটা বাজে।

সে যদি কাল সকালের মধ্যে ম্যাকগুইয়ারের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পায় তাহলে নিজেই নেমে পড়বে কাজে।

মন-মেজাজ ভালো নেই সেলিন ম্যাকগুইয়ারের।

মেজাজ ভালো নেই কারণ সে তার স্বামীর জন্য কষ্ট করে Boeut bourguigon নামে যে জিনিসটি রান্না করেছে তা দেখতে অতিশয় জঘন্য হয়েছে।

তার মেজাজ খারাপ কারণ সে সুন্দর করে কেশ পরিচর্যা করেছে এবং সবচেয়ে সুন্দর ড্রেসটি পরেছে, বেহুদাই।

তার মন ভালো নেই কারণ ডেনি যেসব অজুহাত তাকে দেখায় সেগুলো সর্ব্বৈব মিথ্যা তবে স্বামীকে সত্য কথা বলতে চ্যালেঞ্জ করার সাহস তার নেই।

অ্যাঞ্জেলা জেকস আবার তাদের জীবনে ফিরে এসেছে।

মাঝে মাঝে সেলিন অ্যাঞ্জেলা জেকসকে একজন রক্ষিতা ভেবেছে। ভেবেছে

ব্যাপারটা সত্যি হাস্যকর যে সে এমন এক মহিলাকে নিয়ে ঈর্ষা করে যার সঙ্গে তার স্বামী কোনোদিন প্রেম করার সুযোগ পায় নি এবং পাবেও না, কারণ মহিলা সম্ভবত মারা গেছে।

কিন্তু এবারে সেলিনের মনে হচ্ছে অ্যাঞ্জেলা তার স্বামীর জীবনে নেশার মতো ফিরে এসেছে। অ্যালকোহল কিংবা কোকেনের নেশার মতো। পাঁচটি সুখী বছর পরে ডেনির স্খলন ঘটেছে। আর এ নেশার কারণে ইতোমধ্যে মিথ্যা কথা বলা শুরু হয়ে গেছে।

'ফ্রেমুক্স আমাকে মিটিংয়ে ডেকেছিলেন।'

'মিথিল্ডি খুব অসুস্থ বলে একাই সবগুলো পেপার ওয়ার্ক করতে হলো।'

'IRT' ডিভিশনের রিভিউ জমা দিতে হবে আগামী মাসে। এজন্য অফিসে অতিরিক্ত সময় দিতে হচ্ছে।'

প্রতিটি গল্প চেক করে দেখেছে সেলিন এবং জেনে গেছে মিথ্যা বলছে তার স্বামী। *মিথ্যা বলতেই যখন হচ্ছে, ডেনি, পুলিশের একজন ডিটেকটিভকে তোমার বিয়ে করা উচিত হয় নি।* ডেনি সেলিনকে তার নতুন ইনভেস্টিগেশন আজরাইল সম্পর্কে একটি কথাও বলে নি। অথচ এ দলের প্রধান সে।

'সরি, দেরি হয়ে গেল,' এক বগলে কাগজের বস্তা, অন্য হাতে ব্রিফকেস ঝুলিয়ে দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছে ডেনি ম্যাকগুইয়ার। 'তুমি বোধ হয় রান্না করো নি, না?'

'তোমার কী মনে হয়?' খেঁকিয়ে উঠল সেলিন, ধোঁয়া ওঠা গরুর মাংসের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

থতমত খেয়ে গেল ডেনি। 'আমি দুঃখিত, হানি। আমাকে তোমার বলা উচিত ছিল।'

'তোমাকে আমার বলা উচিত ছিল? তোমাকে আমার বলা উচিত ছিল?'

লাল সিল্কের একটা ক্রুদ্ধ ঝলক তুলে ঝড়ের বেগে ডেনির পাশ কাটাল সেলিন, দরজার গোঁজে ঝোলানো নিজের কোটটি মুঠো করে ধরল। 'ফাক ইউ, ডেনি। অ্যান্ড ফাক আজরাইল।'

ডেনি কিছু বলার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সেলিন।

আজরাইল। ও তাহলে জেনে ফেলেছে ব্যাপারটা। শিট!

ডেনি ভাবছিল সেলিনকে গিয়ে থামাবে, মানা করবে যেতে কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানে রাগে উন্মাদ সেলিন এখন তার কথা শুনবে না। এখন ওকে কিছু বলা মানে আগুনে ঘি ঢালা। সে বিষণ্ন চিত্তে কিচেন টেবিলে গিয়ে বসল। আজকের দীর্ঘ বিকেলটা গেছে ক্লান্তিকরভাবে, কাজের কাজ কিছুই হয় নি। বেশিরভাগ সময় ব্যয় হয়েছে এল.এতে ফোন করে। লাইল রেনাল্টোর খোঁজ করেছে সম্ভাব্য সব জায়গায়। কিন্তু ১৯৯৭ সালের পর থেকে এ লোককে কেউ দেখে নি কিংবা নামও শোনে নি। সে ওই বছরই দৃশ্যত: তার আইন ব্যবসা ছেড়ে দেয়। এন্ড্রু জেকসের মার্ডারের বারো মাসের মাথায় এবং

অ্যাঞ্জেলা জেকস অদৃশ্য হয়েছে তখন দশ মাস হবে। ওই সময় ডেনিও চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল।

কলিগদের মতে, লাইল সম্ভবত নিউইয়র্কে নতুনভাবে আবার তার ক্যারিয়ার গড়ে তোলে– এ শহরেই তো তার জন্ম কিন্তু ডেনি নিউইয়র্কের পাবলিক রেকর্ড ঘেঁটেও তার কোনো পাত্তা পায় নি। ফোন, ইউটিলিটি বিল, DMV, সোলার সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সব কিছুই শূন্য।

ডেনি হতাশ বোধ করছে। ভাবছিল সেলিনকে আজরাইলের কথা কে বলেছে? অবশ্য এতে কিছুই আসে যায় না। ডেনি নিজেই ওকে বলতে পারত। এখন বলেও লাভ হবে না। সেলিন কিছুতেই ওকে বুঝতে চাইবে না, ওকে ক্ষমা করবে না। *যতদিন পর্যন্ত না আমি দ্রুত এই কেসের সমাধান করতে পারি। যদি না আমি এবারে সফল হতে পারি, ধরতে পারি এই হারামজাদাকে এবং চিরদিনের জন্য এই দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটাতে পারি।*

ব্রি অ্যান্ড জ্যাম্বন বাগুটি আর বরফ শীতল স্যাম অ্যাডামস বিয়ার দিয়ে দ্রুত সাপার সেরে নিল ডেনি। তারপর বসল পাহাড় প্রমাণ কাগজপত্র নিয়ে। রাত দশটার দিকে ভয়েস মেইল চেক করতে বসল। বাজেট নিয়ে তিনটা ইন্টারন্যাল মেমো, বোগাটায় তার দল কাজ করছে তাদের কেস ভালোভাবে এগোচ্ছে, পঞ্চম কলটি এসেছে এল. এ থেকে, তার মায়ের কাছ থেকে। মা জানতে চেয়েছেন গ্রানির নব্বুইতম জন্মদিনের কথা ডেনির মনে আছে কিনা (আসলেই মনে ছিল না)। তবে ষষ্ঠ এবং শেষ মেসেজটি ডেনির গায়ের রোম খাড়া করে দিল।

লিসা বেরিংয়ের একজন প্রেমিক আছে। ডিমার্টিনের থিওরি অকস্মাৎ আর সেকেলে বলে মনে হলো না। লাইল রেনাল্টো কি এত বছর পরে আলাদা নাম এবং পরিচয় নিয়ে উদয় হয়েছে? অবশ্য তার বয়স এখন ৪৭/৪৮ হওয়ার কথা। তবে যে রকম হ্যান্ডসাম দেখতে ছিল লোকটা, এখনও নিঃসঙ্গ, সংসার বীতশ্রদ্ধ নারীদের কাছে তার সমান আকর্ষণ থাকার কথা। এবং এদেরকে সে সহজেই জালে জড়াতে পারে।

ডেনি একবার ভাবল লিউকে ফোন করবে পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তা। কে জানে রেনাল্টো বা যে-ই হোক সে, নিজের এবং লিসার ব্যাগ হয়তো এখন গোছগাছ শুরু করেছে। লিসাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাবে যাতে অন্যদের মতো হত্যা করা যায়? লিউ লোকাল বালিনিজ পুলিশের সাহায্য চেয়েছিল। ডেনি ওকে এখন সে সাহায্যটাই করছে।

ইন্টারপোল সুইচবোর্ডে ফোন করল ডেনি।

'আমি বালিতে অপারেশন করার জন্য ক্লিয়ারেন্স চাই। আমাকে জাকার্তা চীফ অব পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দাও।

ইন্সপেক্টর লিউ তার ব্ল্যাকবেরী চেক করল। এখনও লিওন থেকে কোনো খবর আসে নি।

ইন্টারপোল জাহান্নামে যাক। সে সঙ্গে ইন্দোনেশিয়াও।

এটা আমার ইনভেস্টিগেশন। পারমিশন চাইতে আমার বয়েই গেছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ফোন করে কোনো লাভ হলো না। তাদের ইন্টারপোলের সহযোগিতার দরকার নেই এবং তারা আজরাইল মার্ডার সম্পর্কে কিছুই জানে না।

হংকং পুলিশ ইতোমধ্যে একটা অন্যায় করে ফেলেছে। তারা ইন্দোনেশীয় অঞ্চলে প্রাইভেট সিটিজেনদের হয়রান করছে। ন্যূনতম সৌজন্য না দেখিয়ে ইন্সপেক্টর লিউ ইন্দোনেশীয় পুলিশের সহযোগিতার দাবি করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে, তাদেরকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার জন্য অনুরোধ করছে যদিও ভিলা মিরেজের কেউ কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছে বলে প্রমাণ নেই।

ইন্সপেক্টর লিউ (এবং ইন্টারপোল) তাদের দাবি নিয়ে যতই মাথা খুঁড়ে মরুক না কেন ইন্দোনেশিয়ান পুলিশ এ ব্যাপারে কিছু করতে পারবে না।

হতাশ ডেনি ফিরে গেল তার পর্বত প্রমাণ ফাইলের স্তূপে। তবে কাজে মন বসাতে পারল না। সে কি সেলিনকে ফোন করবে? এখনও বাড়ি ফেরে নি সেলিন। এরকমটা সে আগে কখনও করে নি। ঝগড়াঝাঁটির পরে বাসা থেকে বেরিয়েছে আবার কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরেও এসেছে। পরে দুজনের মধ্যে আবার চিল্লাচিল্লি হয়েছে এবং সেক্স করার পরে শান্ত হয়েছে সেলিন।

কাগজপত্রগুলো একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিতে ফাইল থেকে বেরিয়ে এলো একটি ফ্যাক্স কভারের কাগজ। হংকং-এ লিউর অফিস থেকে এসেছে। ডেনির চোখে আগে এটা পড়ে নি কেন? কভারের পেছনে একটি স্ক্যান করা ফটোগ্রাফি। সাদাকালো ছবি। ঝাপসা। বোঝাই যায় বেশ দূর থেকে তোলা হয়েছে ছবিটি। একজন নারী এবং একজন পুরুষকে ব্যালকনিতে জড়াজড়ি অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ডেনি তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল পুরুষটির দিকে। লাইল রেনাল্টোর সঙ্গে এর কোনো মিল আছে কিনা দেখতে। ছবির কোয়ালিটি খুবই বাজে। তবে যেটুকু বোঝা যায় ছবির মানুষটিকে চেনাচেনা লাগল ডেনির। মাথার গড়ন, যেভাবে লোকটা মিসেস বেরিংয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে রেখেছে, মুখে চওড়া হাসি...

ডেনির পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

ওহ্, মাই গড, না। এ হতে পারে না।

সে কাঁপা হাতে ফোন তুলল।

পঁয়ত্রিশ

সুইমিং পুলের পাশে বসে আছে ম্যাট ডেলি, মিসেস হারকোর্টের তৈরি করা জিন আর টনিকের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে উপভোগ করছে সূর্যাস্ত, এমন সময় বেজে উঠল ওর সেল ফোন। ডেনি ম্যাকগুইয়ারের নাম্বার ভেসে উঠেছে পর্দায়।

ধ্যাত্তেরি, ভাবছে ম্যাট। ম্যাকগুইয়ারের কথা ভেবে অপরাধবোধে দংশিত হলো সে। অপরাধবোধ এ কারণে যে সে এ লোকটির ফোন কলগুলো ধরে নি এবং লিসা সম্পর্কে একটি কথাও তাকে বলে নি। এ নীরবতার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বোধকরি তার নিজের কাছেও নেই। লিসার সঙ্গে কাটানো একান্ত মুহূর্ত এবং সময়গুলো তার কাছে মহামূল্যবান, ভয় হয় একবার বাইরের পৃথিবীর দরজাটি খুলে ফেললে উন্মুক্ত হয়ে যাবে ফ্লাডগেট এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ওর স্বপ্ন।

কিন্তু ম্যাকগুইয়ারের সঙ্গে ওর বিশেষ একটি কারণে কথা বলতেই হবে। কারণ বিকৃতমস্তিষ্ক এক খুনি এখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই ম্যানিয়াকটাকে পাকড়াও করা অত্যাবশ্যক। শুধু লিসা নয়, অন্যদের স্বার্থেও। ডেনির গালাগাল শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে ফোন তুলল ম্যাট।

'ডেনি, হাই, আমি দুঃখিত যে আমি এতদিন ফোন ধরি নি।'

'আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো, ম্যাট,' ডেনির কণ্ঠে রাগের চেয়ে টেনশন বেশি। 'ওখান থেকে কেটে পড়ো। এক্ষুনি।'

'কোত্থেকে কেটে পড়ব?' হেসে উঠল ম্যাট। 'তুমি তো জানোই না আমি কোথায়।'

'তুমি বালি আছ, লিসা বেরিংয়ের ভিলায়।'

ম্যাটের মুখ থেকে মুছে গেল হাসি। *ডেনি ম্যাকগুইয়ার এ কথা জানল কী করে?* 'আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম।'

'কী বলতে যাচ্ছিলে? যে তোমরা দুজন লাভার?' ওই প্রথম রাগ ফুটল ডেনির কণ্ঠে।

'বলতে যাচ্ছিলাম যে আমি এখানে,' আড়ষ্ট গলায় বলল ম্যাট। 'যে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। বলতে যাচ্ছিলাম যে আমরা লাভার নই।' *হ্যাঁ, আমরা তা-ই।*

'আমাকে এসব কথা বলে লাভ নেই,' বলল ডেনি।

'ইন্সপেক্টর লিউকে বলো। তুমি কি জানো ওই চাইনিজটা লিসা বেরিংকে তার স্বামীর খুনের জন্য সন্দেহ করছে?'

অট্টহাস্য করল ম্যাট। 'পাগল কারে কয়! মাইলসের মৃত্যুর সঙ্গে লিসার কোনোই সম্পর্ক নেই। অ্যান্ড দ্যাটস আ ফ্যাক্ট।'

'ইজ ইট? অর ডু ইউ জাস্ট ওয়ান্ট টু মী?'

উষ্ণ রাত তবু শীত শীত লেগে উঠল ম্যাটের।

বলে চলল ডেনি 'ওর লাভার ছিল, ম্যাট। অন্তত একজনের ব্যাপারে পুলিশ নিশ্চিত। বেশিও থাকতে পারে।'

'বুলশিট।'

'ম্যাট, আমার কথা শোনো। মাইলস অফিসে বা বাইরে ব্যস্ত থাকার সময় সে ঘরে লোক নিয়ে আসত।'

'তুমি ভুল বলছ।'

'আরও খারাপ খবর আছে। লিউর ধারণা তুমি লিসার প্রেমিকদের একজন। তার লোকজন ভিলায় তোমাদের ওপর নজর রাখছে। তোমরা কেটে পড়ো নয়তো সাসপেক্ট হিসেবে ধরা খাবে।'

'সাসপেক্ট?' ম্যাটের কথা জড়িয়ে গেল। 'কী যা-তা বলছ। মাইলস বেরিং খুন হওয়ার সময় আমি হংকং-এর ধারেকাছেও ছিলাম না।'

'আমি জানি সে কথা,' বলল ডেনি। 'এজন্যেই তো এসব কথা বলছি যাতে লিউর লোকের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে না যাও।'

'চাইনিজটা আমাদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করছে। আশ্চর্য!' 'মুখ বিকৃত করল ম্যাট।'

এ পর্যায়ে মেজাজ হারাল ডেনি। 'এটা একটা মার্ডার ইনভেস্টিগেশন, জানো তো? তুমি ওখানে ছুটি কাটাতেও যাও নি। নাকি সব ভুলে বসে আছ?

ম্যাট কিছুই ভোলে নি তবে ভুলে যেতে চাইছে। ও যা যা শুনেছে সব ভুলে যেতে চায়, বিশেষ করে লিসা সম্পর্কে ডেনি যা বলল। সে লিসাকে নিয়ে দূরে, অনেক দূরে কোথাও চলে যাবে, ওকে সুরক্ষা দেবে, ওকে ভালোবাসবে এবং কখনও মৃত্যু, বেদনা কিংবা বঞ্চনার কথা ভাবতে দেবে না। ও মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করল।

'তুমি লিসাকে তো চেনো না, তাই না? আমি চিনি। সে কখনোই মাইলসের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে না। ও ওরকম মানুষই নয়।'

দাঁতে দাঁত ঘষল ডেনি। 'কামন, ম্যান...?'

'আর প্রতারণা করলেই বা কী?' ম্যাটের কণ্ঠে বেপরোয়া সুর। 'তাতেই তো আর সে খুনি হয়ে গেল না।'

'না, তা হলো না। তবে তাকে দুষ্কর্মের সহযোগী ভাবা যেতে পারে।'

'কীভাবে, তার নিজের ধর্ষণের?'

'হয়তো তাকে ধর্ষণ করা হয় নি। হয়তো সে নিজেই ধর্ষিতা হতে চেয়েছিল।'

'কথাটা ফিরিয়ে নাও,' শান্ত গলায় বলল ম্যাট।

'আমি দুঃখিত,' ম্যাটের কণ্ঠে রাগের আভাস টের পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল ডেনি। 'আমি ঠিক ভেবে বলিনি কথাটা।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না সে রাতে ঠিক কী ঘটেছিল। কিন্তু লিউ লিসাকে ছাড়বে না। অবশ্য তার যথার্থ কারণও রয়েছে। লিসার একজন বয়ফ্রেন্ড ছিল এখনও আছে, এ কথা আমরা সবাই জানি। লিসাই একমাত্র মানুষ মাইলসের মৃত্যুতে যে আর্থিকভাবে লাভবান হবে। হামলার রাতে সে তার ভৃত্যদেরকে ওপরতলায় যেতে মানা করেছিল। তার স্বামী ছাড়া সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে সিকিউরিটি অ্যালার্ম অকেজো করে দিতে জানত। ও, আরেকটি কথা, সিস্টেমটা সেদিন আগেই বন্ধ করে রাখা হয়। মাইলস বেরিংকে যে-ই হত্যা করুক না কেন, ঘরের ভেতর থেকে সাহায্য পেয়েছিল সে।'

ম্যাট এসব কথা আর শুনতে চায় না। 'লিসাকে গ্রেপ্তার করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ যদি লিউর কাছে থাকতই সে অনেক আগেই কাজটা করত। কিন্তু সে তা করে নি। সে কিছু না পেয়ে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। যেমন আমার বাবার খুনের তদন্তে তুমি কিছু পাও নি।'

ঘুষির মতো লাগল কথাটা। তবে হজম করা ছাড়া উপায় নেই ডেনির। পুরো ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার আগে, সে প্রাণপণে চাইছে বালি থেকে চলে যাক ম্যাট।

ডেনি ম্যাকগুইয়ারের সম্পর্কের কথা কেউ টের পেলে অপারেশন আজরাইল তো বাদ হয়ে যাবেই, ডেনির ক্যারিয়ারও সে সঙ্গে বরবাদ।

'লিওনে আমার অফিসে প্রথম পরিচয়ের দিনে তুমি কী বলেছিলে, মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল ডেনি। 'বলেছিলে এসবের জন্য স্ত্রীরাই দায়ী। তারাই মূল হোতা, মনে পড়ে?'

'কিন্তু লিসা নয়।'

'লিসা নয় কেন?' ডেনি চ্যালেঞ্জ করল ওকে। 'কারণ কি তুমি ওর প্রেমে পড়েছ?'

হ্যাঁ। 'না, অবশ্যই না।'

'তুমি কতদিন ধরে এ মহিলাকে চেন, ম্যাট? এক মাস? দুই মাস? তোমার কি একবারও মনে হয় নি সে তোমাকে ব্যবহার করতে পারে?'

'হুমম্ ভেবে দেখি,' বলল ম্যাট। 'লিসা এক চোখ ধাঁধানো রূপসী কোটিপতি আর আমি এক বেকার যুবক যার বউয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতেই হবে ও আমাকে ব্যবহার করছে।'

হাসল ডেলি। ডেনি রাগে জ্বললেও মশকরা করার অভ্যাসটা ঠিকই ধরে রেখেছে।

'আমি আসলে তোমার ইনফরমেশন ব্যবহার করার কথা বলছিলাম। এ হত্যাকাণ্ডগুলো সম্পর্কে তুমি পুলিশের চেয়ে কোনো অংশে কম জান না। লিসার বয়ফ্রেন্ড

যদি এর পেছনে থাকে...'

'নেই।'

'তুমি কী করে জানো?'

'কারণ ওর কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই! আমার কোনো কথাই কি তোমার কানে যাচ্ছে না?'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ডেনির। 'শোনো, তুমি যদি ওই এলাকা থেকে সরে না পড়, লিউর লোকজন তোমাকে গ্রেপ্তার করবে এবং তোমাকে কোনো পচা চাইনিজ জেলখানায় ঢুকিয়ে দেবে এবং আমি সেখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করে আনতে যাব না।'

'বেশ,' বিরক্তির গলায় বলে ফোন রেখে দিল ম্যাট।

'অ্যাই,' সব ঠিক আছে তো? চেঁচামেচির আওয়াজ যেন শুনলাম।'

লিসা হেঁটে আসছে সুইমিং পুলে। পরনে মিডনাইট ব্লু কিমোনো রোব, কোমরে বেল্ট, দীঘল কেশ ছড়ানো এবং সুন্দরভাবে আঁচড়ানো। বিছানায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ওকে দেখে উদ্ভাসিত হলো ম্যাট। *ও একজন অ্যাঞ্জেল। আমার দেবী। আমি এসব ফালুত কথা শুনিয়ে ওর মন খারাপ করব না।*

'সব ঠিক আছে।' জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ম্যাট। 'এক বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হচ্ছিল।'

'বাড়ি থেকে?'

বাড়ি। এটা কি বাড়ি নয়?

'হুঁ।'

লিসা একটি সুইচ টিপতেই পাথরের ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলে উঠল। অগ্নিশিখা কমলা রঙের আভা ছড়িয়ে দিল ওর ত্বকে। 'তোমার সঙ্গে একটু বসি?'

ম্যাটের মুখের হাসি প্রশস্ত হলো। 'নিশ্চয়।' সে পাশের সিটে থাবড়া মারল। লিসাকে ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। 'কাজ করছিলে?'

'চেষ্টা করছিলাম, লাজুক হাসি লিসার ওষ্ঠে। 'কারও উইলের এক্সিকিউটর হওয়া খুব পরিশ্রমের কাজ। চোখের সামনে নাম্বারগুলো নাচানাচি করছিল। আর মনোযোগ দিতে পারছিলাম না।'

ওরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, নৃত্যরত অগ্নিশিখা দেখছে।

'পজিটানোতে এরকম ফায়ার পিট আছে,' বিড়বিড় করল লিসা। মাইলসের ব্যাপারটা এত ভালো লেগে যায় যে এখানেও সে একই ব্যবস্থা করেছিল।'

ম্যাট কিছু বলল না। মাইলসের ব্যাপারে কথা বলতে চায় না সে, তার এবং লিসার ছুটি কাটানো নিয়ে কিছু শুনতেও আগ্রহী নয়। অন্তত এ মুহূর্তে।

হঠাৎ অস্ফুটে বলে উঠল লিসা। 'আমি আমার জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনাটি নিয়ে ভাবছিলাম। রেপ।'

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো ম্যাটের। এই প্রথম লিসা ওর হামলার ব্যাপারে কথা বলল।

'তুমি কি এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাও? না চাইলে বলবার দরকার নেই।'

বুকের কাছে হাঁটু ভাঁজ করল লিসা, হেলান দিল ম্যাটের গায়ে, এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল কোমর। শারীরিকভাবে ম্যাটের এত কাছাকাছি সে এর আগে কখনও আসে নি, নিজে থেকে নয়। চোখ বুজল ম্যাট, লিসার উষ্ণতার ভেতরে হারিয়ে যেতে চাইছে, ওর গা থেকে জেসমিন ফুলের মিষ্টি সুবাস আসছে। সেন্ট মেখেছে লিসা। র‍্যাকুয়েলের সঙ্গে থাকার সময় ওর কি কখনও এরকম অনুভূতি হয়েছে? কাউকে কাছে পাবার এমন গভীর বাসনা, এমন উত্তেজনা? এরকম অনুভুতি যদি হয়েও থাকে এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না ম্যাটের। এ মুহূর্তে সে আসলে তার স্ত্রীর কথা একদমই ভাবতে চাইছে না।

যখন কথা বলল লিসা গলার স্বর শান্ত তবে দৃঢ় শোনাল।

'আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাই। কথা বলা আমার দরকার। আমি এ বিষয়টি নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

ছত্রিশ

সে রাতে তারপর কী ঘটেছিল সব মনে আছে ম্যাট ডেলির। লিসা তার ধর্ষণের ব্যাপারে হৃদয় খুলে কথা বলেছিল। প্রথমে নার্ভাস ভঙ্গিতে, বারবার থেমে যাচ্ছিল সে, তবে কিছুক্ষণ পরে তার ভয় রূপান্তরিত হয় ক্রোধে। বলে কীভাবে লোকটা তাকে প্রহার করেছিল, তার গলা টিপে ধরেছিল, কুৎসিত ভয়ঙ্কর সব কাজ করতে ওকে বাধ্য করেছিল। মাইলস অসহায়ের মতো সেসব দৃশ্য দেখছিল। লিসা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে দানবটাকে তার শরীরের ওপর থেকে ছুড়ে ফেলে দিতে। সে জানত লোকটা মাইলসকে আঘাত করবে তবু লোকটার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখে লিসার আত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল।

লিসার শব্দগুলো গতি পেল, যেন ব্যথার একটা বরফের বল গড়াতে শুরু করেছে এবং ফুলতে শুরু করেছে আয়তনে তার বর্ণনার সঙ্গে। তারপর দুম– বিস্ফারিত হলো বরফের বলটি, প্রশমিত হলো লিসার ক্রোধ, গাল বেয়ে ঝরতে লাগল অশ্রু।

ম্যাটের বাহুডোরে বাঁধা পড়ে সে কাঁদতে লাগল। 'ওর ওটা করা মোটেই উচিত হয় নি। ও জানত আমি ওকে ওটা করতে দিতে চাই না। আমি ওকে থামতে বলেছিলাম। আমি ওর হাতে-পায়ে ধরেছিলাম। কিন্তু আর কীইবা করার ছিল আমার? আমার কী শক্তি ছিল? আমার কি কোনোদিন কোনো শক্তি ছিল?'

অসংলগ্নভাবে কথা বলছে লিসা, তার শব্দগুলো আবেগে, আংশিক রাগ, আংশিক ক্রোধ আর খানিকটা অপরাধবোধের মিশেল দেয়া। তবে শেষাংশটা ম্যাটকে সবচেয়ে বেশি উদ্বেলিত করল, যদিও জানে ধর্ষণের শিকার নারীদের সবাই কম-বেশি অপরাধবোধে ভোগে, যেন যা ঘটেছে তার জন্য তারাই দায়ী।

অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করল লিসা। ম্যাটও কাঁদল– ওর জন্য, নিজের জন্য, লিসার মতো নিরপরাধ, সুন্দরী একটি মেয়ে যার জীবনে কুৎসিত একটি ঘটনা ঘটেছে এবং যে পৃথিবী এ ঘটনা ঘটতে দিয়েছে সেই হিংস্র পৃথিবীর জন্যও। অশ্রুসজল দীর্ঘ আলিঙ্গনের মাঝে কোথাও ওদের মাঝখানের শেষ বাধাটা খসে গেল, নিরাবেগের শেষ টুকরোটা ছুটে গেল।

ম্যাটের মনে নেই কে কাকে প্রথম বিবস্ত্র করেছিল কিংবা কে প্রথম চুম্বনটি দিয়েছিল। শুধু মনে আছে লিসার কাছে সে নিজের শরীর এবং আত্মা দুটোই সমর্পণ করেছিল, এভাবে কোনো নারীর কাছে আত্মসমর্পণ করে নি ম্যাট। লিসাও নিজেকে

সম্পূর্ণভাবে ম্যাটের হাতে তুলে দিল, তার সমস্ত কামনা-বাসনা সবকিছু। ওদের লাভমেকিংটি হলো অসাধারণ। লিসা পরমাসুন্দরী, মখমলের মতো তার দেহ। ওরা সুইমিংপুলের ডেকের ওপর, নক্ষত্রে ভরা আকাশের নিচে প্রথমে প্রেম করল তারপর নেমে গেল পানিতে। তারপর ম্যাট লিসার সমস্ত গা শিশুর মতো মুছে দিল, ওকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এল বেডরুমে। লিসা আর্তস্বরে ওকে বারবার ওটা করতে বলল, চালিয়ে যেতে অনুনয় করল। আর এ ব্যাপারটাই ছিল সবচেয়ে দারুণ। এতগুলো সপ্তাহ অবিশ্বাস আর অনিশ্চয়তার মাঝে কাটানোর পরে লিসার কামনা এবং খিদে ছিল এক জৌলুসময় সারপ্রাইজ। যেন ম্যাট একটি দরজা খুলে দিয়েছে এবং লিসার শরীরের দখল নিয়েছে অন্য কোনো নারী; প্রচণ্ড যৌনবেদনময়ী, খেয়ালী, উচ্ছল, বাঁধভাঙা এক রমণী।

তীব্র সুখে গোঙাতে লাগল ম্যাট যখন লিসা ওর পুরুষাঙ্গ পুরে নিল মুখে এবং দুই পা ফাঁক করে বসে মিলিত হলো ওর সঙ্গে। একের পর এক রেতপাত ঘটে চলল লিসার। সে নখ বসিয়ে দিল ম্যাটের পিঠে, ওকে তীব্র শক্তিতে টানতে লাগল বুকের ওপর, যেন ম্যাটের গোটা শরীর গ্রাস করছে সে নিজের দেহ দিয়ে। উল্লসিত ম্যাট নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিল লিসার কাছে। লিসা এখন আর আগের সেই রক্ষণশীল, দুশ্চিন্তায় ভোগা মহিলা নয়, প্রচণ্ড কামকাতর এক মাদী জানোয়ারে রূপান্তর ঘটেছে তার।

ওরা একে অন্যের শরীর কত ঘণ্টা ধরে, কতবার আবিষ্কার করেছে হিসাব নেই ম্যাটের। ওরা যখন শেষবার মিলিত হওয়ার পরে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকল, তখন ভোরের প্রথম আলো জানালার শাটার দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। গভীর তৃপ্তি এবং ক্লান্তি নিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানেও না ম্যাট।

কড়া রোদ যেন বর্ষার ফলার মতো আঘাত হানল চোখে। ধড়মড় করে জেগে গেল ম্যাট। লিসাকে চাদর দিয়ে শরীর জড়িয়ে নিয়ে আলোটা আড়াল করতে চোখের সামনে হাত নিয়ে এলো সে। মিসেস হারকোর্ট নিশ্চয় খুলে দিয়েছে জানালা। ঘর ঝাঁট দেবে।

'ক্যারেন, জানালাটা একটু বন্ধ করবে, প্লিজ?' ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলল ম্যাট। 'আমরা... অনেক রাতে ঘুমিয়েছি।'

ইন্দোনেশীয় ভাষায়, কর্কশ কণ্ঠে কথা বলে উঠল একটি পুরুষ কণ্ঠ। ম্যাটের কানে লাগল দুম করে। এ তো হাউজকীপার নয়। চোখ মেলে চাইল সে। ছয় সশস্ত্র পুলিশ উদ্যত বন্দুক হাতে ওদের বিছানা ঘিরে রেখেছে।

'লিসা বেরিং?'

নড়ে উঠল লিসা।

তারপর তাকাল চোখ মেলে। এবং চিৎকার দিল।

'লিসা বেরিং। আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি।'

'চার্জটা কী?' গর্জে উঠল ম্যাট।

চাইনিজ অফিসার তার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর ম্যাটের মুখে বন্দুক দিয়ে জোরে বাড়ি মারল। ম্যাটের দুনিয়া আঁধার হয়ে এলো।

সাঁইত্রিশ

বিপরীত দিকে বসা লোকটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল লিসা বেরিং। ইন্সপেক্টর লিউকে সে সর্বশেষ দেখেছিল কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালে, নিজের রুমে। ওই সময় লোকটাকে ভালোভাবে লক্ষ না করে ভুলই করেছে লিসা। বেঁটেখাটো, একেবারেই সাদামাটা চেহারার লোকটা অবশ্য নজর কাড়ার মতোও না। লিসা পুলিশ প্রটেকশন প্রত্যাখ্যান করেছিল বলে রাগ করেছিল লিউ তবে ওকে একজন রোগিনী, একজন রেপ ভিক্টিম এবং এক প্রভাবশালী ব্যক্তির বিধবা হিসেবে যথেষ্ট সম্মান সে করেছে।

তবে আজ ইন্সপেক্টর লিউকে অন্যরকম লাগছে। আমূল বদলে যাওয়া ভাবভঙ্গি। হংকং সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট-এর সাদা রঙের সাক্ষাৎকার কক্ষে, একটি ফরমিকা টেবিলের পেছনে বসে আছে সে। গোলাকার মুখ, চকচকে কালো চুল, ছোট ছোট ম্যানিকিউর করা হাত এবং আগের মতোই গায়ে সস্তা সুট, গলায় পলিয়েস্টার টাই। তবে তার আচরণ পুরোটাই বদলে গেছে। তার আগের শান্ত, নির্বিকার চেহারা অকস্মাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। মুখখানা প্রাণচঞ্চল, চোখজোড়ায় জ্বলজ্বলে একটা ভাব। ভাবটা কিসের ঠাহর করতে পারছে না লিসা। *উত্তেজনা? নির্দয়তা?* লিউর বডি ল্যাংগুয়েজ খুবই আগ্রাসী, পা-জোড়া ফাঁক করে রেখেছে, টেবিলের ওপর ছড়ানো হাত, বুক এবং মাথা বাগিয়ে রেখেছে সামনে। *ওর ধারণা সবকিছু ওর নিয়ন্ত্রণে আছে এবং ব্যাপারটা সে উপভোগও করছে।*

'আপনাকে আবারও জিজ্ঞেস করছি, মিস বেরিং। আজ সকালে যে লোকটাকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি তার সঙ্গে আপনার কতদিনের প্রেমের সম্পর্ক?'

'আপনার প্রশ্নের জবাব যে আমি দেব না তা আবারও বলছি, ইন্সপেক্টর। তার নাম ম্যাথিউ ডেলি। এবং তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে কী নেই তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর অধিকার নেই।'

লিসা জানে লোকটাকে সে উত্তেজিত করে তুলছে, এরকম পরিস্থিতিতে কাজটা করা ঠিকও হচ্ছে না, কিন্তু নিজেকে সামাল দিতে পারছে না ও। লোকটা বড্ড দুর্বিনীত, অত্যন্ত কর্কশ তার আচরণ। আর ম্যাট সম্পর্কে সব উদ্ভট প্রশ্ন করছে সে।

এরকম একটি পরিস্থিতিতে নিজেকে কীভাবে শান্ত রাখছে ভেবে অবাক লাগছে লিসার। মিরেজ ভিলায় আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখে তার মাথার দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছে ছয়জন লোক। মাইলসের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি এমনভাবে ধেয়ে এসেছিল ওর দিকে, লিসার মনে হয়েছিল ও বুঝি অজ্ঞানই হয়ে যাবে। ম্যাট যদি সঙ্গে না থাকত, ওকে সান্ত্বনা না দিত তাহলে হয়তো চেতনা হারিয়ে ফেলত লিসা। *ডার্লিং ম্যাট।* ও এখন কোথায় কোথায় আছে কে জানে। লিসা প্রার্থনা করল ম্যাটের সঙ্গে যেন দুর্ব্যবহার করা না হয়। ওদেরকে সকালে একরকম তাড়িয়ে নিয়ে বিমানে তোলা হয়, সেখান থেকে একটি স্কোয়াড কারে করে চৌকোনা এই ভবনের বিশ্রী এই ইন্টারভিউ কক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে। ইন্সপেক্টর লিউ তার দিকে বিষের তীর ছোড়ার মতো প্রশ্ন ছুড়ে মারছে।

চোখ বুজল লিসা। কল্পনা করল ম্যাট ডেলি ওকে এখনও জড়িয়ে ধরে রেখেছে, আদর করছে। ও এমন কামুকী হয়ে উঠেছিল যে ভেবে এখন লজ্জাই লাগছে। তবে এর সঙ্গে অন্যান্য অনুভূতিও জড়িয়ে রয়েছে। ভয়। অপরাধবোধ।

তবে ইন্সপেক্টর লিউকে ও ভয় পাচ্ছে না। কারণ জানে ও আর একা নয়। ওর সঙ্গে এখন ম্যাট আছে। ম্যাটই ওকে রক্ষা করবে।

দরজা খুলে গেল।

'লিসা, ডার্লিং। আমি খবর পেয়েই চলে এসেছি।'

ম্যাট ডেলি নয়, এসেছে জন ক্রলি, লিসার আইনজীবী, হংকং-এর শীর্ষস্থানীয় ল ফার্ম ক্রলি অ্যান্ড রোয়ি'র ম্যানেজিং পার্টনার। ক্রলির বয়স মধ্য পঞ্চাশ, লম্বা, তামাটে বর্ণ, সুদর্শন চেহারা, তার অবয়ব থেকে ফুটে বেরুচ্ছে কর্তৃত্ব। তার পরনে মনোগ্রাম করা কাফলিংক এবং দর্জির হাতে তৈরি সুট যার দাম ইন্সপেক্টর লিউর এক বছরের বেতনের সমান। তার গা থেকে ফ্লোরিস আফটার শেভের গন্ধ বেরুচ্ছে ভুরভুর করে। লিসা লক্ষ করল ক্রলির উপস্থিতিতে লিউ কেমন যেন একটু গুটিয়ে গেল।

'জন! তুমি কী করে জানলে আমি এখানে? ওরা আমাকে একটা ফোন পর্যন্ত করতে দেয় নি।'

'জানি আমি,' বলল ক্রলি, অনুমতির তোয়াক্কা না করে বসে পড়ল একটি চেয়ারে। 'এ হলো ইন্সপেক্টর লিউর অসংখ্য প্রটোকলের একটি। সে যাকগে, আমার সঙ্গে তোমার এক বন্ধু যোগাযোগ করেছিলেন, জনৈক মি. ডেলি।'

বড় বড় হয়ে গেল লিসার চোখ। 'ওরা ম্যাটকে এরই মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে?'

'স্বাভাবিকভাবেই। সে তার পাসপোর্ট দেখাতেই পরিষ্কার হয়ে যায় মাইলস মার্ডারের দিন সে এদেশেই ছিল না। খুনের সঙ্গে তার জড়িত থাকার ঘটনা পুরোটাই কল্পনা।' জন ক্রলি তার মহামূল্যবান কার্টিয়ার ঘড়ি দেখল অধৈর্য ভঙ্গিতে, 'ইন্সপেক্টর লিউ, কোন্ অভিযোগে আপনি আমার ক্লায়েন্টকে আটকে রেখেছেন?'

'আটকে রাখার নির্দেশ আছে আমাদের,' লিউ কিছু কাগজপত্র দেখাল। দৃশ্যত

ওগুলো ওয়ারেন্ট, সবই চীনা ভাষায় লেখা। জন এমনভাবে দেখল যেন ওগুলো দিয়ে সে নাকের সর্দি মুছে ফেলে দেবে।

'মিসেস বেরিংয়ের বিরুদ্ধে কোনো চার্জ আনা হয়েছে?'

'এখনও আনা হয় নি। ওনাকে ওখানে নিয়ে আসা হয়েছে কয়েকটি প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য। সে রাতের ঘটনার বিষয়ে মিসেস বেরিং যে বক্তব্য দিয়েছেন তার সঙ্গে তার কর্মচারীদের বক্তব্য মেলে না। দু'পক্ষের বক্তব্যের মধ্যে দারুণ অমিল রয়েছে।'

জন ক্রলি লিসার দিকে ফিরল। 'তোমাকে কখন অ্যারেস্ট করেছে? কটার সময়?'

'আজ সকালে। দশটার দিকে। আমি তখন ঘুমাচ্ছিলাম। ওরা ওই সময় ঘরে ঢুকে পড়ে।'

আবার ঘড়ি দেখল ক্রলি। 'নয় ঘণ্টা আগে। তার মানে ইন্সপেক্টর লিউ তাঁর প্রশ্ন শেষ করার জন্য সর্বোচ্চ অতিরিক্ত তিনঘণ্টা সময় পাচ্ছেন। এর মধ্যে তোমার বিরুদ্ধে কোনো চার্জ আনা না হলে তোমাকে তিনি আটকে রাখতে পারবেন না।'

কটমট করে আইনজীবীর দিকে তাকাল লিউ। তার সন্দেহ হচ্ছে এ ব্যাপারটির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে ইন্টারপোলের ডেনি ম্যাকগুইয়ার জড়িত। লিউর ফোনের জবাব না দিয়ে ম্যাকগুইয়ার নিজের হাতে গোটা ব্যাপারটা তুলে নিয়েছে এবং ইউ.এস. অ্যাম্বাসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। স্থানীয় চাইনিজ পুলিশের সঙ্গে কথা বলার কোনো প্রয়োজনই বোধ করেনি। ইন্টারপোলের ভূমিকা নিরপেক্ষ হওয়ার কথা থাকলেও ম্যাকগুইয়ার, ক্রলি, লিসা বেরিং এবং ম্যাট ডেলি সবাই-ই তো আমেরিকান। আর রসুনের পুটকি এক জায়গায় থাকার মতো আমেরিকানগুলোও একে অন্যের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকে।

'আপনি ঠিকই বলেছেন, মি. ক্রলি, আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। কাজেই আপনি যদি সময় নষ্ট না করেন তাহলে বাধিত হবো। মিসেস বেরিং... ।' লিউ তাকাল লিসার দিকে। 'কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালে আপনি আমাকে বলেছিলেন যে আপনার জানা মতে আপনার স্বামীর কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই যাদের সঙ্গে কিনা আমরা যোগাযোগ করতে পারি। কিন্তু আপনি ঠিকই জানতেন মাইলস বেরিং তাঁর বিবাহের সূত্রে একটি কন্যাসন্তানের জনক ছিলেন। তাঁর নাম এলিস।'

'কথা সত্য। কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে মাইলসের কোনো যোগাযোগ ছিল না, মেয়েটিরও না। ডিভোর্সের পরে মাইলসের সাবেক স্ত্রী ইউরোপ চলে যায়। স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গে তারপর থেকে তাঁর আর কোনোই যোগাযোগ ছিল না।'

'আপনার স্বামী ইচ্ছে করলে তাদের খোঁজ নিতে পারতেন কিংবা তাঁর মৃত্যুর পরে তারা যাতে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা পায় সে ব্যবস্থাও করতে পারতেন। আপনার সঙ্গে পরিচয়ের আগে মি. বেরিং কি এরকম কিছু করেছিলেন?'

'আ...আমি ঠিক জানি না,' বিড়বিড় করল লিসা।

'আপনিই তাঁকে পটিয়ে বিয়ে করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে সমস্ত সম্পত্তি যাতে

আপনার হাতে চলে আসে সে ব্যবস্থাও করেন। ঠিক না, মিসেস বেরিং?'

লিসা কথা বলার জন্য মুখ খুলল কিন্তু তার আগেই নাক গলাল ক্রলি। 'ও আপনাকে আগেই বলেছে বিয়ের আগে মাইলসের উইলে কী লেখা ছিল সে সম্পর্কে ও কিছু জানে না। বিয়ের পরে স্ত্রীর নামে নতুন করে উইল করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'অস্বাভাবিক হলো, মি. ক্রলি, যখন শোকার্ত বিধবারা পুলিশ তাদের স্বামীদের হত্যাকারীকে পাকড়াও করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে জেনেও একের পর এক মিথ্যা বলে যেতে থাকে।' চেঁচিয়ে উঠল লিউ। 'মিসেস বেরিং, স্টেটমেন্টে আপনি শপথ করে বলেছিলেন প্রসপেক্ট রোডের বাড়ির সিকিউরিটি সিস্টেম কীভাবে অকেজো করতে হয় আপনি তা জানেন না। অথচ আপনার কাজের বুয়া জয়েস চ্যান জোর দিয়ে বলেছে মি. বেরিং বহুবার এ বিষয়টি নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন।'

'আমি... ও সিস্টেমগুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছিল। তবে আমি টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো খুব ভালো বুঝি না।'

'যে রাতে আপনার স্বামী নিহত হয় সে রাতে আপনি কেন আপনার বাড়ির ভৃত্যদের ওপরতলায় যেতে মানা করেছিলেন?'

'আমার ঠিক মনে নেই।'

'যাতে আপনি আপনার লাভারকে ঘরে ঢুকতে দিতে পারেন?'

'না!'

'আপনি অস্বীকার করতে পারেন আপনার কোনো লাভার নেই?'

'হ্যাঁ, আমি অস্বীকার করতে পারি। অবশ্যই আমি অস্বীকার করছি।'

জন ক্রলি প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করল, বাধা দিতে চাইল কিন্তু লিউ বারবার একই রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে। বলছে লিসার লাভার আছে এবং সে তাকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছে, তার নাম বারবার শুনতে চাইল ইন্সপেক্টর। লিসার প্রেমিকের সংখ্যা কি এতই বেশি যে তাদের নাম পর্যন্ত মনে রাখতে পারে নি? মাইলসের আগে সে কতজনের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে? এবং বিয়ের পরে? মাইলসের মৃত্যুর পরে সে কতজনের সঙ্গে বিছানায় গেছে যখন কিনা তার শোকাপ্লুত থাকার কথা? নাকি ম্যাথিউ ডেলিই তার একমাত্র প্রেমিক? মি. ডেলিকে সে কীভাবে চেনে?

সে নিশ্চয় ডেলিকে বালিতে আমন্ত্রণ করে এনেছে, কাজেই বোঝা যায় আগে থেকেই এ লোকের সঙ্গে তার পরিচয়?

আটত্রিশ

তিন ঘণ্টা পার হওয়ার পরে ইন্সপেক্টর লিউ ছেড়ে দিল লিসাকে এই শর্তে যে সে দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না এবং লিউর তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। লিসা মানসিক এবং শারীরিক উভয়ভাবেই বিপর্যস্ত। তবে সে লিউর কাছে ম্যাটের অতীত নিয়ে একটি কথাও বলে নি। ম্যাটও একজন ভিক্টিম। সে যদি তার বাবার হত্যাকাণ্ড বা অন্যান্য অপরাধ নিয়ে কথা বলতে চায় সেটা একান্তই তার ব্যাপার।

জন ক্রলি লিসার হাত ধরে ওকে ভবনের বাইরে নিয়ে এলো। বেচারি তখনও কাঁপছে। 'তুমি খুব ভালো বলেছ। চিন্তা করো না। ওরা তোমার বিরুদ্ধে কোনো চার্জ আনতে পারবে না।'

মাথা নাড়ল লিসা। 'লোকটা আমার দিকে এমন ঘৃণা ভরে তাকাচ্ছিল যেন আমার ইচ্ছাতেই এসব ঘটেছে। যেন আমি চেয়েছি মারা যাক মাইলস। আমি কখনো চাই নি এরকম কিছু ঘটুক। হয়তো এরকম ঘটবার কথা ছিল তা-ই ঘটেছে। কিন্তু ঘটনা থামানোর বা বাধা দেয়ার কোনো ক্ষমতা আমার ছিল না।'

জন ক্রলি অদ্ভুত দৃষ্টিতে লিসার দিকে তাকাল। মেয়েটা এভাবে কথা বলছে কেন? কেন বলছে মাইলসের হত্যাকাণ্ড হয়তো ঘটবার কথা ছিল তা-ই ঘটেছে? অবশ্য লিউ ওকে যেভাবে জেরা করেছে তাতে ওর মাথা ঠিক থাকার কথা নয়। লিসার মাথায় হয়তো চক্কর লেগে গেছে তাই এমন উল্টোপাল্টা বকছে।

'তোমার এখন বিশ্রাম নেয়া দরকার। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই?'

শূন্য চোখে আইনজীবীর দিকে তাকাল লিসা। *বাড়ি?* সে আবার কোথায়? জন ক্রলি নিশ্চয় প্রসপেক্ট রোডের বাড়ির কথা বলছে না। 'তুমি বললে ম্যাট ডেলি তোমাকে ফোন করেছিল। ও কোথায় আছে তুমি জানো?'

'এই যে আমি এখানে।'

ম্যাটের মিষ্টি, ক্লান্ত, সুন্দর চেহারাটা ভেসে উঠল ফুটপাতে এশিয়ানদের ভিড়ের মাঝ থেকে। জীবনেও কাউকে দেখে এতটা খুশি হয় নি লিসা। ও ছুটে গিয়ে ম্যাটকে জড়িয়ে ধরল।

'তুমি ঠিক আছ তো?' লিসাকে শক্ত করে চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল ম্যাট। 'ওরা তোমার গায়ে হাত তোলে নি তো?'

'না। আমি ঠিক আছি।' জন ক্রলির সামনেই ম্যাটকে চুমু খেল লিসা নিজের আবেগ গোপন করার ধার না ধেরে। আইনজীবীর বুকে খচ্ করে ঈর্ষার কাঁটা বিধল। মিসেস বেরিংয়ের মতো অপূর্ব সুন্দরী ক্লায়েন্ট তার একটিও নেই। আজ দুপুরে সাদা নাইটের ভূমিকাটি সে বেশ উপভোগ করছিল।

ম্যাট বলল, 'আপনি নিশ্চয়, মি. ক্রলি। এত তাড়াতাড়ি আসার জন্য ধন্যবাদ।'

'ঠিক আছে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ।' ওরা দুজন হাত মেলাল। 'সবকিছুই আজ ভালোয় ভালোয় গেছে। লিউ খবরটা চেপে ধরার চেষ্টা করছে। ওর হাতে যেন কোনো গোলাবারুদ তুলে দেবেন না।' লিসার দিকে ফিরল আইনজীবী। 'তুমি হংকং-এ থাকো। বাইরে যাবে না। আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো। আবার পুলিশ ফোন করলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ো।'

'নিশ্চয়।'

জন ক্রলি একটি ট্যাক্সি ক্যাবে উঠে পড়ল। ম্যাটের চোখ সরু হয়ে এলো। 'লোকটা ল' ইয়ার হলেও খুব হ্যান্ডসাম।'

হেসে উঠল লিসা। দু'হাতে ম্যাটের ঘাড় জড়িয়ে ধরল। ওর ঠোঁটে হালকাভাবে স্পর্শ করল নিজের অধর। 'কেন হিংসা হচ্ছে?'

'সাংঘাতিক।'

আবার চুমু খেল ওরা। লিসার নিজেকে খুব সুখী এবং নিরাপদ লাগছে। তবে ও একটা জিনিস গোপন করে রেখেছে যে গোপনীয়তা শুধু ওর জীবন নয় আরও অনেককেই ধ্বংস করেছে। এ গোপনীয়তার রহস্য শুধু জানে একজন পুরুষ এবং ম্যাট সে রহস্যের কথা কোনোদিনই জানতে পারবে না।

ম্যাট ওর মুখখানা দু'হাতের তেলোয় বন্দী করল।

'তোমাকে কেমন চিন্তিত লাগছে। ইন্সপেক্টর লিউ কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ,' মিথ্যা কথা বলল লিসা। 'সে আমাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করছে।'

'সেটা সে কোনোদিনই পারবে না,' ওকে আশ্বস্ত করার সুরে বলল ম্যাট। 'আমি থাকতে তা কোনোদিনই হতে দেব না। শোনো, লিসা, জানি এটা যথার্থ সময় নয়। জানি গত রাতে যা ঘটেছে তা ছিল অপ্রত্যাশিত, আমাদের দুজনের জন্যেই। কিন্তু তোমাকে আমার কথাটা না বললেই নয়। এরকম অনুভূতি আগে কোনোদিন হয় নি আমার। আমি—'

লিসা ম্যাটের ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল। 'এখানে নয়। লিউ এবং তার লোকজন ওই দরজা দিয়ে যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে।'

ঠিকই বলেছ লিসা। একটি থানার বাইরের ব্যস্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপ্রকাশিত ভালোবাসার কথা প্রকাশ করা যায় না। হাত তুলল ম্যাট। একটা ক্যাব এসে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'পেনিনসুলা।'

লিসার কপালে উঠে গেল ভুরু। হংকং-এর সবচেয়ে দামি হোটেল পেনিনসুলা। অবশ্য এ হোটেলে ওঠার সামর্থ্য ওদের এখন আছে কারণ মাইলসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো খুলে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। লিসা টাকা তুলতে পারবে। কিন্তু ওখানে গেলে তো সবার চোখে পড়ে যাবে।

'এখানে যদি গৃহবন্দী থাকতেই হয় তাহলে সোনার খাঁচায় বন্দী থাকি না কেন?' বলল ম্যাট। 'তোমাকে আমি আরামে রাখতে চাই।'

লিসা বলল, 'তোমার সঙ্গে আমি যেখানেই থাকি না কেন আরামেই থাকব।'

শুধু যদি আমি ওর সঙ্গে চিরকাল থাকতে পারতাম। শুধু যদি ওকে সত্যি কথাটা বলতে পারতাম।

কিন্তু লিসা জানে সেটা সে কোনোদিনই পারবে না।

ওদের সুটটি বেশ প্রশস্ত। ছোট, সুসজ্জিত একটি লিভিং রুম, বিশাল বেডরুম সংযুক্ত দুটি ফুল সাইজ মার্বেল বাথ। বেডরুম থেকে জেটি দেখা যায়। হট শাওয়ার সেরে, রুম সার্ভিসের দিয়ে যাওয়া ক্লাব স্যান্ডউইচ খাওয়ার পরে লিসার শরীর-মন দুটিই ঝরঝরে লাগছে। ইন্সপেক্টর লিউর সঙ্গে কী কথা হয়েছে সব বলল ম্যাটকে।

'সে নতুন কিছু তথ্য পেয়েছে। নিশ্চয় জয়েস চ্যানের সঙ্গে কথা বলেছে।'

'জয়েস চ্যানটা কে?'

'প্রসপেক্ট রোডের বাড়ির কাজের বুয়া সে-ই নিশ্চয় লিউ'র মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে আমি পরকীয়া করছি।'

তাহলে গুজবটা এখান থেকেই ছড়িয়েছে, ভাবছে ম্যাট।

'মহিলা তো খুব খারাপ দেখছি,' বলল ও।

'না, না,' ভীত দেখল লিসাকে। 'না, মিসেস চ্যান খুব ভালো মানুষ। সে কখনও জেনেশুনে আমার ক্ষতি করবে না।'

'তাহলে সে এমন একটা কথা বলতে গেল কেন?'

'কারণ সে ভয় পেয়েছিল,' বলল লিসা। 'এবং কারণ কথাটা সত্যি।'

উনচল্লিশ

'তোমার কাছে আমি অনেক কথা গোপন করেছি।'

কুড়ি মিনিট পরের কথা। দুজনে শুয়ে আছে বিছানায়। নগ্ন।

একে অন্যের বাহুডোরে বন্দী। পরস্পরের কাছে মন খুলে কথা বলার বুঝি এটাই সময়।

'চেয়েছিলাম বলতে। তবে কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছিলাম না।'

'ঠিক আছে,' লিসার চুলে আদর করতে করতে বলল ম্যাট। সেও তো লিসার কাছে অনেক কিছু গোপন করে গেছে। ইন্টারপোল এবং ডেনি ম্যাকগুইয়ারের সঙ্গে যে ম্যাটের যোগাযোগ আছে সে কথা এখনও জানে না লিসা। পুলিশের এক গুপ্ত সংবাদ বাহকের সঙ্গে সে ঘর শেয়ার করেছে, এখন বিছানাটাও হয়ে গেছে দুজনের। এরচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা কী হতে পারে?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে, থেমে থেমে নিজের পরকীয়ার গল্প বলল লিসা। তবে ম্যাকগুইয়ার যা ভেবেছিল লিসার অনেকগুলো প্রেমিক নেই, আছে একজন। ওই লোককে পুলিশের কবল থেকে রক্ষা করতে লিসা তার কথা পুলিশকে বলে নি। তবে লিসা ওই লোককে কখনও ভালোবাসে নি, ওই লোকও লিসাকে নয়, তবে মাইলসের সঙ্গে লিসার বিয়ের একাকীত্বের কিছুটা উপশমে সে সাহায্য করেছিল।

'মাইলসের সঙ্গে আমি যখন ডেট করতাম, আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি। পৃথিবীর সবচেয়ে আবেগপূর্ণ সম্পর্ক ওটা ছিল বলব না আমি– মাইলস বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিল কিন্তু আমরা প্রেম করতাম। কিন্তু বিয়ের পরে সবকিছু কেমন বদলে যায়। মাইলস আমার প্রতি দয়ালু এবং সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু সে তার ভিতের ওপর আমাকে বসিয়ে রাখত যেন আমি অত্যন্ত পবিত্র, আনটাচেবল একটি জিনিস। আমাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হতো খুবই কম।'

এক সেকেন্ডের জন্য মাইলস বেরিংয়ের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পেল ম্যাট। লিসা অবিশ্বাস্যরকম আকর্ষণীয়। তবে একই সঙ্গে সে এতই নিখুঁত এবং ভালো একটি মেয়ে যে তাকে ম্যাডোনার আসনে বসিয়ে রাখতে মন চায়। একে কামনা করার বদলে পূজা করতে ইচ্ছে করে।

'তাহলে ওই লোক আর তোমার মধ্যে শুধু সেক্সের সম্পর্ক ছিল?'

লজ্জা পেল লিসা। মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। তুমি কি আমাকে ঘৃণা করছ?'

ম্যাট ওকে আরও কাছে টেনে নিল, ওর গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বলল, 'তোমাকে আমি কক্ষনো ঘৃণা করি না। তুমি আমার সবকিছু।'

বেদনার্ত গলায় বলল লিসা, 'অমন করে বোলোনাগো তুমি।'

'কেন বলব না? সত্য কথাই তো বলছি। আর আমার মনে হয় না ওই লোককে তোমার প্রটেক্ট করার দরকার আছে।'

'ওকে আমার প্রটেক্ট করতে হবে,' বলল লিসা।

'কেন?'

'কারণ এটা আমার কর্তব্য। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কেউ কখনও কারও পরিচয় প্রকাশ করব না।'

'হুঁ, কিন্তু সেটা তো মাইলসের মার্ডার এবং তুমি রেপড হওয়ার আগের কথা। এসব বিষয় অনেক কিছু বদলে দেয় তুমি বুঝতে পারছ না? লিউ নিশ্চয় সন্দেহ করছে ওই লোক এসবের সঙ্গে জড়িত।'

লিসা শুকনো মুখে ডানে-বামে মাথা নাড়ল। কোনো কিছুই প্রতিজ্ঞাকে বদলাতে পারে না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা সঠিক নয়। ভুল। সে একটা গড়ান দিয়ে বিছানার অন্য পাশে চলে গেল।

'এ লোককে তুমি কতটা চেন?' জিজ্ঞেস করল ম্যাট। তার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ইন্সপেক্টর লিউ এবং ডেনির কথাই যদি সত্যি হয়? স্বামীর হত্যাকাণ্ডে লিসার মদদ ছিল এটা হাস্যকর ব্যাপার, কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু তার প্রেমিকই যদি হত্যাকারী হয়ে থাকে? লোকটা কীভাবে যেন জাদু করে রেখেছে লিসাকে।

দেয়ালের দিকে মুখ রেখে জবাব দিল লিসা। 'মানুষ মানুষকে কতটুকুই বা চেনে? যদি বলি তুমি এবং আমিইবা একে অন্যেকে কতটুকু চিনি?'

'ওর নামটা আমাকে বলো, লিসা।'

'আমি পারব না। দুঃখিত।'

তেতো গলায় মন্তব্য করল ম্যাট। 'তুমি আসলে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না।'

লিসা ওর দিকে ফিরে শুলো, কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো, ওর ভরাট বক্ষজোড়া দুলে উঠল চাদরের নিচে। 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, ম্যাট,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল ও। 'তুমি জানো না এটা আমার জন্য কত বড় একটা ব্যাপার। তোমাকে এটুকুই বলতে পারি আমি তোমার চেয়ে অন্তত সৎ।'

'মানে?'

'কাল রাতের ফোন কল। কার ফোন জিজ্ঞেস করলে তুমি এড়িয়ে গিয়েছিলে। ওটা স্রেফ কোনো বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির ফোন কল ছিল না। ছিল কি? তুমি আমাকে নিয়ে কথা বলছিলে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ম্যাট। 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ তুমি। আমি তোমাকে নিয়েই কথা বলছিলাম।' স্বীকার করতে পেরে ভাল্লাগছে ম্যাটের, স্বস্তি বোধ করছে। সে লিসাকে ডেনি ম্যাকগুইয়ারের কথা বলল, জানাল এন্ড্রু জেকসের মার্ডার নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে ইন্টারপোলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, বলল ডেনিকে খুঁজে পেতে তার সঙ্গে অন্যান্য খুন-খারাবিগুলো নিয়েও কথা বলেছে। অন্যান্য ভিক্টিমের মধ্যে রয়েছে দিদিয়ের আনজু এবং পিয়ার্স হেনলি।

'তুমি তো জানো অন্যান্য বিধবারা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তবে তুমি কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালে সুরক্ষিত ছিলে। আমি এখানে এসেছিলাম কোন তথ্য পেলে তা ম্যাকগুইয়ারকে জানাব।'

লিসার মুখ থেকে রক্ত সরে গেল।

'তুমি এমন কাজ করতে পারলে? তথ্য জানাবে? ওহ মাই গড! এজন্যেই তুমি আমার সঙ্গে শুয়েছ? আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমার কাছ থেকে তথ্য আদায় করতে চেয়েছ?'

'না!' প্রবলভাবে মাথা নাড়ল ম্যাট। 'ওই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে এলেও যে মুহূর্তে তোমার সঙ্গে পরিচয় হলো, সবকিছু কেমন বদলে গেল। আমি ম্যাকগুইয়ারের সঙ্গে একবারও যোগাযোগ করি নি। কসম। গত রাতে আমাকে গালাগাল করার এটা ছিল একটি কারণ। আমি ওর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করছি না বলে।'

লিসা হাঁটুজোড়া ভাঁজ করে বুকের ওপর নিয়ে এলো, চাদর দিয়ে মোড়া শরীর। ম্যাটের কথাগুলো ভাবছে। অবশেষে ওকে জিজ্ঞেস করল, 'আরেকটা কারণ কী? তুমি বললে তোমাকে গালাগাল করার ওটা ছিল একটা কারণ। অন্য কারণটা কী?'

ঢোক গিলল ম্যাট। তীর ছেড়ে দিয়েছে। এখন তো ওকে বলতেই হবে।

'ডেনি লিউ'র সঙ্গে কথা বলেছে। সে বলেছে তুমি মাইলসের সঙ্গে প্রতারণা করেছ। তার ধারণা এ হত্যাকাণ্ডে তোমার যোগাযোগ রয়েছে।'

আঁতকে উঠল লিসা।

'আমি জানি। আমি জানি। ওকে বলেছি সে অন্ধকারে ঢিল ছুড়ছে। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ডেনি চায় আমি যেন তোমাকে ছেড়ে চলে যাই, তোমার ভিলা থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসি। লিউর কাছে আমাদের দুজনের ছবি আছে। সে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে চাইছে। আমার ধারণা ডেনির টেনশনের কারণ আমি যদি গ্রেপ্তার হয়ে যাই তাহলে জানাজানি হয়ে যাবে সে আর আমি একসঙ্গে কাজ করতাম। এ কেসে কোনো অ্যামেচার জড়িত থাকার খবর শুনলে ইন্টারপোল নিশ্চয় খুশি হবে না। ডেনি বোধহয় ঝামেলায় পড়ে গেছে কিংবা কেসটা হয়তো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

'তাহলে তোমাকে ধারণা দেয়া হয়েছে আমি মাইলসের সঙ্গে প্রতারণা করছিলাম,' বলল লিসা। 'এ কথা জানার পরে তোমার প্রতিক্রিয়া কী ছিল?'

'আমি জানতাম না। ম্যাকগুইয়ার আমাকে বলেছে এর সঙ্গে তুমি জড়িত। কিন্তু ওর কথা আমি বিশ্বাস করি নি। আমি যে লিসাকে চিনি তার সঙ্গে এটা যায় না।'

তুমি যে লিসাকে চেনো? কথাটা এমন মর্মস্পর্শী এবং মর্মভেদী শোনাল, লিসা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না।

ম্যাট বলল, 'আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার আগে কী ঘটেছে আমি তার থোরাই কেয়ার করি।'

'কিন্তু তোমার কেয়ার করা উচিত, ম্যাট। অতীত–'

'চলে গেছে। তোমার মতো ডেনিও গতরাতে একই প্রশ্ন করেছিল আমাকে। তোমাকে আমি কতটা চিনি? তুমি আমাকে কতটা চেনো? জবাব কী ছিল জানো?'

'কী?'

'জবাব ছিল আমাদের পরস্পরের যতটুকু চেনা দরকার ততটুকুই আমরা চিনি। আমরা জানি আমরা একে অপরকে ভালোবাসি। সেটাই যথেষ্ট।'

লিসা আদর করে ওর গালে হাত বুলিয়ে দিল। 'তুমি কথাটা আসলে বিশ্বাস করো না, না?'

'অবশ্যই বিশ্বাস করি।'

'কিন্তু কারও অতীত যদি হয় দুঃস্বপ্নের মতো? তোমার কল্পনার চেয়েও যদি সে অতীত নিকৃষ্টতর হয়? যদি সে অতীত ক্ষমার যোগ্য না হয়?'

'সব কিছুই ক্ষমার যোগ্য,' ম্যাট লিসার দিকে হাত বাড়াল।

'আমি তোমার অতীতের প্রেমে পড়ি নি, লিসা। আমি তোমার প্রেমে পড়েছি।'

গতরাতের চেয়েও দীর্ঘতর হলো ওদের এখনকার লাভমেকিং। উন্মাদনা কম থাকলেও তাতে আদর এবং ভালোবাসা জড়িয়ে রইল বেশি। লিসার অনুভূতির বিষয়ে ম্যাটের কোনো সন্দেহ থাকলেও তা দূর হয়ে গেল ওর হাতের স্পর্শে, ত্বকে ওর অধরের ছোঁয়ায়, চুলে ওর চুম্বনের আতিশয্যে এবং মখমলের মতো নরম গলায় ঘুমতাড়ানো সুরে *আমি তোমাকে ভালোবাসি, ম্যাট। তোমাকে ভালোবাসি আমি।*

মিলন শেষে রুম সার্ভিসকে ডেকে দুটো হুইস্কির অর্ডার দিল ম্যাট। রাত একটা বাজে। তবে দুজনের মনেই নানান চিন্তার ঝড়।

ম্যাট আগে নীরবতা ভঙ্গ করল। 'চলো, দুজনে মিলে পালিয়ে যাই।'

হেসে উঠল লিসা। ম্যাটের রসিকতাগুলো সে খুব উপভোগ করে।

'আমি সিরিয়াস। চলো কেটে পড়ি।'

'পারব না গো,' ম্যাটের ঠোঁটে আঙুল রাখল লিসা।

'একশোবার পারব। আমাদের যা ইচ্ছা করবে তা-ই আমরা করতে পারি।'

'শ্‌শ্‌,' ম্যাটের শরীর ঘেঁষে শুলো লিসা। ভারী চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে।

'আমি সিরিয়াস,' বলল ম্যাট।

'আমিও। এখন ঘুমাও।'

চল্লিশ

লিসা ঘুম ভেঙে দেখে ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ম্যাট। সে মিসেস হারকোর্টকে বলে বালি থেকে বেরিংদের ব্যক্তিগত বিমানে করে তার এবং লিসার কম্পিউটার আনিয়ে নিয়েছে। সে সঙ্গে এক সুটকেশ ভর্তি জামাকাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র। রাত না পোহাতেই পেনিনসুলায় হাজির হয় জিনিসগুলো।

লিসা ওকে কাজ করতে দেখছে। ম্যাটের কোমরে শুধু ছোট, সাদা একটি তোয়ালে জড়ানো। ও দেখতে কত সুন্দর বেদনার ছোট্ট একটা শলাকা বিঁধল লিসার বুকে। দুর্দান্ত হ্যান্ডসাম বলা যাবে না তবে ম্যাটের চেহারায় যথেষ্ট সেক্সঅ্যাপিল রয়েছে, আছে উষ্ণতা। এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে কল্পনার ভেলায় ভাসিয়ে দিল লিসা : ম্যাটের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, সুখী এক দম্পতি, বাস করছে হংকং থেকে অনেক দূরে, পৃথিবীর সবার কাছ থেকে বহু দূরে কোথাও। নিরাপদ। মুক্ত। একসঙ্গে।

লিসা ওর দিকে তাকিয়ে আছে টের পেয়ে মুখ তুলে চাইল ম্যাট। হাসল। 'ব্রেকফাস্ট?'

হাসল লিসা। 'শিওর। খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।'

ওরা তাজা ফ্রুট সালাদ এবং গরম কফির সঙ্গে ক্রয়সান্ট অর্ডার দিল, সে ম্যাটের জন্য মচমচে করে ভাজা বেকন। লিসা বিছানায় বসে খেয়ে নিল, ম্যাট সেঁটে রইল পর্দায়।

'কী করছ তুমি?' ক্রয়সান্টের শেষ মধুটুকু চামচে করে চেটেপুটে খেয়ে নিয়ে অবশেষে জানতে চাইল লিসা।

'কাল রাতেই তো বললাম,' জবাব দিল ম্যাট। 'পালাবার পরিকল্পনা করছি।'

'আর গতরাতে তোমাকে আমি বলেছি,' বলল লিসা।

'একসঙ্গে দুজনে মিলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারব না। ইন্সপেক্টর লিউ আমাকে হাজত থেকে ছেড়ে দিয়েছে এই শর্তে যে আমি হংকং ছেড়ে কোথাও যাব না। জন ক্রলি গতরাতে কী বলেছিল মনে আছে? ওর হাতে কোনো গোলাবারুদ তুলে দিও না।'

কম্পিউটার বন্ধ করল ম্যাট। 'জাহান্নামে যাক জন ক্রলি।'

'ম্যাট, কাম অন। আমি সিরিয়াসলি বলছি।'

'জানি, লিসা। চাইনিজ পুলিশ তোমাকে মাইলসের মার্ডারের সঙ্গে ফাঁসাতে চাইছে। তারা ইতোমধ্যে ইন্টারপোলের মাথায় থিওরি ঢুকিয়ে দিয়েছে যে তুমি আর তোমার রহস্যময় বন্ধুটি মিলে পুরো ব্যাপারটি সাজিয়েছ।

লিউ তোমার বিরুদ্ধে চার্জ আনেনি তার মানে এ নয় যে আর চার্জ আনবে না।'

'কিন্তু ওর হাতে তো কোনো প্রমাণ নেই।'

'অবশ্যই প্রমাণ আছে। প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ নেই বটে তবে স্বল্প প্রমাণের ওপরেই কনভিকশন দাঁড় করানো হয়েছে। তুমি যদি ওই লোকের নাম না বলো–'

'ও নিয়ে আমরা আর কথা বলব না বলেছিলাম,' ক্ষুব্ধ শোনাল লিসার কণ্ঠ।

'জানি। আমি তোমার মত বদলাবার চেষ্টাও করছি না। আমি বলতে চাইছি ওরা ওকে ধরতে পারছে না বটে কিন্তু তুমি ওদের হাতের মুঠোয় রয়েছ। লিউ তোমাকে সহজে ছেড়ে দেবে ভেবেছ?'

ইতস্তত করছে লিসা। ম্যাট ডেলির সঙ্গে পালিয়ে যেতে তার যে ইচ্ছা করছে না তা-ও নয়। এ পলায়ন হবে স্বপ্নের মতো দারুণ। কিন্তু পালানো সম্ভব হবে না। হবে কি?

'আমরা এখানে থাকা মানে সহজ শিকারে পরিণত হওয়া,' বলল ম্যাট। 'কিলার কিংবা লিউ দুজনেরই সহজ টার্গেটে পরিণত হচ্ছি আমরা। তুমি কি তাই চাও?'

না, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এটা চাই না। কিন্তু আমার চাওয়া-পাওয়ার ওপর নির্ভর করে তো আর জীবন চলবে না। আমার নিয়তিতে যা আছে তাই ঘটবে। আমার কর্তব্য আমাকে পালন করতে হবে।

'আমি পালিয়ে গেলে সবাই আমাকে দোষী ভাববে।'

'তোমাকে এখনই সবাই দোষী ভাবছে, অ্যাঞ্জেল। এটাই হলো সমস্যা। ট্যাবলয়েডগুলো তোমাকে ঘৃণা করে।'

'থ্যাংকস এ লট!' হালকা সুরে কথাটা বলতে চাইলেও হাসিটা লিসার গলায় আটকে গেল। ম্যাট বিছানার কাছে গিয়ে ওকে চুমু খেল।

'যেটা বাস্তব তাই বললাম তোমাকে।'

'বুঝতে পারছি।' লিসা একপাশে সরিয়ে রাখল নাশতার ট্রে। খিদেটা মরে গেছে। 'তো আমরা কী করব? তোমার এস্কেপ প্ল্যানের কথাই ধরি। আমরা কোথায় যাব?'

ডেস্ক থেকে ল্যাপটপ নিয়ে বিছানায় চলে এলো ম্যাট, খুলে বসল ওয়ার্ল্ড ম্যাপ।

'তুমিই বলো।'

ম্যাট এমন কোথাও যেতে চায় যেখানে লিসার সুখকর সব স্মৃতি মিশে আছে। তবে আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে ম্যাটের মনে পড়েছে মাইলসের সঙ্গে পরিচয়ের আগে লিসার জীবন সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। শুধু এটুকু জানে লিসা আমেরিকান, বড় হয়েছে নিউইয়র্কে। তার বাবা-মা নেই, নেই কোনো পরিবার শুধু একটি বোন ছাড়া যার সঙ্গে তার কোনোই যোগাযোগ নেই। লিসা অনেক দেশ ঘুরেছে। লিসার কথা শুনে

মনে হয় সে ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকায় গিয়েছে। এশিয়ায় চাকরি করেছে। ওখানেহ মাইলসের সঙ্গে তার পরিচয়। ব্যস তাই-ই। অন্য কোথাও যদি লিসার শিকড় থেকেও থাকে জানে না ম্যাট।

'তুমি কোথায় গেলে সুখী হবে?'

কোথায় গেলে আমি সুখী হবো? আমি অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গায় গিয়েছি। রোম, প্যারিস, লন্ডন, নিউইয়র্ক। আমি মালিবু বীচে সূর্যস্নান করেছি, ইটালিয়ান রিভিয়েরায় ভূমধ্যবাসগরের জলে গা ভিজিয়েছি। কিন্তু আমি কি সত্যি কোথাও সুখী হতে পেরেছি?

'যে কোনো জায়গা... আমেরিকার বাইরে অবশ্যই। ওখানে ফিরে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

লিসা তাকিয়ে রইল মানচিত্রের দিকে। ফাঁকা হয়ে গেছে মন। হঠাৎ জবাবটা পেয়ে গেল সে। আদর করে স্ক্রিনে আঙুল ছোঁয়াল লিসা।

'মরক্কো। আমি মরক্কো যেতে চাই।'

ক্লদ ডি মার্টিন পাঁচ ঘন্টা যাত্রা শেষে Aixen Pro- এ এসে পৌঁছাল। প্রাচীন নগরীতে একটি সাদামাটা হালকা ইনডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের সামনে এসে দাঁড়াল সে।

অটোরুট এবং রেলওয়ে লাইনের মাঝখানে, Laboratoire chaumures একটি ফরেনসিক ফ্যাসিলিটি, এটি দক্ষিণ ফ্রান্সের সকল পুলিশ ফোর্স ব্যবহার করে। দিন দুই আগে, তাদের একজন সিনিয়র টেকনিশিয়ান ডেনি ম্যাকগুইয়ারকে ফোন করে নিশ্চিত করে ল্যাব গত বছরের আনজু মার্ডার এবং রেপ কেসের DNA স্যাম্পল বিশ্লেষণ করেছে।

'কিন্তু পুলিশ কেস নোটসে এরকম কোন ফলাফলের কথা লিপিবদ্ধ নেই,' বলেছে ডেনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে টেকনিশিয়ান। 'তা নেই বটে। ওটা ছিল টিপিক্যাল। কোন ট্রায়ালে মালপানি পাবার সম্ভাবনা না থাকলে সে মামলার প্রমাণাদি সংরক্ষণের ব্যাপারে ট্রোপেজিয়ান পুলিশ খুব একটা উৎসাহ দেখায় না।

ছত্রিশ ঘণ্টা পরে ক্লদ ডি মার্টিন টেকনিশিয়ানটির সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলেছে। লোকটির নাম আলবার্ট ডুমাস। ৫২/৫৩ বছর বয়স, লম্বা, রোগা, চেহারার কোন নমনীয়তা নেই, পরনের সাদা ল্যাব কোটটি এমন মাড় দেয়া, ওর ধার দিয়ে কাগজ কাটা যাবে। ইঁদুর সদৃশ নাকের ডগায় একজোড়া গোল তারের চশমা ঝুলছে। তাকে দেখলেই বোঝা যায় এ এক ফরেনসিক উন্মাদ। দু'জন দু'জনকে প্রথম দেখাতেই সহজে গ্রহণ করল।

'ভেতরে আসুন, ডিটেকটিভ,' ক্লদ মার্টিনের হাতখানা সোৎসাহে ঝাঁকিয়ে দিল ডুমাস। 'আমরা যা পেয়েছি দেখলে আপনি নিশ্চয় উত্তেজনা বোধ করবেন।'

ল্যাবের ভেতরে প্রচুর খোলা জায়গা, গোটা ব্যাসার্ধ জুড়ে অনেকগুলো কাচের কিউবিকল। এর মধ্যে কিছু রয়েছে অফিস, কিছু মিটিংরুম, ওগুলো সাদা বোর্ড, বেঞ্চি

এবং লেজার পয়েন্টার দ্বারা সুসজ্জিত। সেসঙ্গে পেছনের দেয়ালে রয়েছে সারসার মাইক্রোস্কোপ। ক্লদ ডি মার্টিনকে পথ দেখিয়ে একটি অফিসে নিয়ে এল আলবার্ট ডুমাস। ওখানে ডেস্কের ওপরের একটি কম্পিউটারের পাশে বেশ কিছু প্রিন্ট আউট স্তূপ করে রাখা।

'লোকাল পুলিশ তাহলে এসব তথ্যের কোন রেকর্ড রাখে নি?' জিজ্ঞেস করল ক্লদ।

'আপনার বস আমাকে তাই বললেন। তবে এতে আমি বিস্মিত হইনি।'

'কিন্তু আপনারা আপনাদের মতো করে রেকর্ড রাখেন?'

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুর ডুমাসের কণ্ঠে।' অবশ্যই। আমাদের কাছে আছে সীমেন অ্যানালাইসিস, হেয়ার অ্যানালাইসিস, ব্লাডওয়ার্ক, ফিঙ্গারপ্রিন্ট। সবই এখানে আছে। আপনারা অন্যান্য কেসের যে ডাটা পাঠিয়েছেন তার একটা তুলনা আমরা তৈরি করেছি।'

'এবং...?'

'দুসংবাদ হলো যে ব্লাডওয়ার্কটা আপনারা পাঠিয়েছেন তা কোন কাজে লাগেনি।'

ভুরু কোঁচকাল ক্লদ। *এটি শুনলে আমি উত্তেজিত বোধ করব?*

'হেনলি স্যাম্পল যেভাবেই হোক স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ল্যাবে কন্টামিনেটেড হয়েছে।'

'আর জেকস রেজাল্ট?'

প্রিন্ট আউটের তাড়া হাতড়াল ডুমাস। 'লস এঞ্জেলেসে ক্রাইম সিনের ভিক্টিমদের ব্লাড ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি। আনজু কেসের ক্ষেত্রেও একই কথা।'

'তাহলে আমরা কিছুই পাইনি?'

'ঠিক তা নয়। হংকং-এর রিপোর্টে একটু আশার বাণী রয়েছে। বেরিংদের বাড়ি থেকে ওখানে তিনটা আলাদা স্যাম্পল নেয়া হয়েছে। তবে ওই রক্তের স্যাম্পলের সঙ্গে ভিক্টিমদের 'ও' টাইপের ব্লাড মেলে না।'

'বুঝলাম,' নিরানন্দ গলায় বলল ক্লদ ডি মার্টিন। 'এখন সুসংবাদটা কি?'

মুখ উজ্বল হয়ে উঠল ডুমাসের। 'প্রথমে আমি ভেবেছিলাম কোন সুসংবাদই নেই। বেশিরভাগ ফিঙ্গারপ্রিন্ট কমপ্রোমাইজড। কাজেই পরিষ্কার কোন ম্যাচ নেই, সিমেন রেকর্ডটাও কনফ্লিক্টেড।'

'কীভাবে কনফ্লিক্টেড?'

'ঘটনার রাতে মিসেস হ্যানলি এবং মিসেস জেকস উভয়েই তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে যৌন মিলন করেছিলেন এবং বেরিং রেপের ঘটনায় বীর্যস্খলনের কোন ঘটনা ঘটেনি। সেক্ষেত্রে আমাদের সামনে একটি মাত্র ডিসেন্ট সিমেন স্যাম্পল থেকে যায়, ইরিনা আনজু। আপনি যখন এখানে রওনা হয়েছেন, আমি তখন সকালে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ম্যাকগুইয়ারের অফিসে ডাটাগুলো পাঠিয়ে দিই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইন্টারপোলের কোন সেক্স অফেন্ডারের সঙ্গে এই স্যাম্পল ম্যাচ করেনি।'

ডি মার্টিন 'কিন্তু' শব্দটির জন্য অপেক্ষা করল। *প্লিজ বলুন এখানে একটা কিন্তু আছে।*

'কিন্তু,' ওকে অনুগ্রহ করতেই যেন শব্দটি উচ্চারণ করল আলবার্ট ডুমাস। 'আমি কয়েক ঘণ্টা আগে অন্য ফিজিক্যাল এভিডেন্স নিয়ে চিন্তা করছিলাম। হংকং ক্রাইম সিন থেকে প্রচুর হেয়ার স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়েছিল। অন্য কোথাও এগুলো পাওয়া যায়নি। শুধু বেরিং হাউজ।'

ক্লদ মার্টিন মন্তব্য করল, 'চাইনিজটা ওইসময় ওই চুল নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে কিন্তু কোন সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি। আর ওদের ফরেনসিক ফ্যাসিলিটি পৃথিবী সেরা।'

'ঠিক। কিন্তু আনজু এভিডেন্স কোন পুলিশ ডাটাবেসে কখনও ছিল না। ওরা শুধু ওদের ডাটায় যা আছে তা নিয়ে গবেষণা করেছে, আমাদের ডাটায় কখনও প্রবেশ করেনি।'

শরীর শিরশিরিয়ে উঠল ক্লদের। ফরেনসিক রিপোর্ট কখনও মিথ্যা কথা বলে না।

মুচকি হাসল আলবার্ট ডুমাস। 'আপনাকে আমি এখন একশোভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি মি. বেরিংয়ের বেডরুমে যে চুলগুলো পাওয়া গেছে– ইন্সপেক্টর লিউ'র এভিডেন্স লগে যার আইটেম নাম্বার ০০২৯০৭৬–ওটা মিসেস আনজুর সিমেনের DNA-এর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।' সে ক্লদ ডি মার্টিনকে এ সংক্রান্ত একখণ্ড কাগজ তুলে দিল।

'এ তাহলে একই লোক,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে ফিসফিস করল ক্লদ। 'একই খুনী।'

কপালে ভাঁজ ফেলল আলবার্ট ডুমাস। 'সে আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন, ডিটেকটিভ। আমি কোন অনুমান করতে পারছি না।'

'কিন্তু রেজাল্ট বলছে...'

'যে লোক ২০০৫ সালের ১৬ মে ইরিনা আনজুকে শুক্র দ্বারা নিষিক্ত করেছিলেন, সেই একই লোকের চুল পাওয়া গেছে মাইলস বেরিংয়ের বেডরুমে। এটি বৈজ্ঞানিকভাবে একটি অকাট্য যুক্তি। আর এর বাইরে যা আছে তা স্রেফ অনুমান মাত্র।'

ক্লদ ডিমার্টিন ছুটতে ছুটতে চলে এল তার গাড়িতে।

'আমাকে ডেনি ম্যাকগুইয়ারের অফিসে কন্ট্যাক্ট করে দাও। বলো ক্লদ ডিমার্টিন বলছি। আমার কাছে কিছু খবর আছে।'

একচল্লিশ

'এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি অখুশি ম্যাকগুইয়ার। খুবই অসন্তুষ্ট।'

খুবই অখুশি দেখাচ্ছে অনরি ফ্রেমুক্সকে। অবশ্য তিনি সবসময়ই বেজার মুখ করে থাকেন।

'বুঝতে পারছি, স্যার।'

'আমরা এখানে আছি অ্যাসিস্ট এবং ফেসিলিটেট করতে। আমরা সহযোগিতা করব এবং কাজটিকে সহজতর করে তুলব। এ শব্দের অর্থ দুটি কি তোমার কাছে বোধগম্য হচ্ছে?'

'হচ্ছে, স্যার।'

'ওহ্, তাই নাকি? তাহলে কেন হংকং-এর পুলিশ চিফ আমাকে ফোন করে ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন আজরাইল টিমটি বাধাদায়ক, কঠিন এবং নিষ্ফল একটি দল? এবং...' কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে তিনি বাক্য শেষ করলেন– 'ইন্সপেক্টর লিউ তোমাকে ফোন করেও পায় না।'

'উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট, স্যার, লিউ আমাকে ইন্দোনেশীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার বিষয়ে সহযোগিতা চেয়েছিল। আমি সে মতো ব্যবস্থা করেছিলাম এমন সময় সে গোটা ব্যাপার নিজের হাতে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং দুজন নিরাপরাধ আমেরিকানকে গ্রেপ্তার করে। তার এই অ্যাকশনের বৈধতা ছিল রীতিমত সন্দেহজনক।'

'হংকং চাইনিজ পুলিশ কীভাবে তাদের কাজ করছে তার বিচার করতে আমি বসি নি!' খেঁকিয়ে উঠলেন ফ্রেমুক্স। 'আমার কাজ হলো এটা দেখা যে ইন্টারপোল আমাদের কাজ ঠিকঠাক করছে কিনা। এসব প্রটেকশনের পেছনে কারণ আছে তুমি নিজেও তা জানো।'

অনরি ফ্রেমুক্সের মেজাজ খারাপ হওয়ার কারণ ডেনি জানে। এখন পর্যন্ত আজরাইল টাস্ক ফোর্স তেমন কোনো অগ্রগতি দেখাতে পারেনি শুধু রিচার্ড স্টুরির দুর্দান্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ ছাড়া। আজরাইল প্রচুর সময় এবং রিসোর্স ব্যবহার করছে, ফ্রেমুক্স এজন্য আটঘণ্টা সময় বেঁধে দিলেও বাস্তবে তা মান্য হচ্ছে না। মূলত ডেনিই বেশি সময়

ব্যয় করছে যদিও সে ব্রুদ ডিমার্টিনে Air-en-Provenle-এ পাঠিয়েছে দিদিয়ের আনজুর মার্ডারের ডিএনএ এভিডেন্স কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্য।

ভাগ্যিস, ফ্রেমুক্স এ বিষয়টি এখনও জানেন না কিংবা হংকং ঘটনার সঙ্গে ম্যাট ডেলির জড়িত থাকার ব্যাপারটি সম্পর্কেও তিনি অবগত নন। জানলে ডেলির খবর আছে।

'তোমাকে এক মাস সময় দিলাম, ম্যাকগুইয়ার,' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন অনরি ফ্রেমুক্স। 'আশা করি এর মধ্যে কোনো সদস্য দেশ থেকে তোমার অ্যাটিটিউড নিয়ে কোনো নালিশ আমার কাছে আর আসবে না।'

'আসবে না, স্যার। গ্যারান্টি দিলাম।'

'এই সময়ের মধ্যে বিশেষ কোনো অগ্রগতি যদি আমি দেখতে না পাই– বিশেষ বলতে বোঝাচ্ছি এ কেসের পেছনে যে পরিমাণ অর্থ আমরা ব্যয় করেছি তা যদি জাস্টিফাই না হয়– আজরাইলের এখানেই সমাপ্তি।'

মনমরা হয়ে নিজের অফিসে ফিরে এলো ডেনি। সেলিন ওর সঙ্গে কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। ওর নিজের IRT বিভাগ, যারা সবসময় ওর প্রতি খুবই বিশ্বস্ত এবং অনুগত ছিল, আজরাইলের পেছনে ডেনি বেশি সময় দিচ্ছে বলে তারাও এখন অসন্তুষ্ট। তাদের মতে, ডেনি অনর্থক বুনো হাঁসের পেছনে ছুটছে। শুরু করার সময় ডেনি ভেবেছিল ম্যাট ডেলিকে সে পার্টনার হিসেবে পাবে, সবরকম সহযোগিতা করবে। কিন্তু এখন ম্যাটও তাকে ত্যাগ করেছে। সে এখন সুন্দরী মিসেস বেরিংয়ের প্রেমে দিওয়ানা। নিজেকে ভীষণ একা লাগছে ডেনির।

সে লাইল রেনাল্টোর খোঁজ পাবার চেষ্টা করেছে। তার বারবারই মনে হয়েছে অ্যাঞ্জেলা জেকসের এই আইনজীবীটি ধাঁধার সমাধানের অন্যতম চাবিকাঠি। কিন্তু আজরাইল কেসের সঙ্গে জড়িত সবগুলো দেশ, আমেরিকার প্রধান প্রধান শহরগুলোতে খোঁজ নিয়েও এ লোক সম্পর্কে কিছু জানতে পারে নি ডেনি। এন্ড্রু জেকস খুন হওয়ার এক বছর আগে লাইল রেনাল্টো লস এঞ্জেলেসে ট্যাক্স রিপোর্ট ফাইল করেছিল। তার আগে তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। আর খুন হওয়ার পরে সে এমনভাবে হাওয়া হয়ে গেছে যেন কোনোকালেই তার অস্তিত্ব ছিল না।

খুনের রাতে অ্যাঞ্জেলা জেকসের বলা কথাগুলো এখনও মনে পড়ে ডেনির। *'আমার কোনো জীবন নেই।'* লাইল রেনাল্টোরও কোনো জীবন ছিল না। অফিশিয়ালি অ্যাঞ্জেলা কিংবা লাইল কারোরই কোনো অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ নেই। ডেনি অন্যান্য ভিক্টিমদের বিধবাদের ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁটিয়ে দেখেছে। ট্রেসি হেনলি এবং ইরিনা আনজু। দুটি কেসেই একই ঘটনা। এদের ম্যারেজ সার্টিফিকেট থাকলেও কোনো বার্থ সার্টিফিকেট মেলে নি এই নিখোঁজ নারীদের সন্ধানে তাদের কোনো আত্মীয় পরিজন এগিয়ে আসেনি, এমনকী অফিশিয়ালি তাদেরকে 'মিসিং' বলেও অভিহিত করা হয় নি। ভয়ঙ্কর ওই ঘটনাগুলোর আগে এবং পরে সত্যি যেন তাদের 'কোনো জীবন ছিল না।'

'আরে, আপনি এসেছেন। সারা সকাল ধরে আপনাকে খুঁজে মরছি,' দরজা খুলে অফিসে ঢুকতেই ডেনির সেক্রেটারি মাথিল্ডা কলকল করে উঠল। 'ক্লদ ডিমার্টিন ফোন করেছিল। বলেছে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। আপনি আসামাত্র যেন তাকে ফোন করেন।'

পেনিনসুলায় তড়িৎ গতিতে সবকিছু এগিয়ে চলছে। প্রতিদিন সকালে, প্রায় প্রতি ঘণ্টায় লিসা বেরিং একই কথা ভেবে চলেছে। *এটা আমাকে থামাতে হবে। আমরা স্রেফ এভাবে পালিয়ে যেতে পারি না।* কিন্তু ম্যাথিউর উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস এবং উত্তেজনা এত প্রবল যে লিসা কিছুই বলতে পারে না, তার মনে হয় কাজটা করা সম্ভব। ম্যাটের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে ও বাঁচতে পারবে। ওর নিয়তিই হলো পলায়ন।

ম্যাটের সকাল কাটে কম্পিউটার স্কাইপিতে কথোপকথনে। বিমান ভ্রমণ ঝুঁকিপূর্ণ বলে সে শুধু ট্রেন আর জাহাজের রুট ব্যবহার করতে চাইছে। বুকিং করবে নকল নামে, লিসার আলফা অফশোর অ্যাকাউন্ট থেকে ডিজিক্যাশের মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করবে। ম্যাটের বিশ্বাস মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ দিলে নকল ছবির আইডি জোগাড় করতেও বেগ পেতে হবে না। প্ল্যান হলো ম্যাট ভোরবেলায় কেটে পড়বে। ক্যাপ্টেন লিউর লোকজন ওদের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে অনুমান করেই এরকম পরিকল্পনা ম্যাটের। লিউ'র লোক ম্যাটকে হোটেল থেকে বেরুতে দেখে পিছু নেবে। সে ওদেরকে এক পর্যায়ে খসিয়ে দিয়ে চলে যাবে জাহাজঘাটায়। আর লিসা এই ফাঁকে, সকাল ছয়টার দিকে পেনিনসুলার মেইডদের হাঁটু পর্যন্ত লম্বা নীল ইউনিফর্ম পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়বে। আশা করা যায় কারও চোখে সে পড়বে না।

লিসা হোটেল থেকে কেটে পড়ার পর ওদের পরবর্তী কাজ হবে একটি ফিশিং বোটে উঠে মেইনল্যান্ডে চলে যাওয়া। ওখানে মি. ওভ নামের জনৈক ফিসারম্যান ওদেরকে দক্ষিণ চীন সাগর এবং সুন্দা স্ট্রেইট হয়ে কেপ টাউনে পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছে। ওখান থেকে ওরা ট্রেনে চড়ে রওনা হবে উত্তরের উদ্দেশ্যে। ক্যাসাব্লাঙ্কা পৌঁছাতে কমপক্ষে এক মাস সময় লাগবে।

'সিম্পল,' মন্তব্য করল ম্যাট। হেসে উঠল লিসা। কারণ ওর কাছে এ ভ্রমণটি মোটেই সহজ-সরল মনে হয় নি। এর পদে পদে রয়েছে বিপদের হাতছানি। কিন্তু ম্যাটের দৃঢ় বিশ্বাস তাদের পরিকল্পনা মাফিকই সবকিছু এগোবে, কোথাও কোনো ছন্দপতন ঘটবে না।•

ওরা যে দিন রওনা হবে, তার আগের রাতে ফ্রন্ট ডেস্কে টাকা ভর্তি একটি খাম দিল ম্যাট। সে কাউকে ঠকিয়ে যেতে রাজি নয়। ওপরতলায় নিজেদের সুইটে সে এবং লিসা মিলে হুইস্কি পান করে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ঘুমাতে গেল। রাত দুটোর অ্যালার্ম দিয়ে রাখল।

প্ল্যান মাফিক কাজ করতে হলে রাত তিনটার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে ম্যাটকে।

ঝিমঝিম ভাব নিয়ে বালিশে মাথা ঠেকাল ম্যাট ডেলি। ভাবছিল *আমরা একবার মরক্কো পৌঁছাতে পারলেই হলো দুজনে মিলে নতুন জীবন শুরু করব। নতুন চাকরি, নতুন জীবন, নতুন পরিচয়।*

তবে বোন ক্লেয়ার এবং মায়ের কথা ভেবে খারাপ লাগছিল ম্যাটের। ওর ডিভোর্স অ্যাটর্নি প্রতিদিন মেসেজ পাঠাচ্ছে। ইমেইলের লেখা এবং অ্যাটর্নির ভয়েস মেইলের কণ্ঠ দুটিই দিনদিন মরিয়ার মতো লাগছে। ম্যাট যদি অমুক কাগজে সই না করে অথবা অমুক দিনের শুনানীতে হাজির না হয় তাহলে র‍্যাকুয়েল সব কিছু পেয়ে যাবে।

র‍্যাকুয়েল সবকিছু পেয়ে গেলেও ম্যাটের ক্ষতি নেই। কারণ লিসার টাকার অভাব নেই। তাছাড়া ওদের দুজনের খুব বেশি টাকার দরকারও নেই।

ওর ঘুমটা কেবল এসেছে এমন সময় বেজে উঠল সেল ফোন।

ডেনি ম্যাকগুইয়ার।

বিরক্ত ম্যাট হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেটের সুইচ টিপে অফ করে দিল।

ঘুমের কোলে ঢলে পড়ার পূর্ব মুহূর্তের স্মৃতিটুকু হলো লিসা ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

Hi, YOU'VE REACHED MATT DALEY. PLEASE LEAVE A MESSAGE.

ডেনি ম্যাকগুইয়ারের কাঁদতে শুধু বাকি আছে। সে কিছুতেই ডেলির ফোনে ঢুকতে পারছে না। লিসা বেরিংয়ের জাদু তাকে সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখেছে।

'ম্যাট, ডেনি বলছি। আমাদের কাছে যে ফরেনসিক প্রমাণ এসেছে তাতে আনজু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লিসা বেরিংয়ের প্রেমিক জড়িত বলে পরিষ্কার জানা গেছে। তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ইরিনা আনজুকে যে-ই ধর্ষণ করে থাকুক না কেন, তার একটি হেয়ার স্যাম্পল তোমার গার্লফ্রেন্ডের বেডরুমে পাওয়া গেছে। তুমি ঠিকই বলেছিলে হত্যাকাণ্ডগুলো একটির সঙ্গে আরেকটি সম্পর্কযুক্ত। তুমি এ মুহূর্তে মারাত্মক বিপদের মধ্যে রয়েছ। এক্ষুনি ওই মহিলার সঙ্গ ত্যাগ করে আমাকে ফোন করো প্লিজ, ম্যাট, আমাকে ফোন করো।'

ফোন রেখে দিল ডেনি।

তারপর ভারী মন নিয়ে সে ইন্সপেক্টর লিউর নাম্বারে ডায়াল করল।

দুঃস্বপ্ন দেখছিল ম্যাট ডেলি। গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে জেগে গেল।

কোথায় আছি আমি?

সবকিছুই কেমন অচেনা লাগছে। বিছানা। ঘর। এমনকি ঘরের বাতাসটাও অচেনা। ঘন, ভেজা, যেন বৃষ্টি ভেজা কম্বল। বিছানায় উঠে বসল ম্যাট। আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়ে গেল ওর। দূরের জিনিসগুলো ঘন কুয়াশা ভেদ করে কাছে এলো।

পেনিনসুলা। পলায়ন।

জানালার কাছে টলতে টলতে এগিয়ে গেল ম্যাট। খুলে দিল খড়খড়ি। দিনের আলোর বন্যা প্রবেশ করল ঘরে। তবে ভোরবেলার মিষ্টি, নরম আলো নয়। মধ্য দুপুরের তীব্র রোদ। কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। অ্যালার্ম বাজলেও ওর ঘুম ভাঙে নি। কিন্তু কেন?

ব্যথায় ওর মাথাটা দপদপ করছে। হুইস্কি... ওতে নিশ্চয় মাদক মেশানো ছিল।

ঘুরল ম্যাট। তাকাল খালি বিছানায়।

খালি বিছানা। দৃশ্যটি ওর পেটে যেন ঘুসির মতো আঘাত হানল।

বিছানায় কেউ নেই।

চলে গেছে লিসা বেরিং।

তৃতীয় খণ্ড

বিয়াল্লিশ

হোটেলটি খুব জমকালো। প্রকাণ্ড লবি, হলওয়েগুলো লাল মখমলের কার্পেট দিয়ে ঢাকা, রয়েছে দৃষ্টিনন্দন স্পা এবং সুবিশাল বেডরুম, আকারে ম্যানহাটনের বেশিরভাগ অ্যাপার্টমেন্টের শয়নকক্ষের চেয়ে বড়। তবে সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার হলো এ হোটেলের রুমগুলো থেকে বাইরের প্রকৃতি খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। সিডনি হারবার থেকে বিখ্যাত অপেরা হাউজ, যেন আকাশের পটভূমে পাল তুলে দাঁড়িয়ে থাকা রাজকীয় জাহাজ।

অস্ট্রেলিয়া আসার ইচ্ছা সবসময়ই ছিল লিসার। কিন্তু এভাবে নয়।

'কী হলো?'

লিনেনের র‍্যালফ লরেন প্যান্ট আর নীল সিল্ক শার্ট– তাকে বরাবরের মতোই হ্যান্ডসাম লাগছে। দু'হাতে টাকা ওড়াবার সুযোগে তার রুচি হয়ে উঠেছে অনেক দামি ও খরুচে। পোশাক-আশাক এবং ঘড়ি দেখলেই বোঝা যায়। অবশ্য সব ড্রেসেই তাকে মানিয়ে যায়।

'কিছু না। আমি ক্লান্ত।' *বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন ফিরে দেখে আমি ক্লান্ত। দুঃস্বপ্ন নিয়ে আমি ক্লান্ত। ক্লান্ত একাকীত্ব এবং প্রতারণা নিয়ে।*

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে লিসা। সে ওর পেছনে হেঁটে এলো, ঘাড়ে হাত ঘষতে লাগল।

'ম্যাট ডেলির সঙ্গে সেক্স করে তুমি নিঃশেষ হয়ে গেছ?'

'স্টপ ইট।' ধমক দিল লিসা। 'ও একজন ভালো মানুষ। তাছাড়া তুমিই আমাকে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে বলেছ।'

কথা সত্য। সে-ই লিসা বেরিংকে আমেরিকানটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে বলেছিল দেখতে এ লোক কতটুকু কী জানে। অন্যান্য গোয়েন্দাদের মতো আঁধারে হোঁচট খাচ্ছে ইন্সপেক্টর লিউ। কিন্তু ডেলি ভিন্ন টাইপের মানুষ। সে পুলিশের মতো করে ভাবে না, মানুষের মতো করে চিন্তা করে। এ কারণেই সে বিপজ্জনক।

'তুমি ওর প্রেমে পড়ে গেছ, না?'

'হাস্যকর কথা বলো না,' বলল লিসা। সে ম্যাটকে নিয়ে কোনো কথা বলতে চায়

না। এখানে নয়। ওর সঙ্গে নয়। নিজেকে লিসা সান্ত্বনা দিচ্ছে এই ভেবে যেহেতু সে এখন দৃশ্যপটে নেই কাজেই ম্যাটের আর বিপদ-আপদ হবে না। এক সময় লিসার দুঃখ ভুলে যাবে সে। ফিরে যাবে এল. এ-তে, তার নিজের জীবনে এবং যে জীবন ফেলে এসেছিল আবার তার মাঝে ঢুকে যাবে। কিন্তু লিসা তা পারবে না!

ও তার মুখোমুখি হলো। 'দ্যাখো, তুমি যা যা বলেছ আমি তা-ই করেছি। মাইলসের সঙ্গে। ম্যাট ডেলির সঙ্গে। আমার কাছে টাকা আছে। তুমি যেখানে চাও সেখানেই টাকাটা পাঠিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তুমি যে কথা দিয়েছিলে তার কী হবে? আমার বোনকে কবে দেখতে পাব?'

'শীঘ্রি।'

'শীঘ্রি? শীঘ্রি কবে?'

সে লিসার গলা টিপে ধরল। ভয়ে গুঙিয়ে উঠল লিসা। সে এ লোকের প্রতি কীভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল? একে কী করে বিশ্বাস করেছিল?

'যখন সব কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন। তখন সমস্ত অপরাধের সাজা মিলবে।'

অপরাধ। এবং কে অপরাধী? মাইলস কি সত্যি অপরাধী ছিল? মৃত্যু কি তার পাওনা ছিল? *এবং অন্যান্যরা যাদেরকে তুমি গত কয়েক বছরে হত্যা করেছ? তাদের বেচারি স্ত্রীদের কী হবে?*

একটা সময় লিসা বিশ্বাস করত মাইলস অপরাধী ছিল। তার চোখে যখন লিসা পৃথিবীটা দেখত ওই সময়। কিন্তু ম্যাট ডেলির সঙ্গে পরিচয় সবকিছু বদলে দিয়েছে। ম্যাট যেন তাকে সমাধি অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলেছে, নিয়ে এসেছে বাস্তবতায়। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক।

মুঠো আলগা করল সে, ছেড়ে দিল লিসাকে। লিসা দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেল। গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। আবার যখন সে হাত বাড়াল, ভয়ে কুঁকড়ে গেল লিসা। তবে এবারের স্পর্শে কোমলতা ছিল। সে লিসার চোখের জল মুছে দিল।

'কেঁদো না, অ্যাঞ্জেল। আর মাত্র একবার। কথা দিচ্ছি তারপর আর তোমাকে এসব করতে হবে না। তুমি ইন্ডিয়া যাবে?'

'না।' ফোঁপাচ্ছে লিসা। 'প্লিজ, আমি পারব না। আমি যাব না।'

'হ্যাঁ, তুমি যাবে...' সে লিসার চুলে হাত বুলাচ্ছে। আগে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে নাও। বললে না তুমি ক্লান্ত। তবে তুমি জানো শেষ পর্যন্ত আমাকে তোমার সাহায্য করতেই হবে। আমরা একে অন্যকে সাহায্য করব। ভুলে যেয়ো না তোমার বোন তোমার ওপর ভরসা করে আছে।'

ক্লিফউডের ডানে মোড় নিল ডেনি ম্যাকগুইয়ার, লস অ্যাঞ্জেলেসের ফুরফুরে বাতাস উপভোগ করছে। ছাদ খোলা ভাড়া করা গাড়িটি পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠছে, রোদ ছলকাচ্ছে ওর পিঠে। অনেক দিন পরে এ শহরে গাড়ি চালাচ্ছে ডেনি। শহরটি নিয়ে

সর্বশেষ স্মৃতিটি এতটাই নির্মম যে একদা এ জায়গাটি ওর কীরকম পছন্দের ছিল তা ভুলেই গেছে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনগুলোতে ব্রেন্টউডকে দারুণ লাগে, চওড়া রাস্তার দু'পাশে নানা আকার এবং রঙের স্বাস্থ্যবান বৃক্ষের সারি, স্প্যানিশ আদলের সুন্দর সুন্দর বাড়ি, নিকানো উঠোন, সাদা কাঠের বেড়া, হলুদ স্কুল বাস এবং হাসি-খুশি পড়শীদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখতেও ভালো লাগে।

সেলিনকে এখানে নিয়ে আসব আমি, ভাবছে ডেনি, *আমার সঙ্গে ওর ঝগড়াটা মিটে গেলেই ওকে আমি এখানে বেড়াতে নিয়ে আসব।* ক্লদ ডিমার্টিন শমারস ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করে যখন নিশ্চিত প্রমাণ পেল দিদিয়ের আনজুর হত্যাকারীই মাইলস বেরিং-এর খুনি, দারুণ একটা ধাক্কা খেয়েছে হংকং ফ্রেঞ্চ এবং ব্রিটিশ পুলিশ। LAPD এখন অতীতে যা হওয়ার হয়েছে তা ভুলে যেতে বলে অপারেশন আজরাইলকে সাহায্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ফলে অনরি ফ্রেমুক্স সর্বশেষে ডেনিকে একটি ভালো বাজেট দিয়েছেন, আরও ম্যানপাওয়ার দিয়েছেন এবং আগামী ছয় মাস এ অপারেশনে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করার স্বাধীনতাও পেয়েছে ডেনি। ডেনি খুব খুশি হয়েছিল তবে সেলিন কেঁদেকেটে বুক ভাসিয়েছে যখন শুনেছে মাসখানেকের জন্য সে আমেরিকায় যাচ্ছে।

'ব্যাপারটা তাহলে এই? একমাস এখানে। দেড় মাস ওখানে। তাহলে আমাদের কী হবে, ডেনি? আমাদের সংসারের কী হবে?'

সেলিনকে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছে ডেনি। এক ভয়ঙ্কর খুনি অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকের জীবনই বিপদাপন্ন। কিন্তু ডেনির ব্যাখ্যায় কাজ হয় নি। এমন রাগ করেছে সেলিন, ওকে এয়ারপোর্টে সিঅফ করতেও যায় নি।

হাইউডে বামে বাঁক নিতে নিতে দাম্পত্য সংক্রান্ত ঝামেলাগুলো মাথা থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করল ডেনি। সে এসেছে ম্যাট ডেলির সঙ্গে দেখা করতে ম্যাটের বোনের বাড়ি। লিসা বেরিং সম্পর্কে ম্যাটের কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে চায়। লিসার আকস্মিক অন্তর্ধানের খবর হংকং-এর সব ক'টি পত্রিকা ফলাও করে ছেপেছে। এখন চাইনিজ মিডিয়ায় খোলাখুলিভাবে তাকে তার স্বামীর হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে ডেনি ম্যাকগুইয়ার কোনো জাজমেন্টের মধ্যে যাচ্ছে না। সে এ মুহূর্তে শুধু জানে লিসা বেরিং আজরাইল হত্যাকারীর একটি লিংক বা যোগসূত্র। আর ম্যাট ডেলি হলো লিসা বেরিংয়ের লিংক।

'আপনি নিশ্চয় ম্যাকগুইয়ার। আসুন। ভেতরে আসুন।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল ক্লেয়ার মাইকেলস। সে ডেনিকে দেখে যে মোটেই খুশি হয় নি তা তার চেহারা দেখেই বোঝা যায়। সে তার ভাইয়ের মতোই স্বর্ণকেশী, একই রকম হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল যদিও চেহারায় এখন বিরক্তির ভাব।

'ধন্যবাদ।'

ক্লেয়ার ডেনিকে পথ দেখিয়ে লিভিংরুমে নিয়ে এলো।

'ভাইয়া ওপরে কাপড় পরছে। নেমে আসবে এক্ষুনি।' সে চলে যাওয়ার জন্য পা

বাড়িয়েও কী মনে করে থেমে গেল।

'দেখুন,' তার চোখে জল এবং রাগ। 'এই বেরিং মহিলা আমার ভাইটাকে শেষ করে দিয়েছে। ও আর নিজের মতো নেই। এই ফালতু ডকুমেন্টারি নিয়ে কাজ আরম্ভ করার পরপরই ও বদলে যেতে শুরু করে। কিন্তু লিসা বেরিংয়ের সঙ্গে পরিচয়ের পরে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। ওর বৈবাহিক জীবন প্রায় শেষ, ও ওর বাড়িটা হারিয়েছে এখন শুধু পাগল হতে বাকি থেকেছে। মনে হয় না আর কিছু সইবার ক্ষমতা ওর আছে।'

'বুঝতে পারছি, মিস ডেলি।'

'মাইকেলস। আমি মিসেস মাইকেলস।' খেঁকিয়ে উঠল ক্লেয়ার। 'আমি বিবাহিত। এবং আমার মনে হয় না আপনি বুঝতে পেরেছেন, মি. ম্যাকগুইয়ার। এই স্টুপিড কেসটা ভাইয়ার ভুলে যাওয়া উচিত। ওর জীবনটা নতুন করে শুরু করা দরকার। আপনি কেন ওর পেছনে আঠার মতো লেগে আছেন? ছেড়ে দিন না বেচারাকে।'

এমন সময় ঘরে ঢুকল ম্যাট। গত বছর লিয়নে সাক্ষাৎ হওয়ার পরে আজ আবার ওকে সামনাসামনি দেখছে ডেনি। দেখে সে চমকে উঠল। ভীষণ রোগা হয়ে গেছে ম্যাট, একদা কৌতুক আর আনন্দে পূর্ণ চোখজোড়া কোটরে ঢুকে গেছে, কপালের কাছটায় চুল পেকে ধূসর। একে নিয়ে তার বোনের চিন্তা তো হবেই।

'হ্যালো, ডেনি,' ওরা হ্যান্ডশেক করল। ভঙ্গুর চেহারা সত্ত্বেও ডেনির মনে হলো ওকে দেখে খুশিই হয়েছে ডেলি।

'হ্যালো, ম্যাট।'

ক্লেয়ারের দুই সন্তান ছুটে এলো ঘরে, কুকুর ছানার মতো তাদের মামার পায়ের কাছে লাফাতে লাগল। মামার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

মামা তাদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে ডেনিকে বলল, 'চলো, গ্যাজেবোতে গিয়ে বসি। ওখানে আমার সমস্ত ফাইলপত্র আছে। ওখানে কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করবে না।'

তেতাল্লিশ

পরবর্তী দুই ঘণ্টা দুই পুরুষ নিজেদের তথ্য নিয়ে আলোচনা করল, খবর আদান-প্রদান চলল। ইন্টারপোলের লেটেস্ট সব খবরাখবর ডেনিকে জানাল ম্যাট। DNA এভিডেন্স, আজরাইলের ভিক্টিমদের স্ত্রীদের ব্যাকগ্রাউন্ডের কিছু বিসদৃশ, এবং সম্প্রতি হংকং ভিত্তিক দুটি চিলড্রেন চ্যারিটির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বেনামে বিপুল পরিমাণ অর্থ রাখার ঘটনা। 'আমরা অবশ্য ঠিক জানি না ওটা বেরিংয়ের টাকা কিনা। ফান্ডের উৎপত্তি জানতে আমাদের ঘাম ছুটে যাচ্ছে।'

শেষ খবরটি ম্যাটকে চিন্তায় ফেলে দিল।

'একবার টাকাটা পেয়ে গেলে খুনি আর লিসাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। সে ওকে খুন করবে যেভাবে অন্যদেরকে হত্যা করেছিল।' ম্যাটের চোখে জল। 'আমি কেন অমন মরণ ঘুম ঘুমালাম? কেন আমি কিছু টের পাই নি কিংবা শুনতে পাই নি? ও ওকে ধরে নিয়ে গেছে, ডেনি। আমার বিছানা থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ওহ্, যীশাস!'

ম্যাটকে শান্ত করার চেষ্টা করল ডেনি। 'আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করে বসো না। প্রথমত, আমরা জানি না চ্যারিটিতে দেয়া টাকাটা লিসার কিনা। দ্বিতীয়ত, আমরা জানি না অন্যান্য স্ত্রীরা মারা গেছে কিনা।' ম্যাট একটা ভুরু ওপরে তুলল, ডেনি ওর চাউনি অগ্রাহ্য করে বলে চলল, 'তৃতীয়ত, তোমার ধারণা লিসাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তবে সে নিজের ইচ্ছায় চলে গেছে এটাই বরং আমাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে।'

'না,' ডানে-বামে মাথা নাড়ল ম্যাট।

'কিন্তু ম্যাট,' ধৈর্য নিয়ে বলল ডেনি। 'তোমার মদে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল এ কথা তো সত্যি। এবং এ কাজটা করেছে লিসা। যাতে সে তোমাকে অজ্ঞান করে রেখে পালিয়ে যেতে পারে।'

'না!' দুর্বল হাত দিয়ে কফি টেবিলে ঘুষি মারল ম্যাট। তার যুক্তিবাদী মস্তিষ্ক বলছে ডেনির কথাই ঠিক। কিন্তু আবেগী মন কথাটা বিশ্বাস করতে সায় দিচ্ছে না। 'ও আমাকে ভালোবাসতো। সে নিজে নিজে কিছুতেই চলে যেতে পারে না।'

'আমি বলি নি সে নিজে নিজে গেছে। হয়তো তাকে জোর-জবরদস্তি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হয়তো এ লোকটার অনেক প্রভাব আছে লিসার ওপর।'

ম্যাট অন্যমনস্কভাবে দূরে তাকিয়ে আছে। 'আমরা একসঙ্গে পালিয়ে যাব ভেবেছিলাম। মরক্কো।'

হতভম্ব দেখাল ডেনিকে। 'তোমরা কী করতে যাচ্ছিলে?' 'লিউ ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছিল।' বিড়বিড় করল ম্যাট। 'আমাদের পালিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। অদৃশ্য হয়ে যেতে চেয়েছিলাম দুজনে।'

'আমার কথা একবারও চিন্তা করলে না?' বলল ডেনি। 'তোমরা আমার কাছ থেকেও অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইছিলে? আমি তো কাউকে ফাঁসাতে চাইছি না, ম্যাট। আমি শুধু সত্যটা জানতে চাইছি। দেখতে চাইছি কে এই বীভৎস খুনগুলো করছে, জানতে চাইছি ওই মহিলাদের কী হলো। যা হয়তো এ মুহূর্তে লিসার জীবনেও ঘটছে।'

'না!' চোখ বুজে কানে হাত চাপা দিল ম্যাট। প্রতিবন্ধী শিশুর মতো চেয়ারে দোল খেতে খেতে বলল, 'আমি এটা সইতে পারব না।'

ওর বোন হয়তো সত্যি কথাই বলেছে, উৎকণ্ঠিত চিত্তে ভাবছে ডেনি। *হয়তো সত্যি ওর মাথাটা গেছে।* মনে পড়ল অ্যাঞ্জেলা জেকস উধাও হওয়ার পরে কয়েকটা দিন ওর কী কষ্টেই না কেটেছিল। সেলিন অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে ভয় পেলেও ডেলি লিসাকে যতটা গভীরভাবে ভালোবাসে অমন করে সে অ্যাঞ্জেলা জেকসকে কোনোদিন ভালোবাসতে পারে নি। তবে অ্যাঞ্জেলা অত্যাচারিত হচ্ছে কিংবা ওকে নির্যাতন করা হয়েছে অথবা খুন হয়ে গেছে এসব চিন্তা মাথায় এলে এখনও অসুস্থ বোধ করে ডেলি। মনে হয় নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হচ্ছে। কাজেই ম্যাটের এমন বেহাল দশা তো হতেই পারে।

'ইটস ওকে,' মৃদু গলায় বলল সে। 'আমরা ওকে খুঁজে বের করব। তবে আমাদের দুজনকে একত্রে কাজ করতে হবে। এবং আমাকে কথা দিতে হবে তুমি উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবে না।

'উল্টোপাল্টা মানে?'

'যেমন হুট করে উধাও হয়ে যাওয়া। মেয়েটার খোঁজে হঠাৎ হয়তো তুমি অদৃশ্য হয়ে গেলে। আমরা একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, এই লোকটা, এই খুনি অত্যন্ত বিপজ্জনক। লিসা এবং তোমার নিজের স্বার্থে আমি বলব নিজে নিজে কোনো বাহাদুরি দেখাতে যেয়ো না। ওগুলো পেশাদারদের হাতে ছেড়ে দাও।'

হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল ম্যাট। 'আমি স্রেফ কিছু না করে বসে থাকতে পারব না। আমি হাত-পা গুটিয়ে থাকব আর ওদিকে ও...ও...' ফুঁপিয়ে উঠল সে।

ডেনি বলল, 'আমি তোমাকে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে বলছি না। আমাকে সাহায্য করার কথা বলছি। ওকে সাহায্য করার জন্য আমাকে সাহায্য করো।'

'কীভাবে?'

'কথা বলে,' ডেনি পকেট টেপ-রেকর্ডারটির সুইচ অন করল। 'আমাকে লিসা বেরিং-এর কথা বলো, ম্যাট। তুমি যা জানো সব বলো।'

সেদিন সান্তা মোনিকার হোটেল রুমে ফিরে বিছানায় শুয়ে লে'র বড় পটেটো চিপসের প্যাকেট খুলে আলুভাজা খেতে খেতে ম্যাট ডেলির বলা সমস্ত তথ্য আজরাইল ফাইলে ঢোকাচ্ছিল ডেনি ম্যাকগুইয়ার।

সে পরে এসব তথ্য রিচার্ড স্টুরিকে পাঠিয়ে দেবে দেখতে এই ডেটাগুলো তার স্টাটিস্টিকাল প্যাটার্নের মধ্যে কোথায় ফিট করে। স্টুরিকে খুবই পছন্দ করে ডেনি কারণ জার্মানটা কাঁচা তথ্য নিয়ে এমন অসাধারণভাবে তাতে জীবন দেয় যেন কুমার মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ছে।

ম্যাট ডেলি আজ তাকে যা যা বলেছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কোন্ গুলো? ডেনি কিছু না ভেবেই টাইপ শুরু করে দিল।

নিউইয়র্ক। মরক্কো। বোন।

সে লস এঞ্জেলেসে এসেছিল লাইল রেনাল্টোর খবর জানতে। তবে ম্যাট ডেলির সঙ্গে আজকের সাক্ষাৎকার তার সিদ্ধান্ত বদলে দিয়েছে। সবকিছুর পেছনে কলকাঠি নাড়ছে এই লিসা বেরিং। ডেনি যদি লিসার আসল পরিচয়টা জানতে পারে তাহলে মেয়েটা কোথায় আছে অনুমান করা যাবে। আর লিসাকে খুঁজে পেলে, ডেনি নিশ্চিত, খুনিরও সন্ধান মিলবে।

কয়েক মাইল দূরে, ম্যাট ডেলিও নিজের বিছানায় শুয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কম্পিউটারের দিকে।

তবে এটা তার নিজের কম্পিউটার নয়। লিসার কম্পিউটার।

ও আজ সকালে একবার ভেবেছিল কম্পিউটারটি ডেনিকে দিয়ে দেবে। হয়তো ডেনির দল, ইন্টারপোলের এক্সপার্টরা এমন কিছু খুঁজে পাবে যা ম্যাটের চোখ এড়িয়ে গেছে। তবে ম্যাট ডেনিকে পছন্দ করলেও পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। ডেনি মানুষ ভালো, অন্তকরণও মহৎ। কিন্তু লিসা যে নিরপরাধ এ কথা সে বিশ্বাস করে না। যদিও নিজের সন্দেহের কথা তেমন বলে নি ডেনি কিন্তু ওর প্রশ্নের ধরন, চেহারার অভিব্যক্তি ইত্যাদি প্রমাণ করে সে লিসার ওপর সন্দীহান।

ডেনি ম্যাকগুইয়ারের কাজ হলো খুনি কে তার সন্ধান করা, দোষী সাব্যস্ত করা। ম্যাট ডেলিও তা চায়। তবে এটা তার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। তার প্রধান উদ্দেশ্য লিসাকে বাঁচানো।

এশিয়া থেকে লিসার কম্পিউটারটি চুরি করে আনার পরে ম্যাট এর প্রতিটি ড্রাইভে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, পুরানো ই-মেইল থেকে ফটো ফাইল, ওয়ার্ড ডকুমেন্ট কিছু বাদ দেযনি। সে খুঁজছে এমন কিছু, এমন কোনো তথ্য যার সাহায্যে এই লোকটাকে, লিসার প্রেমিকের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কিছুই পায় নি। শুধু একটা ছুটি কাটানোর ছবি পেয়েছে ম্যাট, অ্যামেচারের হাতে তোলা। দেখা যাচ্ছে লিসা এক লোকের হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। লিসার মুখ দেখে বোঝা যায় ছবিটি সম্প্রতি তোলা হয়েছে, এক

কিংবা দুই বছর আগে। তবে অত্যুজ্জ্বল আলোর কারণে লোকটার চেহারা চেনা যাচ্ছে না। কড়া রোদ কিংবা ক্যামেরার ফ্ল্যাশের রিফ্লেকশন, যে কোনো কারণেই হোক তার চেহারা বোঝা যায় না। দুজনেরই পরনে শর্টস এবং টি-শার্ট, একটি পুরানো জেটির প্রাচীন দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ছবিটি আরেকবার খুঁটিয়ে দেখল ম্যাট। দেয়ালটা দেখে মনে হচ্ছে ইউরোপের কোনো দেশের। গ্রীষ্মের সময়কার ইউরোপ। ছবির বামে, কিনারের ওপর দিকে একটা চিহ্ন ওর নজর কাড়ল। ছবিটি জুম করল ম্যাট। ইমেজ রিফোকাসের জন্য অপেক্ষা করছে। তারপর আবার জুম করল। প্রথমে একটি মাত্র শব্দ দেখতে পেল ও, ইটালি ভাষায় গোটা গোটা অক্ষরে হাতে লেখা : *gelato*

ইটালি! ওরা ইটালি গিয়েছিল। ওটা একটা ইটালিয়ান জেটি। উপকূলের ধারে কোথাও।

একটা ঝাঁকি খেল ম্যাট। বালির একটি স্মৃতি মনে পড়ে গেছে। ভিলা মিরেজের বারান্দায় ও লিসার সঙ্গে... তাকিয়ে ছিল আগুনের দিকে... দুজনে প্রেম করার পরে নৃত্যরত অগ্নিশিখা দেখছিল... লিসা যেন কী বলেছিল?

পজিটানোতে এরকম একটা ফায়ার পিট ছিল। মাইলসের খুব পছন্দ হয়েছিল।

ছবির লোকটি মাইলস বেরিং নয়। হয়তো আমালকি কোস্টে একই দ্বীপে ছবিটি তোলা হয়েছে।

লিসা কি ওখানে তার লাভারের সঙ্গে পরিচিত হয়? ওখান থেকেই কি সমস্ত দুঃস্বপ্নের শুরু? ওখানেই কি লিসা লোকটার ফাঁদে পড়েছিল?

ডেনি ম্যাকগুইয়ারকে কথা দিয়েছিল ম্যাট সে উল্টোপাল্টা কিছু করবে না। কিন্তু ডেনিকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ম্যাটের জন্য যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

কাঁপা হাতে কম্পিউটার বন্ধ করে সে জিনিসপত্র প্যাক শুরু করল।

চুয়াল্লিশ

মুম্বাইয়ের তেইশ তলা অফিসের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসছিলেন ডেভিড ইশাগ।

তবে ডেভিড ইশাগ বোকা মানুষ নন। তাঁর মা ভারতীয়, বাবা ইহুদি বংশোদ্ভূত ইংরেজ। ডেভিড রাজ ওসমান কাপিরি ইশাগ তাঁর জেনারেশনের সবচেয়ে সম্মানিত এন্টারপ্রেনার। তিনি অক্সফোর্ড এবং MIT থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়েছেন, ইশাগ ইলেকট্রনিক্সের তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। এটি ভারতের সবচেয়ে চালু হার্ডওয়্যার এক্সপোর্টার কোম্পানি। আটচল্লিশ বছর বয়স, যদিও দেখায় অনেক কম, মায়ের মসৃণ কফি ত্বক এবং বাপের সম্ভ্রান্ত চেহারার ছাপ নিয়ে ডেভিড ইশাগ হয়ে উঠেছেন সুদর্শন, প্রতিভাবান এবং অবিশ্বাস্যরকম ধনী। ইশাগ নিজেকে ভারতীয় বলে দাবি করেন– বিশ্বজুড়ে রয়েছে ইশাগ ইলেকট্রনিক্সের অফিস, তবে নরিম্যান পয়েন্টে আকাশছোঁয়া মুম্বাই টাওয়ারটিই তাঁর সদরদপ্তর হিসেবে বিবেচিত। তিনি আক্ষরিক অর্থেই একজন গ্লোবাল সিটিজেন। জন্ম ভারতে, পড়াশোনা ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায়, তিনি তিন তিনটি ধর্ম পালন করেন– মায়ের খ্রিস্ট ধর্ম, বাপের ইহুদি ধর্ম এবং ভারতে বসবাস করছেন বলে হিন্দু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানও মেনে চলেন ইশাগ। অ্যাকাডেমিক ব্রিলিয়ান্সের চেয়েও তাঁর গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডভিউ, সব ধরনের সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে সহজে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা এবং জীবনকে সহজভাবে দেখা এসবই ডেভিড ইশাগকে বিজনেস ফেনোমেনায় তৈরি করেছে।

তবে আজ সকালে তিনি মোটেই নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ভাবছিলেন না।

আজ সকালে ডেভিড ইশাগ এক সুন্দরী নারীর কথা ভাবছেন।

এক চ্যারিটি অনুষ্ঠানে দুজনের পরিচয় ওবেরয় হোটেলে। এসব ক্লান্তিকর অনুষ্ঠানে সাদা টাই পরে যেতে নিতান্তই বিরক্ত বোধ করেন ডেভিড। এখানে রাস্তার শিশুদের সাহায্যের জন্য লাখ লাখ ডলারের র‍্যাফল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। আসলে পুরুষরা আসে তাদের গার্লফ্রেন্ডদের কাছে টাকার গরম দেখাতে। এমনিতে এ ধরনের অনুষ্ঠান প্লেগ রোগের মতো সভয়ে এড়িয়ে চলেন ডেভিড। তিনি স্বনামে এবং বেনামে চ্যারিটিতে বহু অর্থ দান করেছেন এবং বলরুমে অর্থলোভী সোস্যালিস্ট নারীদের মনোযোগের

কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার ইচ্ছে তাঁর কখনোই জাগে না। এসব অনুষ্ঠানে পুরুষদের চেয়েও খারাপ এই মহিলাগুলো। বোটক্স ইনজেকশন দিয়ে এরা ঝুলে পড়া চামড়া টানটান করে রাখে, বলীরেখা ঢেকে রাখে পুরু মেকআপের আড়ালে। ঘরের ওই কোনা থেকেই ওরা পুলিশের ট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুরের মতো গন্ধ পেয়ে যায় কে বড়লোক আর কে ছোটলোক। এদেরকে রীতিমতো ভয় পান ডেভিড ইশাগ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো এই যে, মুম্বাইয়ের বিজনেস কম্যুনিটির নামকরা সদস্য হওয়ার সুবাদে ডেভিড ইশাগকে এরকম দাতব্য অনুষ্ঠানে পদধূলি দিতেই হয়। তবে আজকের সন্ধ্যায়, জীবনে এই প্রথম ডেভিড মনে মনে খুশি হলেন এরকম একটি অনুষ্ঠানে এসেছেন বলে।

মেয়েটিকে তিনি দেখতে পেলেন কিনারের একটি টেবিলে, তাঁর মতোই বিরক্তির ছাপ চেহারায়। সে সাধারণ একটি কালো ড্রেস পরেছে কিন্তু তাতেই তাকে অপূর্ব লাগছে। উঁচু চোয়াল, হালকা গোলাপি ত্বক, বুদ্ধিদীপ্ত কালো বাদামি চোখ, রেশমি কোমল কালো চুলে ক্লিওপেট্রা কাট, সব মিলে তাকে অস্বাভাবিক রূপসী লাগছে। তাকে দেখে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো ডেভিড ইশাগের। ডেভিড তার দিকে তাকিয়ে আছেন বুঝতে পেরে মেয়েটি মুখ তুলে চাইল এবং হাসল।

মেয়েটির নাম সারা জেন হিউজেস। পেশায় স্কুল টিচার, একটি চ্যারিটিতে কাজ করে। চ্যারিটিটি উপমহাদেশে বস্তিবাসী শিশুদেরকে পড়াশোনায় সাহায্য করে। সারা জাতিতে আইরিশ, ডেভিডের চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের ছোট এবং মজা করতে সে খুব ভালোবাসে। ডেভিড ওর সঙ্গে ডেট করতে চাইলেন কিন্তু রাজি হলো না সারা জেন।

ডেভিড ইশাগ মুম্বাই শহরের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ব্যাচেলর। তাঁর সঙ্গে ডেট করার সুযোগ পেলে যে কোনো মেয়েই বর্তে যাবে। সারা জেন নিজের ব্যস্ততার কথা বলে ডেট করতে চায় নি। তবে সে মিথ্যা বলে নি। সত্যি সে ভয়ানক ব্যস্ত। স্কুলে বাচ্চাদের পড়ানো, নিজের পড়াশোনা ইত্যাদি নিয়েই প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে তার দিন কেটে যায়। পরিচয়ের সময়ে ডেভিড কে ছিল তা সে জানত না তবে জানার পরেও গ্রাহ্য করল না।

ডেভিড ইশাগ বুঝতে পারছিলেন তিনি সারা জেনের প্রেমে পড়ে গেছেন। তাঁর দিক থেকে এটি ছিল প্রথম দর্শনের তাৎক্ষণিক প্রেম। তবে সারা জেন যখন তাঁর সঙ্গে বাইরে যেতে রাজি হলো ততদিনে একমাস পার হয়ে গেছে। এই একমাস রবার্ট ব্রুসের ধৈর্য নিয়ে সারার পেছনে লেগেছিলেন ডেভিড। তিনি যখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন তার জীবনে কখনো প্রেম আসবে না এবং ট্যাবলয়েডগুলো যে বলে তাঁর কপালে আসলে বিয়ে নেই, এমন সময় তিনি তাঁর স্বপ্নকন্যার দেখা পেলেন এবং স্বভাবতই খুশিতে আত্মহারা হলেন।

বেজে উঠল বাযার। 'একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, মি. ইশাগ। এক ভদ্রমহিলা।'

ডেভিডের বুকে ঢেউ উঠল। সারা জেন! আজ রাতের ডিনারের আগে তো ওর সঙ্গে

দেখা হওয়ার কথা ছিল না! গত সপ্তাহে সারা ডেভিডের বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার পরে ডেভিড ওকে কোনো দারুণ রোমান্টিক লোকেশনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, মরিশাস, নাহলে গায়ায, কিন্তু সারা জেন কাজের অজুহাত তুলে এড়িয়ে গেছে, শেষে শোয়ান-এ ডিনারে আংটি নিতে সম্মতি জানিয়েছে এই মেয়ে। কিন্তু ডিনারের দেরি এখনও ছয় ঘণ্টা। এ সময়টাতে কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারছিলেন না ডেভিড। সারা তার প্রিয় ক্লাসরুম বাদ দিয়ে ডেভিডের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এ খুশিতেই তিনি বাগবাগ

কিন্তু যখন অফিসের দরজা খুলে গেল, দপ করে নিভে গেলেন ডেভিড। *সারা জেন তো নয়। এ এলিজাবেথ ক্যামেরন। আমার আইনজীবী।* এলিজাবেথের সঙ্গে মিটিংয়ের কথা একদমই ভুলে গিয়েছিলেন ডেভিড।

এলিজাবেথ ক্যামেরন ডেভিডের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমার সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি দেখা করার জন্য ধন্যবাদ।'

ডেভিড চেহারায় পেশাদারী ছাপ ফোটানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু হতাশ ভাবটা দূর করতে ব্যর্থ হলেন। 'ঠিক আছে, এলিজাবেথ। তোমার জন্য কী করতে পারি?'

এলিজাবেথ ক্যামেরন ব্লন্ড, আকর্ষণীয় চেহারা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী একজন সম্ভাবনাময়ী তরুণ আইনজীবী, সে জানে তার ফার্মে ডেভিড ইশাগের মতো বড় মাপের ক্লায়েন্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ, নিজের ক্যারিয়ারের কথা না বললেও চলে।

'খবর তেমন ভালো নয়। মিস হিউজেস ডকুমেন্টগুলো আমাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। সই করেন নি।'

'ওহ।'

বিস্মিত দেখাল ডেভিড ইশাগকে। ডকুমেন্টগুলো ছিল বিবাহ-পূর্ব চুক্তিপত্রের। সারা জেন দ্রুত বিয়ে করতে চায়, গোপনে, বিয়ের কথা যেন বেশি লোকে জানতে না পারে, কোনোরকম ধুমধামের প্রশ্নই নেই। 'তুমি চুক্তিপত্র রেডি করলেই আমরা বিয়েটা সেরে ফেলব।' ঠিক এ কথাগুলোই বলেছিল সে।

'কাগজে যা বলা হয়েছে ও কি তা ঠিকঠাক বুঝতে পেরেছে?'

অস্বস্তি নিয়ে নিজের আসনে নড়েচড়ে বসল এলিজাবেথ ক্যামেরন। 'নিশ্চয়। উনি সমস্ত ডকুমেন্ট আগাগোড়া পড়েছেন। আমি নিজের হাতে ওগুলো ওঁকে দিয়েছি। ওনার জবাব ছিল... ওয়েল, ওটা ছিল...' যথার্থ শব্দ হাতড়াচ্ছে ও। 'উনি খুব ঠোঁটকাটা... মানে স্পষ্টভাষী...

'আরে ও ঠিক কী বলেছে সেটা বলো,' রেগে গেলেন ডেভিড।

ঢোক গিলল আইনজীবী। 'উনি বললেন, বিয়ে মানে... বললেন আপনি যদি পৃথিবীর শেষ পুরুষটি হন তবু তিনি আপনাকে বিয়ে করবেন না। বললেন আমি যেন আপনার বাজে চুক্তিপত্রটি ফেরত দিই, সঙ্গে এটাও।' হাত বাড়াল এলিজাবেথ, ডেভিডের হাতের তালুতে মুম্বাইয়ের স্যাফায়ার এবং ডায়মন্ডের তৈরি এনগেজমেন্টের

আংটিটা ফেলল। 'ওনার বক্তব্য যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ উচ্চারণ করি তাহলে উনি যা বলেছেন তা হলো এই আংটি এবং এই কাগজপত্র ইচ্ছে করলে আপনি আপনার–'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বুঝতে পেরেছি,' দাঁড়িয়ে পড়লেন ডেভিড। 'ওর সঙ্গে তোমার যখন দেখা হয় তখন ও কোথায় ছিল? স্কুলে?'

মনমরা ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল এলিজাবেথ ক্যামেরন।

'ওখানে আমি আবার যাব বলে আমার মনে হয় না। তিনি ভীষণ ভীষণ রেগে আছেন। অ্যাটর্নি নয়, একজন নারী হিসেবে আপনাকে বলি... ওনাকে আগে মাথাটা ঠাণ্ডা করতে দিন।'

'সুপরামর্শ।' গায়ে কোট চড়াতে চড়াতে বললেন ডেভিড। 'তবে আমি এ পরামর্শ বা উপদেশ নিতে পারছি না বলে দুঃখিত। সমস্যা হলো কী, মিস ক্যামেরন, আমি এই মহিলাকে ভালোবাসি। সে যদি আমাকে বিয়ে না করে তাহলে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়া ছাড়া আমার আর গতি থাকবে না। বুঝতে পেরেছ?'

পঁয়তাল্লিশ

সারা জেনের কলিগরা তাকে কখনও এমন রেগে উঠতে দেখে নি। আসলে বলা উচিত তারা কোনোদিন সারাকে রাগতেই দেখে নি।

সহকারী শিক্ষিকা সিনিয়াড মন্তব্য করল, 'বোধকরি কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।'

হেড মিসট্রেস র‍্যাচেল বলল, 'তুমি না হয় আজকে ছুটি নাও, সারা। কোথাও থেকে ঘুরে এসো।'

কিন্তু ছুটি নেয়ার ইচ্ছে নেই সারার। তার ইচ্ছে করছে ডেভিড ইশাগের খুলির মধ্যে একটা আইসপিক ঢুকিয়ে দিতে। হ্যাঁ, ওদের প্রেমটা খুব দ্রুত হয়ে গেছে। এবং এ কথাও সত্যি ওরা এখনও পরস্পরকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে নি তবে চেষ্টা করছে। কিন্তু ডেভিড যদি ভেবে থাকে কিংবা স্বপ্ন দেখে সারা কতগুলো বিশ্রী ইনসিওরেন্স পলিসিতে সই করার পরে তাদের বিবাহিত জীবন শুরু করবে তাহলে ডেভিড সারাকে চিনতে ভুল করেছে।

যে স্কুলে সারা পড়ায় সেটি একতলা একটি ভবন, লম্বা একটি শেড বললেই মানায়। ধারাবী বস্তির ঠিক মাঝখানে। এই দুর্গন্ধযুক্ত বস্তির অলিগলিতে দশ লাখের বেশি মানুষের বসবাস। এদের দুই-তৃতীয়াংশ শিশু যাদের শতকরা পাঁচ ভাগের কম লেখা-পড়ার সুযোগ থেকে একদমই বঞ্চিত। সারা জেনের স্কুল ভবনে যে দুশো শিশু প্রতিদিন গাদাগাদি করে পড়তে আসে তাদেরকে হাজারো শিশুর মাঝখান থেকে নির্বাচন করা হয়েছে, তারা সত্যি পড়াশোনা করতে চায় এবং বেশিরভাগই লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভালো। সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং একশো ডিগ্রি তাপমাত্রার প্রচণ্ড গরম সহ্য করেও বাচ্চাদের শিক্ষাদানের বিষয়টি সারা জেন এবং তার কলিগদের কাছে মনে হয় একটি স্বপ্নের কাজ।

ডেভিডের সঙ্গে সাক্ষাৎও সারার জীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি। সারার জীবন এবং ডেভিডের জীবনযাত্রার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সারা ভারতবর্ষকে ভালোবাসে। সে যখন এই বস্তিবাসীদের সঙ্গে কাজ করে, ওদের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যায় ডেভিড নিজেকে ভারতীয় বলে দাবি করলেও সারা নিজেকে তার থেকে অনেক বেশি ভারতীয় বলে মনে করে। ডেভিড সারার স্কুলে মাত্র একবারই এসেছিলেন। ধারাবি

বস্তিতে হাঁটার সময় ডেভিডের চেহারায় যে একটা ভীতির ভাব ফুটে উঠেছিল ওটা বেশ উপভোগ করেছিল সারা।

আজ এটা ডেভিডের দ্বিতীয় সফর। তিনি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি স্কুলরুমে যখন ঢুকলেন, গতবারের চেয়েও তাঁকে বেশি আতঙ্কিত লাগছিল। তবে আজকের ভয়ের কারণ ভিন্ন।

'আমরা কি একটু হাঁটতে পারি?'

দুশো ছেলেমেয়ে একসঙ্গে চুপ হয়ে গেল। মিস হিউজেসের প্রেমিক এসেছেন অন্য গ্রহ থেকে, তিনি ধনী, সুদর্শন এবং তাঁর পরনের সুটটার দাম ওদের বাবা-মা'র সারা জীবনের আয়ের চেয়েও বেশি বই কম হবে না।

'না।'

'প্লিজ, সারা। খুব জরুরি। জানি না এলিজাবেথ তোমাকে কী বলেছে তবে–'

'তোমার ল'ইয়ারের ওপর দোষ চাপাবে না।' চেঁচিয়ে উঠল সারা। 'তুমিই ওকে পাঠিয়েছ।'

'স্বীকার করছি পাঠিয়েছি। কিন্তু আমাকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ তো দেবে?'

'আমি পড়াচ্ছি।'

'বেশ।' ডেভিড ইশাগ ঘরের পেছন দিক থেকে শক্ত কাঠের একটা চেয়ার এনে ওতে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়লেন।

'আমি অপেক্ষা করব।'

অপেক্ষার পালা হলো অনেক দীর্ঘ। এক ঘণ্টা গেল। দুই ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা। অসহ্য গরম। ডেভিড জ্যাকেট এবং টাই খুলে ফেললেন, শেষে জুতোও। বিজনেস শার্টটিও খুলে ফেলতেন তবে বিবস্ত্র হলেও সারাকে খুশি করা যাবে কিনা সন্দেহ হতে এ কাজ থেকে বিরত রইলেন।

অবশেষে শেষ হলো ক্লাস। বাজল ছুটির ঘণ্টা। ওদেরকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে সিনিয়াড এবং র‍্যাচেল কোথাও সটকে পড়ল।

'তুমি এখানে কেন এসেছ, ডেভিড? কী চাও?'

সারা জেনের চোখে ঝিকিয়ে উঠল ক্রোধ। সতর্কতার সঙ্গে শব্দ বাছলেন ডেভিড।

'তোমাকে। আমি তোমাকে চাই।'

'তোমাব শর্ত অনুযায়ী,' বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে ওগুলো জোরে জোরে ব্রিফকেসে ঢোকাতে লাগল সারা।

ডেভিড ওর বাহুতে একটি হাত রাখলেন। 'ফাল‌্‌তু ভুল বোঝাবুঝির কারণে আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না। আমি তোমাকে চাই, সারা জেন। যে কোনো শর্তে।'

এক মুহূর্তের জন্য সত্যিকারের বিষাদের ছায়া পড়ল সারার মুখে।

'তুমি তো আমাকে ভালোমতো চেনোই না।'

যেন ছোবল খেয়ে কুঁকড়ে গেলেন ডেভিড। 'তুমি একথা বলতে পারলে?'

বলতে পেরেছি কারণ এটাই সত্যি কথা। মাঝে মাঝে নিজেকেই আমি চিনতে পারি না। যেন একটা চরিত্রে অভিনয় করছি, আমাব জীবনের প্রধান চবিত্রে, যদিও চিত্রনাট্যের

মাত্র অর্ধেকটা পেয়েছি আমি।

'তুমি যদি সত্যি আমাকে চিনতে-জানতে তাহলে বুঝতে পারতে তোমার টাকা-পয়সা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।'

'জানি তো।' আপত্তির সুরে বললেন ডেভিড।

'তাহলে তুমি কেন একগাদা শর্ত নিয়ে এলে? তারচেয়ে আমাকে একটা চিঠি লিখলেই হতো যে 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

হতাশায় চুল খামচে ধরলেন ডেভিড। 'আমি বিলিয়ন ডলারের মালিক, সারা জেন। তুমি পছন্দ করো বা না-ই করো ওই পরিমাণ অর্থ নানান জটিলতা সৃষ্টি করে। ট্রাস্টি, শেয়ারহোল্ডার, ট্যাক্স ইত্যাদি। আমি আমার দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে স্রেফ পালিয়ে বিয়ে করতে পারি না।'

'তোমাকে এখন আর ওসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কারণ আমরা বিয়ে করছি না!'

কলেজ জীবনের গার্লফ্রেন্ড আনাসতাসিয়া ছিল এরকম একগুঁয়ে, জিদ্দি। তবে আনাসতাসিয়া ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের প্রেমেও পড়েননি ডেভিড। কিন্তু যখন সে ডেভিডের কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়ল, তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানাল। বলল ডেভিড নাকি বাবা হওয়ার জন্য খুব বেশি ইমম্যাচিওর। মস্কোতে বাবা-মার কাছে ফিরে যাওয়ার পরে আনাসতাসিয়া একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। ডেভিড রাশিয়া উড়ে গিয়েছিলেন তাঁর মেয়েকে দেখতে। কিন্তু আনাসতাসিয়াকে আর পান নি। সে কোনো চিঠি লিখে যায়নি, কোনো ঠিকানা দেয় নি। কিছু না। স্রেফ অদৃশ্য হয়ে যায় সে।

ওই ইতিহাসের আবার পুনরাবৃত্তি চান না ডেভিড।

'ফর গডস শেক, সারা জেন,' তিনি সারাকে টেনে ধরে রাখলেন। 'তুমি যখন বললে 'সবকিছু বৈধ হওয়া উচিত' তখন কাগজপত্র তৈরির বুদ্ধি আমার মাথায় আসে। আমি কল্পনাও করি নি তুমি এমন আপসেট হবে।'

'তুমি ভেবেছিলে আমি বৈবাহিক শর্তের কথা বলেছি?'

'এলিজাবেথ আজ তোমার কাছে যে ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে এসেছিল ওগুলো অসাধারণ কিছু নয়। আমার মতো অবস্থানের মানুষের জন্য অন্তত নয়। তবে আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি সে জন্য ক্ষমা চাইছি। আমি তোমাকে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করি। তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে প্রয়োজন।'

তিনি ওকে চুমু খেলেন। সারা জেন বাধা দিতে গিয়েও দিল না। সে এই লোকটিকে খুব পছন্দ করে। খুব ভালো মানুষ। খুব আকর্ষণীয়। খুব দৃঢ়মনের মানুষ। ডেভিড সারাকে একজনের কথা মনে করিয়ে দেয় যাকে সে ভুলে যেতে চায়।

ডেভিড ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'প্লিজ বলো আমাকে তুমি বিয়ে করবে।'

'কোনো বৈবাহিক শর্ত নেই তো?' ফিসফিসাল সারা জেন।

'কোনো বৈবাহিক শর্ত নেই।'

ছেচল্লিশ

ইটালির পজিটানোর জেটির দেয়ালের ওপর বসে আছে ম্যাট ডেলি, হাতে রুটির টুকরো। ধীরে ধীরে চিবাচ্ছে। রুটিটির স্বাদ চমৎকার, রোজমেরী এবং সামুদ্রিক লবণের গন্ধযুক্ত। এক কামড়ে পুরোটা খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পুরোটা খাওয়া যাবে না। খানিকটা রেখে দিতে হবে।

দশদিন হলো ইটালিতে ম্যাট। স্রোতের মতো খরচ হয়ে যাচ্ছে টাকা। ডিভোর্সের পরে র‍্যাকুয়েল ওর জন্য যে টাকা-পয়সা রেখে গেছে তা অতি সামান্য। ম্যাটের কাছে যে টাকা আছে তা দিয়ে বেশিদিন চলবে না। এ এমন খরুচে দেশ যেখানে পাবলিক বাথরুম ব্যবহার করতে লাগে দুই ইউরো আর গ্যাসোলিনের দাম তরল প্লাটিনামের সমান। রেস্টুরেন্টে খাওয়ার তো প্রশ্নই নেই। গত দু'দিন ধরে ম্যাট শুধু সালামি স্যান্ডউইচ আর রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে টিকে আছে। সে একটি স্থানীয় গেস্ট হাউজে উঠেছে। ওটা একটা কারাগারের মতো, গোসলখানায় লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়, সরু বিছানা এবং মাঝরাতের পরে ঘরের বাতি নিভে যায়। এত কষ্ট করে চলছে ম্যাট কিন্তু আজও লিসার রহস্যময় প্রেমিকের কোনো সন্ধান করতে পারল না।

তবে ম্যাট লিসাকে নিয়ে এখন আর দুঃস্বপ্ন দেখছে না। ক্লেয়ারের বাড়িতে রাত দুটোর সময় প্রায়ই লিসার নাম ধরে চিৎকার করে সে ঘুম থেকে জেগে যেত। কিন্তু এখানে এমনটি হলে ওকে ঘাড় ধরে হোস্টেল থেকে বের করে দেয়া হতো। তবে প্রতিটি মুহূর্তেই লিসার কথা ভাবছে ম্যাট।

লিসার কম্পিউটার থেকে ওই ছবিটির একটি প্রিন্ট আউট বের করে ম্যাট শহরের প্রতিটি হোটেলে গিয়েছে, পেনসিওনি কাসা গুইলিরমো থেকে শুরু করে প্রাসাদোপম হোটেল স্যান পিয়েত্তো পর্যন্ত।

'প্রতিটি রিজার্ভেশনই গোপনীয়,' স্যান পিয়েত্তোর উন্নাসিক রিসেপশনিস্টটি বলেছে ওকে। 'আমরা আমাদের অতিথিদের সম্পর্কে কোনো তথ্য দিই না সে আগের হোক বা এখনকারই হোক।'

'একে কোনোদিন দেখি নি,' ক্লান্ত গলায় বলেছে কাসা গুইলিরমোর ডেস্ক ক্লার্ক।

'দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। তবে পঞ্চাশ ইউরো পেলে স্মৃতিটা একটু হাতিয়ে দেখতে পারি।' দু'হাত কচলাতে কচলাতে বলল ব্রিটানিয়া গেস্টহাউজের মোটকু

ম্যানেজার। সন্দেহ হলো ম্যাটের। তেলঝোল মাখানো এই গর্দভটা যে লিসাকে দেখে চিনতে পারে নি তা ওর চেহারাই প্রমাণ করে। অবশ্য লিসার মতো অভিজাত মেয়ে ব্রিটানিয়ার মতো পচা জায়গায় উঠবে তা কল্পনাও করতে পারে না ম্যাট।

অর্ধেকটা রুটি প্লাস্টিক ব্যাগে মুড়ে সাবধানে ব্যাকপ্যাকে রেখে দিল ও। পা বাড়াল পুরানো শহর অভিমুখে। শেষ কন্টাক্টের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। এখানেও কোনো খবর না পেলে ও পজিটানো ত্যাগ করবে, চলে যাবে হংকং। ওখানে কোনো খবর মেলে কিনা দেখবে।

স্যান পিয়েত্তোর এক মেইড ম্যাটের শেষ কন্টাক্টের খবর দিয়েছে। রিসেপশনিস্ট যখন ওকে ভাগিয়ে দিয়েছিল তখন মহিলার চোখে পড়ে যায় ও। ওর ওপর বোধহয় মায়া লেগে গিয়েছিল মহিলার। পিছু নিয়ে ওর গাড়ি পর্যন্ত চলে আসে সে।

'আপনি যে অতিথিদেরকে খুঁজছেন তাদের ব্যাপারে খোঁজ পেতে হলে মিচেলের কাছে যান,' বলেছিল মেইড। 'মিচেল সব দেখেছে। সে সব গোপন খবর জানে।'

জানা গেল মিচেল পজিটানোর সবচেয়ে দামি হোটেলটিতে গত বছর পর্যন্তও বারম্যান হিসেবে কাজ করেছে। তবে চুরির দায়ে তার চাকরি চলে যায়। তখন থেকে সে বেকার।

বেকারত্বের জ্বালা ভুলতে মিচেল এখন আকণ্ঠ মদে ডুবে থাকে, স্যান পিয়েত্তোর ওপর তার ভয়ানক রাগ।

মিচেল এক মাছ ব্যবসায়ীর ভাঙাচোরা অ্যাপার্টমেন্টের ওপর তলায় বাস করে। বাড়ি খুঁজে পেতে বিশেষ কসরত করতে হলো না ম্যাটকে। এলাকায় ঢুকতেই ম্যাকারেল আর সার্ডিন মাছের গন্ধ নাকে ধাক্কা মারল, সে সঙ্গে মানুষের ঘাম আর পেচ্ছাবের দুর্গন্ধ। ভবনের পাশের গলি থেকে বিকট গন্ধটা আসছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো ম্যাটের।

'ভেতরে আসুন। ভ্যালেরিয়া বলেছিল আপনি আসবেন।'

যে লোকটি দরজা খুলে দিল সে বয়সে বেশ তরুণ এবং আকর্ষণীয় চেহারা। এরকম কমবয়েসী হ্যান্ডসাম যুবককে দেখবে বলে আশা করে নি ম্যাট। ভেবেছিল মধ্যবয়স্ক কোনো মাতাল হবে মিচেল নামের লোকটা। লাল টকটকে চোখ আর কয়েকদিনের না কামানো খোংরামুড়া দাড়ি ছাড়া মিচেল ডেনিয়েলিকে যথেষ্টই সুদর্শন লাগছে।

'শুনলাম কাকে যেন খুঁজছেন।'

'জী,' অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় খুবই বেহাল অবস্থা মিচেলের। মেঝের ওপর পড়ে আছে বাতিল বাক্স, সঙ্গে খালি বিয়ারের বোতল আর পুরানো খবরের কাগজ। রান্নাঘরের সিংকের ওপর আধ বোতল স্কচ।

এরকম সুদেহী, সুদর্শন একটা মানুষের এরকম দুর্দশা কী করে হয়? মিচেলের জন্য দুঃখ লাগল ম্যাটের।

সে লিসার ছবির প্রিন্টআউটটি এগিয়ে দিল মিচেলকে।

বারম্যান ছবিটি দেখে চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, আমি এদেরকে চিনি তো! হোটেলে চার-পাঁচদিন ছিল।'

'কবে?' নিঃশ্বাস বন্ধ করে জানতে চাইল ম্যাট।

'দুই বছর আগের সামারে।'

মাইলস বেরিংকে বিয়ে করার আগের সামার।

'আপনি শিওর?'

'একশোবার,' বলল মিচেল। কফি টেবিলের ওপরে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল সে, একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল ম্যাটের মুখে। 'আমি লাভারদেরকে কখনও ভুলি না।'

ম্যাট জোরে শ্বাস টানল। বেসবল ব্যাট দিয়ে যেন কেউ ওকে মাথায় বাড়ি মেরেছে।

'লাভার? আপনারা দুজন একসঙ্গে ঘুমিয়েছিলেন বুঝি?'

মাথা ঝাঁকাল মিচেল। 'মাত্র একবার।'

লিসার এ অতীত ম্যাট জানত না। সে ইটালিতে ছুটি কাটাতে এসেছিল একজনের সঙ্গে, তারপর সুদর্শন বারম্যানকে দেখেই তার সঙ্গে বিছানায় যাওয়া... নাহ্, মেনে নেয়া কষ্টকর। যে লিসাকে ও চেনে তার সঙ্গে একে মেলানো যাচ্ছে না।

'লোকটা ছিল একটা হাড়ে হারামজাদা,' বলে চলল মিচেল। 'হিংস্র, বিকৃত। আমার সমস্ত শরীরে এমন কালশিটে পড়ে গিয়েছিল যে পরদিন কাজেই যেতে পারি নি।'

মিচেলের কথার মাজেজা বুঝে নিতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল ম্যাট।

'আপনি বলছেন... লোকটা আপনার লাভার ছিল?'

হেসে উঠল মিচেল। 'অবশ্যই! আমি মহিলাদের সঙ্গে বিছানায় যাই না, সুইটহার্ট।' সে ম্যাটকে চোখ টিপল। তবে পরক্ষণে তার চেহারায় আঁধার ঘনাল। 'আমি শিওর ও-ই আমার বিরুদ্ধে হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে হারানো কাফলিংক চুরির অভিযোগ আনে।'

'দাঁড়ান। দাঁড়ান। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হয়ে নিই। আপনি বলছেন ছবির লোকটা একজন সমকামী?'

'ইয়েস, ডিয়ার।'

'কিন্তু সে এই মহিলাকে নিয়ে দম্পতি পরিচয়ে হোটেলে উঠেছিল?'

'হুঁ, আপনার চেহারা অমন শুকনো হয়ে গেল কেন?' হেসে উঠল মিচেল। 'এরকম সবসময়ই ঘটে।'

ম্যাট নোংরা কাউচে বসে পড়ল ধপ করে। দশদিন শূন্য হাতে ঘোরাঘুরি করার পরে মিচেল ডেনিয়েলির কাছ থেকে মাত্র দুই মিনিটে সে যে তথ্য পেয়েছে তা সত্যি কল্পনাতীত। মিচেল যদি সত্যি কথা বলে থাকে এবং লিসার রহস্যময় প্রেমিক যদি সমকামী হয় তাহলে সে আজরাইল কিলার হতে পারে না। যে লোক বুড়োদেরকে জবাই করেছে সে তার স্ত্রীদেরকেও ধর্ষণ করেছিল। সে মহিলাদের সঙ্গে সেক্স করেছে।

'এই দম্পতির নাম মনে আছে আপনার?'

'লোকটা তার নাম বলেছিল লুকা। তার স্ত্রী তাকে ফ্রাংকো, ফ্রান্সেসকো এরকম কী ইটালিয়ান নামে ডাকত। ওদের লাস্ট নেম আমি জানি না। হোটেলের রেকর্ডে নিশ্চয় আছে।'

কিন্তু ওরা আমাকে রেকর্ড দেখতে দেবে না, বন্ধু। তবে ইন্টারপোলের পক্ষে দেখা সম্ভব অবশ্য ম্যাট যদি ডেনি ম্যাকগুইয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানে আসত তাহলে এ সুবিধাটুকু পেত। কিন্তু ডেনি তো ইন্সপেক্টর লিউর সঙ্গে কাজ করছে। আর লিউ লিসাকে ফাঁসাতে চায়। লিউ এখন লিসার মস্ত শত্রু।

'এ লোকটার প্রতি আপনার এত আগ্রহ কেন?' জিজ্ঞেস করল মিচেল।

'লোকটা নয়, আমার আগ্রহ মহিলাটির প্রতি,' জবাব দিল ম্যাট। 'আমার কাছে খবর আছে ... মহিলাটির জীবন বিপদাপন্ন।'

'লুকার মতো লোকের সঙ্গে যদি সে এখনও থাকে তাহলে তার জীবন বিপদাপন্ন তো হবেই।' আরেকটি সিগারেট ধরাল মিচেল। ম্যাট লক্ষ করল তার হাত কাঁপছে।

'এই লোকটা বড়ই অদ্ভুত, বলা উচিত গা ছমছমে। ওদেরকে বার-এ দেখে আমার মনে হয়েছে মেয়েটা লোকটাকে খুব ভয় পায়। লোকটার সঙ্গে শোয়ার পরে আমিও ভয় পেয়েছিলাম। আমাকে সে মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল।'

'ওদের ব্যাপারে এমন কোনো তথ্য কি জানা আছে আপনার যাতে এই লোকটাকে আমি খুঁজে পেতে পারি? সে কি তার বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব, চাকরি জীবন এসব নিয়ে আপনাকে কিছু বলেছে? কিংবা মেয়েটি?'

মাথা নাড়ল মিচেল। 'সরি, ম্যান। সেরকম কিছু মনে পড়ছে না আমার।'

চলে যেতে উঠে দাঁড়াল ম্যাট। দরজার কাছে পৌঁছেছে, হাঁক ছাড়ল মিচেল,'ওহ! একটা কথা মনে পড়েছে। যদিও কথাটি হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

'বলুন শুনি।'

'মহিলাটি, লুকার স্ত্রী। সে খুব একা ছিল। তবে এখানে আসার পরে আরেকজন অতিথির সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে যায়। লোকটি ছিল বুড়ো, ভয়ানক ধনী। আমার মনে আছে বুড়ো মেয়েটিকে সুইমিং পুলের ধারে বসে জিজ্ঞেস করেছিল তার বাড়ি কোথায়। মেয়েটি জবাবে বলেছিল মরক্কো।'

জমে গেল ম্যাট। 'মরক্কো?'

'হুঁ। শুনে আমার খটকা লেগেছিল। কারণ মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছিল আমেরিকান। ওই মেয়ে যদি নর্থ আফ্রিকান হয় তো আমার বাড়ি নোভা স্কটিয়া।'

'বুড়ো লোকটির ছবি দেখালে আপনি তাকে চিনতে পারবেন?'

কাঁপা গলায় জানতে চাইল ম্যাট।

'ছবি দেখার দরকার নেই,' বলল মিচেল। 'বুড়ো আমাকে হাত খুলে বকশিশ দিত। তার নাম আমার মনে আছে। বেরিং। মাইলস বেরিং।'

সাতচল্লিশ

ডেনি ম্যাকগুইয়ার জ্যাকেট দিয়ে আরও ভালোভাবে ঢেকে নিল শরীর। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। ও হেঁটে চলেছে কুইনসের ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে। এখন সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি তবে নিউইয়র্ক ইতোমধ্যে শীতের প্রথম ছোবলের কবলে পড়েছে। ডেনির মাথার ওপর হলদেটে পাতা উত্তুরে হিমেল হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে উড়ে বেড়াচ্ছে। রাস্তার এক কোণে গৃহহীন তিনজন লোক একটি জ্বলন্ত তেলের ড্রামের সামনে গা ঘেষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে, আগুনের ওপর হাত মেলে দিয়ে গরম করে নিচ্ছে গা। আকাশের চেহারা দেখে মনে হয় তুষারপাত হবে। এফবিআই এবারে লিসা বেরিংয়ের পূর্ব জীবন সম্পর্কে তথ্য দিতে সাহায্য করেছে ডেনিকে। কিন্তু এ যেন খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা। ডেনি তাদেরকে যা যা তথ্য দিয়েছে– লিসার ছবি, তার রক্তের টাইপ, আনুমানিক বয়স এবং শহরে শৈশব কাটানোর সময়ে তার বয়স কত হতে পারে সে বিষয়ে কতগুলো ডেট বা তারিখ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে এগোতে হচ্ছে এফবিআইকে।

'ওর পরিবারের বিষয়ে কিছু জানতে পারেন নি?'

মাথা নাড়ল ডেনি। 'আমাদের ধারণা ওর একটি বোন ছিল তবে এ বিষয়ে কোনো বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে নেই। বাবা-মা বোধহয় মারা গেছে। ব্যস এ-ই।'

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কাঁধ ঝাঁকালেন। 'এ নিয়ে তো বেশিদূর এগোনো যাবে না।'

'জানি আমি। এজন্য আমি দুঃখিত। 'আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিন। দেখি কী করতে পারি।'

এফবিআই যখন নিজেদের মতো কাজ করছে ওই সময়, পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা ডেনি ম্যানহাটানে বিক্ষিপ্ত শাটল ককের মতো উদ্দেশ্যহীন ছোটাছুটি করে মরেছে। বিভিন্ন হাইস্কুলে ১১৬টি ফোন করেছে এবং ১১৬ বারই জবাব পেয়েছে, 'দুঃখিত, ওই নামে আমাদের কাছে কোনো রেকর্ড নেই।' সে একটি সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শাখার DMV-তে গেছে, ছয়টা রিটেইল ব্যাংকের হেড অফিসে ঢুঁ মেরেছে এবং আটটা প্রধান হাসপাতালের অসংখ্য প্রশাসনিক অফিসে খোঁজ নিয়েছে। সে লিসার ছবি পাঠিয়েছে *টাইমস, দ্য ডেইলি নিউজ এবং ওয়াশিংটন পোস্টে* এ আশায় যদি লিসার বিষয়ে কোনো তথ্য মেলে। স্থানীয় নিউজগুলোয় এতিম শিশুদের ওপর

লেখা আর্টিকেল পড়েছে যদি মরক্কোর কোনো এতিম শিশুর বিষয়ে তথ্য থাকে। পায় নি।

হতাশ এবং পরাজিত ডেনি ফিরে এলো এফবিআই সদর দপ্তরে। তার সাহায্যকারী এজেন্টেরও তারই মতো অন্ধকার মুখ। সে-ও লিসা বিষয়ক কোনো তথ্য জোগাড় করতে পারে নি। সে বলল, 'আমি অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে চিন্তা করছি। লিসার বাবা-মা যদি কম বয়সে মারা গিয়ে থাকে এবং তার দেখাশোনার কেউ না থাকলে তাকে হয়তো কোনো এতিমখানায় পাঠানো হয়েছিল। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সিস্টেমে সাধারণত ভাইবোনদেরকে আলাদা করা হয় না কাজেই ওর যদি কোনো বোন থেকে থাকে তাহলে দুজন হয়তো একত্রেই এতিমখানায় গেছে। আপনাকে নিউইয়র্ক স্টেট চিলড্রেন অফিস এবং ফ্যামিলি সার্ভিসের নাম্বার দেব?'

এসব গত রাতের ঘটনা। ডেনি এখন নিউইয়র্কের হাড় জমানো শীতল রাস্তায় শিশুদের এতিমখানা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঠাণ্ডায় মাথা নিচু করে রেখেছে ডেনি। তার ফোনের জিপিএস চেক করল। *ওই তো প্রায় এসে পড়েছে।* তার তালিকার সর্বশেষ এতিমখানাটির নাম বীচেস। ফান্ডের অভাবে বহু এতিমখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং নব্বই দশকে রাষ্ট্রীয় পলিসির পরিবর্তিত নীতি অনুসারে অনেক এতিমকেই এতিমখানায় রাখার বদলে দত্তক হিসেবে বিভিন্ন পরিবারের কাছে তুলে দেয়া হয়েছে। ফলে এখন সাকুল্যে গোটা বারো এতিমখানা রয়েছে যেগুলোর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল আশির দশকে। এর মধ্যে চারটে শুধু ছেলেদের জন্য। বাকি আটটির মধ্যে সাতটিতে ডেনি গেছে। দুটি এতিমখানা কোনো রেকর্ডই রাখে না। বাকি পাঁচটির মধ্যে কেউই একসঙ্গে দুবোনকে রাখে নি। একটি এতিমখানায় লিসা নামে একজন ছিল তবে তার পদবি বেনিংটন এবং সে বর্তমানে লুইজিয়ানা জেলখানায় ডাকাতির অভিযোগে বত্রিশ বছরের কয়েদ খাটছে। আরেকটি কানা গলি।

কুইনসের বীচেস নামের এতিমখানাটি শহরের সবচেয়ে বড় এতিমখানা। এটি কিশোর-কিশোরীদের জন্য। এখানে যে সব এতিম রয়েছে তাদের বেশিরভাগের তেরো বছর বয়স হওয়ার পরে বাড়িতে আর জায়গা হয় নি। তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে কিংবা আশ্রয় পেয়েছে কোনো দত্তক পরিবারে।

বীচেস লাল ইটের, ভিক্টোরিয়ান আদলে তৈরি একটি কুৎসিত দর্শন ভবন। বাড়িটির জানালাগুলো ছোট ছোট, অশুভ চেহারার কালো রঙের ফ্রন্ট ডোর। এ ধরনের বাড়ির বর্ণনা ডেনি পড়েছে ডিকেন্সের উপন্যাসে। তবে ভেতরে ঢুকে সে দেখল সম্পূর্ণ অন্য চেহারা। দেয়ালগুলো উজ্জ্বল রঙে রঙিন, রিসেপশন ওয়ালে গ্রাফিটি স্টাইলের পশমি কাপড়, করিডোরের শেষ মাথায় ডাবল গ্লাস ডোরের ওপাশে একদল কিশোরকে ডেনি দেখতে পেল একটি টেবিল ঘিরে বসে আড্ডা দিচ্ছে। মেয়েদের একটি দল টিভিতে *আমেরিকান আইডল* উপভোগ করছে আর চিৎকার-চেঁচামেচি করছে।

'মি. ম্যাকগুইয়ার? আমি ক্যারল বিংহ্যাম, এখানকার পরিচালক। আপনি কি আমার

অফিসে বসবেন?'

মহিলার বয়স ৪০/৪২, খাটো স্বর্ণকেশ, মুখখানা সুশ্রী, পরনের অ্যান টেনের সুট ছিপছিপে শরীরে ভালোই মানিয়েছে। ক্যারল বিংহ্যামকে দেখলে মনে হয় সে প্রফেশনাল এবং গোছানো স্বভাবের।

ডেনি এখানে আসার কারণ ব্যাখ্যা করল। ক্যারল বিংহ্যাম ঘরের কোণে রাখা একটি বৃহদায়তনের পুরানো ফাইল কেবিনেটের ভারী ধাতব ড্রয়ার খুলল। '১৯৯৯ সাল থেকে আমরা কম্পিউটারে কাজ করছি,' বলল সে। 'এর আগেকার সমস্ত তথ্য আপনি এর মধ্যে পাবেন।'

'আপনারা পুরানো রেকর্ড কিছুই কম্পিউটারে সংরক্ষণ করেন নি?' পাহাড় সমান কাগজপত্রের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ডেনি।

মিষ্টি করে হাসল ক্যারল বিংহ্যাম, 'আপনি কি এ কাজটা করে দিতে চান? দেখুন, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের পুরানো রেকর্ড কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের বাজেটও নেই, সময়ও নেই।' দেয়াল ঘড়িতে তাকাল সে। 'আলবানির একদল ব্যুরোক্রাটের সঙ্গে আর দশ মিনিট পরে আমার একটা মিটিং আছে। আপনি কি নিজে নিজে কাগজপত্রগুলো দেখতে পারবেন?'

'পারব,' বলল ডেনি।

তবে ডকুমেন্টগুলো দেখতে গিয়ে ওর মনে হলো এ স্রেফ নিস্ফল প্রয়াস। একটা ধাতব ড্রয়ারে এত এত কাগজপত্র থাকতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না ডেনির। আর কত রকমের যে ডকুমেন্ট! বার্থ সার্টিফিকেট, মেডিকেল রেকর্ড, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের পাশে পড়ে আছে পুলিশ এবং কেসওয়ার্কার রিপোর্ট, শিশুদের আঁকা ছবি এমনকি পুরানো ক্যান্ডি র‍্যাপার পর্যন্ত। কোনো কাগজপত্রে কোনো লেবেল লাগানো নেই। কিছু অফিশিয়াল ডকুমেন্টে তারিখ দেয়া থাকলেও দেখে মনে হলো না কেউ কোনোদিন এগুলো গুছিয়ে রাখার চিন্তা করেছে।

দুই ঘণ্টা অনর্থক খাটাখাটুনির পরে একটি কিশোর এসে উঁকি দিল ঘরে। জানতে এসেছে ডেনি এককাপ কফি খাবে কিনা। ছেলেটির বয়স বছর ষোলো, রোগা, মুখ ভর্তি ব্রন। তবে তার চোখ দুটি যেন কথা বলে। বুদ্ধিদীপ্ত।

'মিসেস বিংহ্যাম বলতে বলেছেন আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারি কিনা।'

ডেনি পাহাড় প্রমাণ কাগজপত্রের স্তূপ থেকে মুখ তুলল।

'নাহ। ঠিক আছে। দুজনে মিলে খামোকা সময় নষ্ট করার মানে হয় না।'

'এগুলো সব আশির দশকের কাগজপত্র, না?'

মাথা ঝাঁকাল ডেনি।

'আপনি পুরানো বর্ষপঞ্জিকাগুলোয় চোখ বুলিয়েছিলেন?' ছেলেটি একটি চেয়ারে উঠে লম্বা একটি কেবিনেটের মাথা থেকে এক বস্তা বাঁধাই করা কালো খাতা দড়াম করে মেঝেয়, ডেনির পাশে ফেলল।

‘এগুলো আলাদা রাখা হয়?’

‘উঁ, হ্যাঁ।’ জবাব দিল কিশোর। ‘এগুলোও আশির দশকের।’ বলে চলে গেল সে। ডেনি তার নতুন খুঁজে পাওয়া গুপ্তধনের ওপর হামলে পড়ল। তবে সে আশা করছে না যে টিনেজ লিসা বেরিংয়ের ছবি লাফ মেরে তার সামনে বেরিয়ে আসবে এরকম অদ্ভুত ঘটনা হাজারে একটা ঘটে। তবে এ খাতাগুলোয় অন্তত ছেলেমেয়েদের নামসহ ছবি আছে।

বেশ কয়েক বছরের কোনো তথ্য নেই। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত তথ্য আছে আবার ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত আছে। নবম বর্ষপঞ্জি ওল্টাতে গিয়ে ওটা দেখতে পেল ডেনি।

ছবিতে তারিখ দেয়া আছে। যে মুখটি ডেনির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার বয়স অনেক কম এবং খুব বেশি ঝলমলেও নয় চেহারা। তার দাঁতগুলো সব মসৃণ নয়, মাথার চুল লম্বা এবং আলুথালু। তবে এ মুখখানা ডেনি জীবনেও ভুলবে না। লম্বা, ঈগলের ঠোঁটের মতো নাক। ঠোঁটে বক্রহাসি। উজ্জ্বল নীল রঙের চোখে দুর্বিনীত ঝিলিক। ছবির নিচে মেয়েলি হস্তাক্ষরে, এক দশক পরে কেউ লিখে রেখেছে HOT, পাশে অনেকগুলো বিস্ময়বোধক চিহ্ন।

সে ওই সময়ও হট ছিল। এবং সে সেটা ঠিকই জানত।

ছবির মাথায় লেখা ফ্রান্সিস মানচিনি। তবে ডেনি ম্যাকগুইয়ার একে অন্য নামে চেনে।

লাইল রেনাল্টো।

আটচল্লিশ

ফোন করার আগে দুবার ভেবে নিল ক্লেয়ার মাইকেলস ফোনটা করবে কিনা। নিজেকে অপরাধী লাগছে তার। কিন্তু কিছু তো একটা করতেই হবে। ভাইকে নিয়ে সে খুবই দুশ্চিন্তায় আছে এবং বুঝতেও পারছিল না কার কাছে খবর নেবে। অনেক ভেবে শেষে এই নম্বরে ডায়াল করতে লাগল।

'হ্যালো?' ভেসে এলো ডেনি ম্যাকগুইয়ারের গলা।

'ওহ্, হ্যালো,' বিড়বিড় করল ক্লেয়ার। 'আমি বলছি। ক্লেয়ার মাইকেলস। ম্যাট ডেলির... আপনি নিশ্চয় আমাকে চেনেন। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লস এঞ্জেলেসে দেখা হয়েছিল। আপনি ম্যাটের বোন,' নরম গলায় বলল ডেনি।

'জী, ওর কোনো খবর জানেন?'

শুনে নড়েচড়ে উঠল ডেনি। ক্লেয়ারের তাকে এরকম একটি প্রশ্ন করার মানে কী? ম্যাট কি তার বোনের বাসায় নেই? ডেনি এ মুহূর্তে ম্যাট ডেলির কথা ভাবতে চায় না। সে ভাবছে ভিক্টর ডুবলেস্কোর কথা। ডেনি খবর নিয়ে জেনেছে এ লোক এতিমখানায় ফ্রাঙ্কি মানচিনির সঙ্গে একত্রে থাকত। খবরটা তাকে জানিয়েছে মারিয়ান ওয়েটস নামে এতিমখানার বহু পুরানো এক কর্মচারী। বুড়ি হয়ে গেলেও তার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। ক্যারল বিংহামই এ মহিলার সঙ্গে ডেনির পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ডেনি নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ফোন করে জেনেছে এই ভিক্টর ডুবলেস্কো এক পিম্প এবং অকেশনাল ডিলার। মাঝখানে বেশ কিছুদিন চুরির দায়ে জেল খেটেছে। এখন কুইনসে বসবাস করছে। তার বাড়ি বিচেস থেকে বড় জোর ছয় ব্লক দূরে। আর এ মুহূর্তে ডুবলেস্কোর বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় তার সেল ফোনে ম্যাটের বোন ফোন করে বসেছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ম্যাট ডেলির দিকে মনোযোগ ফেরাল ডেনি।

'না, আপনার বাড়ি থেকে আসার পরে ওর সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ হয় নি। ও আপনার সঙ্গে নেই?'

'আমার সঙ্গে থাকলে তো আর আপনাকে ফোন করতাম না,' ঝাঁকিয়ে উঠল ক্লেয়ার। 'আয়াম সরি। আমি এভাবে আসলে কথাটা বলতে চাই নি। ভাইয়াকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার। গতকাল আমাকে একটা ভয়েস মেইল পাঠিয়েছে যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি নি।'

'ও কোথায় আছে বলেছে?'

'হ্যাঁ। ইটালিতে।'

'ইটালি?'

'জী। আমালফি কোস্টে। বলল যে লোকটা লিসাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে বলে ওর সন্দেহ তার ব্যাপারে নাকি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানতে পেরেছে। ওর কাছে প্লেনের টিকেট কেনার টাকাও আছে কিনা সন্দেহ। কীভাবে যে ওখানে টিকে আছে কে জানে।'

মন খারাপ হয়ে গেল ডেনির। ম্যাট ওর কাছে কসম খেয়েছিল ম্যানিয়াকটার পেছনে একা একা ধাওয়া করবে না। ইন্টারপোল এখন অপারেশন আজরাইলকে অফিশিয়ালি স্যাংশন করেছে কাজেই ডেনি মোটেই চাইবে না ম্যাট ডেলি উল্টাপাল্টা কিছু করে বসে তার কেসটাকে ভণ্ডুল করে দিক।

'ও আর কী বলল?'

'অনেক কিছুই বলেছে। তবে বললাম না ও ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলল লিসার লাভার নাকি ওর লাভার ছিল না। লোকটা সমকামী। মাইলসের সঙ্গে পরিচয়ের আগেই লিসা ওই লোককে চিনত কিন্তু লোকটা আজরাইল নয় এবং আপনারা ভুল পথে ছুটছেন। এই আজরাইলটা কে?'

'কেউ না,' বলল ডেনি। 'এটা একটা কোড নেম। ও আপনি বুঝবেন না।'

ম্যাটকে নিয়ে এখন ডেনিরও দুশ্চিন্তা হচ্ছে। ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয়ভাবেই। 'আমাকে ফোন করেছেন বলে খুশি হয়েছি,' ক্লেয়ারকে বলল সে। 'আমি এখন একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি। তবে পরে আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করব। তবে এর মধ্যে যদি ও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে, যদি কিছু বলে...'

'আমি আপনাকে জানিয়ে দেব। ও...ও কোনো বিপদের মধ্যে নেই তো?'

বোনের কণ্ঠে ভাইয়ের জন্য পরিষ্কার উদ্বেগ।

'না,' মিথ্যা বলল ডেনি। 'আমার মনে হয় না ও কোনো বিপদের মধ্যে আছে। প্রয়োজন হলে আমি আমালফিতে স্থানীয় পুলিশকে ফোন করে বলে দেব আপনার ভাইয়ের দিকে যেন খেয়াল রাখে।'

ক্লেয়ার মাইকেলসের সঙ্গে কথা বলার পর মনটা খচখচ করছে ডেনির। ম্যাট ডেলি কি সত্যি লিসার প্রেমিকের ব্যাপারে বিশেষ কোনো খবর জোগাড় করেছে? ম্যাটের সঙ্গে কথা না বলে বোঝা অসম্ভব সে তার বোনকে যা বলেছে তার কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনার আশ্রয় রয়েছে।

ডেনি ডুবলেঙ্কোর বাড়িতে যখন এলো তখন দুশ্চিন্তায় তার মাথা ভার হয়ে আছে।

লাইল রেনাল্টো ফ্রাঙ্কি মানচিনি। বর্ষপঞ্জির ছবির ছেলেটির সঙ্গে কি ইটালি এবং লিসা বেরিংয়ের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে? আর ডেনিই বা এখানে এসেছে কী করতে?

পাঁচ মিনিট পরে ভিক্টর ডুবলেঙ্কো একই প্রশ্ন করল তাকে।

'আমার কিছু বলার নেই।' ডেনির দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল সে।

ডুবলেঙ্কোর লিভিংরুমের চেহারা যাচ্ছেতাই, দাগ পড়া, দুর্গন্ধযুক্ত কুশন, সুই, মরা মারিজুয়ানা প্ল্যান্ট এবং আধ খাওয়া খাবারের প্লেট। হলওয়ের ওপাশে দুটি বেডরুম অবশ্য অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। ক্লায়েন্টরা পরিষ্কার-পরিচ্ছনতা পছন্দ করে। তাই শয়নকক্ষ দুটি পরিষ্কার রেখেছে ডুবলেঙ্কো কিন্তু সে নিজে বোধহয় নোংরা থাকতে পছন্দ করে, চেহারা এবং পরনের পোশাক-আশাক তা-ই প্রমাণ করে।

'পুলিশ আমার দুই চক্ষের বিষ।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডেনি ম্যাকগুইয়ার। 'আর মাগীর দালালদের আমি একদমই পছন্দ করি না। তবু কখনো কখনো তাদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে কাজ করতে হয়।'

খ্যাক খ্যাক করে হাসল ডুবলেঙ্কো। গলায় কফ জমে থাকলে যেমন ঘরঘরে শব্দ হয় হাসির শব্দটা শোনাল ওবকম। পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে তার মধ্যে কফ মিশ্রিত থুতু ফেলে ওটা আবার পকেটে ঢোকাল।

'তাহলে আমরা একে অন্যেকে পছন্দ করি না কিন্তু আমরা দুজনে ব্যবসা করতে পারব, রাইট? আপনি মাল ছাড়ুন। আমার মুখে কথার খই ফুটবে।'

এমন সময় শর্টস আর ভেস্ট পরা, অত্যন্ত কম বয়েসী এবং অত্যন্ত রোগা একটি মেয়ে ঢুকল ঘরে। মেয়েটার চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি যেন কাউকে চিনতে পারছে না। মেয়েটির দিকে তাকিযে খেঁকিয়ে উঠল ডুবলেঙ্কো। সে ভয়ার্ত গুবরেপোকার মতো ছুটে পালাল।

বেচারি, মনে মনে বলল ডেনি। বয়েস পনেরোও হয়েছে কিনা সন্দেহ। ডুবলেঙ্কোর মতো একটা নোংরা লোকের সঙ্গে বসে আছে ভাবতেই বমি বমি লাগল। কিন্তু নিজেকে মনে করিয়ে দিল কেন ও এখানে এসেছে, ডুবলেঙ্কোর তথ্যের ওপর কত মানুষের জীবন নির্ভর করছে। দাঁতে দাঁত চাপল ডেনি। জ্যাকেটের পকেট থেকে পঞ্চাশ ডলারের এক তাড়া নোট বের করল ও। তারপর ধীরে ধীরে টাকাগুলো গুনে আবার পকেটে রেখে দিল।

'আপনি কথা বলবেন আমি আপনাকে টাকা দেব, মি. ডুবলেঙ্কো।'

ডেনির টাকাভর্তি পকেটের ওপর চোখ রেখে দালালটা মসৃণ গলায় বলল, 'কী জানতে চান শুনি?'

ডোন ওকে বর্ষপঞ্জির ছবিটা দেখাল। 'একে চেনেন?'

'যীশু' সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত বের করে হাসল ডুবলেঙ্কো। 'ফ্রাঙ্কি মানচিনি, ম্যান। এ ছবি আপনি কোথায় পেলেন?' আবার ঘরঘরে গলায় কেশে উঠল সে। ডুবলেঙ্কো তার তামাক খেয়ে ধ্বংস হওয়া ফুসফুসের কফ পরিষ্কার করা পর্যন্ত অপেক্ষা

করল ডেনি। ব্যাটার মুখে পচা মাছের গন্ধ।

'বীচেস থেকে জোগাড় করেছি। আজ ওখানে গিয়েছিলাম আমি। জনৈকা মিসেস ওয়েটস বললেন আপনি এবং ফ্রাঙ্কি নাকি ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত হোমে ছিলেন এবং আপনারা বেশ ঘনিষ্ঠও ছিলেন। কথা কি সত্য?'

ভিক্টর ডুবলেস্কোর সবুজ চোখগুলো সরু হয়ে এলো। 'মিসেস ওয়েটস। বুড়িটা এখনও বেঁচে আছে?'

'কথা সত্য কিনা, মি. ডুবলেস্কো?'

মাথা ঝাঁকাল ভিক্টর। আপনি আমার অতীত সম্পর্কে দেখছি অনেক কথাই জানেন, ডিটেকটিভ।'

ডেনি বিরক্ত স্বরে বলল, 'আপনার অতীত নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি ফ্রাঙ্কি মানচিনির ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড। শেষ কবে তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?'

মাথা নেড়ে ডুবলেস্কো বলল, 'অনেকদিন আগে, ম্যান। বেশ কয়েক বছর আগে। কুড়ি বছর তো হবেই।'

'কোথায়?'

'এখানেই। নিউইয়র্কে। এ ছবিটা তোলার বছরখানেক পরে আরেকটা হোমে পাঠানো হয় ফ্রাংকিকে। তারপর কিছুদিন আমাদের যোগাযোগ ছিল। পরে সে যেন কোথায় একটি চাকরি পেয়েছে শুনেছি। তারপরের খবর জানি না।'

ও পশ্চিমে গিয়েছিল। লস এঞ্জেলেসে... সেখানে সে লাইল রেনাল্টো নামে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং পরিচয় হয় অ্যাঞ্জেলা জেকসের সঙ্গে... তারপর সবকিছু শুরু হয়ে যায়।

'তারপর আর ওর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয় নি?'

'আমরা ঠিক হরিহর আত্মা ছিলাম না,' বলল ডুবলেস্কো। 'কিন্তু আপনি ওর পিছু লেগেছেন কেন? ও কি কোনো অপরাধ করেছে? ব্যাংক ডাকাতি?'

'ডাকাতি করেছে শুনলে কি আপনি অবাক হবেন?'

একটু চিন্তা করে জবাব দিল ডুবলেস্কো। 'হবো। কারণ আমি সবসময়ই ভাবতাম বড় কিছু হতে পারবে ফ্রাংকি।'

'এরকম ভাবার কারণ?'

'কারণ ও ছিল দারুণ বুদ্ধিমান। বিদেশি ভাষা জানত, অঙ্কে মাথা সাফ ছিল। এমন কিছু ছিল না যা ওই ছেলে পারত না। তাছাড়া ওর চেহারাটা একবার দেখুন না। অমন একটা চেহারা থাকলে আর কী চাই?'

'সে কি তার চেহারা দেখিয়ে মেয়েদেরকে পটিয়ে ফেলত?'

ডুবলেস্কোর ব্যাঙের মতো মুখে হাসি ফুটল। 'মেয়েদের ব্যাপারে ফ্রাংকির কোনো আগ্রহ ছিল না, ডিটেকটিভ। আমি কী বলতে চাইছি আশা করি বুঝতে পারছেন।'

ডেনির শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ জল নামল। ক্লেয়ার মাইকেলস ইটালি থেকে আসা ম্যাট ডেলির ফোনের ব্যাপারে কী যেন বলেছিল! *লিসার লাভার ওর লাভার ছিল না।*

সে ছিল সমকামী। সে আজরাইল হতে পারে না। আপনারা ভুল পথে ছুটছেন!

'তবে মেয়েদের কিন্তু ওর প্রতি সাংঘাতিক আগ্রহ ছিল। তারা মাছির মতো ঘিরে থাকত ফ্রাংকিকে। আর বুদ্ধিমান ফ্রাংকি এ ক্ষমতাটা দিয়ে নিজের সুবিধাগুলো আদায় করে নিত।'

লাইল রেনাল্টোর কথা ভাবছে ডেনি। সে কীভাবে অ্যাঞ্জেলা জেকসের জীবনে ঢুকে গিয়েছিল, ওর আস্থা অর্জন করেছিল এবং সম্ভবত ওকে সে মৃত্যুর মুখেও ঠেলে দেয়।

'কীভাবে সুবিধা আদায় করত?'

'মেয়েদেরকে দিয়ে নিজের নানান কাজ করিয়ে নিত। ওদের কাছ থেকে উপহার নিত, হোম থেকে রাত-বিরাতে বেরিয়ে পড়লে মেয়েরা ওকে কাভার দিত। তবে মেয়েদের ব্যাপারে তার সত্যি কোনো আগ্রহ ছিল না। কী বলছি বুঝতেই পারছেন।'

ডুবলেঙ্কোর সূক্ষ্ম সুভাষণ শুনে বিরক্ত ডেনি। 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, ডুবলেঙ্কো। ফ্রাংকি সমকামী ছিল।'

'ইয়াহ্, ও সমকামী ছিল। তবে মেয়েদের সহচার্য ও একদমই সহ্য করতে পারত না, গা ঘিনঘিন করত। শুধু সেক্সুয়ালি নয়, মানুষ হিসেবেও। অবশ্য প্রিন্সেসের ব্যাপারটা ছিল আলাদা।'

'প্রিন্সেস?'

ভিক্টর ডুবলেঙ্কোর চেহারাটা বদলে গেল। 'প্রিন্সেস সোফিয়া' এ নামেই ওকে ডাকত সে। কে জানে মেয়েটার আসল নাম কী ছিল। ফ্রাঙ্কি তার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। ফ্রাঙ্কি বলত মেয়েটা নাকি মরোক্কান রাজবংশের।'

ডুবলেঙ্কোর কথা শুনে ডেনির কী জানি একটা কথা মনে পড়েও পড়ছিল না।

'সোফিয়া ওখানে আসার আগে আমি বীচেস ছেড়ে চলে যাই। তবে মেয়েটার সঙ্গে একবার আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল সেটা ফ্রাংকি শহর ছাড়ার আগে আগে। মেয়েটা দেখতে ছিল অপূর্ব সুন্দরী। শুনেছি ফ্রাংকির সঙ্গে পরিচয়ের আগে মেয়েটা আগে যে হোমে ছিল সেখানকার পুরুষ স্টাফরা নাকি তার পেছনে ছোঁক ছোঁক করত। দারুণ মাল ছিল তো!' স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ঠোঁট চাটল ডুবলেঙ্কো। 'ফ্রাংকি তার নামে ছিল পাগল। মেয়েটা যেন তাকে জাদু করে ফেলেছিল।'

ডুবলেঙ্কোর কাছ থেকে আর কিছু জানার নেই বুঝতে পেরে ওকে কিছু টাকা দিল ডেনি। তারপর ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে ফিরে এলো নিজের হোটেলে।

অন্ধকার হয়ে গেছে। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল ডেনি। কাগজপত্র, টেপরেকর্ডার এবং ব্রিফকেস বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে চেক করল মেসেজ। জরুরি কিছু নেই। সেলিনকে কল করল ও– ভয়েস মেইলে স্ত্রীকে জানাল তাকে কতটা ভালোবাসে সে এবং কতটা মিস করছে। ম্যাট ডেলির সঙ্গে আরেকবার যোগাযোগের ব্যর্থ চেষ্টা করে সে ক্লেয়ার মাইকেলসের নাম্বারে ফোন দিল।

'ম্যাট যে সমকামীর কথা আপনাকে বলেছে, মানে লিসার লাভার, এর নামটা কি ও

বলেছে?'

'ঠিক মনে পড়ছে না,' বলল ক্লেয়ার। 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। কী ফ্রাংকো না ফ্রান্সেসকো যেন বলেছিল ভাইয়া।'

ফোন রেখে দিয়ে জামাকাপড় খুলল ডেনি, শাওয়ারের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। গরম পানির ছোঁয়া সব সময়ই ওর জট পাকানো চিন্তাগুলোর গিটঠু ছাড়াতে সাহায্য করে। আজ ওর হাতে জিগস পাযলের অনেকগুলো টুকরো তুলে দেয়া হয়েছে। টুকরোগুলো একত্রে বসাতে পারলেই, ডেনির ধারণা সে এ ধাঁধার জবাব পেয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো এ টুকরোগুলোর খোঁজে ও আসে নি।

ও নিউইয়র্ক এসেছিল লিসা বেরিং-এর অতীত জানতে। বদলে লাইল রেনাল্টো সম্পর্কে অনেক কথা জেনে ফেলল। তবে এটা লাইল রেনাল্টো নয়, ফ্রাংকি মানচিনি। ফ্রাংকি মানচিনি... একজন সমকামী... কাজেই সে ধর্ষক-খুনি আজরাইল হতে পারে না, ঠিক?... কিন্তু লিসা বেরিংয়ের সঙ্গে তার দৃশ্যত সম্পর্ক ছিল। তবে ওর প্রেমিক হিসেবে নয়, 'প্রিন্সেস সোফিয়া'র লাভার হিসেবে। যেমন লাইল রেনাল্টো অ্যাঞ্জেলা জেকসের লাভার ছিল না। সবগুলোর সন্দেহ একটি লিংক বা যোগসূত্র পাওয়া যায় কিন্তু প্রতিটি লিংক পূর্ণ বৃত্ত নিয়ে অন্যদের সঙ্গে যোগ হওয়ার বদলে আবার নিজের কাছেই ফিরে যাচ্ছে।

লিসা... লাইল... ফ্রাংকি।

লিসা... অ্যাঞ্জেলা... সোফিয়া।

কী আমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে?

ফুল সার্কেলে শুধু মানুষ নয় জায়গাও আছে। নিউইয়র্ক, এল. এ, হংকং, ইটালি, নিউইয়র্ক এবং মরক্কো। ডুবলেস্কো বলেছে ফ্রাংকির প্রিন্সেস সোফিয়ার দাবি ছিল সে মরক্কো থেকে এসেছে। লিসা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে ওখানেই যাওয়ার কথা ছিল ম্যাট ডেলি এবং লিসার।

মরক্কো কি কোনো গুরুত্ব বহন করে নাকি স্রেফ কাকতালীয়ভাবে নামটা উঠে এসেছে? ডেনির মাথাব্যথা করতে লাগল।

গা মুছে সে বিছানায় এসে বসল। বীচেস বর্ষপঞ্জিতে ফ্রাংকি মানচিনির ছবিটি আবার দেখল। লাইল রেনাল্টো যেন তার দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপের হাসি হাসছে। ছবির ফ্রাংকি বয়সে অনেক তরুণ, মাংসল মুখমণ্ডল, গোলাকার। তবে এ পার্থক্য সত্ত্বেও পরিষ্কার বোঝা যায় দুজন একই ব্যক্তি।

জানে না কেন, হয়তো সহজাত প্রবৃত্তির বশেই ডেনি কম্পিউটার অন করে লিসা বেরিং-এর ছবিটি বের করল। ইন্সপেক্টর লিউ লিসার এ ছবিটি ওকে দিয়েছে। সে এনওয়াইপিডিসহ শহরের বিভিন্ন এজেন্সি এবং প্রতিষ্ঠানে ছবিটি পাঠিয়ে দিয়েও কোনো ফল পায় নি।

ডেনি অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লিসার মুখের দিকে। যেন আশা করছে

লিসা তার সঙ্গে কথা বলবে, তার গোপন কথাগুলো প্রকাশ করে দেবে। ডেনি লিসার চোখের ওপর জুম করল যে চোখ জাদু করেছে ম্যাটকে। এ চোখ আরেকজোড়া চোখের কথা মনে করিয়ে দিল ডেনিকে। এ চোখ আগেও কোথাও যেন সে দেখেছে। অনেক দিন আগে।

অকস্মাৎ সব মনে পড়ে গেল। সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

ধড়ফড়ে কলজে নিয়ে ফোন তুলল ডেনি ম্যাকগুইয়ার।

আমি এতদিন অন্ধ ছিলাম কীভাবে?

উনপঞ্চাশ

বিরক্ত চেহারা নিয়ে হোটেল ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে আছে ইন্সপেক্টর লিউ। লোকটা টেকো, আচার-আচরণে অশিক্ষিত এবং বিশ্রীরকম মোটা। তিমির মতো ফোলা পেটটা ধূসর রঙের পলিয়েস্টার সুট ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। সুটটা তার আয়তনের তুলনায় কমপক্ষে দুই সাইজ ছোট আর রূপোর মতো চকচক করছে। এই চেহারা সুরত নিয়েই সে সিডনির একটি অত্যন্ত দামি পাঁচ তলা হোটেলের ম্যানেজারি করছে যেখানকার ক্লায়েন্টরা বেশিরভাগ রকস্টার কিংবা রাজনীতিবিদ্। নাহ্, পৃথিবীতে সত্যি ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই।

'আপনি ঠিক জানেন এটা তার ছবি?'

'দেখুন, বন্ধু,' হাঁপানি রোগীর মতো শ্বাস টানতে টানতে লিউকে লিসা বেরিংয়ের ছবিটি ফিরিয়ে দিল ম্যানেজার। 'আমি স্টিফেন হকিংয়ের মতো স্মৃতিধর হতে না পারি তবে মানুষের চেহারা মনে রাখতে আমি খুব পটু। বিশেষ করে অমন সুন্দর একটি মুখ কি সহজে ভোলা যায়?' খচমচ করে বগল চুলকাল লোকটা। 'কয়েক মাস আগেই ওরা আমার হোটেলে উঠেছিল। স্টেসি আপনাকে ঠিক তারিখটা বলতে পারবে। মহিলার সঙ্গে সুদর্শন এক লোকও ছিল। তবে মহিলাই সমস্ত বিল পে করে। ওরা 'স্মিথ' নামে রুম ভাড়া করেছিল।'

'আপনার গেস্টদের পাসপোর্ট চেক করেন না?'

নাক সিঁটকাল ম্যানেজার। 'আমরা বালছাল এফবিআই নই, মি. লিউ।'

'ইন্সপেক্টর লিউ,' শীতল গলায় বলল লিউ।

'এবং কিছু মনে নেবেন না, আমরা চাইনিজ পুলিশও নই,' ওর কথা অগ্রাহ্য করে বলে চলল মোটকু। 'আমি যদি এ হোটেলের প্রতিটি মি. এবং মিসেস স্মিথের ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করি তাহলে আর আমার চাকরি থাকবে না।'

'বিল কে দিয়েছে বললেন?'

'মহিলা। ক্যাশ।'

'কিন্তু ওরা কোনো ফরোয়ার্ডিং অ্যাড্রেস, কোনো ক্রেডিট কার্ড বিলিং অ্যাড্রেস কিছুই রেখে যায় নি?'

'বললাম না কোনো ঠিকানা দিয়ে যায় নি। স্টেসির সঙ্গে কথা বলুন। ও সব জানে।'

স্টেসি ষাট বছরের এক বুড়ি। ফ্রন্ট ডেস্কে কাজ করে। তার বস যা বলেছে তারই পুনরাবৃত্তি করল সে। মিসেস স্মিথ নগদ টাকায় হোটেলের সমস্ত বিল মিটিয়েছে। না, সে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলে নি। অন্তত তার কাছে নয়। মি. স্মিথ ছিল 'চুপচাপ' এবং 'আকর্ষণীয়।'

'আমি ওদের ঘরটা একবার দেখতে চাই।'

সুইটটা রাজকীয়। 'মিসেস স্মিথকে এখানে থাকার জন্য প্রচুর পয়সা খরচ করতে হয়েছে। অবশ্য লিসা বেরিংয়ের কাছে টাকা আছে। বুড়ো স্বামীর টাকা দিয়ে মৌজ মস্তি করছে। লিউ এবং তার লোকেরা ঘরে সার্চ চালাল, ফিঙ্গার প্রিন্ট, চুল কিংবা অন্য কোনো ফরেনসিক এভিডেন্সের আশায়। কিন্তু দুই মাস পরে. ইতোমধ্যে এ ঘরে না জানি কত লোক থেকেছে, হোটেল কর্মচারীরা প্রতিদিন দুই বেলা ঘর পরিষ্কার করেছে কাজেই কোনো প্রমাণের আশা করা দুরাশা মাত্র।

প্রতিটি চেম্বারমেইডকে জেরা করা হলো, সে সঙ্গে কনসিয়ার্জ, বার এবং রেস্টুরেন্ট স্টাফও বাদ গেল না। লিয়ানা নামে এক মহিলাকেও জেরা করল লিউ। এর কাছে ম্যাসাজ নিত মিসেস স্মিথ।

হোটেলের এই কর্মচারী স্মৃতি হাতড়ে বলল, 'সত্যি বলতে কী ওনাকে একটু ইমোশনালই মনে হচ্ছিল আমার। স্পা নেয়ার সময় তাঁর চোখ অশ্রুসজল দেখেছি আমি। তবে অনেক অতিথিই এরকম হয়ে থাকেন। খুব ধনবতীরা খুব সহজে ইমোশনাল হয়ে পড়েন।'

'উনি কেন কান্নাকাটি করেছিলেন সে ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলেছেন? এমন কোনো তথ্য যা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে।'

একটু চিন্তা করে লিয়ানা বলল, 'না, উনি তেমন কিছু বলে নি। তবে আমার মনে হয়েছে তাঁর চোখের জলের জন্য তাঁর সঙ্গীটিই দায়ী। লবিতে ওদেরকে বহুবার দেখেছি আমি। স্বামীটি তাঁর হাত ধরে সবসময়ই কানের কাছে ফিসফিস করে কী যেন বলছিলেন। কিন্তু মিসেস স্মিথকে আমি অন্যমনস্ক দেখেছি।'

দিনের শেষে বেজায় হতাশ হয়ে পড়ল ইন্সপেক্টর লিউ। সে ব্যক্তিগতভাবে সিডনি উড়ে এসেছিল এ আশায় যে এখানে লিসা বেরিংয়ের ব্যাপারে নিরেট কোনো তথ্য পাবে। কিন্তু এসে কোনোই লাভ হলো না।

ফিজিক্যাল এভিডেন্স সংগ্রহের জন্য তিনজন লোককে হোটেলে রেখে বেরিয়ে এলো লিউ। 'আমাদের একজন শোফার আপনাকে এয়ারপোর্টে পৌছে দেবে,' মহানুভবতা দেখিয়ে বলল ম্যানেজার। 'সিডনি ছেড়ে যখন যাচ্ছেন, স্টাইলের সঙ্গে যান।'

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, গদিঅলা লিমোর আরামদায়ক আসনে বসে লিউ তিক্ত মনে ভাবছিল লিসা বেরিং এবং তার লাভার দেখছি তার চেয়ে সবসময় এক পা এগিয়ে রয়েছে। হঠাৎ একটা কথা মনে আসতে সে জানালার কাচে টোকা দিল। এ জানালাটি

ড্রাইভারের কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ড্রাইভার কাচ নামিয়ে দিল।

'কল বাটন আছে। ইচ্ছে করলে ওটা ব্যবহার করতে পারেন। আপনার বাম দিকের কনসোলে বোতামটা।'

কিন্তু কল বাটন এবং কনসোলের ব্যাপারে ইন্সপেক্টর লিউ'র কোনোই আগ্রহ নেই।

'হোটেলে কতজন শোফার কাজ করে?'

'আমরা মোট ছ'জন আছি।'

'তোমাদের গাড়ি চালানোর রেকর্ড থাকে? কোন গেস্ট কোথায় যাচ্ছে?'

'একটা লগবুক আছে, জী। ওটা অফিসে আছে।'

'গাড়ি ঘোরাও।'

মুখ গোমড়া চাইনিজ পুলিশম্যানকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে স্টেসির মুখে আঁধার ঘনাল।

'ইন্সপেক্টর। আপনি না বললেন–'

'আমার ড্রাইভারদের লগবুকটা দরকার।' বলল লিউ। তারিখটা জানাল সে। 'আমি জানতে চাই কোন শোফার স্মিথদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছিল।'

'আমাদের সকল গেস্ট হোটেলের গাড়ি ব্যবহার করেন না,' বলল মহিলা। 'বেশিরভাগ নিজেদের মতো করে চলে যান।'

কিন্তু স্টেসির কথা শুনছে না লিউ। সে লগবুকে চোখ বুলাচ্ছে। *'স্মিথ সকাল ১০:২০। মার্কো।*

'মার্কোর সঙ্গে কথা বলব আমি। এক্ষুনি।'

'কিন্তু সম্ভব হবে কিনা জানি না।' ইতস্তত গলায় বলল স্টেসি। 'মার্কো ছুটিতে আছে। ওর মা এক সপ্তাহ আগে মারা গেছেন।'

মার্কোর মা মারা গেলেও লিউর কিছু আসে যায় না।

'ওর ঠিকানাটা দাও।'

চাইনিজ পুলিশম্যান যখন মার্কো ব্রনেল্লির দরজায় করাঘাত করল, আন্ডারওয়্যার আর বেল্ট পরা অবস্থাতেই তড়িঘড়ি দরজা খুলে দিল সে। পুলিশ দেখে ঢোক গিলে বলল, 'আপনাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারি, ভদ্রমহোদয়গণ?'

তার বিছানার পাশের টেবিলের ওপর গাঁজা পড়ে আছে, সে গত বছরের ট্যাক্স পরিশোধ করে নি এবং গত মাসে ব্রাশেস নাইট ক্লাবের এক পোল নর্তকীর সঙ্গে সে একটা ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে পরেরটাতে তার কোনো দোষ ছিল না।

'তুমি হাক্সলি হোটেলে কাজ করো, ড্রাইভার হিসেবে?'

'জী, আমি ছুটিতে আছি। আমার মা মারা গেছেন। তিনি–'

'শনিবার, ষোলো তারিখ সকাল বেলায় তুমি স্মিথ নামে এক দম্পতিকে এয়ারপোর্টে নিয়ে গিয়েছিলে। মনে পড়ে?'

'স্মিথ,' কপালে ভাঁজ পড়ল মার্কোর। 'স্মিথ, স্মিথ, স্মিথ।' পুলিশম্যান তার হাতে কালো চুলের অপরূপ সুন্দরী এক মহিলার ছবি ধরিয়ে দিল, 'ও হ্যাঁ। ইনি। এঁকে মনে আছে আমার। এবং তার স্বামীকেও। জী, আমি এদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছিলাম। কিন্তু কেন?'

'ওরা কোথায় গেছে জানো?'

'একটা মজার ব্যাপার কী জানেন,' পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করতে আসে নি বুঝতে পেরে পেশিতে ঢিল পড়ে মার্কোর। 'সাধারণত' ক্লায়েন্টরা গাড়ির পেছনে বসে খুব গল্পগুজব করে, বিশেষ করে আমেরিকানরা। তারা কী রকম মজা করল, সামনে কোথায় যাবে এইসব হাবিজাবি আর কী। কিন্তু এরা দুজন কবরের মতো নিস্তব্ধ ছিলেন। একটি কথাও বলেন নি।'

ইন্সপেক্টরের আশা ফিকে হয়ে আসতে লাগল।

'তবে ওদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়ার পরে আমি শহরে ফিরে আসছি, দেখি ভদ্রলোক তাঁর ব্রিফকেস ফেলে গেছেন পেছনের সিটে। আমি ব্রিফকেস নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই টার্মিনালে। লোকটি আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে জড়িয়ে ধরেন এবং দুশো ডলার বকশিশ দেন। ওদের প্লেন তখন ছাড়ে ছাড়ে অবস্থা। এ জন্যে মনে আছে ওঁরা কোথায় গেছেন।'

মস্ত একটি হাসি উপহার দিল মার্কো। ইন্সপেক্টর লিউ'র তখন দমবন্ধ হওয়ার অবস্থা।

'মুম্বাই, ইন্ডিয়া,' ঘোষণার সুরে বলল ড্রাইভার। 'এটাই তো আপনি জানতে চাইছিলেন, নাকি?'

পঞ্চাশ

বিকেলে অফিসে বসে কাজ করছে ক্লদ ডিমার্টিন, এমন সময় ইন্সপেক্টর লিউ'র ফোন এলো। সে শুধু সংক্ষেপে বলল, 'ম্যাকগুইয়ারকে বলবেন ওরা ইন্ডিয়ায় আছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার ফোনটা যেন সে তোলে।' লাইন কেটে দিল লিউ।

ইন্ডিয়া। ডিমার্টিনের মনে পড়ল রিচার্ড স্টুরি ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছিল খুনি এরপরে কোথায় আঘাত হানতে পারে। ওর থিওরি একদম জায়গামতো লেগে গেছে। সে ম্যাকগুইয়ারকে খবরটা দেয়ার জন্য ফোন তোলার আগেই ফোনরিং বাজতে শুরু করল।

'ইন্টারপোল, আজরাইল ডেস্ক,' ভারিক্কি সুরে বলল ডিমার্টিন। 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'হাই ক্লদ। ইটস মি।'

'বস, দারুণ সময়ে ফোন করেছেন। লিউ এইমাত্র আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলল।'

'ওর কথা পরে শুনব,' চনমনে গলায় বলল ম্যাকগুইয়ার। 'তুমি বিধবাদের সবচেয়ে ভালো ছবিগুলো আমাকে ই-মেইল করে পাঠিয়ে দাও। শুধু মুখের ছবি পাঠাবে।'

'শিওর। পাঠাচ্ছি। কিন্তু লিউর ব্যাপারটা। সে আপনার সঙ্গে জরুরি কথা বলতে চাইছে। সে–'

'ক্লদ, জলদি করো। আমি ল্যাপটপে বসে আছি।'

ফোন ছেড়ে দিল ডেনি ম্যাকগুইয়ার।

এই বড় বড় ডিটেকটিভদেরকে নিয়ে পারা যায় না। একটা সম্পূর্ণ বাক্য শোনার মতো ধৈর্য ওদের নেই।

নিউইয়র্কের হোটেল রুমে বিছানায় বসে নিজের ইনবক্সের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ডেনি।

এক মিনিট। পাঁচ মিনিট। দশ। ঘটনা কী? স্বল্প কয়েকটা ছবি ডাউনলোড হতে এত সময় লাগে?

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত পিং শব্দের সঙ্গে ডেনির কোডেড আজরাইল ফোল্ডারে

একটি নতুন মেসেজ উদয় হলো। লাফিয়ে উঠল ডেনির কলজে। তারপরই দমে গেল দেখে কোনো অ্যাটাচমেন্ট নেই।

'ছবি যাচ্ছে,' লিখেছে ক্লদ ডিমার্টিনি। 'আর ইন্সপেক্টর লিউ'র মেসেজ ছিল 'ওরা ইন্ডিয়ায় আছে। আপনি ওকে এক্ষুনি ফোন করুন।'

ইন্ডিয়া! খুব ভালো খবর। 'ওরা' শব্দের মানে লিসা বেরিং এখনও বেঁচে আছে এবং কারও সঙ্গে রয়েছে... কার সঙ্গে? ফ্রাংকি মানচিনি? ডেনি লিউকে ফোন করলেই সমস্ত ঘটনা জানতে পারবে। শুধু ক্লদের ছবিগুলো পৌঁছালেই হলো।

অবশেষে, মনে হলো এক হাজার বছর পেরিয়ে গেছে, যদিও পার হয়েছে মাত্র দেড় মিনিট, ডেনির ইনবক্সে বড়সড় একটি ফাইল লোড হলো। ই-মেইলের শিরোনাম *বিধবাগণ।*

কম্পিত হস্তে ফাইল খুলল ডেনি।

ওই যে ছবিগুলো, ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে, বাম থেকে ডানে বছর অনুযায়ী সাজিয়ে দেয়া হয়েছে।

অ্যাঞ্জেলা জেকস... লেডি ট্রেসি হেনলি.... ইরিনা আনজু...লিসা বেরিং।

প্রথম দর্শনে ছবিগুলোর মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া গেল না। মাথার চুল, রঙ, দৈর্ঘ্য সবকিছুই ভিন্ন। মেকআপে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিবর্তন, ছবিতেও। বিশেষ করে ইরিনার ছবি। ছবিটি ঝাপসা। তবে বয়স যেন তার কালো জাদুর ছোবল হেনেছে এদের মসৃণ ত্বকে। ছবি দেখে মনে হয় এদের কারও ওজন একটু বেশি, কারওটা একটু কম। ওজনের তারতম্যে কারও মুখটা একটু রোগা দেখাচ্ছে, কারওটা সামান্য ভারী। তবে চারজনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী নিঃসন্দেহে অ্যাঞ্জেলা জেকস, তারুণ্যের আলোয় উদ্ভাসিত অত্যন্ত নিষ্পাপ মুখশ্রী, সময় তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। লাল চুলের ট্রেসি হেনলির মুখাবয়ব একটু কঠিন এবং কৃত্রিম লাগে দেখতে। যদিও অপূর্ব রূপসী সে। ডেনি লক্ষ করল ট্রেসির নাকের ডগাটা অস্বাভাবিক সরু, যেন প্লাস্টিক সার্জারি করেছে। লিসা বেরিং-এর নাকটিও ছোট তবে অনেক স্বাভাবিক চেহারা। লিসার ভুরু উঁচু এবং পাখির ডানার মতো।

তবে ডেনিকে সবচেয়ে আকর্ষণ করল চার নারীর চক্ষু। ল্যাফ লাইন, চোখের কোণের কাছে চামড়ার কুঞ্চন দূর করা যায়, চোয়াল, মুখ এবং নাক সার্জারি করে আকার বদল করা সম্ভব কিন্তু চোখ যেমন ছিল তেমনই থাকবে। প্রতিটি নারীর চোখই গভীর বাদামি, যেন গলানো চকোলেট। বিষণ্ন এবং মোহময়।

ডেনির মনে পড়ে গেল অ্যাঞ্জেলা জেকসের কথা। মৃত স্বামীর পাশে বসে যখন প্রথম ডেনির দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছিল সে। ডেনির জীবনটাই গিয়েছিল বদলে।

কয়েক বছর পরে এই একই চোখ ডেকে এনেছে স্যার পিয়ার্স হেনলির মৃত্যু।

এই চোখ সম্মোহন করেছিল দিদিয়ের আনজুকে।

পাগল করে দিয়েছিল মাইলস বেরিংকে।

বোকা বানিয়েছিল ম্যাট ডেলিকে।

ধোঁকা দিয়েছে ইন্সপেক্টর লিউকে।

প্রতিটি নারীর মুখ আলাদা। তবে চোখ তাদের একইরকম রয়ে গেছে।

আজরাইল কোনো পুরুষ নয়, নারী।

আর এরা সব একই নারী।

একান্ন

লোকটি দ্রুত পা চালাল। গলিটা অন্ধকার, মশলা আর মানুষের মলমূত্রের গন্ধে পূর্ণ। *জাফরান, দারুচিনি এবং পশু বিষ্ঠা ভারতের নির্যাস।* নিজের রসিকতায় আপন মনে হাসল। তবে আড়ষ্ট হাসি। তার মনে আনন্দ নেই। কারণ তাকে আবার অনুসরণ করা হচ্ছে।

রিকশা এবং মানুষজনের ভেতর দিয়ে পথ করে চলছে সে, একটি বেকারির পেছনে আড়াল নিয়ে দাঁড়াল। সরু একটা প্যাসেজ চলে গেছে ইটের একটি আর্চওয়ে ধরে একটি উঠোনের মধ্যে। ওখানে বড় চুল্লিতে নান রুটি এবং পরোটা ভাজা হচ্ছে। অর্ধ উলঙ্গ কয়েকটি শিশু বিদেশি মানুষ দেখে কৌতূহল নিয়ে তাকে ঘিরে ধরল। সে ওদেরকে ঠেলে এগিয়ে চলল। ধড়ফড় করছে বুকের ভেতরটা। এখান থেকে বেরুবার একমাত্র রাস্তা ওই উঠোন। তার অনুসরণকারী যদি তাকে রুটির দোকানের পেছনে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফেলে তাহলে নির্ঘাত ধরে ফেলবে। ধরে ফেলবে এবং তাকে হত্যা করবে। কোনো দয়া দেখানো হবে না।

প্রথমে সে ভেবেছিল তার অনুসরণকারীরা পুলিশ। কিন্তু পরে ভুল ভেঙেছে। তার পেছনে থাবা বাগিয়ে থাকা ছায়াগুলো অনেক বেশি ভীতিকর। সে শহরের যেখানেই যায়, ওদের উপস্থিতি টের পায়, শীতল এবং ভৌতিক। এদের ভয়ে তার স্নায়ু বিপর্যস্ত। সে কী সিদ্ধান্ত নেবে বুঝতে পারছে না।

তবে এবারে মনে হয় সে ওদেরকে ফাঁকি দিতে পেরেছে। বেকারির উঠোনে অনুসরণকারীদের কাউকে চোখে পড়ল না। এদেরকে সে নিশ্চয় খসিয়ে দিয়েছে। সাবধানে সে গলিপথে ফিরে এলো। কয়েক ব্লক হাঁটার পরে উঠে এলো মেইন রোডে। এখানে অনেকগুলো রিকশা যাত্রীদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সে একটি রিকশাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, *'তাজমহল প্যালেস। জলদি কর না।'*

বার-এর পেছনে বসা লোকটি বিশ্বের সব বড় বড় হোটেলে গিয়েছে। লস এঞ্জেলেসের শ্যাতু মারমন্ট, পজিটানোর স্যান পিয়েত্তো, হংকং-এর পেনিনসুলার। তবে প্রাচুর্যের দিক থেকে মুম্বাইয়ের তাজমহল প্যালেসের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। জুরিখ, ওরিয়েন্টাল

এবং ফ্লোরেনটিন ডিজাইনের সমন্বয়ে গঠিত এ এক রাজবাড়ি। লবি থেকে শুরু হয়েছে মেইন বার, মার্বেল পাথরের সুবিস্তৃত মেঝে এবং সাদা পাথরের ছাদ। জটিল কারুকাজ করা বাঁকানো একটি খিলান একজোড়া অলংকৃত থামের ওপর ভর করে আছে, ওটা গিয়ে মিশেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন মোমজ্বলা বার-এ। ওখানকার আবহ যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি রাজকীয়, ওয়াইন রেড মখমলের সোফায় বসলে মনে হয় পেঁজা তুলোর ওপর বসে আছি আর অ্যান্টিক পার্শিয়ান কার্পেটগুলো নানান রঙে রাঙানো। সর্বত্র দামি বেশভূষা সজ্জিত দম্পতিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসছে, কথা বলছে। তারা কার্ট-ক্রিস্টাল গ্লাসে যখন ক্যাপিরিনহাস কিংবা লং আইল্যান্ড আইস টিতে চুমুক দিচ্ছে, আলো পড়ে হিরের মতো ঝিকিয়ে উঠছে গ্লাসগুলো।

সে সবচেয়ে অন্ধকার জায়গাটিতে, যেখানে সে বরাবর বসে, ওখানেই বসে রয়েছে। একটি ডায়েট কোক এবং গ্রিলড কিউমিন চিকেনের অর্ডার দিল সে। বার স্ন্যাক হিসেবে এগুলো ওরা পরিবেশন করে। তার খিদে নেই। তবু খেতে হবে। কারণ এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাকে, লক্ষ রাখবে মানুষজনের ওপর।

সারা জেন হিউজেস নিজের চিন্তায় বুঁদ হয়ে আছে তাই কারও দিকে তার লক্ষ্য নেই। সে ভাবছে ডেভিডকে নিয়ে। ও আসতে দেরি করছে। ডেভিডকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে। তবে বিষয়টি তাকে ভীত করে তুলছে নাকি স্বস্তি দিচ্ছে নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না।

পার্স থেকে ছোট, কালো একটি আয়না বের করে নিজেকে দেখে নিল সারা মেকআপ ঠিকঠাক আছে কিনা। ডেভিড তাকে যে স্টাইলে চুল আঁচড়ানো দেখতে পছন্দ করে সে স্টাইলেই সে চুল আঁচড়িয়েছে। সারা আজ হাঁটু পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট পরে এসেছে। সে ব্লাউজের ওপরের বোতামটা খুলে দিল যাতে তার অবিশ্বাস্য সুন্দর ভরাট স্তনযুগলের আভাস কিয়দংশ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

ওই যে ও আসছে, হেঁটে আসছে ওর দিকে, যেন আগুনের একটা গোলা। কী দারুণ হ্যান্ডসাম আর চার্মিং!

আমি এভাবে আর পারছি না।

সে জোর করে নিজেকে শান্ত করল।

'ডার্লিং, সরি, দেরি করে ফেললাম।'

'অনেক দেরি করে ফেলেছ,' তার ঠোঁটে চুমু খেল সারা, হাত ঢুকিয়ে দিল ঝলমলে চুলের মধ্যে। 'আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল।'

মহিলাদের ঈর্ষাকাতর চোখ তাকে বিদ্ধ করল। সারা জেনের আঙুলের স্যাফায়ার এবং ডায়মন্ড এনগেজমেন্ট রিং-এর দ্যুতি তাদের চোখ যেন ধাঁধিয়ে দিল।

ডেভিড ইশাগ ওকে পাল্টা চুম্বন করলেন।

'সিলি গার্ল। তোমাকে কখনও চিন্তা করতে হবে না। এখন নয় এবং ভবিষ্যতেও

কোনো দিন নয়। কারণ আমি সবসময় তোমার পাশে আছি।'

কিনারে বসা লোকটা সবকিছু দেখছিল। লক্ষ করছিল সারা জেন এবং ডেভিডকে। তার খুব রাগ হচ্ছিল। কষ্ট হচ্ছিল। তবু ওদের ওপর থেকে সে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিল না।

এক ওয়েট্রেস এগিয়ে এলো তার কাছে। 'আপনি ঠিক আছেন তো, স্যার? আপনাকে কিছু দেব?'

'বুরবন। স্ট্রেইট আপ।'

বার-এর অপর প্রান্তে আরও একজন লোক সবকিছু লক্ষ করছিল।

এ লোকটির কোনো কিছুই চোখ এড়িয়ে যায় না। সে সাদা চামড়ার লোকটিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে। দেখছে ড্রিংক করার সময় লোকটার হাত কাঁপছে। তার হাতের টিউমারটিও সে দেখছে। শ্বেতাঙ্গটিকে সে গত কয়েকদিন ধরে অনুসরণ করছে। লোকটার জন্য তার একটু একটু মায়া হচ্ছে। কারণ এ লোককে সে হত্যা করবে।

বায়ান্ন

'আমরা বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না। প্রশ্নই ওঠে না। আমাদেরকে এখনই আঘাত হানতে হবে।'

রজিত কাপিরি, ভারতের আইবি। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বিভাগের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বুকে হাত বেঁধে বসে আছেন ইন্টারপোলের মুম্বাই ফিল্ড অফিসে, কথা বলছেন ডেনি ম্যাকগুইয়ারের সঙ্গে।

'আমরা তা পারব না,' আবার বলল ডেনি। 'আজরাইলকে হাতেনাতে ধরতে হবে। তাকে অভিযুক্ত করার এটাই একমাত্র উপায়।'

'কিন্তু কিসের বিনিময়ে?' অস্পষ্ট গলায় বললেন কাপিরি। 'মি. ইশাগের জীবনের বিনিময়ে? আমি দুঃখিত, ম্যাকগুইয়ার। আপনি মুম্বাইর সবচেয়ে ধনী এবং খ্যাতিমান নাগরিকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন আর আমি চুপচাপ বসে তা দেখতে পারব না।'

খুব হতাশ বোধ করছে ডেনি ম্যাকগুইয়ার। সে আইবি অফিসারটিকে চটাতে চায় না। কাপিরি যদি ইন্টারপোলে তার বসদের কাছে নালিশ করে যে আজরাইল টিম নিজেদের হাতে কানুন তুলে নিয়েছে এবং স্থানীয় ডিশিসন মেকারদের পাত্তা দিচ্ছে না, অনরি ফ্রেমুক্স সঙ্গে সঙ্গে টাস্ক ফোর্স বাতিল করে দেবেন। তবে ভিন্ন কারণেও রজিত কাপিরির সাহায্য ডেনির দরকার। আইবি'র ম্যান পাওয়ার আছে, ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিংয়ের জন্য যখন স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন হবে আইবি তখন তা জোগাতে পারবে। এরাই আজরাইল টিমকে লোকাল টার্গেটের একটি শর্টলিস্ট দিয়েছে–

অত্যন্ত ধনী, বয়সী, মুম্বাইতে বসবাসরত অবিবাহিত পুরুষ যাদের কোনো পারিবারিক বন্ধন নেই। তবে ঘটনা হলো টার্গেট অনুযায়ী ডেভিড ইশাগকে কিন্তু প্রথমে হিসেবের মধ্যে ধরা হয় নি কারণ অন্যান্য ভিক্টিমদের তুলনায় তাঁর বয়স অনেক কম। কিন্তু ডেনি যখন জানতে পারল ইলেকট্রনিক্স ম্যাগনেটটি হঠাৎ বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর হবু বধূটি শহরে নবাগতা, আজরাইলের সার্ভিলেন্স টিম কাজে নেমে পড়ে। তারা শীঘ্রি ইশাগের ফিয়াঁসেকে খুঁজে বের করে, জানতে পারে মহিলার নাম সারা জেন হিউজেস। হালকা চুল এবং কমদামি, অপরিপাটি পোশাক ও আইরিশ স্কুল

শিক্ষিকার নতুন পরিচয় সত্ত্বেও সার্ভিলেন্স ছবিগুলো প্রমাণ করেছে সারা জেনের সঙ্গে লিসা বেরিংয়ের চেহারায় অস্বাভাবিক মিল রয়েছে।

'সে যদি হানিমুনের সময় খুন করে বসে?' জিজ্ঞেস করলেন কাপিরি।

'হানিমুনের সময় কখনও কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটে নি। ঘটনা ঘটেছে ভিক্টিমদের নিজেদের বাড়িতে। ও ওখানকার এলাকা চেনে। এবং ভুলে গেলে চলবে না কাজটা সে একা করছে না। তার দুষ্কর্মের একজন সহযোগী দরকার এবং সঙ্গীটি কখনও হানিমুনে যায় না।'

দ্বিধাগ্রস্ত লাগছে রজিত কাপিরিকে। বিয়ে এবং হানিমুন মানে সাসপেক্টকে তাঁর চোখের আড়াল হতে দেয়া, তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া। এর আগে চারবার পুলিশ একই ভুল করেছে।

ডেনি বলল, 'আপনার উদ্বেগের কারণটা বুঝতে পারছি। আমিও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন, বিশ্বাস করুন। আপনার কি ধারণা ওকে আমার এখনই গ্রেপ্তার করতে ইচ্ছে করছে না?'

'করছেন না কেন?'

'আপনাকে আগেই কারণটা ব্যাখ্যা করেছি। কারণ এটাই আমাদের সেরা সুযোগ, আমাদের একমাত্র সুযোগ ওকে এবং ওর সহযোগীকে হাতেনাতে ধরে ফেলার। এখন মুভ করলে আমরা মেয়েটাকে পাকড়াও করতে পারব কিন্তু পুরুষটা পালিয়ে যাবে।'

সবচেয়ে যে ব্যাপারটা চিন্তিত করে তুলেছে ডেনিকে তা হলো সারা জেন হিউজেসের ওপর নজরদারী রাখা দলটি এখনও তৃতীয় কোনো পক্ষের সন্ধান পায় নি। ফ্রাংকি মানচিনি/লাইল রেনাল্টো মুম্বাইতে যদি থেকেও থাকে, গা ঢাকা দিয়ে চলছে সে।

'আমরা ওদের হানিমুনের প্রতিটি স্টেপ ফলো করব। ভুলে যাবেন না আমাদের বিশ্বব্যাপী এজেন্ট রয়েছে।'

'হুঁ,' রজিত কাপিরির চেহারা দেখে মনে হলো না খুব একটা ভরসা পেয়েছেন।

'ওরা যে-ই ইন্ডিয়ায় ফিরবে, আমরা দুজনে মিলে মি. ইশাগের কাছে যাবো এবং তাঁকে সব জানিয়ে দেব। তাঁর অনুমতি ছাড়া কিছু করা হবে না। তিনি যদি আমাদেরকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানান, আপনি তখন সারা জেনকে গ্রেপ্তার করবেন।' ধীর গলায় ডেনি যোগ করল, 'তবে ওই অর্থে ভারতের মাটিতে সে এখনও কোনো অপরাধ সংঘটিত করে নি। আপনি কোনো কিছু প্রমাণও করতে পারবেন না। আপনার তাকে সম্ভবত হংকং-এ পাঠিয়ে দিতে হবে যাতে চাইনিজ কর্তৃপক্ষ যশটা কুড়াতে পারে। তবে সেটা আপনার ইচ্ছা।'

সরু হয়ে এলো রাজ কাপিরির চোখ। তিনি জানেন তাঁকে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে এবং ব্যাপারটা তাঁর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। তবে মি. ইশাগের হানিমুনে কোনো অঘটন যদি ঘটেও যায়, আজকের মিটিংয়ের সমস্ত রেকর্ড থাকছে কাজেই দোষটা ইন্টারপোলের ওপর সহজেই চাপিয়ে দেয়া যাবে।

'বেশ,' বললেন তিনি। 'তবে ওরা যখন দেশের বাইরে থাকবেন, সারাটা সময়

তাদের সমস্ত তথ্য আমাকে দিতে হবে।'

'পাবেন প্রতিশ্রুতি দিলাম।' টেবিলের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে দিল ডেনি। কাপিরি সজোরে হাতটা নাড়িয়ে দিলেন। 'আরেকটা অনুরোধ। ইশাগের বাড়ি, অফিস এবং সারা জেনের স্কুল ও অ্যাপার্টমেন্টের ওপর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার মতো যথেষ্ট লোকবল আমাদের নেই। এ ব্যাপারে কি আপনি কোনো সাহায্য করতে পারবেন?'

'দেখি কী করতে পারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ম্যাকগুইয়ার,' বললেন রজিত কাপিরি। 'আপনি শুধু খেয়াল রাখবেন ডেভিড ইশাগের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।'

আজরাইল টিম যেখানে মিটিং করছে, সে ভবন থেকে পাঁচ মাইলেরও কম দূরত্বে, এক বাড়িতে এক নারী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নগ্ন দেহ পরখ করছিল।

সে নিজের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হাত বুলাচ্ছিল। ক্ষতচিহ্নগুলোতে আদর করছিল। এ ক্ষতচিহ্নগুলোই শুধু তার কাছে চেনা এবং বাস্তব মনে হচ্ছিল। তার চেহারায় মধ্য বয়সের আবছা ছাপ, সে ইঙ্গিত ফুটে উঠতে শুরু করেছে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে। চোখের এবং ঠোঁটের চারপাশের ভাঁজ, চোখের নিচে ঘনিয়ে আসা বেগুনি ছায়া, নাকের চামড়াও যেন একটু ঝুলে পড়েছে। তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। না, বয়স বেড়ে যাচ্ছে বলে নয়, তার মুখখানা নিজের কাছেই অচেনা লাগছে সেজন্য।

কান্না পেলেও সে কাঁদল না। সে কাঁদবে না। কারণ তার বোনের জন্য তাকে দৃঢ় থাকতে হবে। তাকে তার বোনের প্রয়োজন। সে তো তার বোনের জন্যই বেঁচে আছে।

'মন খারাপ?'

লোকটা হেঁটে এলো তার পেছনে, তার ঘাড়ে এবং কাঁধে চুমু খেল।

নারীটি শিউরে উঠল। ভয়ে।

'আমি ঠিক আছি। শুধু ক্লান্ত লাগছে এই যা।'

'ঘুমাবার চেষ্টা করো, অ্যাঞ্জেল।'

দুজনের পরিচয় হওয়ার পরে সে নিজে বহুবার বদলে গেছে কিন্তু পুরুষটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে নি। ভেতরে কিংবা বাইরে। তার পেছনে, আয়নার সামনে ওকে এখনও দুর্দান্ত লাগছে। সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করছে, মৃত্যুর মতো তাকে এড়ানো যায় না। কয়েক মাস আগে সে পালিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। এখন সে জানে কী বোকার মতো চিন্তা সে করেছিল। এখন শুধু সে তার বোনের কথাই ভাবে। যেন বোনটা পালিয়ে যেতে পারে।

একদিন, ওকে তার প্রেমিক কথা দিয়েছে, তার বোনকে মুক্তি দেয়া হবে।

তেপ্পান্ন

'গুড মর্নিং, মি. ইশাগ। ওয়েলকাম ব্যাক!'

সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে হাসলেন ডেভিড ইশাগ। 'থ্যাংক ইউ, সাশা। ইটস গুড টু বী ব্যাক।'

সারা জেনের সঙ্গে ডেভিডের মধুচন্দ্রিমা ম্যাজিকের মতো কেটেছে। ওরা বিদ্যানগরের ক্যাথলিক চার্চে অত্যন্ত গোপনে বিয়ে করেছেন। অনুষ্ঠানে শুধু হাজির ছিল ডেভিডের বেস্টম্যান (মিতবর) ববি এবং সারা জেনের কলিগ র‍্যাচেল। বিয়ের পরে ওরা দুজন ইংল্যান্ডে চলে যায় খুশির খবরটা ডেভিডের বৃদ্ধ মাকে জানাতে। তারপর দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়ে ইউরোপ ভ্রমণে।

'তোমার কি মনে হয় উনি কখনও এটা মেনে নিতে পারবেন?'

ভেনিসের সেন্ট মার্বস ক্যাথেড্রালে ঘুরতে ঘুরতে ডেভিডকে প্রশ্ন করল সারা জেন।

'কে? কী মেনে নিতে পারবে? এত প্রহেলিকা করো না তো, ডার্লিং।'

'তোমার মা'র কথা বলছিলাম। একজন ক্যাথলিক বিয়ে করার বিষয়টি কি উনি মেনে নিতে পারবেন? আর তোমার চেয়ে কত নিচুতলার মানুষ আমি।'

দাঁড়িয়ে পড়লেন ডেভিড। সারা জেনের দেবীর মতো নিখুঁত মুখখানা দুই হাতের তেলোয় বন্দী করলেন। 'আমার চেয়ে নিচুতলার মানুষ তুমি? তুমি আমার চেয়ে এত উপরে যে তোমার দিকে তাকাতে গেলে আমার মাথা ঝিমঝিম করে।' সারা জেনকে চুম্বন করলেন তিনি, একটু টলে উঠে সরে গেলেন, হাত দিয়ে চেপে ধরলেন মাথা। 'দেখলে? অলরেডি আমার মাথা ঘোরা শুরু হয়ে গেছে।'

খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়ল সারা।

সারা জেনকে নিয়ে গোটা ইউরোপ চষে বেড়ালেন ডেভিড। থাকলেন বিশ্বসেরা সব দামি হোটেলে। প্যারিসের জর্জেস ভি, রোমের হ্যাসলার, লন্ডনের ডরচেস্টার, ভেনিসের ডেনিয়েলি। স্ত্রীর সঙ্গে তিনি প্রেম করলেন পেন্থ হাউজে সুইটে, তাঁর নতুন সংস্কার করা লিয়ার জেটে এবং তাঁর সুপারইয়ট ক্লটিল্ড-এর ডেক-এ ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার সময়।

ইউরোপ সফর তাদের চমৎকার হলো, তবে মুম্বাইতে তিনি খুব খুশি মনেই ফিরলেন কারণ এখানেই তাদের ঘর-সংসার শুরু হবে।

ডেভিড শুরু থেকেই চাইছিলেন বাবা হবেন। কারণ সারা জেনের বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে। তবে সারা এখনই মা হতে রাজি নয়। বলল তাকে স্কুলে যোগ দিতে হবে

এবং আস্তে আস্তে সে সব সামলে উঠবে। স্ত্রীর স্বাধীন সত্তাকে খুব সম্মান করেন ডেভিড। স্বামীর বিপুল বিত্তবৈভব সারার মাথা ঘুরিয়ে দেয় নি। যদিও ডেভিডের ইচ্ছে করছিল সারাকে তাঁর প্রাসাদে বন্দী করে রাখবেন, সারাক্ষণ দু'নয়ন ভরে ওকে দেখবেন।

কিন্তু কয়েকদিন পরে সারা জেন যখন তাঁকে বলল, 'তোমার এখন কাজে যোগ দেয়া উচিত, লাভ।' টনক নড়ল যেন ডেভিডের। সত্যি তো তাঁর কাজে যোগ দেয়া উচিত। অনেকদিন তিনি অফিসে যান না। তাই আজ অফিসে এসে বেশ ভালো লাগছিল।

'তো,' সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'আজকের কি এজেন্ডা?'

বরাবরের মতো তাঁর শিডিউল ভর্তি। হাজারখানেক ই-মেইলের জবাব দেয়ার পরে, সকাল ন'টায় বোর্ড মিটিং, সোয়া দশটায় বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রেজেন্টেশন, বেলা একটায় জেনন টেকনোলজির সিইওর সঙ্গে লাঞ্চ, ইনি ইশাগ ইলেকট্রনিক্সের একজন মক্কেল, তারপর বিকেলে হেড অব কম্পোনেন্ট জোনাথন রে-র সঙ্গে নতুন প্রডাক্টের সেলস ফিগার নিয়ে রিভিউ। সব শেষে বোর্ড মিটিং মানে ডেভিডের ভাগ্য ভালো থাকলে রাত আটটার আগেই তিনি বাড়িতে, সারা জেনের কাছে ফিরতে পারবেন।

নিজের ডেস্কে বসে কম্পিউটার খুললেন ডেভিড এবং সাশাকে বাযার টিপে বললেন, 'আজ রাত সাড়ে আটটায় সম্ভার-এ আমাদের দুজনের জন্য একটা টেবিল বুক করো। নির্জন যেন হয় জায়গাটা, আগুনের ধারে।'

'জী, মি. ইশাগ। ভালো কথা একজন ভদ্রলোক এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

'কে?'

'নাম বলেন নি। আর উনি আপনার শিডিউলেও নেই।'

সাশার কণ্ঠে বিরক্তি। 'আমি ওনাকে চলে যেতে বলেছিলাম কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা না করে যাবেন না বললেন। আমি কি সিকিউরিটিকে খবর দেব?'

একটু ইতস্তত করলেন ডেভিড। আশ্চর্য ব্যাপার তো! তাঁর কেন জানি মনে হচ্ছিল আজকের দিনটা অন্যরকম যাবে। সারা জেনকে বিয়ে করার পরে, আসলে বলা উচিত তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে ডেভিডের জীবনে একের পর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে চলেছে। এ ঘটনাগুলো না ঘটলে তিনি বুঝতেই পারতেন না তাঁর জীবনটা কত নিষ্প্রভ, নিরানন্দময়।

'না, ঠিক আছে। আমি পরে ই-মেইল চেক করব। ওনাকে পাঠিয়ে দাও।'

এক মুহূর্ত পরেই ডেভিড ইশাগের অফিসের দরজা খুলে গেল। তিনি হাসিমুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'হ্যালো। আমি ডেভিড। আর আপনি?'

তাঁর মুখের হাসি মুছে গেল বন্দুকটা দেখে।

চুয়ান্ন

'কে আপনি? কী চান?'

ভয়ের শিহরণ বয়ে গেল ডেভিড ইশাগের শরীরে। এক বছর আগে হলেও মৃত্যু ভয়ে কাতর হতেন না তিনি। ভাবতেন মরণ এলে মরবেন। কিন্তু এখন তাঁর জীবনে এসেছে সারা জেন। বদলে গেছে সবকিছু। ওর মতো একটি মেয়েকে পাবার পরে এত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। আতঙ্ক জাগে মনে।

লোকটির জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্রটি। সে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল। চোখ বুজলেন ডেভিড, গুলি খাওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হলেন। বদলে বিনয়ী স্বরে, আমেরিকান উচ্চারণে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি ঠিক আছেন তো, মি. ইশাগ? আপনাকে কেমন অসুস্থ লাগছে।'

চোখ খুললেন ডেভিড। লোকটির হাতে একটি ইন্টারপোল ব্যাজ এবং আইডি কার্ড। যে পকেটে অস্ত্র ছিল সে পকেট থেকে নিশ্চয় এগুলো বের করে এনেছে সে।

প্রবল স্বস্তিতে বমি বমি ভাব হলো ডেভিডের। ডেস্ক চেপে ধরলেন হাত দিয়ে। 'যীশাস ক্রাইস্ট। আপনি তো আমার হার্ট অ্যাটাক করিয়ে দিচ্ছিলেন। বললেন না কেন আপনি একজন পুলিশ!'

হতভম্ব দেখাল ডেনি ম্যাকগুইয়ারকে। 'সে সুযোগ পেলাম কখন?'

ডেভিড ধপ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন। কাঁপা হাতে তুলে নিলেন পানির গ্লাস। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে গুলি করবেন।'

'আপনার অফিসে যারা আসে তারা আপনাকে গুলি করার চেষ্টা করে নাকি?'

'না। তবে তাদের কাছে অস্ত্রও থাকে না।'

'ওওও,' হোলস্টার থেকে গ্লক ২২ অটোমেটিক বের করে ডেস্কের ওপর রাখল ডেনি। 'সরি অ্যাবাউট ইট। বেশিরভাগ সময় আমি ভুলে যাই যে এটা আমার সঙ্গে আছে। আমি ডেনি ম্যাকগুইয়ার। ইন্টারপোল।'

দুজনে হাত মেলাল।

হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, ডেভিড ইশাগ জানতে চাইলেন, 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

ডেনির কপালে ভাঁজ পড়ল। এখন সবচেয়ে কঠিন সময়টি উপস্থিত। তবে বহু আগেই সে শিখেছে দুঃসংবাদ আগেই দিতে হয়।

'বিষয়টি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে।'

ওই চারটি শব্দ যে কোনো বুলেটের চেয়ে জোরে আঘাত হানল ডেভিডকে।

'সারা জেন?' আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বললেন তিনি। 'সে আবার কী করল?'

গভীর দম নিল ডেনি ম্যাকগুইয়ার। 'কথাটা শুনতে হয়তো আপনার ভাল্লাগবে না, মি. ইশাগ, তবে আমাদের ধারণা আপনার স্ত্রী আপনাকে হত্যা করতে চাইছেন।'

ডেভিড ইশাগকে আজরাইলের হত্যাকাণ্ডের গল্প শোনাতে পুরো একটি ঘণ্টা লাগল ডেনির। ডেভিড অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে গল্পটি শুনলেন। ডেনির চিন্তাভাবনায় খুঁত খুঁজে পাবার চেষ্টা করলেন, সারা জেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এ অদ্ভুত গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই ভেবে কারণ খুঁজতে চাইলেন এ পৃথিবীতে যাকে তিনি সবচেয়ে ভালোবাসেন।

ডেনির গল্প বলা শেষ হলে অনেকক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলেন ডেভিড। তাঁর বিশ্বাসই হতে চাইছে না সারার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং এ বিয়ে সবকিছুই একটা ছল। একজন পুলিশ অফিসার তাঁকে গল্পটা বলল আর তাঁকে তা-ই বিশ্বাস করতে হবে? অবশেষে তিনি বললেন, 'আমি অন্যান্য মহিলাদের ছবি দেখতে চাই।'

'নিশ্চয় দেখবেন। আমাদের হেডকোয়ার্টারে চলে আসুন, দেখতে পাবেন,' কিংবা আপনার এখানেও ই-মেইল করে দিতে পারি।'

'ধরি আপনি যা বলেছেন তা সত্যি। ধরি সারা জেন তার নাম এবং ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আমার সঙ্গে মিথ্যাচার করেছে। কিন্তু তাতেই কি সে খুনি হয়ে গেল?'

লোকটার জন্য মায়া লাগল ডেনির। ইনি বিশ্বাস করতে চান না তাঁর স্ত্রী একজন খুনি যেমন ম্যাট ডেলি বিশ্বাস করে মাইলসের হত্যাকাণ্ডে লিসা বেরিংকে চক্রান্তমূলকভাবে জড়ানো হয়েছে।

'সে অনেকগুলো হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা করেছে।' নিস্প্রাণ গলায় বলল ডেনি। 'এ থেকেও প্রমাণ হয় সে একজন মিথ্যাবাদী।' এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করছে ডেভিডের। কিন্তু তিনি কী বলবেন? সারা তো সত্যি তাকে মিথ্যা বলেছে। তিনি এ আশা আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইলেন ম্যাকগুইয়ার তাঁকে আজরাইল হত্যাকাণ্ডের অন্যান্য বিধবাদের যে ছবি পাঠাবে তার সঙ্গে সারার কোনো মিল থাকবে না। কিন্তু তাঁর মন জানে এ আশা নিরাশায় পরিণত হবে। কারণ স্রেফ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এতবড় একটা অভিযোগ করার জন্য ইন্টারপোল একজন সিনিয়র অফিসারকে তাঁর কাছে পাঠাত না।

তবু পুরো ব্যাপারটাই উদ্ভট এবং অবিশ্বাস্য লাগছে।

ডেনি বলে চলেছে, 'পরিষ্কার বোঝা যায় সে একা কাজটা করছে না। আমি আগেই বলেছি সবগুলো আজরাইল কিলিংয়ে একটা সেক্সুয়াল এলিমেন্ট ছিল যেখানে প্রতিটি স্ত্রী

দৃশ্যত ধর্ষিতা এবং প্রহৃত হয়। আমাদের কাছে ফরেনসিক এভিডেন্স আছে প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের সময় একজন পুরুষ উপস্থিত ছিল। আমরা জানি না ধর্ষণগুলো কভার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা যাতে আমাদের মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায় নাকি মোটিভের একটা অংশ ছিল ভায়োলেন্ট সেক্স। এই মহিলা, সে সত্যিকার অর্থে যে-ই হোক, হয়তো ধর্ষকামে মজাই পেত।'

গুঙিয়ে উঠলেন ডেভিড। *না, আমার সারা এরকম হতে পারে না। সে আমাকে ভালোবাসে।* কথাটা শারীরিক ব্যথার মতো অনুভূত হলো। যেন কেউ তাঁর শিরায় এসিড ঢুকিয়ে দিয়েছে।

'টাকা প্রাইমারি মোটিভ বলে মনে হচ্ছে না। যদিও চারজন ভিক্টিমই বিশাল বড়লোক ছিলেন এবং তাঁদের উইল তাঁদের স্ত্রীদের সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছিল, তবু বেশিরভাগ টাকা দান করা হয়েছে চিলড্রেন চ্যারিটিতে। আমি কি জানতে পারি আপনি এবং সারা জেন বিবাহপূর্ব কোনো চুক্তি করেছিলেন কিনা?'

শূন্য দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকালেন ডেভিড।

'না,' করুণ স্বরে জবাব দিলেন তিনি। 'কোনো চুক্তি করা হয় নি।'

'আর আপনার উইল?'

হাত দিয়ে মাথা ঢাকলেন ডেভিড। তাঁর টাকা-পয়সার প্রতি কখনোই সারাকে লোভ করতে দেখেন নি তিনি। ডেভিড নিজেই সারার নামে উইল করেছেন।

মৃদু স্বরে জানতে চাইল ডেনি, 'আপনার উইলের সে-ই কি একমাত্র দাবিদার?'

মাথা ঝাঁকালেন ডেভিড। তাঁকে এমন ভঙ্গুর দেখাচ্ছে ডেনির ভয় হলো ভদ্রলোক এক্ষুনি না কেঁদে ফেলেন।

'বুঝতে পারছি আপনার অনেক কষ্ট হচ্ছে, মি. ইশাগ। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি সত্যি দুঃখিত।' ডেনির সান্ত্বনা ডেভিডের কাছে এমন হাস্যকর মনে হলো যে তিনি প্রায় হেসেই উঠলেন।

'এই মহিলা এবং তার সহযোগীকে ধরতে হলে আপনার সাহায্য আমাদের কিন্তু প্রয়োজন। আমরা যথাসময়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। তবে সারা জেন যদি টের পেয়ে যায় আমরা তার পিছু লেগেছি এবং সে পালিয়ে যায়, তার পরবর্তী ভিক্টিম আপনার মতো ভাগ্যবান না-ও হতে পারে।'

চোখ বুজলেন ডেভিড ইশাগ। শুকনো, প্রাণহীন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে কী করতে বলেন?'

ডেভিডের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ডেনি তার ব্ল্যাকবেরী ফোন থেকে একটি ব্যক্তিগত, এনক্রিপ্টেড ই-মেইল পাঠাল। মেইলটি পাঠানো হলো ইন্ডিয়ান আই'বির রজিত কাপিরি এবং আজরাইল টিমের ছয় সদস্যের কাছে, সে সঙ্গে লিয়নে অনরি ফ্রেমুক্সের কাছেও পৌঁছে গেল এটি।

বার্তাটি খুব সরল ইশাগ ইজ ইন। অপারেশন আজরাইল আ গো।'

পঞ্চান্ন

'আজ রাতে তোমার ফিরতে কি দেরি হবে, ডার্লিং?'

স্বামীকে চুমু খেতে ব্রেকফাস্ট টেবিলের ওপর ঝুঁকে এলো সারা জেন ইশাগ। ডেভিড ইদানীং স্ত্রীর কাছ থেকে নিজেকে একরকম বিচ্ছিন্নই রাখছেন বলা যায়। গত বেশ কয়েকদিন ধরে তাঁরা মিলিতও হচ্ছেন না।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর পাতা থেকে চোখ না তুলেই ডেভিড বললেন, 'উঃ! দেরি? আরে না। দেরি হবে কেন?'

সারা জেন তার স্বামীর কুচকুচে কালো চুলে ভর্তি সুগঠিত মাথাটির দিকে তাকিয়ে আছে। খবরের কাগজ পড়ছেন তিনি আর্টিকেলের লাইনের ওপর আঙুল রেখে। ডেভিডের সবকিছু এমন জীবন্ত। এক মুহূর্তের জন্য একটা ভয় খামচে ধরল সারাকে, দ্রুত ওটাকে হটিয়ে দিল সে।

'গুড। আমি তাহলে আজ তোমার জন্য চিকেন নুডল বানাব, ডাম্পলিংসহ।'

মুখ তুলে চাইলেন ডেভিড, এমনভাবে তাকিয়ে আছেন যেন এই প্রথম স্ত্রীকে দেখছেন।

'মারজো বল,' ভোঁতা গলায় বললেন তিনি।

'সরি, মারজো বল,' লজ্জা পেল সারা। 'আমি এখনও ইহুদি স্ত্রী হতে পারি নি, কী বলো?'

কয়েক সপ্তাহ আগে হলেও, হানিমুনে যদি এই কথাটি বলত সে, হেসে কুটিপাটি হতেন ডেভিড। কিন্তু এখন তিনি কোনোই মন্তব্য করলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন নিষ্প্রাণ চাউনি মেলে।

সারা ভেতরে ভেতরে উদ্বেগ বোধ করলেও তা গোপন রাখল।

'তাহলে রাত আটটায় ডিনার রেডি করে রাখছি, কেমন? তুমি ওই সময়ের মধ্যে চলে আসবে তো?'

'আসব।'

ডেভিড স্ত্রীর গণ্ডদেশে চুম্বন করে কাজে বেরিয়ে পড়লেন।

দশ মিনিট পরে, রেঞ্জ রোভার ইভোন গাড়ির হুইলের পেছনে বসে ডেভিড এমপি থ্রি

চালিয়ে দিয়ে গতকাল ডেনির দেয়া রেকর্ডিং শুনতে লাগলেন।

সারা জেনের কণ্ঠ। *'আমরা পারব না। এখনই নয়। আমি এখনও প্রস্তুত নই।*

একজন পুরুষের কণ্ঠ, ইলেকট্রনিক খনখনে স্বর। 'কামঅন, অ্যাঞ্জেল। আমরা এসব কাজ আগেও করেছি। প্রতিবারই করছি। দেবতারা আত্মাহুতি চান। আর সেটা দেয়ার এখনই সময়।'

আবার সারা জেনের গলা। এবারে ক্রোধান্বিত। *'তুমি খুব সহজেই কথাটি বলতে পারলে। কিন্তু কাজটা তো আর দেবতাদের করতে হয় না, তাই না? কাজটা আমাকে করতে হয়। কষ্টটা আমিই সহ্য করি। আমিই সবসময় নির্যাতন সহ্য করি।'*

'এবারে আমি কম ব্যথা দেব।'

ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ। হাসির শব্দ? তারপর আবার সারার গলা।

'ও অন্যদের থেকে আলাদা। জানি না আমি কাজটা করতে পারব কিনা।'

'আলাদা? কীরকম আলাদা?'

'ওর বয়স অনেক কম।' সারার গলার স্বরে মরিয়া ভাব, এবং খানিকটা যেন দয়ার্দ্রও। ডেভিডের বুক মোচড় দিল।

'ওর বেঁচে থাকা দরকার।'

পুরুষ কণ্ঠটা এবারে কঠোর শোনাল। 'তোমার বোনেরও বেঁচে থাকা দরকার, নয় কি?'

এ সময় খড়মড় করে উঠল লাইন। তারপর আর কোনো শব্দ শোনা গেল না। এ নিয়ে অডিওটা কমপক্ষে একশোবার শুনেছেন ডেভিড, মরিয়া হয়ে খোঁজার চেষ্টা করেছেন তাঁর স্ত্রী এবং কোনো এক অজানা প্রেমিক তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে না, তাদের প্ল্যান অন্য কিছু। যতবারই তিনি এ জায়গায় এসেছেন, আর্তস্বরে প্রার্থনা করেছেন পরের সংলাপটি হবে ভিন্ন। সারা জেন বলবে *না, আমি পারব না। আমি এটা করব না। ডেভিড আমার স্বামী এবং আমি তাকে ভালোবাসি। এখন তুমি চলে যাও।* কিন্তু প্রতিবারই দুঃস্বপ্নের মতো ফিরে এসেছে এই ভয়ঙ্কর কথাগুলো।

'আচ্ছা, আচ্ছা। শুক্রবার রাতে।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, অ্যাঞ্জেল।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি।'

ডেভিডের সাহায্যে ডেনি ম্যাকগুইয়ার এবং তার দল সারা জেনের সেল ফোনে আড়ি পেতেছিল এবং একই সঙ্গে ধারাবির দুটি পে ফোনের সংলাপও তার লোকেরা টেপ করেছে। এই পে ফোনে সারা জেনকে কথা বলতে দেখা গেছে। তবে তারা এখনও লোকটার পরিচয় উদঘাটন করতে পারে নি। লোকটা নিঃসন্দেহে প্রফেশনাল, ইচ্ছে করে গলার স্বর বিকৃত করে এবং এমন জটিল ব্লকিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে যাতে কেউ তার নাম্বার ট্র্যাক করতে না পারে। তবে স্প্রাগ ম্যানসনের ওপর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা বসানো হয়েছে। বাড়ির পাঁচশো ফুটের মধ্যে অচেনা কোনো লোক এলেই তার ছবি উঠে যাচ্ছে এবং প্রয়োজনে তাকে থামিয়ে সার্চ এবং জেরা করা হচ্ছে।

'আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ,' ডেনি ম্যাকগুইয়ার বলেছে ডেভিডকে।

'আপনার স্ত্রী যদি আপনার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করে মুহূর্তের মধ্যে আমরা হাজির হয়ে যাব।'

কিন্তু নিজেকে নিরাপদ মনে করছেন না ডেভিড ইশাগ। ইন্টারপোল মুহূর্তের মধ্যে হাজির হয়ে যাওয়ার কথা বললেও একটা বুলেট ডেভিডের কপাল ফুটো করে দিতে পারে তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে কিংবা একটা কিচেন নাইফ তার গলার নলি কেটে ফেলতে পারে চোখের পলকে। তবে ডেভিড সত্যিকারের যে ভয়টা পাচ্ছিলেন সেটা ইতোমধ্যে ঘটে গেছে। তিনি হারিয়ে ফেলেছেন সারা জেনকে। সারা জেন এখন আর তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে নেই।

ডেভিড ডেনি ম্যাকগুইয়ারের সরবরাহ করা অন্যান্য বিধবাদের ছবিগুলো দেখেছেন। চেহারাগুলোর মধ্যে এমন মিল বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সারা জেনকে আজ সকালে নেগলিজি পরা অবস্থায় দারুণ সেক্সি লাগছিল। তিনি যখন ওর জোকস শুনে হাসছিলেন না কিংবা সে কথা বলার সময় তার দিকে ভালো করে তাকাচ্ছিলেন না পর্যন্ত, তখন এমন অসহায় লাগছিল সারাকে। ডেভিডের মনের একটা অংশ এখনও চাইছে ডেনি ম্যাকগুইয়ার এবং ইন্টারপোলকে বলতে যে তারা যেন জাহান্নামে যায়। তাঁর ইচ্ছে করে সারার সঙ্গে তিনি আগে যেভাবে প্রেম করতেন আবার সেভাবে প্রেম করার পরে টেপের ওই লোকটার ব্যাপারে ওর কাছে জানতে চাইবেন, জিজ্ঞেস করবেন কেন সারা তাঁকে এতগুলো মিথ্যা কথা বলল।

মুখোমুখি ওকে চ্যালেঞ্জ করে সবকিছু ব্যাখ্যা করার একটা সুযোগ দিতে চান ডেভিড।

তখন সারা সবকিছু ব্যাখ্যা করবে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে। ডেভিড তাকে ক্ষমা করে দেবেন এই ভেবে খুনগুলো সারা জেন নয়, অন্য কেউ করেছে। তারপর তারা আবার সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকবেন।

ডেভিডের ফ্যান্টাসিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে বেজে উঠল ফোন।

'তাহলে আজ রাত আটটার জন্য আমরা সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি, কেমন?' উত্তেজিত শোনাল ডেনি ম্যাকগুইয়ারের গলা যেন তারা ডেভিডের জীবন সংশয় নয়, কোনো কুটিল খেলা নিয়ে কথা বলছেন। 'নো লাস্ট মিনিট চেঞ্জ। দ্যাটস্ গুড।'

'আপনারা সব শুনেছেন, তাই না? সকালের নাশতা খাওয়ার কথোপকথন।'

'একদম পরিষ্কার শুনেছি।'

ডেনি ম্যাকগুইয়ার বলে চলল, 'রিল্যাক্স করার চেষ্টা করুন। আপনি ওখানে একদম সেফ থাকবেন। আমরা আপনার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ডেভিড ইশাগ ফোন রেখে দিলেন। ঢোক গিললেন। তিনি জানেন একবার কাঁদতে শুরু করলে আর চোখের পানি থামিয়ে রাখতে পারবেন না।

সব ঠিক হয়ে যাবে।

না, সব ঠিক হবে না।

সারা জেনের বিশ্বাসঘাতকতার কথা কোনোদিন ভুলতে পারবেন না ডেভিড। আর ওকে ছাড়া তিনি বাঁচতেও পারবেন না।

সন্ধ্যা ছয়টা। ট্রানজিট ভ্যানের পেছনে বসে আছে ডেনি ম্যাকগুইয়ার। তার মনোযোগ বিভক্ত হয়ে রয়েছে সামনের দৃশ্য আর আইপ্যাডে লন্ডন টাইমসের শব্দজট সমাধানে। রিচার্ড স্টুরি তার মধ্যে এই নেশাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। শব্দজট মানসিক টেনশন কমাতে সাহায্য করে, একাকীত্বের কষ্ট ঘোচায় এবং ডেনি সেলিন ও তার বাড়িকে কতটা মিস করছে এ বেদনারও উপশম ঘটাতে ভূমিকা রাখছে। ডেনি ভয় পাচ্ছে এ অপারেশন শেষ হতে হতে হয়তো তার দাম্পত্য জীবনেরই অবসান ঘটে যাবে। এ ভয়টা দূর করতেও শব্দজটের সমাধানের তুলনা নেই।

ভ্যানের মধ্যে বসে দরদর করে ঘামছে ডেনি। কারণ মুম্বাই শহরে ভ্যাপসা গরম পড়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর্দ্র আবহাওয়া। বিশ্রী লাগে ডেনির।

'স্যার,' ডেনির কাঁধে টোকা দিল অজয় জাসাল। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে সার্ভিলেন্স টিমে তাকে ধার দেয়া হয়েছে। 'ক্যাটারিং ভ্যান। আগের ড্রাইভারটা নেই ওতে।'

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল ডেনি। 'জুম করো।'

জাসালের ঈগল চক্ষু। আবছা সবুজ পর্দার কারণে কাছ থেকেও ভ্যান ড্রাইভারের চেহারা পরিষ্কার বোঝা মুশকিল। তার ওপর সে মাথায় পরেছে ক্যাপ এবং এক হাত দিয়ে মুখের নিচের অংশটা ঢেকে রেখেছে। সার্ভিস গেট খোলার জন্য অপেক্ষা করছে সে।

'তুমি শিওর এ অন্য ড্রাইভার?'

কৌতূহলের দৃষ্টিতে ডেনির দিকে তাকাল তরুণ ভারতীয় যেন সে অন্ধ। 'ইয়েস, স্যার। একশোবার শিওর। ওর হাতের দিকে তাকান, স্যার। শ্বেতাঙ্গ মানুষের হাত।'

ডেনির নাড়ির স্পন্দন বৃদ্ধি পেল। অজয় জাসাল ঠিকই বলেছে। ড্রাইভারের দিকের জানালা দিয়ে ধবধবে সাদা হাতই দেখা যাচ্ছে। গেটকীপার তাকে কম্পাউন্ডে ঢোকার ইশারা করল।

এ কি সেই লোক? সেই খুনি?

ক্যাপের আড়ালের মুখখানা কি লাইল রেনাল্টো ওরফে ফ্রাংকি মানচিনির?

ওকে কি সত্যি অবশেষে আমরা হাতের মুঠোয় পেলাম?

ক্যারিয়ার উঠে গেল। সামনে ঝুঁকে ড্রাইভার দুই হাত রাখল হুইলের ওপর, সামান্য একটু পাশ ফিরল এবং এই প্রথম তার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পেল ডেনি।

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' ফিসফিস করল সে।

'স্যার?'

'আই ডোন্ট ফাকিং বিলিভ ইট।'

'আপনি লোকটাকে চেনেন, স্যার? ওকে আগে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, দেখেছি,' মাথা ঝাঁকাল ডেনি। 'চিনি আমি লোকটাকে।'

তবে ও লাইল রেনাল্টো নয়।

ছাপ্পান্ন

আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে গাড়ি ঢোকালেন ডেভিড ইশাগ। ড্যাশ বোর্ডের ঘড়ি ঘোষণা করছে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সারা জেনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা একসঙ্গে ডিনার করব।

মাঝরাত নাগাদ ও আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করবে।

নিজের নার্ভগুলো ছাড়া আর সবকিছুই অবাস্তব লাগছে ডেভিডের। পেটের ভেতরটা শক্ত হয়ে আছে, ঘাম নামছে পিঠ বেয়ে। প্ল্যানটা আবার মনে মনে ভেবে নিলেন তিনি। তিনি ঘরে ঢুকে সারা জেনের সঙ্গে খুব স্বাভাবিক আচরণ করবেন। একসঙ্গে নৈশভোজ সারবেন। ন'টার দিকে বিছানায় যাবেন ডেভিড। এর মধ্যে কোনো এক সময় তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে সারা এবং হয়তো জলদি তার রহস্যময় সঙ্গী ঢুকে পড়বে ঘরে। ডেভিডের তখন কাজ হবে হার্ট অ্যাটাকের ভান করে পড়ে থাকা যাতে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর হবু হত্যাকারীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং ম্যাকগুইয়ার তার দলবল নিয়ে এসে ওদেরকে গ্রেপ্তার করার সময় পেয়ে যায়।

ডেভিডের ভ্যালে রাজ ওকে শান্ত স্বরে স্বাগত জানাল, 'গুড ইভনিং স্যার? সব খবর ভালো তো?'

কর্মচারীরা কেউ জানে না কী ঘটছে, এটা ওদের নিরাপত্তার খাতিরেই জানানো হয় নি। ডেভিড রাজকে খুবই বিশ্বাস করেন কিন্তু ডেনি ম্যাকগুইয়ারের জেদের কারণে গোটা ব্যাপারটা গোপন রাখতে হচ্ছে।

'হ্যাঁ, খবর ভালো রাজ। ধন্যবাদ। মিসেস ইশাগ বাড়ি আছেন?'

বলো যে নেই। ও বাইরে গেছে। ও ওর সিদ্ধান্ত বদলেছে। সে আর ওসবের মধ্যে থাকছে না।

'উনি ড্রইংরুমে আছেন, স্যার। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

ডেভিড ঘরে ঢুকে দেখলেন সারা জেন তাঁর দিকে পেছন ফিরে জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে। তার পরনে লাল টকটকে জার্সি ড্রেস। হানিমুনের সময় প্যারিস থেকে

এই ড্রেসটা ওকে কিনে দিয়েছিলেন ডেভিড। কপালের ওপরে আলগা করে চুড়ো করে রেখেছে চুল। অপূর্ব লাগছে দেখতে।

'তুমি সেজেগুজে বসে আছ। কী-ব্যাপার?'

ডেভিডের দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসল সারা। 'ভাবলাম তোমাকে একটু চমকে দিই। কেমন লাগছে আমাকে?'

ডেভিডের গলা শুকিয়ে এলো, 'অসাধারণ!'

ডেভিডের সামনে হেঁটে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল সারা জেন। 'ধন্যবাদ।' ঠোঁটে গভীর ভালোবাসা নিয়ে চুম্বন করল। ডেভিড টের পেলেন স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর সমস্ত সন্দেহগুলো যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে। তিনি আজরাইল হত্যাকাণ্ডের বিধবা, সারা জেনের পরিবর্তিত চেহারা, পুলিশ টেপে ধারণ করা তার কণ্ঠ, তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করলেন। তবে সবকিছুই কেমন স্বপ্নের মতো লাগল, আসল সারা জেনের সঙ্গে এগুলোর যেন কোনো সম্পর্কই নেই, এই সারা জেন যার নরম ওষ্ঠ তাঁর ঠোঁটে চেপে আছে।

যাকে আপনি চেনেন সে আপনাকে হত্যা করতে যাচ্ছে জেনেও কি তাকে ভালোবাসা সম্ভব?

'আমরা কি এখন খেতে যাব?'

ভ্যানে বসা ডেনি ম্যাকগুইয়ারের মনের মধ্যে উথাল-পাথাল ঝড় বইছে।

'নতুন' ডেলিভারি ড্রাইভারটি লাইল রেনাল্টো নয় সে ম্যাথিউ ডেলি।

ডেনি অতীত থেকে বর্তমানের স্মৃতি হাতড়াল দ্রুত।

ডেলি কি সত্যি এর সঙ্গে জড়িত? সে কি আজরাইলের সহযোগী?

ডেনির প্রতিটি ইন্সটিংক্ট বলছে এটা সম্ভব নয়। ম্যাট ডেলির সঙ্গে সারা জেন নামের মহিলার কোনো পরিচয় নেই। আর লিসা বেরিংয়ের সঙ্গে ম্যাটের পরিচয় হয় মাইলস বেরিং খুন হয়ে যাওয়ার পরে। এবং ম্যাট এ খুনটির সঙ্গে জড়িতও নয় কারণ সে ওই সময় লস এঞ্জেলেসে ছিল।

তবু...

ম্যাট ডেলি সম্পর্কে ডেনি ম্যাকগুইয়ার কতটুকু জানে? শুধু ম্যাট তাকে যেটুকু বলেছে সেটুকুই। বলেছে যে সে লস এঞ্জেলেসবাসী একজন লেখক, তার একটি বোন আছে ক্লেয়ার নামে। র‍্যাকুয়েল নামে তার এক সাবেক স্ত্রী আছে এবং সে এন্ড্রু জেকসের ঔরসজাত সন্তান। বোনটি ঠিকই আছে। এর সঙ্গে ডেনি নিজে দেখা করে কথা বলেছে। আর ম্যাটের বাকি সমস্ত গল্পও সে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু সমস্ত গল্পই যদি বানোয়াট হয়ে থাকে?

নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল ডেনি, বিষয়গুলো যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণের প্রয়াস পেল।

ধরা যাক সে আমাকে যা বলেছে সব সত্যি। ধরি ও সত্যি অ্যান্ড্রু জেকসের ছেলে।

ডেলির কথা অনুযায়ী, জেকস তার মা এবং বোনকে ছেড়ে চলে যান এবং ওদেরকে একটি পয়সাও তিনি দেন নি। হত্যা করার জন্য এটা কি যথেষ্ট একটা মোটিভ? নিশ্চয়। এন্ড্রু জেকস খুন হওয়ার সময় ম্যাটের বয়স মধ্য পঁচিশ, খুন করার মতো প্ল্যান করা এবং সামর্থ্য দুটিই তার ছিল।

কিন্তু এর মধ্যে লাইল/ফ্রাংকি কীভাবে আসবে? এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ম্যাটের কি লিওন উড়ে এসে ডেনির সঙ্গে দেখা করার কোনো দরকার ছিল? ম্যাট যদি হত্যাকারীর সহযোগীই হয় তাহলে কেন সে ডেনিকে আগ বাড়িয়ে দেখাতে গেল আজরাইল মার্ডারগুলোর মধ্যে যোগসূত্র আছে এবং সে কেন কেসটা আবার খুলতে বলল?

নাহ্, কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না।

যদি না ম্যাট নিজেই ধরা খেতে চায়।

ক্ল্যাসিক সাইকোপ্যাথিকদের মাইন্ড-সেট করা থাকে না? পৃথিবী যদি জানতেই না পারল তুমি কতটা প্রতিভাধর খুনি তাহলে আর এসব খুন-খারাবি করে লাভ কি? হয়তো আত্মপরিচয় লুকিয়ে খুন করতে করতে নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল ম্যাট। এখন সবাইকে জানিয়ে দিতে চায় সে কে।

'তিন নম্বর ক্যামেরা, স্যার!' অজয় জাসালের কণ্ঠ বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে এলো ডেনিকে। 'ডেলি চলে যাচ্ছে!'

'চলে যাচ্ছে?'

ডেনি এখন আরও বেশি হতবুদ্ধি। আজ রাতেই না ইশাগকে হামলা করার কথা? তাহলে ম্যাট ডেলি কেন এত দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছে! তার গাড়ির স্পিড ঘণ্টায় ষাট মাইল।

ঘড়ি দেখল ডেনি। আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। ডিনার শেষ হতে কমপক্ষে এক ঘণ্টা সময় লাগবে। ন'টার আগে ডেভিডের বিছানায় যাওয়ার কথা নয়।

'ইশাগ এখন কোথায়?'

'এখনও ড্রইংরুমে, স্যার। অডিওতে তাঁর গলা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। তিনি ঠিক আছেন।'

মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ডেনি।

'ওকে। ডেলির পিছু নাও। ফলো দ্য ভ্যান।'

ইতস্তত করল অজয় জাসাল। 'আর ইউ শিওর, স্যার? বাড়িতে যদি অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা ঘটে যায় এবং আমরা যদি ঠিক সময় ফিরতে না পারি...

'আমরা ঠিক সময়েই ফিরে আসব। হারামজাদা এত তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছে জানতেই হবে।' ডেনি ওয়াকিটকি তুলে নিল দ্বিতীয় সার্ভিলেন্স গাড়িতে বসা লোকদের

সঙ্গে কথা বলতে। ওটা ম্যানসনের সামনে পার্ক করা। 'জাসাল এবং আমি সম্ভাব্য এক সাসপেক্টের পিছু নিতে যাচ্ছি। তোমরা যোগাযোগ রাখবে, যদি কিছু ঘটে বা আগেই ওই বাড়িতে ঢুকবার প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবে।'

'জী, স্যার।'

ডেনি ফিরল অজয় জাসালের দিকে। 'তুমি বসে আছ কেন?' চিৎকার করল ও। 'গাড়ি ছাড়ো।'

ডেভিড ইশাগের মাস্টার বেডরুমের ক্লজিটের মধ্যে র‍্যাটল স্নেকের মতো কুণ্ডুলি পাকিয়ে বসে আছে সে, পিস্তলের ব্যারেলটা ঠেকিয়ে রেখেছে গালে, চোখ বোজা, যেন প্রেমিকাকে আলিঙ্গন করছে। তার পায়ের কাছে ছয় ইঞ্চি লম্বা ধারালো একটি হান্টিং নাইফ।

লুকানো জায়গায় এভাবে হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে, খিঁচ ধরে গেছে পায়ে। তবে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এ কষ্টটুকু তাকে সহ্য করতেই হবে।

আর এক ঘণ্টার মধ্যে সবকিছুর সমাপ্তি ঘটবে।

'স্যুপ কেমন হয়েছে?'

'খুব ভালো।'

'আমি নিজে বানিয়েছি।'

ডেভিড বাটি থেকে মারজো বলের শেষটুকুও খুঁটে খুঁটে খেলেন। তিনি সারাদিনই দুশ্চিন্তায় ছিলেন রাতের খাবারটা আদৌ তাঁর মুখে রুচবে কিনা। ডেনি ম্যাকগুইয়ার তাকে পই পই করে বলে দিয়েছে সারা জেনের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করতে। কিন্তু ডেভিড যদি তা না পারেন? তিনি যদি রেগে যান, অজ্ঞান হয়ে পড়েন কিংবা হুট করে জিজ্ঞেস করে বসেন তুমি আমাকে হত্যা করতে চাইছ কেন?

তবে অবাক হয়ে তিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর অনেক খিদে পেয়েছিল এবং পুরো খাবারটাই গলাধঃকরণ করেছেন। সুপটা সত্যি মজাদার ছিল।

'হাসছ কেন?' জিজ্ঞেস করল সারা জেন। ডেভিড বুঝতে পারলেন নিজের চিন্তায় মশগুল হয়ে তিনি বোকার মতো হাসছিলেন।

'এমনি।' মুখ থেকে হাসি মুছে নিয়ে বললেন ডেভিড। 'ডেজার্টে কী আছে?' *মৃত্যু মেশানো চকোলেট?*

'আইসক্রিম। তুমি ঠিক আছ তো, ডেভিড?'

না, ডেভিড ঠিক নেই। তিনি জানেন না কেন তাঁর হঠাৎ এত হাসি পাচ্ছে। হাসতে হাসতে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো

'চলো ওপরে গিয়ে শোবে।'

ওপরতলা। কথাটা কানে যেতেই শরীরটা হিম হয়ে গেল ডেভিডের।

ও তাহলে এখুনি কাজটা সারতে চাইছে?

আসল প্ল্যান ছিল ডিনার শেষে, খানিক গল্পগুজব করে সোয়া নয়টার দিকে দোতলায় যাবেন ডেভিড। কিন্তু সারা জেন যদি এখন রেডি হয়ে থাকে তাহলে তাকেও রেডি হতে হবে। তাঁর বাড়ির চারপাশে প্রহরা বসানো SWAT টিমের কথা ভাবলেন ডেভিড, মনে পড়ল সকাল বেলায় বলা ডেনির কথাগুলো *আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। সে যদি কিছু করার চেষ্টা করে, মুহূর্তের মধ্যে আমরা হাজির হয়ে যাব।*

সারা জেনের দিকে ফিরলেন ডেভিড।

'চলো, ওপরেই যাই। শরীরটা ভালো লাগছে না। হঠাৎ কেমন অসুস্থ লাগছে।'

সাতান্ন

মারারীর প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে ক্যাটারিং ভ্যান। প্রকাণ্ড সার্ভিলেন্স গাড়িতে তার পিছু নিয়েছে অজয় জাসাল, তার পাশে বসে চিৎকার করছে ডেনি ম্যাকগুইয়ার 'চালাও! চালিয়ে যাও! ওকে হারিয়ে ফেলো না!'

এদিকের রাস্তাঘাট ভালোই চেনা জাসালের। কিন্তু হাইস্পিডে ধাওয়া করার জন্য সার্ভিলেন্স ভ্যানগুলো তৈরি করা হয় না। এগুলো তৈরি করা হয় রাস্তার পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার জন্য। অজয় দক্ষ ড্রাইভার বলেই ছোট গাড়িটাকে সে চোখের আড়াল হতে দেয়নি, অনুসরণ করে চলেছে। গাড়ির চাকা কখনও নুড়ি পাথরের ওপর উঠে গিয়ে ঝাঁকি খাচ্ছে, বিপজ্জনকভাবে মোড় ঘুরছে, ছোট, অন্ধকার রাস্তায় প্রায়ই ঢুকে পড়ছে। ঈশ্বর জানেন এত ঝাঁকি খেয়ে ওদের গাড়ির দামি অডিওভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতির কী দশা হচ্ছে।

ক্যাটারিং ভ্যান এবার ছুটেছে দক্ষিণ মুম্বাইয়ের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা অভিমুখে ভবেশ্বর রোড, পেদ্দার রোড, ব্রিচ ক্যান্ডি, সবগুলোই তাদের ব্রিটিশ স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। তবে ড্রাইভার কাফে প্যারেড কিংবা কারমাইকেল রোডের মতো বাণিজ্যিক এলাকাগুলো এড়িয়ে চলছে, সে অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তায় সেঁধুচ্ছে, ওদেরকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। সে বুঝতে পেরেছে তার পেছনে ফেউ লেগেছে।

কুড়ি মিনিট বাদে, বৃত্তাকারে বেশ খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ভ্যান ছুটল উত্তরে, ওয়াঙ্কহেড ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ওরা যত কাছিয়ে এলো, রাস্তার মানুষজনের ভিড় ততই বাড়তে লাগল। বেশিরভাগ বয়সে তরুণ। এক মাইল দূরে স্টেডিয়ামের চোখ ধাঁধানো আলো চোখে পড়ে।

'মনে হয় আজ কোনো খেলা আছে,' মন্তব্য করল অজয় জাসাল। 'গাড়ি নিয়ে আর বেশি দূর বোধহয় এগোনো যাবে না।'

অন্ধকারে ভ্যানটাকে এখন প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, ভিড়ের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। ম্যাট ডেলির মতলবটা কী? ভাবছে ডেনি। ঘড়ি দেখল সে। পৌনে নয়টা বাজে। ডেভিড ইশাগের নৈশভোজ শেষ হয়ে যাবে শীঘ্রি। ওদের বাড়ি ফেরা দরকার।

কিছু না ভেবেই সে সার্ভিলেন্স গাড়ির দরজা খুলে ফেলে লাফিয়ে নেমে পড়ল। 'পুলিশ' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে লোকজনকে ধাক্কা-গুঁতো মেরে সামনে দিয়ে সরিয়ে এগোতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যে সে ম্যাটের ভ্যানে পৌঁছে গেল। ভ্যানটি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সামনের গেটে দাঁড়িয়ে আছে। খালি। মরিয়ার মতো চারদিকে তাকাল ডেনি। ভিড়ের মধ্যে যদি ম্যাটের সোনালি চুলের মাথাটা দেখা যায়। কিন্তু দেখতে পেল না।

এমন সময় ওকে তার চোখে পড়ল। স্টেডিয়ামের ঠিক প্রবেশমুখে, কুড়ি গজ দূরে। ডেনি ওখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ম্যাট ভেতরে ঢুকে যাবে, মিশে যাবে ভিড়ের দঙ্গলে। অজান্তে আগ্নেয়াস্ত্রে চেপে বসল ডেনির আঙুল। কিন্তু ও জানে পিস্তল ব্যবহার করতে পারবে না। একটা গুলি করলেই দক্ষযজ্ঞ বেঁধে যাবে। হতাশায় হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল ডেনির। এমন সময় দেখতে পেল অজয় জাসাল লম্বা লম্বা পা ফেলে চিতার ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে যাচ্ছে ম্যাট ডেলির দিকে। তারপর একটা চিৎকার এবং পরক্ষণে মারপিট শুরু হয়ে গেল। ইন্টারপোলের ব্যাজটা হাত দিয়ে উঁচিয়ে ধরে ভিড় ঠেলে এগোতে শুরু করল ডেনি।

জাসাল প্রচণ্ড এক ঘুষিতে মাটিতে পেড়ে ফেলল ডেলিকে।

'সাসপেক্টকে কজা করেছি, স্যার,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে।

ডেনি এক লাফে ওর পেছনে চলে এলো। 'গুড জব, জাসাল। ম্যাথিউ ডেলি, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করছি–' মাঝপথে থেমে গেল ও।

মাটিতে শুয়ে থাকা লোকটা তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়েছে। মুখটা ঘুষির আঘাতে ফুলে গেছে, চোখে বিভ্রান্তি এবং ভয়।

এ তো ম্যাট ডেলি নয়। এ এক অচেনা ভারতীয়।

বাথরুমের আয়নায় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডেভিড ইশাগ। মার্বেল কাউন্টারটা চেপে ধরে রেখেছেন ভারসাম্য রক্ষার জন্য।

সময় তাহলে উপস্থিত। যে কোনো মুহূর্তে সে ওকে ঘরে নিয়ে আসবে।

আমার খুনি।

ঝিমঝিম ভাবটা কাটাতে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিলেন ডেভিড, ম্যাকগুইয়ার কী যেন বলেছিল। *সে বাইরেই আছে। হত্যাকারী ঘরে ঢোকামাত্র আমাকে বুকে ব্যথার ভান করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়তে হবে। সহজ কাজ।*

'ডেভিড? ডার্লিং?' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দুলছে সারা জেন।

'তুমি ঠিক আছ তো? ডাক্তারকে খবর দেব?'

দুলছে? আশ্চর্য! সারা জেন কেন দুলবে?

ডেভিডের চোখের সামনে অসংখ্য বিন্দু ফুটে উঠল, 'আ...আমার শরীরটা ভাল্লাগছে

না।' এখন গোটা ঘরই দুলতে শুরু করেছে, যেন উঁচু ঢেউয়ের কবলে পড়েছে জাহাজ। অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর অসুস্থবোধ করতে লাগলেন ডেভিড। তাঁকে আর অজ্ঞান হওয়ার ভান করতে হবে না। সত্যি তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যায় তাঁর।

সুপটা কেমন হয়েছে? আমি নিজে বানিয়েছি।

ও আমাকে বিষ খাইয়েছে। শয়তানী আমার সুপের মধ্যে কিছু মিশিয়েছে।

সারা জেনের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলেন তিনি। অন্তত ছয়টা সারা জেনকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি। মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন ডেভিড পেট চেপে ধরে। 'কেন...?' হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ বেরুল মুখ থেকে। 'তুমি কেন এসব করছ!'

সারা জেন তাঁর ওপর ঝুঁকে এলো। চোখে জল। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। ভয় পেয়ো না। আমি অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিচ্ছি।'

ওর কণ্ঠে সহানুভূতির সুরটা নির্ভেজাল মনে হলো। কিন্তু জ্ঞান হারালে চলবে না, তাঁকে জেগে থাকতে হবে। ম্যাকগুইয়ারের লুকানো মাইক্রোফোন বেডরুমে। তাঁকে ওখানে যেতে হবে, SWAT টিমকে জানাতে হবে কী ঘটছে। শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে তিনি চিৎকার দিলেন, 'বিছানা!'

ডেভিড টের পেলেন তার গলার পেশিগুলো ফুলে উঠছে, বন্ধ হয়ে আসছে নিঃশ্বাস। একটু পরে তিনি আর কথাই বলতে পারবেন না।

'আমাকে বিছানায় শুইয়ে দাও, প্লিজ।'

'নিশ্চয়, ডার্লিং, নিশ্চয়।' সারা জেন তাঁকে বেডরুমে নিয়ে যেতে লাগল, তার চোখেমুখে তীব্র উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ। সে কেন এখনও অভিনয় করছে বুঝতে পারছেন না ডেভিড। বিছানায় শোয়ার পরে তিনি গলার টাই খামচে ধরলেন। ফাঁসটা আলগা করতে হবে! তিনি শ্বাস নিতে পারছেন না! সারাকে ইশারা করলেন সাহায্য করার জন্য কিন্তু সে ততক্ষণে কোণের দিকে রওনা হয়ে গেছে।

'আমি ১২৯৮-এ ফোন করছি, ডেভিড। চিন্তা করো না। সাহায্য এসে যাবে।'

সার্ভিলেন্স ভ্যানে ফিরে এসে সিটবেল্ট চেক করে দেখল ডেনি ম্যাকগুইয়ার, ভারসাম্য রক্ষায় দরজার ওপর হ্যান্ডরেইল চেপে ধরল। সাইরেন বাজিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল অজয় জাসাল। ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে ছুটছে গাড়ি।

ঘড়ি দেখল ডেনি। রাত ন'টা বাজে। নিজেকে তাঁর একটা আস্ত আহাম্মক মনে হচ্ছে।

ম্যাট ডেলি এখনও ইশাগ সাহেবের বাড়িতেই আছে। সে একটা টোপ ফেলে ওই বাড়ি থেকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে দিতে চেয়েছিল ডেনিকে। নির্বোধের মতো টোপটা গিলে এতক্ষণ খামোকা ছোটাছুটি করেছে ডেনি।

ওরা কি কাজটা সেরে ফেলেছে? সে এবং সারা জেন– আজরাইল খুন করে ফেলেছে ডেভিড ইশাগকে?

ডেনির পাশের আসনে বসে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার ভ্যানের জটিল রেডিও ইক্যুইপমেন্ট নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে। দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, দেরি হওয়ার আগেই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে।

কান ফাটানো সাইরেনের শব্দ ছাপিয়ে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারকে লক্ষ করে চেঁচাল ডেনি। 'হলো?'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'আমরা রেঞ্জের মধ্যে আছি তবে কোনো সিগন্যাল পাচ্ছি না।'

মারাবী রাস্তার আলো উঁকি দিচ্ছে দূরে। একটু পরেই দৃষ্টিগোচর হবে ইশাগ ম্যানসন।

'চেষ্টা চালিয়ে যাও।'

ফোন নামিয়ে রাখল সারা জেন। 'ওরা রওনা হয়েছে।'

চেতনা আর অবচেতনার মধ্যখানে আছেন ডেভিড। কোন্‌টা যে বাস্তব আর কোন্‌টা যে কল্পনা কিছুই বুঝতে পারছেন না। সারা কি সত্যি তাঁর হাতটি ধরে আছে? মুছিয়ে দিচ্ছে কপাল। নাকি তিনি স্বপ্ন দেখছেন! ওকে এত মায়াবতী লাগছে... কিন্তু ও না তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে?'

আবার চোখ বুজলেন ডেভিড।

চোখ খুলে দেখলেন এক লোক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে মুখোশ, আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা। তার হাতে ঝিলিক দিচ্ছে একটা ছুরি।

চিৎকার দিতে চাইলেন ডেভিড কিন্তু স্বরযন্ত্রের ফুটো মনে হয় বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো চিৎকার বেরুল না। তবে যতটা ভয় পাবার কথা তেমন ভয় পেলেন না তিনি। শুধু ভীষণ ক্লান্ত লাগছে শরীর। *আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছি। এ লোক এক্ষুনি চলে যাবে।*

তিনি আবার চক্ষু মুদলেন এবং জ্ঞান হারালেন।

'ওদেরকে পেয়েছি, স্যার! মাস্টার বেডরুম থেকে গলার স্বর শোনা যাচ্ছে।'

মুখ দিয়ে ভুউউস করে স্বস্তির বাতাস বের করে দিল ডেনি ম্যাকগুইয়ার। 'আর অন্যরা?'

'জী, স্যার। যোগাযোগ করতে পারছি।'

'ডিমার্টিন, কাপিরি। ডু ইউ কপি?'

ভারতীয় পুলিশ কর্মকর্তার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ যেন ঘুষির মতো আছড়ে পড়ল লাইনে। 'ম্যাকগুইয়ার? আপনি এতক্ষণ কোনো চুলোয় ছিলেন?'

'নেভার মাইন্ড দ্যাট। এখন জলদি ওই বাড়িতে ঢুকে পড়ুন। ওরা মাস্টার বেডরুমে আছে। ইশাগকে বের করে নিয়ে আসুন।'

ফোন রেখে দিয়ে ডেনি সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারের দিকে ফিরল।

'ইশাগের কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছ? উনি কি বেঁচে আছেন?'

সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার হেডফোন হাত দিয়ে চেপে ধরল, মনোযোগের জন্য বুজল চোখ। 'ঠিক বুঝতে পারছি না। মহিলার গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সে–'

হঠাৎ সে কান থেকে হেডফোন নামিয়ে ফেলল। ডেনি ম্যাকগুইয়ারকে কারণটা ব্যাখ্যা করতে হলো না।

ভ্যানের সবাই শুনতে পেল সারা জেন ইশাগের চিৎকার।

ডেভিড ইশাগের শয়নকক্ষে, কালো পোশাক পরা লোকটা তার মুখোশ খুলে ফেলে হাসল।

'কী হলো, অ্যাঞ্জেল?' জিজ্ঞেস করল সে। 'তুমি কি অন্য কাউকে আশা করছিলে?'

আটান্ন

নিজের লুকানো জায়গা থেকে সে ওদেরকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। কালো পোশাক পরা লোকটা এবং মহিলাটি নিজেকে যে সারা জেন ইশাগ বলে দাবি করছে।

নিজেকে ও যে কোনো নামেই দাবি করতে পারে। কিন্তু সে জানে ও কে। এবং ও কার। ও তার। তার প্রেম। তার নারী।

লাফ দিয়ে নেমে সারা জেনকে জাপটে ধরতে ভীষণ ইচ্ছা করছে তার। তবে এ সময়টির জন্য বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছে সে, অনেক সময় এবং পরিশ্রম ব্যয় করেছে। নাটক কীভাবে জমে ওঠে তা তাকে দেখতে হবে।

কালো পোশাক পরা লোকটা ডেভিড ইশাগকে দেখিয়ে জানতে চাইল, 'ও কি মারা গেছে?'

ডেভিড চিৎ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়, পাথরের মতো স্থির। সারা জেন তাকে ঝুঁকে দেখল।

'না, এখনও শ্বাস করছে।'

'এত তাড়াতাড়ি ও অজ্ঞান হয়ে যাবে ভাবি নি। তুমি বোধহয় কড়া ডোজ দিয়ে ফেলেছ।'

'আমাকে দোষ দিয়ো না!' রেগে গেল সারা জেন। 'তুমি চিঠিতে যেভাবে লিখেছ সেভাবেই কাজ করেছি। আমি তোমাকে প্রথমেই বলেছিলাম ওকে অজ্ঞান করা ঠিক হবে না। ও যদি হার্ট ফেল করে মারা যায় তাহলে কী হবে? পুলিশ যদি ওর পাকস্থলীতে ওষুধটা পেয়ে যায়?'

'চোপ!' বলে লোকটা সারা জেনের মুখে দুম করে ঘুষি মেরে বসল।

কুজিটে বসে সে শুনতে পেল বিশ্রী কট করে একটা শব্দ, ঘুষি খেয়ে নিশ্চয় সারা জেনের চোয়াল ভেঙে গেছে। সে আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। ওকে চুলের ঝুটি ধরে টেনে তুলল কালো পোশাক। 'আমাদের কী করা উচিত বা অনুচিত তা তুমি বলার কে? তুমি কেউ না। বলো যে তুমি কেউ না। বলো?'

'আমি কেউ না,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল সারা জেন।

'তোমার কোনো জীবন নেই।'

সারা জেনের কণ্ঠ এখন ফিসফিসে। 'আমার কোনো জীবন নেই।'

কথাগুলো শুনে লোকটা বুঝি একটু শান্ত হলো। মেয়েটার চুলের মুঠি ছেড়ে দিল। 'ওকে মাদক খাওয়ানো হয়েছে কারণ নইলে সে মারামারি করত। অন্যরা বয়সে বুড়ো ছিল বলে আত্মরক্ষা করতে পারে নি।' সে ছুরিটা আলোর সামনে তুলে ধরল। ডেভিডের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ওর ব্যবস্থা পরে হবে। আগে তোমার পালা।'

পিছিয়ে গেল সারা জেন, চার হাত-পায়ে ভর করে সন্ত্রস্ত কাঁকড়ার মতো বেডরুমের মেঝের ওপর থেকে সরে যেতে লাগল। 'না, প্লিজ! অমন করো না!'

'অবশ্যই করব। করতে আমাকে হবেই। অন্যরা শাস্তি পায় নি? অ্যাঞ্জেলা, ট্রেসি, ইরিনা, লিসা। তাহলে ছোট্ট সারা জেন কেন রেহাই পাবে?'

'প্লিজ,' অনুনয় করল সারা জেন। কণ্ঠে ভয়। 'তুমি যা যা করতে বলেছ সব আমি করেছি... তুমি বলেছিলে আমাকে আর মারবে না।'

কিন্তু কালো পোশাককে সারা জেনের অশ্রু বিন্দুমাত্র টলাতে পারল না। ও তো মানুষ নয়। ও একটা জানোয়ার। নাক-মুখ খিঁচিয়ে সে আঘাত করল সারা জেনকে, যেন গেঁথে ফেলল মেঝের সঙ্গে। এক হাত দিয়ে ওকে খামচাচ্ছে, আঁচড়াচ্ছে, অন্য হাত দিয়ে গলায় ঠেসে ধরে রেখেছে ছুরি। ছাড়া পাবার জন্য ধস্তাধস্তি করছে সারা জেন, লোকটার শরীরের নিচে চাপা পড়া পা বৃথাই ছোড়ার চেষ্টা করছে। সে সারার স্কার্ট টান মেরে ছিড়ে ফেলল, হাঁটু দিয়ে দুই উরু পেছন থেকে ফাঁক করে ধরল।

ক্লজিটে লুকিয়ে থাকা মানুষটা আর সহ্য করতে পারল না। সে ধাক্কা মেরে ক্লজিটের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো, ছুটে গেল কালো পোশাকধারীর দিকে, হাতের পিস্তলের বাটটা সবেগে নামিয়ে আনল তার মাথায়। খুলিতে একের পর এক বাড়ি মারতে লাগল। ফিনকি দিয়ে ছুটল রক্ত। জানোয়ারের যে থাবা সারা জেনের দুই উরুর ফাঁকে কিলবিল করছিল তা অকস্মাৎ নেতিয়ে পড়ল।

সারা জেন উপুড় হয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে, নিঃশ্বাস নিতেও ভয় লাগছে। সত্যি কি ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটেছে? ও সত্যি মারা গেছে? টের পেল ওর গায়ের ওপর থেকে বিপুল ওজনটা টেনে সরিয়ে ফেলা হলো। ওর ত্রাণকর্তা কালো পোশাকধারীর দেহটা বস্তার মতো ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে।

উপুড় হয়ে পড়ে থাকা সারা ভাবছে ডেভিড কি শেষ মুহূর্তে জ্ঞান ফিরে পেয়ে ওকে রক্ষা করল?

নাকি পুলিশ এসেছে? অবশেষে তারা সব জেনে গেছে এবং বহু বছর ধরে চলা এ উন্মাদনার সমাপ্তি ঘটিয়েছে তাকে এবং তার বোনকে রক্ষা করতে।

চিৎ হলো সারা, তাকাল পরিচিত, প্রেমময় চোখজোড়ার দিকে।

'ইটস অলরাইট, লিসা,' ফিসফিসিয়ে বলল ম্যাট ডেলি। 'ইটস অল রাইট মাই ডার্লিং। তুমি এখন নিরাপদ।'

ম্যাট লিসার মুখ স্পর্শ করল, আদর করে আঙুল বুলাতে লাগল। ওর মুখের ডান দিকটা

ইতোমধ্যে ভয়ানক ফুলে গেছে। হারামজাদাটা ঘুসি মেরে ওর চোয়াল ভেঙে দিয়েছে। শয়তানটা আর কোনোদিন ওকে আঘাত করতে পারবে না।

'লিসা...' কাঁদতে শুরু করল ম্যাট ডেলি। 'আমার বেচারি লিসা।'

ও কিছু বলার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু বন্দুকের গুলির আওয়াজটা এমন বিকট শোনাল যে ওর কথা কিছুই বোঝা গেল না। ম্যাট ডেলির মুখের একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটল, ব্যথা নয়, প্রবল বিস্ময়।

তারপর তার দুনিয়া ঢেকে গেল নিঃসীম আঁধারে।

উনষাট

রজিত কাপিরি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। কয়েক সেকেন্ড বাদে ক্লদ ডিমার্টিন আর তার দলের তিনজন লোক তাঁর সঙ্গে যোগ দিল, হাঁপাতে হাঁপাতে এলো ডেনি ম্যাকগুইয়ার।

'চাকরবাকরগুলো কই?' জিজ্ঞেস করল ডেনি।

'কিচেনে,' জবাব দিলেন কাপিরি। 'ওদের সঙ্গে আমার ছয়জন সশস্ত্র অফিসার রয়েছে। ওরা দরজায় ব্যারিকেড দিয়েছে।'

'গুড। আপনি আর ডিমার্টিন মেইন সিঁড়িতে চলে যান। আমি সার্ভেন্ট সিঁড়ি দিয়ে ওপরে আসছি।'

'আমার দুজন লোক যাক আপনার কভার হিসেবে,' বললেন কাপিরি। কথাটা বিবৃতির মতো শোনাল, কোনো প্রশ্ন নয়। তবে ডেনি আপত্তি করল না। এখন তর্ক করার সময় নয়।

বন্দুকের গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

ওরা তিনজন একে অন্যের দিকে তাকাল তারপর পড়িমরি করে ছুটল সিঁড়ির দিকে।

'তুমি এটা কী করলে?'

'কী করলাম মানে?' কালো পোশাকধারী হাত দিয়ে তার চাঁদি চেপে রেখেছে। মাথাটা ভীষণ ঘুরছে, যে কোনো মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। 'ও আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল, সোফিয়া, দেখ নি তুমি?'

সোফিয়া বাস্তার চোখে জল এসে গেল।

'ও আমাকে প্রটেক্ট করছিল! মাই গড, ফ্রাংকি। ওকে তোমার হত্যা করার কোনো দরকার ছিল না।'

কপাল কোঁচকাল ফ্রাংকি মানচিনি। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলেও বাধ্য হয়েই ম্যাট ডেলিকে গুলি করেছে। শত হলেও লোকটা ছিল এন্ড্রু জেকবসের ছেলে। টেকনিক্যালি সে তো হতভাগ্যদেরই একজন। ডেলি সেই ভিক্টিমদের একজন যাদের হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা করেছিল ফ্রাংকি। আরও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো ওর বন্দুকের সাইলেন্সার কাজ করে নি। গুলির শব্দ সবার কানে গেছে। যে

কোনো মুহূর্তে বাড়ির চাকরবাকররা চলে আসবে। পুলিশও হয়তো রওনা হয়ে গেছে। কাজেই ওদের হাতে বেশি সময় নেই।

'দরজার ছিটকিনিটা লাগিয়ে দাও,' ঘেউ করে উঠল সে। কিন্তু সোফিয়া জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল, দেখছে ম্যাটের শরীর দিয়ে রক্ত ঝরে ভিজে যাচ্ছে কার্পেট। 'ফর গডস শেক, সোফিয়া' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলল ফ্রাংকি। 'আমি চেষ্টা করেছিলাম ও যাতে মুম্বাই ছেড়ে চলে যায়। ওর এখানে আসা মোটেই উচিত হয় নি।'

'ও এখানে এসেছিল আমার জন্য। কারণ ও আমাকে ভালোবাসত।' কাঁদতে লাগল সোফিয়া। 'ও আমাকে ভালোবাসত, আমিও ওকে ভালোবাসতাম!'

'তোমাকে ভালোবাসত?' নিষ্ঠুরের মতো খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠল ফ্রাংকি মানচিনি। 'মাই ডিয়ার গার্ল। সে তো জানতই না তুমি আসলে কে। সে ভালোবাসত লিসা বেরিংকে। আর লিসা কে ছিল? কেউ না। একটা চরিত্র যাকে আমি আবিষ্কার করেছিলাম, আমার কল্পনার একটি ভগ্নাংশ। ম্যাট ডেলি যদি কাউকে ভালোবাসত তো আমাকে, তোমাকে নয়। এখন দরজায় ছিটকিনিটা লাগাও তো।'

ফ্রাংকির হুকুম তামিল করল সোফিয়া। ফ্রাংকির চোখ উন্মাদের মতো জ্বলজ্বল করছে। *বেচারি ম্যাট! ও কেন আমার জন্য এসেছিল? যখন সুযোগ ছিল তখন ও কেন পালিয়ে গেল না?*

'মৃত্যু ওর পাওনা ছিল না, ফ্রাংকি।'

'চুপ করো।' শূন্যে পিস্তল তুলে চিৎকার দিল মানচিনি। 'আমি সিদ্ধান্ত নেব কে বেঁচে থাকবে আর কে মারা যাবে! আমার সে ক্ষমতা আছে! তুমি আমার স্ত্রী। তোমাকে যা হুকুম করব তা-ই তুমি করবে। নইলে, সোফিয়া, এরপরে কিন্তু তোমার বোনের পালা আসবে। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

মাথা দোলাল সোফিয়া। সে বুঝতে পেরেছে। সে শুধু ভয় আর আনুগত্য বুঝতে পারে। এ দুটি জিনিসই সে সারাজীবন বুঝে এসেছে।

'পুলিশ!' সাইরেনের মতো তীক্ষ্ণ শোনাল ডেনি ম্যাকগুইয়ারের গলা। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মানচিনির। সোফিয়ার হাতে ছুরিটা তুলে দিল সে। 'ডু ইট।'

'কী করব? ওহ্, না, ফ্রাংকি, না।'

বিছানার দিকে চোখ চলে গেল সোফিয়ার। ম্যাটের আকস্মিক আবির্ভাব এবং পরবর্তী অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলোর জেরে কয়েক মুহূর্তের জন্য সে ডেভিড ইশাগের কথা ভুলেই গিয়েছিল। এখন দেখছে নড়াচড়া করছে ডেভিড, যে মাদক ওকে খাওয়ানো হয়েছে তার নেশা একটু আগেই কাটতে শুরু করেছে।

'এটাই শেষ, অ্যাঞ্জেল। আমাদের শেষ খুন। এই হত্যা তোমার বোনের জীবন বাঁচাবে।'

'পুলিশ!' দরজায় মুষ্ঠাঘাত হলো।

'নাও করো।'

'ফ্রাংকি, আমি পারব না।'

'ডু ইট!' পাগলা কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ করছে মানচিনি।

'ওর গলা কেটে ফেলো নয়তো তোমাদের দুজনকেই আমি গুলি করব। ডু ইট।'

একের পর এক স্মৃতি মনে পড়তে লাগল সোফিয়ার।

এতিমখানায় বসে ফ্রাংকির সঙ্গে সে বই পড়ত। তখন কত সুন্দর ছিল ফ্রাংকি, কত নরম এবং ভদ্র। বলত 'তুমি একজন প্রিন্সেস, সোফিয়া। তাইতো সবাই তোমাকে হিংসা করে।'

এন্ড্রু জেকস, তাদের প্রথম শিকার, কাটা গলা দিয়ে ঝরণার মতো কলকল করে রক্ত পড়ছিল।

পিয়ার্স হেনলি, ওকে গুলি করার আগ পর্যন্ত বাঁচার জন্য লড়াই করেছিল। গুলি খেয়ে ওর মগজ ছিটকে পড়েছিল বেডরুমের দেয়ালে।

দিদিয়ের আনজু, তাকে যখন বারবার ছোরা মারা হচ্ছিল তখন বাঁচার জন্য সে কী আকুতি তার!

মাইলস বেরিং, কলজেয় ছুরি ঢোকা মাত্র সে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়।

ম্যাট ডেলি, ওদের মধ্যে সবচেয়ে নিরাপরাধ মানুষটি। ম্যাট, যে ওকে ভালোবাসত। যে ওকে আশা দিয়েছিল, ম্যাট যে এখন শীতল লাশ হয়ে পড়ে আছে ওর পায়ের কাছে।

জীবিতদের কথা ভাবল সোফিয়া। তার বোন, রক্তমাংসের একজন মানুষ, রয়েছে কোথাও। ডেভিড ইশাগ, নড়াচড়া করছে বিছানার ওপর।

'ওকে জবাই করো!' হিসিয়ে উঠল ফ্রাংকি। উত্তেজিত। রক্তপাত, মৃত্যু এবং প্রতিহিংসা সবসময়ই তাকে উত্তেজিত করে তোলে।

'পুলিশ!' হাতুড়ির বাড়ি পড়ল দরজায়। ছিটকে গেল কাঠের ছিলকা।

'আমি পারব না,' শান্ত গলায় বলল সোফিয়া। হাত দিয়ে ফেলে দিল ছুরি। 'ইচ্ছে করলে তুমি গুলি করতে পার ফ্রাংকি। কিন্তু আমি এ কাজ করতে পারব না। আর পারব না।'

হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল দরজা। সশস্ত্র লোকজন দৌড়ে ঢুকল ঘরে।

'পুলিশ! মাথার ওপর হাত তুলুন!'

ডেভিড ইশাগ চোখ খুলে দেখলেন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে ডেনি। হাঁপাচ্ছে বেদম। হাতে উদ্যত অস্ত্র।

'আপনি ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন,' দুর্বল গলায় বললেন তিনি।

এমন সময় কেউ একজন গুলি করে বসল।

এবং সবকিছুর সমাপ্তি ঘটল।

চতুর্থ খণ্ড

ষাট

ফ্রন্টপেজ হোমিসাইড কেস-এ লস এঞ্জেলেস কাউন্টি সুপিরিয়র কোর্ট জাজ ফেডেরিকো মুনোয অপরিচিত কোনো নাম নন। দুই বছর আগে, বেভারলি হিলস কোর্ট হাউজের তৃতীয় তলার এই ৩০৬ নম্বর কক্ষে একজন জুরি এক জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে তার প্রেমিককে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। প্রেমিক নাকি অভিনেত্রীকে খুব শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত। জাজ মুনোয অভিনেত্রীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন তার অগণিত ভক্ত, পরিবার এবং অসংখ্য জাতীয় নিউজ মিডিয়াকে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ করে। এর কিছুদিন পরেই বিচারক জীবনের প্রথম হত্যার হুমকি পান।

তবে এ হুমকি পেয়ে জাজ মুনোয খুশিই হয়েছিলেন।

মৃত্যুর হুমকির কারণে জাজ ফেডেরিকো মুনোযকে স্থায়ীভাবে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ৯৩৩৫ বার্টন ওয়ের সাদা থাম বিশিষ্ট আদালতে যখন প্রহরী বেষ্টিত হয়ে প্রবেশ করেন মুনোয, নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মনে হয় তাঁর। মিডিয়ারও তাঁর ব্যাপারে আগ্রহ রয়েছে। যদিও মিডিয়ার এ আগ্রহকে তিনি বিকৃত মানসিকতা বলে অগ্রাহ্য করেন কারণ লস এঞ্জেলেস টাইম তাঁকে 'জাজ ড্রেড' বলে আখ্যায়িত করেছিল। মুখে অনিহা এবং বিতৃষ্ণা দেখালেও গোপনে কিন্তু তাঁকে নিয়ে মিডিয়ার এ নেতিবাচক লেখালেখি উপভোগই করেন মুনোয। জাজ ফেডেরিকো মুনোয ইতোমধ্যে লস এঞ্জেলেসে খুব বিখ্যাত হয়ে গেছেন। আর আজরাইল হত্যাকাণ্ডের মামলা তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত করে তুলছে।

গত দুই সপ্তাহ ধরে চলছে মামলা– তথ্য প্রমাণের কোনো অভাব নেই এবং এর চেয়ে সংবেদনশীল কেস আর হয় না। চারজন ধনী মানুষ প্রায় একইভাবে খুন হয়েছে এবং নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডগুলো চালানো হয়েছে গোটা বিশ্বজুড়ে। অভিযুক্তরা, চল্লিশোর্ধ এক দম্পতি, সিনেমা তারকাদের মতো চেহারা, পঞ্চম খুনটি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। প্রতিটি বয়সী ভিক্টিম নারী বিবাদীর জাদুতে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেন, যে নারীকে মিডিয়া উপাধি দিয়েছে 'দ্য অ্যাঞ্জেল অব ডেথ'। তবে এ মহিলাকে প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের সময় প্রচণ্ড যৌন নিপীড়ন সইতে হয়েছে এবং তাকে প্রহার ও অত্যাচার করেছে তারই সঙ্গী, পুরুষ বিবাদীটি।

এদের দুজনের একজনও হত্যাকাণ্ডের দায় অস্বীকার করে নি, তবে দুজনেই বলছে

বাধ্য হয়ে তারা কাজগুলো করেছে এবং এজন্য একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। রবিনহুডের মতো তারা আবার ভিক্টিমদের কোটি কোটি টাকা চিলড্রেন চ্যারিটিতে দান করে দিয়েছে– ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলোর জন্য আর কী চাই?

তবে তারা এর চেয়েও অনেক গরম গরম খবর পেয়েছে। তারা এক মহিলা বিবাদীকে পেয়েছে যে বিয়ে করার জন্য নতুন শিকারকে ফাঁদে ফেলতে প্রতিবার নতুন চেহারা এবং পরিচয়ের আশ্রয় নিয়েছে। আর চেহারা বদল করতে সে প্লাস্টিক সার্জারি করেছে। এই মহিলাকে প্রসিকিউশন এভিডেন্সের সময় ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়, শুধু মাঝে মধ্যে সে নড়েচড়ে ওঠে কিংবা অশ্রুসজল হয়ে ওঠে চোখ যখন তার সাবেক স্বামীদের ক্ষতবিক্ষত লাশের ছবি দেখানো হয় কিংবা নিজের শরীরের ক্ষত সে দেখায় জুরিদেরকে। ৩০৬ নম্বরে আদালত কক্ষের এক প্রান্তে বসে থাকা এই নারী নবজাতক শিশুর মতো আদি ও অকৃত্রিম এবং একজন দেবীর মতো দীপ্ত। তবে মিডিয়া তার কাছ থেকে খুব বেশি তথ্য জানতে পারে নি।

তার বিপরীত দিকের কাঠগড়ায় বসে আছে তার সহবিবাদী ফ্রান্সিস মানচিনি। কৈশোরে নিউইয়র্কের এক চিলড্রেন হোমে এই দুই এতিমের পরিচয়। মানচিনি দেখতে খুবই সুদর্শন। কালো চুল, দৃঢ় চোয়াল, ছিপছিপে, পেশিবহুল শরীর। ভারতে, গ্রেপ্তার এড়ানোর সময় গুলি খেয়েছিল মানচিনি। এখনও সোজা হয়ে দাঁড়াতে এবং বসতে তার খুব কষ্ট হয়। প্রতিটি পদক্ষেপের সময় ব্যথায় বিকৃত হয়ে ওঠে মুখ। তবে যখন চুপচাপ বসে থাকে মানচিনি, তার পাতলা ঠোঁটে সবজান্তার একটি হাসি লেগে থাকে যেন ইউএস জাস্টিস সিস্টেমের সমস্ত দৃশ্যপটই তার একার আমোদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমেরিকায় তাদেরকে আসামি হিসেবে অর্পণ করার সময় তারা দুজনের কেউই কোনো প্রতিবাদ করে নি। তাদের বিচার ফ্রান্স কিংবা ইংল্যান্ডেও হতে পারত যেখানে মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই। এখানে, ক্যালিফোর্নিয়ায়, উভয় বিবাদীকে বিচারের রায়ে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে এবং তাদের বিচার করছেন বিদ্বেষপরায়ণ জুরি এবং এল.এ. কাউন্টি সুপিরিয়র কোর্ট সিস্টেমের সবচেয়ে কঠোর একজন বিচারক। তবে ফ্রাংকি মানচিনির কাছে আজকের প্রসিডিং নাটকের মতো লাগছে।

তবে এ প্রসিকিউশনের নাটকীয়তায় আইনজীবী উইলিয়াম বয়েসের হয়তো কিছুটা ভূমিকা রয়েছে। পঞ্চাশোর্ধ, লম্বা, শুকনো প্যাঁকাটি শরীরের বয়েসের মাথার চুল ধূসর, সবসময় সস্তা দামের তার প্রিয় চারকোল গ্রে কালারের স্যুট পরে থাকে। সে মসৃণ, পরিমিত ভাষণ দেয়, তবে এরকম হাই প্রোফাইল কেসের সঙ্গে তাকে যেন একদমই মানাচ্ছে না। তার ভেতরে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা তাকে দশজনের কাছ থেকে আলাদা করতে পারে। তবে লোকে বলে উইলিয়াম বয়েসের বৈশিষ্ট্যহীনতাই তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এরকম একটি মামলা লড়বার জন্য রাষ্ট্র কেন বয়েসকে বাছাই করল সেটাও খুনগুলোর মতোই একটি রহস্য বটে। হতে পারে এ মামলায় বিবাদীদের বিরুদ্ধে যেসব জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে একটি বানরও আজরাইল

হত্যাকারীদের অভিযুক্ত করে প্রাণদণ্ড দিতে পারে... আর বানর হিসেবে তারা বোধকরি উইলিয়াম বয়েসকেই বেছে নিয়েছে।

যেহেতু দুই বিবাদীই একে অন্যের দিকে অভিযোগের তীর ছুড়েছে তাই তাদের জন্য আলাদা রিপ্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফ্রাংকির অ্যাটর্নির নাম আলভিন ডুব্রে, বেঁটে মোটা, পেটের জন্য না গোঁজা শার্ট সবসময় গায়ে এবং মাথাভর্তি পাগলা বিজ্ঞানীদের মতো উষ্কখুষ্ক চুল। তবে তার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ এবং কোনো কিছুর নোট না নিলেও তার চলে। সে কুড়ি বছর ধরে ওকালতি করছে। অত্যন্ত ঝানু উকিল।

পক্ষান্তরে 'অ্যাঞ্জেল অব ডেথ'-এর উকিল ইলেন ওয়াটস বয়সে তরুণী এবং অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এটি তার দ্বিতীয় মার্ডার ট্রায়াল। তবে একজন অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন এবং প্রতিভাময়ী আইনজীবী হিসেবে সে ইতোমধ্যে সুপিরিয়র কোর্ট সার্কিটের নজর কেড়েছে। সোনালি কেশ এবং ছিপছিপে শরীরের গড়নে তাকে সহজেই সুন্দরী বলে অভিহিত করা যায়। তবে নিজের ক্লায়েন্টের পাশে তাকে সূর্যের দিকে তাক করা ক্যামেরার ফ্ল্যাশের মতো লাগে।

একষট্টি

'অলরাইজ।'

গত দু'সপ্তাহ বিচারপতি ফেডেরিকো মুনোয তাঁর আদালত কক্ষে মিডিয়াকে ঢুকতে দেন নি। তবে আজ নির্বাচিত কিছু নিউজ সংস্থাকে কোর্টরুমে আসার অনুমতি দিয়ে নিজেই পস্তাচ্ছেন। কারণ এদের নজর মুনোয নয়, গ্যালারির দিকে। তাদের ক্যামেরা বিবাদীসহ বারবার ঘুরে যাচ্ছে সামনের সারিতে পাশাপাশি বসা তিনজন লোকের দিকে। এরা এখন আমেরিকার ঘরে ঘরে উচ্চারিত নাম।

এলএপিডি ডিটেকটিভ ডেনি ম্যাকগুইয়ার এখন ইন্টারপোল হিরো যে তার ক্যারিয়ারের দুই-তৃতীয়াংশ সময় ব্যয় করেছে আজরাইল খুনিদেরকে ধরতে। তারই সহায়তায় শেষ পর্যন্ত ভারতে ধরা পড়েছে দুই হন্তারক।

ডেভিড ইশাগ, কোটিপতি ভারতীয় টাইকুন যাকে আজরাইল ভিক্টিম হিসেবে টার্গেট করেছিল এবং ম্যাকগুইয়ার ও তার লোকেরা তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর চোয়াল থেকে বাঁচিয়ে এনেছে।

আর সারির শেষ লোকটি হলো হুইল চেয়ারে বসা ম্যাথিউ ডেলি।

ডেলি একজন লেখক, আজরাইলের প্রথম ভিক্টিম এন্ড্রু জেকসের সন্তান এবং একদা ইন্টারপোলের প্রধান সংবাদদাতা। বিবাদীদের গ্রেপ্তারের সময় সে-ও অকুস্থলে হাজির ছিল এবং মানচিনির গুলি খেয়েও ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে। গুলি লেগেছিল তার শিরদাঁড়ায়। তবে ম্যাট ডেলি মহিলা বিবাদীর বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য দিতে রাজি হয় নি, যে মহিলাকে সে এখনও 'লিসা' বলে জানে। গুজব শোনা যায়, এ বেচারা মহিলাকে ভালোবাসতে গিয়ে নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার কোটরাগত চক্ষু, বিধ্বস্ত চেহারা দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন একদা সে বেশ হ্যান্ডসাম ছিল দেখতে।

'মিস ওয়াটস,' জাজ ফেডেরিকো মুনোয দীর্ঘক্ষণ বিরতি দিলেন যাতে সমস্ত ক্যামেবা এবং দর্শকদের চোখ তার ওপর ন্যস্ত হয়। 'শুনেছি আপনি বিবাদীর পক্ষে আজকের মামলা শুরু করতে চান।'

'জী, ইয়োর অনার।'

ইলেন ওয়াটস এবং আলভিন ডুব্রে মিলে ঠিক করেছে আজ ইলেনই প্রথম শুরু

করবে। ইলেন জুরিদের দিকে এগিয়ে গেল, বারোজন নারী এবং পুরুষদের একটা দল নিয়ে এ মামলার জুরি বোর্ড গঠিত হয়েছে।

'গত দুই সপ্তাহে,' শুরু করল সে, 'প্রসিকিউশন আপনাদের সামনে কিছু ভয়ঙ্কর এভিডেন্স হাজির করেছেন। মি. বয়েস চারটি রোমহর্ষক খুনের ফ্যাক্টস আপনাদেরকে দিয়েছেন। আমি ইচ্ছে করেই ফ্যাক্টস শব্দটি উচ্চারণ করলাম কারণ এ মামলায় কিছু ঘটনা রয়েছে, ভয়ঙ্কর ঘটনা যা আমি বা আমার ক্লায়েন্ট অস্বীকার করতে পারব না। এন্ড্রু জেকস, স্যার পিয়ার্স হেনলি, দিদিয়ের আনজু এবং মাইলস বেরিং– এরা সবাই হিংস্র, রক্তাক্ত এবং ভীতিকর পরিস্থিতিতে প্রাণ হারিয়েছেন। এই মানুষগুলোর কারও কারও পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব আজ এখানে উপস্থিত রয়েছেন এই আদালত কক্ষে। তাদেরকেও মি. বয়েসের এভিডেন্সের মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছে। এবং আমি জানি এখানে এমন কোনো ব্যক্তি উপস্থিত নেই যাদের মন এই মানুষগুলোর জন্য শোকার্ত হয় নি।'

ইলেন ওয়াটস তাকাল দিদিয়েরের দুই সাবেক স্ত্রী এবং স্যার পিয়ার্স হেনলির আশি বছর বয়স্ক সৎ ভাই ম্যাক্সি মিলানের দিকে। তাদের পেছনে বসেছেন ষাট ছুঁই ছুঁই দুই নারী। তাঁরা মাইলস বেরিংয়ের পুরানো গার্লফ্রেন্ড যাদের সঙ্গে বিয়ের পরও যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন বেরিং। ইলেন সহানুভূতির দৃষ্টিতে এদের দিকে তাকালেও এরা কটমট করে চেয়ে রইলেন ওর দিকে। তবে এতে আইনজীবীর চেহারায় কোনো ভাবান্তর ঘটল না।

'আমি এখানে ফ্যাক্টস নিয়ে বিতর্ক করতে আসি নি, লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, আর সেটা করতে গেলে শুধু বোকামিই হবে না, ভিক্টিমদের পরিবারের প্রতিও অসম্মান প্রদর্শন করা হবে।'

একটু বিরতি দিয়ে আবার শুরু করল ইলেন। 'আমার কাজ হলো ফ্যাক্টসের সঙ্গে লেগে থাকা। আমার ক্লায়েন্টকে ঘিরে যেসব কল্পনা এবং গুজব ছড়ানো হয়েছে তার অবসান ঘটানো, আপনাদের সামনে সত্যকে হাজির করা। সত্য হলো তার সহ-বিবাদী ফ্রাংকি মানচিনির সঙ্গে তার সম্পর্ক। সত্য হলো আসলে আমার ক্লায়েন্ট কে।' ইলেন বিবাদীদের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল, জুরিদের চোখ তাকে অনুসরণ করল, তাকালেন সেই মহিলার দিকে যার জীবন তাদের হাতের মুঠোয়। 'আমার ক্লায়েন্টকে কেউ অভিহিত করে অ্যাঞ্জেল অব ডেথ কেউ বা প্রিন্সেস, কারও চোখে তিনি ডাইনি। এক দানবী। কিন্তু এসব বিশেষণের কোনোটিই সত্য নয়। তার নাম সোফিয়া বাস্তা। তিনি একজন মানুষ, রক্তমাংসের একজন নারী যাকে সারাটা জীবন অত্যাচার আর নির্যাতনের মাঝে কাটাতে হয়েছে।' ইলেন ওয়াটস গভীর দম নিল। 'আমি দেখাতে চাই যে মিস বাস্তা এসব অপরাধে জীবন হারানো মানুষদের মতো নিজেও একজন ভিক্টিম।'

বেশিরভাগ জুরি ভুরু কুঁচকে ইলেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'শেম শেম' ধ্বনি উঠল কোর্টরুমে। জাজ মুনোয টেবিলে হাতুড়ির বাড়ি মেরে তাদেরকে চুপ করালেন।

বলে চলল ইলেন ওয়াটস। 'সত্যটি আপনাদের কাছে রুচিকর না-ও মনে হতে পারে, লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান। এটি শ্রুতিমধুর না-ও হতে পারে এবং এটা হয়তো আমরা শুনতেও চাইব না। কিন্তু আদালত কক্ষে সত্য উদঘাটনই আমার কাজ এবং সামনের দিনগুলোতে আমি এর সমস্ত কুৎসিত দিকগুলো উন্মোচন করব।'

ফ্রাংকি মানচিনির দিকে ফিরে সে অভিযোগের আঙুল তুলল। 'এ-ই সেই লোক, আমার ক্লায়েন্ট, যেসব কিছু সাজিয়েছে, পরিকল্পনা করেছে এবং এ হত্যাকাণ্ডগুলোও ঘটিয়েছে। সোফিয়া দুর্বল চিত্তের মেয়ে, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং একা এসব কথা জেনেই ফ্রাংকি মানচিনি তাকে নৈরাশ্যজনকভাবে ব্যবহার করেছে, তাকে একটি অস্ত্রে পরিণত করেছে যাতে নিজের অসৎ উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করা যায়। সোফিয়া বাস্তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা আর একটা ছুরি, বন্দুক কিংবা রশিকে অভিযুক্ত করা একই কথা।

'আজ আমি আপনাদেরকে এ কথাই বলতে চাইছি সত্যটা কী শুনুন, সত্যকে সামনে আসতে দিন। এন্ড্রু জেকস, পিয়ার্স হেনলি, দিদিয়ের আনজু এবং মাইলস বেরিংকে কোনোভাবেই জীবিত ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তবে সত্যটা অন্তত তাদের আত্মাকে শান্তি দেবে।'

কথা শেষ করে বসে পড়ল ইলেন ওয়াটস। তার বক্তব্য শুনে কয়েকজন জুরির কপালে ভাঁজ পড়েছে আবার কয়েকজন বিস্মিত এবং হতবাক হয়েছেন। তবে এদের সবারই মনোযোগ যে আকর্ষণ করতে পেরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জাজ ফেডেরিক মুনোয অপর ডিফেন্ড, অ্যান্টনির দিকে তাকালেন। 'মি. ডুব্রে। আপনি যদি এখন আদালতে বক্তৃতা দিতে চান...'

সিধে হলো আলভিন ডুব্রে, হেঁটে এলো জুরিদের সামনের সেই জায়গাটায় যেটি এইমাত্র খালি করে দিয়ে গেছে ইলেন। আজ তাকে আরও বেশি অগোছালো লাগছে, তারের মতো ধূসর চুলগুলো মাথার একপাশে ঝুলে রয়েছে, অর্ধচন্দ্রাকৃতির রিডিং গ্লাসটি ঈষৎ বাঁকা হয়ে আছে। সে বিড়বিড় করে 'ভেরিগুড, ইয়োর অনার,' বলে জুরিদের দিকে ফিরল।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান। আমি খুব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখব। মিস ওয়াটসের সত্যকে সম্মান করার দৃষ্টিভঙ্গির আমি প্রশংসা করি। তবে দুর্ভাগ্যবশত মিস ওয়াটসের সত্যান্বেষণ তার ক্লায়েন্টকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়ার প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। সোফিয়া বাস্তাই হলো মূল ম্যানিপুলেটর, মি. মানচিনি নয়। সোফিয়াই চার নিরাপরাধ মানুষকে ফাঁদে ফেলে তাঁদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিয়েছিল। এবং এ কথা ভুললে চলবে না যে এরা ছিলেন বিশ্বের অন্যতম সফল এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। মিস বাস্তা যদি এ লোকগুলোকে ধোঁকা দিতে পারে, বিশ্বজুড়ে সিনিয়র পুলিশ অফিসারদেরকে বোকা বানাতে পারে এমনকী প্রবঞ্চনাও করতে পারে তার এক ভিক্টিমের সন্তানকে–' সে সামনের সারিতে হুইলচেয়ারে বসা ম্যাট ডেলির ভাঙাচোরা

চেহারাটার দিকে আড়চোখে তাকাল–' তাহলে তো সে খুব সহজেই আমার ক্লায়েন্টকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে, যাকে কিনা ক্লিনিক্যালি সিযোফ্রেনিক সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে এবং যার কিনা প্রচুর ইমোশনাল এবং সাইকোলজিক্যাল সমস্যা রয়েছে। সত্য হলো, লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, এখানে মিস বাস্তাই ঠাণ্ডা মাথার খুনি, মি. মানচিনি নন। ধন্যবাদ।'

নিজের আসনে ফিরে এল আলভিন ডুব্রে। ডেনি ম্যাকগুইয়ার তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করল। সে লক্ষ করেছে বক্তৃতা দেয়ার সময় আলভিন ডুব্রে একবারের জন্যেও নিজের মক্কেলের দিকে তাকায় নি এবং জুরিদেরকেও তাকাতে আহ্বান জানায় নি। অবশ্য ডুব্রে একটা কথা ঠিকই বলেছে সোফিয়া সবাইকে ধোঁকা দিয়েছে। অ্যাঞ্জেলা জেকস সেজে ডেনিকেও সে ধোঁকা দিয়েছিল। সে কষ্ট ডেনির মনে রয়ে গেছে এখনও।

জাজ মুনোয মুড়ি মিনিটের জন্য আদালত মুলতবী ঘোষণা করলেন। এরপরে ডিফেন্স টিম কাঠগড়ায় আসামিদের জেরা শুরু করবে। ডেনি এগিয়ে গেল ম্যাট ডেলির দিকে।

'তুমি ঠিক আছ?'

মুম্বাইয়ে সেই ভীতিকর রাতে ডেলিকে আজরাইল কিলার বলে সন্দেহ করেছিল বলে ডেনি এখনও অপরাধবোধে ভোগে, লজ্জা পায়। ডেলি এখন একদম দুর্বল হয়ে গেছে। শারীরিক এবং মানসিক উভয়ভাবেই।

একটা মাছি হত্যা করারও ক্ষমতা নেই ডেলির। তবে ডেনির সান্ত্বনা এটাই যে ম্যাট কোনো দিন তার সন্দেহের কথা জানতে পারবে না। আজরাইলের হত্যাকারীরা গ্রেপ্তারের পরে ওরা দুজন আবার বন্ধু হয়ে গেছে। ডেনি এবং সেলিন লস এঞ্জেলেসে ছুটি কাটাতে এসে ম্যাটের বোন এবং তার স্বামী ডগের বাড়িতে বেড়াতেও গেছে। দুই পরিবারের এখন খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

'আমি ভালো আছি। তবে ওর জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে।'

'কার জন্য?'

'লিসা ছাড়া আবার কার জন্য?' এক বছর হয়ে গেল কিন্তু সোফিয়া বাস্তা এখনও ম্যাটের কাছে 'লিসা'ই রয়ে গেছে। সে এখনও ভালোবাসা আর স্নেহ নিয়ে তার 'লিসা'র নামটি উচ্চারণ করে। বিচার শুরু হওয়ার পরপরই ম্যাট ডেলি ইলেন ওয়াটসের পক্ষ নিয়েছে। তার মতে, মানচিনি হলো মন্দ লোক, 'লিসা' তার কনফিউজড, মিসগাইডেড ভিক্টিম। 'ডুব্রে একটা হারামজাদা। সে কী করে এসব কথা বলতে পারল?'

'ডুব্রে তার কাজ করছে,' মৃদু গলায় বলল ডেনি। 'আমাদের কেউই এখনও আসল সত্যটা জানি না। সাক্ষীর সাক্ষ্য শোনার আগ পর্যন্ত জানতেও পারব না।'

ম্যাট উদাস দৃষ্টিতে তাকাল ডেনির দিকে। 'আমি সত্যটা জানি।' সরল গলায় বলল সে। তারপর হুইল চেয়ার চালিয়ে নিয়ে ওখান থেকে সরে গেল।

বাষট্টি

ডেভিড ইশাগ অধৈর্য ভঙ্গিতে তাঁর আড়াই লাখ ডলার দামের রিচার্ড মিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন। ট্রায়ালটা এখন পর্যন্ত তাঁর কাছে টর্চারের মতো মনে হচ্ছে। যে নারীকে তিনি একদা বিশ্বাস করতেন সারা জীবন তাঁর পাশে থাকবে বলে, সেই তার কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে বসে তারই বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ শুনতেই হচ্ছে না, নিজেকেও তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হচ্ছে, আদালতকে বলতে হচ্ছে কীভাবে তিনি বিয়ের ফাঁদে পড়েছিলেন এবং এই ভয়ঙ্কর মোহময়ীর কবলে পড়ে কীভাবে উইল বদলাতে হয়েছে। এরচেয়ে মানসিক জুলুম আর কী হতে পারে?

ডেভিডের দিকে গত কয়েকদিনে একবারও তাকায় নি সারা জেন। নিজেকে সে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করে নি। কিন্তু অবশেষে ডেভিড ইশাগ তার কথা শুনতে পাবেন। স্বীকার করতে লজ্জা হলেও তাঁর মনের একটা অংশ এখনও চাইছে সারা জেন মুখ খুলুক এবং নিজেকে নিরপরাধ বলে প্রমাণ করুক। তিনি যা সত্য বলে জানেন তা মিথ্যা বলে প্রমাণ হোক। এই দুঃস্বপ্নটি দূর করে দিয়ে সারা জেন ফিরে আসুক তাঁর কাছে। অবশ্য তাঁর যুক্তিবাদী মন বলছে এ অসম্ভব।

'ডিফেন্স রোজ ডার্সিকে আহ্বান করছে।'

৩০৬ নম্বর কক্ষে একটি হতাশার গুঞ্জন উঠল। দর্শকরা গত দুই সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করে আছে এই সুন্দরী নারীটি এসব অপরাধে নিজের ভূমিকার কথা বলবে। বদলে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন এক অশীতিপর বৃদ্ধা। নিজের দৈর্ঘ্যের সমান একটি লাঠিতে ভর করে টুকটুক করে হেঁটে কাঠগড়ায় উঠে এলেন রোজ ডার্সি। তার সাদা চুল পরিপাটি করে খোপা বাঁধা, বলীরেখায় ভর্তি মুখখানায় নীল চোখজোড়া এখনও দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

তবে আদালত কক্ষ পুরোপুরি হতাশ হলো না, কারণ ট্রায়াল শুরু হওয়ার পরে এই প্রথম লোকে সোফিয়া বাস্তাকে আবেগমথিত হতে দেখল। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল, শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল বিবাদীর টেবিল।

'মিসেস ডার্সি, আদালতে আপনার পুরো নামটি বলবেন, প্লিজ?'

'রোজ ফ্রান্সিস ডার্সি,' বৃদ্ধার গলায় বেশ জোর আছে এবং পরিষ্কার কণ্ঠ। 'আর আমি 'মিস'। আমি কখনও বিয়ে করি নি।'

'দুঃখিত, মিস ডার্সি, আপনি কি এ মামলার কোনো বিবাদীকে চেনেন?'

'চিনি। তরুণী মেয়েটিকে চিনি।'

বৃদ্ধা কক্ষের ও প্রান্তে অভিযুক্ত নারীর দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত দেখাল।

'আই সি,' বলল ইলেন ওয়াটস। 'সোফিয়া বাস্তার সঙ্গে আপনার কবে পরিচয়?'

'সোফিয়া বাস্তার সঙ্গে আমার কখনও পরিচয় হয় নি।'

জুরি সদস্যরা একে অন্যের সঙ্গে অবাক দৃষ্টি বিনিময় করলেন। এক মুহূর্তের জন্য ইলেন ওয়াটসকেও বিমূঢ় দেখাল।

'মিস ডার্সি, আপনি মাত্রই আদালতকে বললেন মহিলা বিবাদীটিকে চেনেন। কিন্তু এখন আবার বলছেন তার সঙ্গে আপনি কখনও সাক্ষাৎ করেন নি?'

'না,' তেতো গলায় বললেন বৃদ্ধা–। 'আমি কখনও তা বলিনি। আমি ওকে চিনি–' বিবাদীর টেবিলে ইঙ্গিত করলেন–' 'ওকে জন্মের পর থেকে চিনি। তবে আবারও বলছি সোফিয়া বাস্তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।'

'কিন্তু, মিস ডার্সি...'

'ও সোফিয়া বাস্তা নয়,' অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন রোজ ডার্সি। 'সোফিয়া বাস্তা বলে কারও অস্তিত্ব নেই।'

আদালত কক্ষকে বাগে আনতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল বিচারপতি মুনোযের। লোকের হৈ-হট্টোগোল স্তিমিত হয়ে আসার পরে বৃদ্ধা বলে চললেন।

'ওর আসল নাম সোফি। সোফি স্মিথ। এই 'বাস্তা' ফাস্তা কোত্থেকে এলো জানি না, তবে জন্মের পরে তার এ নাম ছিল না।'

ইলেন ওয়াটস বলল, 'আপনি বললেন আপনি সোফিয়াকে– সোফিকে জন্মের পর থেকে চেনেন। ওর মাকেও কি চিনতেন?'

'না, ম্যাম। আমি একজন সমাজকর্মী। ওর মা ওকে জন্মের পরে হারলেমের একটি মাতৃসদনে ফেলে রেখে যায়। ঘটনাক্রমে সে রাতে ওই ক্লিনিকে আমি কাজ করছিলাম। তাই ওকে আমি দেখতে পাই। একেবারে ন্যাদাপোদা শিশু কিন্তু তখনই তার লড়াকু ভাব। জন্মের পরে তিন সপ্তাহ ওর শরীর হেরোইনমুক্ত করতে হয়েছে। ওর মা নিশ্চয় গর্ভকালীন পুরোটা সময় হেরোইন সেবন করেছিল। মেয়েটা যে বেঁচে গিয়েছিল তাই ভাগ্য। ক্লিনিকের কর্মীরাই ওর নাম দেয় 'সোফি'।' বৃদ্ধা বিবাদী টেবিলের দিকে তাকালেন। 'ও আমার কাছে সবসময় সোফিই থাকবে।'

'ওই রাতের পরে সোফির সঙ্গে আপনার কী রকম যোগাযোগ ছিল?'

করুণ হাসি ফুটল রোজ ডার্সির মুখে। 'যতটা যোগাযোগ রক্ষা করতে চেয়েছিলাম ততটা পারি নি। যদিও ওর শৈশবে অন্যদের চেয়ে আমিই বেশি ওর দেখাশোনা করেছি। ও ছিল ভারী মিষ্টি একটি মেয়ে, খুব সুন্দর, খুব সেনসেটিভ। তবে শুরু থেকেই

ওর কিছু সমস্যা ছিল।'

'মানসিক সমস্যা?'

উইলিয়াম বয়েস লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। 'অবজেকশন লিডিং দ্য উইটনেস।'

'অবজেকশন সাসটেইন। বী কেয়ারফুল, মিস ওয়াটস।'

'ইয়েস, ইয়োর অনার। মিস ডার্সি, আপনি বলবেন কি বিবাদীর কী ধরনের সমস্যা ছিল?'

'ওর মনোবিজ্ঞানীরা আপনাকে হয়তো চিকিৎসা বিষয়ক একটা মতামত দিতে পারবেন। তবে আমার পর্যবেক্ষণ মতে, ও ছিল ভীষণ উদাসী, লোকজনের সঙ্গে কথা বলত না, আকাশ-কুসুম চিন্তা করত, ডুবে থাকত কল্পনার রাজ্যে। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সার্ভিস ওকে একটা প্রবলেম কেস মনে করত। তাকে মাঝে মাঝেই এক হোম থেকে আরেক হোমে নিয়ে যাওয়া হতো।'

'তা কেন করা হতো?'

মিস ডার্সি সোফিয়া বাস্তার দিকে তাকিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, 'কারণ কেউ ওকে সামাল দিতে পারত না, এ জন্য। কেউ ওকে বুঝতে পারত না।'

'কিন্তু আপনি তো পারতেন?'

'ওভাবে পারতাম বলব না। তের বছর বয়সে ও ওর কেসওয়ার্কারদের বলেছিল আমাকে ও আর দেখতে চায় না। তারপর আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর কারণ কখনও আমি জানতে পারি নি।'

সোফিয়া বাস্তা এখন প্রকাশ্যেই কান্নাকাটি করছে, প্রতিটি টিভি ক্যামেরা তার জলে ভেজা, অপূর্ব সুন্দর মুখখানার ওপর ধরে আছে।

'ব্যাপারটি নিশ্চয় আপনার জন্য খুব কঠিন ছিল।'

'তা তো ছিলই,' সরল গলায় বললেন রোজ ডার্সি। 'কারণ ওকে আমি ভালোবাসতাম।'

ইলেন ওয়াটসের পরবর্তী সাক্ষী জ্যানেট হুপার, বীচেস নামের এতিমখানায় কাজ করত। এখানে সোফি তার কৈশোর পরবর্তী সময়টা কাটিয়েছে। মহিলার বেশ ষণ্ডা চেহারা, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া কাঁধ, চোখের নিচে ফুলে আছে চামড়ার থলে। বোঝা যায় সে খুব হতাশাগ্রস্ত।

জ্যানেট হুপার, শীঘ্রি বোঝা গেল, বিবাদীর প্রতি মিস ডার্সির মতো সহানুভূতি একদমই নেই।

'ও ছিল একটা মূর্তিমান ঝামেলা। কর্কশ। আমার এবং আমার কলিগদের প্রতি তার সবসময় একটা উন্নাসিক ভাব ছিল।'

'আর দশটা টিনেজারের মতো?'

'না,' মাথা নাড়ল জ্যানেট হুপার। 'তারচেয়েও বেশি। অত্যন্ত শীতল আচরণ করত সে। তার আগের এতিমখানাও তার সম্পর্কে একই রিপোর্ট দিয়েছিল। বয়ঃসন্ধিকালে

ওর পেছনে ছেলেরা ছোঁকছোঁক করত। তবে ও ব্যাপারটাকে প্রশ্রয়ই দিত। উপভোগ করত।'

ইলেন ওয়াটসের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'ও কি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল?'

'খুব।'

'আই সি। এরকম আচরণ কতদিন অব্যাহত ছিল?'

'তার বয়স ষোল হওয়া পর্যন্ত। ফ্রাংকির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগ পর্যন্ত।' জ্যানেট হুপার ফ্রাংকি মানচিনির দিকে ফিরল। মানচিনি চেহারায় আগের মতোই তাচ্ছিল্যের ভাব ধরে রেখেছে।

'ফ্রাংকি মানচিনির সান্নিধ্যে তবে কি সোফি স্মিথের উপকার হয়েছিল?'

'ফ্রাংকি মানচিনি পুরোপুরি বদলে দেয় সোফি স্মিথকে। ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষে পরিণত হয় সোফি। সম্পূর্ণ ওর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।'

আলভিন ডুব্রে এই প্রথম বিপদ সংকেত দেখতে পেল।

'ওর নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল?'

মাথা ঝাঁকাল জ্যানেট হুপার। 'হু। ফ্রাংকেনস্টাইনের দানবের মতো।'

খাইছে!

'সে ফ্রাংকিকে রীতিমতো পূজা করত। ফ্রাংকি যা বলত সে তাই করত।'

আলভিন ডুব্রের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল ইলেন।

'আমাদেরকে কি কিছু উদাহরণ দিতে পারবেন, মিসেস হুপার।'

'যেমন ধরুন নাম বদল। ফ্রাংকিই 'সোফিয়া বাস্তা' নামে তাকে ডাকতে শুরু করে। বলে সে একজন মরাক্কান শাহজাদী বা এরকম হাবিজাবি। বলে তার জমজ বোন ছিল, জন্মের সময় দুজনকে আলাদা করে ফেলা হয়। ফ্রাংকি ওই মেয়ের একটা গোটা কাল্পনিক অতীত তৈরি করে দিয়েছিল, একটা গোটা পরিচয়। আমার ধারণা এ গল্পটা সে পেয়েছে একটি বই থেকে। সে যাই হোক, সোফি এমন আচরণ শুরু করে যেন এটাই সত্যি। ওর আসলে মাথাটাই বিগড়ে গিয়েছিল।'

'মুভ টু স্ট্রাইক,' বলে উঠল উইলিয়াম বয়েস।

'সাক্ষী খুব একটা এক্সপার্ট নন এবং অভিযুক্তের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে মন্তব্য করার যোগ্যতাও রাখেন না।'

'সাসটেইন,' নতুন রঙ করা চুলে হাত বুলিয়ে বললেন মুনোয।

'আপনি এ থেকে কী বোঝাতে চাইছেন, মিস ওয়াটস?'

'ইয়োর অনার, মি. মানচিনি এবং আমার ক্লায়েন্টের সম্পর্ক এই মামলার অন্যতম প্রধান একটি বিষয়। আমি বোঝাতে চাই যে মি. মানচিনি আমার ক্লায়েন্টকে অল্প বয়স থেকেই সিনিকাল এবং ক্যালকুলেটেড করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আমি দেখতে চাই যে আমার ক্লায়েন্ট মি. মানচিনি যে লোকগুলোকে হত্যা করেছেন তাদের মতোই একজন ভিক্টিম। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে এই পৈশাচিক মামলাগুলোর প্রতিটিতে

মি. মানচিনি আমার ক্লায়েন্টকে ধর্ষণ করেছেন।'

'অবজেকশন!' ঘাউ করে উঠল আলভিন ডুব্রে। 'সে হত্যাকাণ্ড দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠত। সেক্স ওয়াজ কনসেনসুয়াল।'

'ওইরকম ক্ষত শরীরে নিয়ে?' ইলেনও পাল্টা হুংকার ছাড়ল। 'পুলিশের সমস্ত রিপোর্টে একে 'ধর্ষণ' আখ্যায়িত করা হয়েছে।'

'পুলিশ জানত না সে এর মধ্যে জড়িত!'

দুই আইনজীবীর লড়াই উপভোগ করছেন বিচারক মুনোয। টিভি ক্যামেরাগুলো অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে ডিফেন্স টিমের ঝগড়ার ছবি তুলছে। অবশেষে প্রত্যাশিত ট্রায়ালটি এসে হাজির, ব্যালকনি বোঝাই টেলিভিশন ক্রু আর সাংবাদিক। আগামীকাল মুনোযের নাম ছড়িয়ে পড়বে প্রতিটি লোকের মুখে।

'আমি এটা অ্যালাও করলাম,' তিনি উদার গলায় বললেন। 'তবে আশা করছি আপনি আমাদের জন্য কিছু সাইকিয়াট্রিক উইটনেসেরও ব্যবস্থা করেছেন, মিস ওয়াটস। জুরি অ্যামেচারদের মতামতের বিষয়ে আগ্রহী নন।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল ইলেন, জ্যানেট হুপারের জেরা শেষ করে সে তার পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকল।

'ডিফেন্স ডা. জর্জ পেট্রিডিসকে আহ্বান করছে।'

তেষট্টি

পঞ্চাশ-বাহান্ন বছরের এক সুদর্শন পুরুষ, পরনে থ্রি-পিস সুট এবং ভিনটেজ সিলভার পকেট ঘড়ি, ডা. পেট্রিডিস বোস্টন মাস জেনারেল হাসপাতালের প্রধান মনোবিজ্ঞানী। খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা, তিনি কথা বলার সময় জুরি সদস্যদেরকে তাঁর বক্তব্য গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে দেখে উদ্বেগবোধ করল আলভিন ডুব্রে এবং উইলিয়াম বয়েস। এমনকি ডাক্তারের ব্যাপারে ফ্রাংকি মানচিনিকেও আগ্রহী মনে হলো। সাক্ষ্য গ্রহণের পুরো সময়টা আদালত কক্ষে বজায় রইল পিনপতন নীরবতা।

'ডা. পেট্রিডিস, এ মামলায় বিবাদীদের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?' জিজ্ঞেস করল ইলেন ওয়াটস।

'আশির দশকের শেষের দিকে আমি দুজনেরই চিকিৎসা করেছি। তখন ওদের কিশোর বয়স। ওই সময় আমি নিউইয়র্ক স্টেট চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সার্ভিসে মনোবিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছি। কিশোরদের প্রায় সবারই চিকিৎসা করেছি আমি।'

'এই হত্যাকাণ্ডগুলো প্রকাশ্য হওয়ার আগে কি এই রোগীদের কথা আপনার আদৌ মনে ছিল? কুড়ি বছর দীর্ঘ সময়। তখন থেকে নিশ্চয় শতশত বাচ্চার চিকিৎসা আপনি করেছেন।'

হাসলেন ডাক্তার। 'সহস্রাধিক! তবে এ দুজনের কথা আমার ভালোই মনে ছিল। আমি খুঁটিনাটি সমস্ত নোট রেখে দিই। কাজেই ওই সময় যা যা রেকর্ড করেছিলাম তা আমার স্মৃতিচারণে সাহায্য করেছে।'

'বিবাদীদের সম্পর্কে আপনার স্মৃতি কী বলে?'

'ওদের দুজনের সম্পর্কটি ছিল সম্পূর্ণ কোডিপেনডেন্ট, সিমবায়োটিক রিলেশন। মেয়েটি ভারী মিষ্টি ছিল তবে তার সমস্যার অন্ত ছিল না। আমাদের প্রথম সেশনে আমি রিসপারডাল ওষুধটি প্রেসক্রাইব করি। কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই ওষুধ খেতে চাইত না। ছেলেটি তাকে মানা করত।'

'মেয়েটির সাইকোসিস অবস্থা কীরকম ছিল?'

'ও ছিল কল্পনাবিলাসী। মেয়েটি ছিল একটি খালি শেল বা খোলার মতো, কারও কনসাশনেস দিয়ে তার ছাঁচটা পূরণ হওয়ার অপেক্ষায় যেন ছিল সে। একদিক দিয়ে বলা যায়, ছেলেটিই মেয়েটিকে 'সৃষ্টি করেছিল।'

৩০৬ নম্বর কক্ষে, সামনের সারিতে বসা ভেনি ম্যাকগুইয়ার কথাটি শুনে শিউরে

উঠল। *আমার কোনো জীবন নেই।*

'ওর নিজের নামটা বদলে ফেলা ছিল সম্ভবত তার অবস্থার সবচেয়ে পরিষ্কার এক্সটারনাল মেনিফেস্টেশন। সোফিয়া ছিল তার মরোক্কান ইগোর নাম। এ ছিল একটি সাইকোটিক মেকি আচরণ, শৈশবে নার্সরা তাকে যে রোমান্টিক একটি উপন্যাস পড়তে দিয়েছিল, সেখান থেকে সে ও নামটি নিয়ে নেয়। এ উপন্যাসের মধ্যে মেয়েটি যে একেবারে বুঁদ হয়ে আছে তা বুঝতে পেরেছিল ফ্রাংকি। মেয়েটির একটি অতীত এবং পরিচয় দরকার ছিল। ছেলেটি সহজেই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলেছিল।'

ইলেন জিজ্ঞেস করল, 'একটি সতের বছরের কিশোরের পক্ষে কি সত্যি ওরকম চতুর মেনিপুলেশন করা সম্ভব?'

'স্বাভাবিকভাবে সম্ভব নয়। কিন্তু এ ছেলেটির পক্ষে তা পুরোপুরি সম্ভব হয়েছিল। ছেলেটি ছিল অসম্ভব বুদ্ধিমান, অত্যন্ত কর্তৃত্বপরায়ণ, যে কোনো কিছুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার দুর্দান্ত ক্ষমতা ছিল তার। এক কথায় তাকে বলা যায় অসাধারণ।' ডা. পেট্রিডিস এমনভাবে ফ্রাংকি মানচিনির দিকে তাকালেন যেন একজন প্রাণিবিজ্ঞানী কোনো অস্বাভাবিক প্রজাতির বিশেষ কোনো স্পেসিমেন দেখছেন।

'আপনার মতে তাহলে ফ্রান্সিস মানচিনি সাইকোটিক?'

'না। আমি তা মনে করি না।'

'মানচিনির চিকিৎসার সময় আপনি কি তাঁকে কোনো ওষুধপত্র দিয়েছিলেন?

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'ফ্রাংকির সমস্যা সমাধান করার মতো কোনো ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয় নি। আমরা থেরাপি দেয়ার কথা বলেছিলাম। কিন্তু রাজি হয় নি। সোফির সঙ্গে সে কী করছে সবই সে জানত। তবে অবস্থার পরিবর্তনে তার কোনোই আগ্রহ ছিল না।'

'ভুল হয়ে থাকলে শুধরে দেবেন, ডা. পেট্রিডিস। আপনি কি বলছেন ফ্রান্সিস মানচিনি 'পাগল' নয় 'মন্দ' একজন লোক ছিল? কাজটা ঠিক হচ্ছে না, ওটা খারাপ কাজ ইত্যাদি জেনেও সে ইচ্ছে করেই ওসব করেছে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল ডা. পেট্রিডিসের। 'মন্দ বা খারাপ শব্দগুলো নৈতিকতার টার্মস। আমি একজন মনোবিজ্ঞানী, বিচারক নই। উন্মাদনার অর্থে ফ্রাংকি অবশ্যই 'পাগল' ছিল না। সে আসলে তার শৈশবেরই একটা প্রডাক্ট।'

'সে আপনার সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলেছে?'

'হুঁ' গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন মনোবিজ্ঞানী। 'বলেছে।'

পরবর্তী পনের মিনিটে ডা. জর্জ পেট্রিডিস ফ্রাংকি মানচিনির শৈশবের যে কাহিনী বয়ান করে গেলেন তা একমাত্র হরর গল্পেই শোনা যায়। এ গল্প শুনে অন্তত দুজন মহিলা জুরির চোখে জল এসে গেল। সামনের সারিতে বসে ম্যাট ডেলি, ডেনি ম্যাকগুইয়ার এবং ডেভিড ইশাগ ডাক্তারের প্রতিটি কথা গিলল। যে শব্দটার ধাঁধা এত বছরেও মেলাতে পারে নি ডেনি, আজ তা সব মিলে গেল। প্রতিটি শব্দ আজরাইল মার্ডারকে ভীতিকর এবং রোমাঞ্চকর করে তুলল।

'ফ্রান্সিস লাইল মানচিনি ছোটবেলা থেকেই খুব সুন্দর দেখতে ছিল,' বললেন পেট্রিডিস। 'বাচ্চা বয়সেও তার মাথা ভর্তি ছিল কালো চুল, নীল চোখ, জলপাই রঙা ত্বক এবং অ্যাথলেটিকদের মতো সুগঠিত শরীর। তবে ফ্রাংকির সুন্দর চেহারা ছিল তার জন্য অভিশাপ।'

'কীভাবে?'

জবাব দেয়ার আগে একটু বিরতি নিলেন ডাক্তার। বললেন ফ্রাংকির জীবনের প্রথম আটটি বছর কী সুন্দর কেটেছিল। তারপর একদিন, তার নবম জন্মদিনের কয়েক সপ্তাহ আগে, ফ্রাংকির বাবা, এক স্বার্থপর নারীলোভী নৌ কর্মকর্তা, যার সুন্দর চেহারা এবং বিপদে ঝুঁকি নেয়ার তৃষ্ণা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে ফ্রাংকি– ওর মা লুসিয়া এবং তিন সন্তানকে ছেড়ে চলে যায় এবং ফিলিপাইনে এক কমবয়েসী তরুণীর সঙ্গে ঘর বাঁধে। এই বিশ্বাসঘাতকতায় লুসিয়া শারীরিক এবং মানসিকভাবে সাংঘাতিক ভেঙে পড়ে। কোনোদিন আর কেউ তাকে হাসতে দেখে নি। ডা. পেট্রিডিসের সঙ্গে সেশনের সময় এসব কথা তাঁকে বলেছিল ফ্রাংকি।

'লুসিয়া মানচিনি তার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এক লোককে আবার বিবাহ করেছিল,' বলে চললেন পেট্রিডিস। 'তার নাম টনি রেনাল্টো। ফ্রাংকির মতে, তার মা ভেবেছিল রেনাল্টো তার পরিবারকে আর্থিক নিরাপত্তা দেবে, সংসারে সুখ-শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।'

'নিরাপত্তা দিয়েছিল কি সে?'

'দিয়েছিল। তবে তার বিনিময়ে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে।' ডা. পেট্রিডিস গম্ভীর মুখে জানালেন ফ্রাংকির বুড়ো সৎ বাবা ফ্রাংকিকে নিয়মিত শারীরিক এবং সেক্সুয়ালি নির্যাতন করত। ফ্রাংকি মা'র কাছে নালিশ করলেও সে তার কথা বিশ্বাস করত না। এই সীমাহীন যৌন নির্যাতনের অবসান ঘটে ফ্রাংকির চোদ্দ বছর বয়সে যখন সে একটি টেবিল ল্যাম্প দিয়ে তার বাপকে মুগুরপেটা করে মেরে ফেলে।

'আমাদের সেশনের সময় ও আমাকে বলেছিল বাপকে হত্যা করে সে পালিয়ে গিয়েছিল, তার পরিবারের সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত সে, একদিন পুলিশ তাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে বীচেস-এ পাঠিয়ে দেয়। ওখানে সোফির সঙ্গে তার পরিচয়।'

ইলেন ওয়াটস জিজ্ঞেস করল, 'সৎ বাবাকে হত্যা করার এই ঘটনা আপনি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন?'

'অবশ্যই।'

'তারপর কী ঘটল?'

'কিছুই না। পুলিশ লোক দেখানো একটা ইন্টারভিউ নিয়েছে। ফ্রাংকি হত্যাকাণ্ডের কথা অস্বীকার করেছিল। দুই বছর আগে কেসটি বন্ধ হয়ে যায় এই কারণ দেখিয়ে রেনাল্টো এক চোরের হাতে খুন হয়েছে।'

'কেউ এ কেস নিয়ে কাজ করতে আগ্রহবোধ করে নি। কারণ রেনাল্টোকে নিয়ে

কেউ মাথা ঘামাতেই চায় নি। কেউ আসলে তাকে মিস করছিল না। তাছাড়া ফ্রাংকির প্রত্যাহার করা টেস্টিমনি ছাড়া আর কোনো প্রমাণও ছিল না।'

বিবাদীর টেবিলে বসে মুচকি মুচকি হাসছে ফ্রাংকি মানচিনি যেন এইমাত্র সে শুনেছে শেয়ার মার্কেটে তার মূল্য দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

'ফ্রাংকি কথা বলতে পছন্দ করত,' বলে যাচ্ছেন ডা. পেট্রিডিস। 'তার কথা বলার গুণই তার প্রতি সোফিকে আকৃষ্ট করে, আমিও আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমরা ছিলাম মোহমুগ্ধ দর্শক। তখন ফ্রাংকির বয়স ছিল সতেরো এবং মানসিকভাবে দারুণ বিপর্যস্ত। ও সমকামী ছিল। মেয়েদের প্রতি ওর কোনো যৌন আকর্ষণ ছিল না।'

ডাক্তারের এ কথায় যেন ভিড়িম করে বোমা পড়ল আদালত কক্ষে। জুরিদের মুখ হাঁ হয়ে গেল। তবে মনোবিজ্ঞানীর এ তথ্যের জন্য যেন প্রস্তুতই ছিল ইলেন।

'ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, ডা. পেট্রিডিস,' সিরিয়াস গলায় বলল সে। 'আপনি জানেন চারটি ক্রাইম সিনেই সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভিটির ফরেনসিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভায়োলেন্ট সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি। ওইসব হত্যাকাণ্ডে পাওয়া বীর্য ফ্রাংকি মানচিনির না হওয়ার সম্ভাবনা দশ লাখে একটি।'

মাথা ঝাঁকালেন পেট্রিডিস। 'আমি যা দেখেছি তা বিষয়টির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ফ্রাংকির কামবাসনা ছিল হতাশায় পূর্ণ। তাকে নারী বা পুরুষ উত্তেজিত করে তুলতে পারে না। সে সেইসব পুরুষদের প্রতি বিপুল ঘৃণা নিয়ে বড় হয়েছে যারা তাদের স্ত্রী এবং পরিবারদের পরিত্যাগ করেছে, যেমনটি করেছিল তার জন্মদাতা পিতা... এবং সে ঘৃণা করে তার সৎ বাপের মতো বুড়ো ও ধনী লোকদের যারা তার চোখে অত্যাচারী, নির্যাতনকারী। অনুমান করি এ সকল হত্যাকাণ্ডে যে ভায়োলেন্স এবং সেক্সের আধিক্য ছিল তার পেছনে নিয়ামক হিসেবে এসব কারণ কাজ করেছে।'

'ধন্যবাদ,' আলভিন ড্রুব্রের দিকে তাকিয়ে হাসল ইলেন ওয়াটস। 'আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।'

সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে, এমনকি জাজ ফেডেরিকো মুনোযও অবাক হয়ে গেলেন দেখে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়েছে উইলিয়াম বয়েস। সে এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিবাদীর সাক্ষীকে ক্রস এক্সামিন করে নি। সে ভেবেছে তার কেসটি এমনই ওয়াটারটাইট যে আর কোনো কিছুর ওপর গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু পেট্রিডিসের সাক্ষ্য তার কাছে এতটাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে যে এটিকে ঠেকানো সে দায়িত্ব মনে করছে।

'ডা. পেট্রিডিস, আপনি বলেছেন আপনার সেশনে মি. মানচিনিকে বৃদ্ধদের প্রতি প্রবল ঘৃণা প্রদর্শন করতে দেখেছেন?'

'জী।'

'তারপরও আপনি তাকে প্যাথলজিক্যাল বলতে নারাজ?'

'সাধারণ শব্দ চয়নে আপনি এটা বলতে পারেন তবে ডাক্তারিভাবে আমি বলব—না।'

'আই সি। এবং আপনি মিস বাস্তাকে খালি 'শেল বা খোলা' বলে অভিহিত করেছেন, মাটির খালি একটি পাত্র যাতে মানচিনি নিজের সমস্ত বিচারবুদ্ধি এবং মতামত ঢেলে দিতেন।'

'ঠিক।'

'তারপরও, মিস বাস্তা যখন এই ঘৃণিত কাজগুলো করছেন, আপনি তাদেরকে প্যাথলজিক্যাল বলছেন না?'

'বলছি না কারণ মিস বাস্তার ক্ষেত্রে এগুলো ট্রান্সফারেন্স। সে নিজেকে কোনো একজন ভেবে নিয়ে কারও একজনের জন্য এগুলো করছে।'

'ফ্রাংকিও কি একই কাজ করছে না? আপনার সাক্ষ্য অনুসারে। অত্যাচারিত, মানসিক গোলযোগসম্পন্ন একটি ছেলে যে ফ্যান্টাসির জগতে ঘুরে বেড়ায়? সে কি তার ঘৃণা টনি রেনাল্টো এবং নিজের বাবা থেকে তার ভিক্টিমদের ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছে না?'

'হ্যাঁ,' অস্বস্তি নিয়ে বললেন ডা. পেট্রিডিস। 'সে তা করেছে। তবে ক্লিনিক্যালি তাকে এ জন্য মানসিকভাবে অসুস্থ বলার অভিযোগ করা যাবে না। সে জানত সে কী করছে।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত। সে জানত সে যাদেরকে হত্যা করেছে তারা তার বাবা কিংবা সৎ পিতা নয়।'

'নিশ্চয়।'

'আর সোফিয়া বাস্তাও তাই।'

'ওয়েল, ইয়েস। তারও ওটাই বোঝা উচিত ছিল। তবে–'

'আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।'

সে রাতে বেভারলি উইলশায়ারে সুইটে শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করছিলেন ডেভিড ইশাগ। ঘুম আসছিল না ম্যাট ডেলিরও চোখে। তাকে তার বোনের বাড়ির নিচ তলার অতিরিক্ত ঘরটি দেয়া হয়েছে যাতে হুইলচেয়ারে করে তার আসা-যাওয়ায় কোনো সমস্যা না হয়। আদালত থেকে মাইল কয়েক দূরে, এক মোটেলের নির্জন রুমে ডেনি ম্যাকগুইয়ারেরও নির্ঘুম রাত কাটছিল।

ইলেন ওয়াটস এ পর্যন্ত ভালো কাজ দেখিয়েছে। ড. পেট্রিডিসের সহানুভূতিশীল সাক্ষ্য তার ক্লায়েন্টের প্রতি সবার একটা মায়া জন্মে গেছে। তবে আগামী কালের এভিডেন্স এই নারীর ভাগ্য নির্ধারণ করবে। যদিও প্রতিটি পুরুষ চাইছে ও যেন মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পায়। বুকের গভীরে সকলেই ওকে রক্ষা করতে চায়।

কাল ওই নারী অবশেষে মুখ খুলবে। সে জবাব দেবে ডেভিড ইশাগ, ম্যাট ডেলি এবং ডেনি ম্যাকগুইয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির

কে তুমি?

চৌষট্টি

টেলিভিশন ক্রুরা বার্টন ওয়ে থেকে আদালত পর্যন্ত সারি বেঁধে, ক্যামেরা তাক করে দাঁড়িয়ে আছে যেন তারা একটা রাজকীয় বিয়ে কভার করছে। আজ আজরাইল মার্ডার ট্রায়ালে অ্যাঞ্জেল অব ডেথ সাক্ষ্য দেবে। বাতাসে পূর্বাভাসের উত্তেজনা পরিষ্কার টের পাওয়া যায়। দেখে মনে হয় উৎসবের আমেজে আছে লোকজন। তারা হাসছে, হাসি-ঠাট্টা করছে, বিচারক মুনোযের বুলেটপ্রুফ ক্যাডিলাক এবং আর্মার্ড প্রিজন ভ্যানে সোফিয়া বাস্তা ও মানচিনিকে সিকিউরিটি ক্যারিয়ার পার হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে পার্কিং লটের দিকে যেতে দেখে তারা হুল্লোড় করে উঠল।

'এটা ওদের কাছে একটা খেলার মতো, তাই না?' এলএপিডি স্কোয়াড কার থেকে বাইরে তাকিয়ে হতাশ গলায় বলল ম্যাট ডেলি। সে এবং ডেনি ম্যাকগুইয়ার প্রতিদিন সকালে একসঙ্গে ট্রায়ালে আসে। স্কোয়াড কারটি হোমিসাইড ডিভিশনে ডেনির এক পুরানো বন্ধুর সৌজন্যে পাওয়া। 'ওরা কি বুঝতে পারছে না এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন? ওদের কি কিছুই এসে যায় না?'

ডেনি বলতে যাচ্ছিল মৃত চার ব্যক্তির জন্য হয়তো জনতার মায়া আছে, খুনি দুজনের জন্য নয়। কিন্তু নিজেকে সামলে রাখল সে। আজকের দিনটি তাদের সবার জন্যেই কঠিন তবে সবচেয়ে কঠিন যাবে ম্যাটের। যদি সোফিয়া-লিসা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেকে দোষী বলে দাবি করে, মৃত্যুদণ্ড তার অবশ্যম্ভাবী। তখন কেউ, এমনকি ম্যাট ডেলিও তাকে বাঁচাতে পারবে না।

৩০৬ নম্বর আদালত কক্ষে ওরা নিজেদের জায়গাটি দখল করল। গ্যালারির দর্শকদের চোরা চাউনির কবল থেকে ওদের বসার জায়গাটি মুক্ত। ডেভিড ইশাগ আগেই চলে এসেছেন। পরিপাটি, দামি বেশভূষা সত্ত্বেও তাঁকে দেখতে লাগছে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড়ানো কোনো হতভাগ্যের মতো।

'আপনি ঠিক আছেন তো?' জিজ্ঞেস করল ডেনি ম্যাকগুইয়ার।

ঈষৎ মাথা ঝাঁকালেন ইশাগ। অবশ্য আর ভাব বিনিময়ের সুযোগ পাওয়া গেল না। কারণ ময়ূরের মতো পেখম তুলে আদালতে প্রবেশ করেছেন বিচারপতি ফেডেরিকো মুনোয। সাথে সাথে স্পটলাইটগুলো তাঁর দিকে ঘুরে গেল। লোকে তাঁকে দেখলে

দাঁড়িয়ে যায়, তাঁর দিকে সকলের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় এ ব্যাপারটি বেশ উপভোগ করেন মুনোয। তবে সত্যি বলতে কী জাজ ড্রেডের প্রতি আজ মানুষের খুব বেশি আগ্রহ নেই। তাদের সমস্ত আগ্রহ সোফিয়া বাস্তার প্রতি। এবং সোফিয়া বাস্তার জেরা যখন শুরু হলো, সবাই নড়েচেড়ে বসল, যেন জীবন ফিরে এলো ঘরটিতে।

'আদালতে আপনার পুরো নাম বলুন।'

'সোফিয়া মিরিয়াম বাস্তা মানচিনি।'

সোফিয়ার কণ্ঠ জোরালো নয় আবার নরমও নয়, তবে গভীর এবং মিষ্টি। যেন কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে প্রশান্তি ও প্রসন্নতা। প্রতিটি পুরুষের বুকের রক্ত যেন ছলকে উঠল কণ্ঠটি শুনে।

ইলেন ওয়াটস নরম গলায় শুরু করল। 'মিস বাস্তা, আপনি কি আমাদেরকে বলবেন কীভাবে মি. মানচিনির সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো এবং তাঁর সঙ্গে আপনার কীরকম সম্পর্ক গড়ে উঠল?'

'আমার বয়স তখন চোদ্দ। আমি নিউইয়র্কের কুইন্সে শিশুদের একটি হোমে থাকতাম। ফ্রাংকিকে অন্য আরেকটি হোম থেকে ওখানে পাঠানো হয়।'

'এবং আপনাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।'

'জী। তবে বন্ধুত্বের চেয়েও বেশি। আমি ওকে ভালোবাসতাম।'

কোর্ট ঘুরে দেখল এ কথায় মানচিনির কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছে কিনা। কিন্তু তার চেহারা আগের মতোই ভাবলেশশূন্য।

বলে চলল সোফিয়া 'শুরুতে ও অন্যরকম ছিল। মানে খুব সুন্দর, চালাক-চতুর, ক্যারিশম্যাটিক ছিল। তবে ও আমার সঙ্গে অন্যরকম আচরণও করত।'

'কী রকম?'

'ও আমার সঙ্গে কথা বলত। আমার কথা শুনত মনোযোগ দিয়ে। আমাকে সম্মান করত। ও কোনোদিন আমাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে নি।'

'মানে সেক্সুয়ালি?'

মাথা দোলাল সোফিয়া। 'হোমের অন্যান্য ছেলেরা, পুরুষরা, কর্মচারীরা... সবাই আমার ওপর হামলে পড়ত।' ম্যাট ডেলি নিচের ঠোঁটটা এত জোরে কামড়ে ধরল, রক্ত বেরিয়ে এলো। 'তবে ফ্রাংকি নয়। ও ছিল অন্যরকম এবং আমাকে ওদের কাছ থেকে সবসময় দূরে সরিয়ে রাখত।'

সোফিয়ার সাক্ষ্যের অভিঘাত নারী জুরিদের হজম হবার জন্য একটু বিরতি দিল ইলেন ওয়াটস। 'আপনি বলছেন এই চিলড্রেন হোমে থাকাকালীন আপনাকে যৌন নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'এটা যৌন নির্যাতন কিনা তখন বুঝতে পারতাম না। ভাবতাম এটা... এরকম সবাই করে। কিন্তু ফ্রাংকি আমাকে সবকিছু অন্যভাবে বুঝিয়ে দিতে শুরু করে। সে আমাকে বলত আমি দেখতে সুন্দর, আমি বিশেষ কেউ। আমার

কাছে একটি বই ছিল, মরক্কোর এক শাহজাদীর গল্প। বইটি আমরা দুজনে মিলে পড়তাম। ও বলত শাহজাদী আমার গ্রান্ডমাদার, সে নাকি কীভাবে জেনেছে। ও আমার অতীত জানত, আমার মা এবং বোনের জীবনে কী ঘটেছে তাও জানত। আমার একটি জমজ বোন ছিল। জন্মের পরে আমরা আলাদা হয়ে যাই।'

অতীতের কথা বলতে গিয়ে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল সোফিয়ার চেহারায়। তার চাউনি হয়ে উঠল দূরাগত, চকচক করতে লাগল চোখ, যেন ওকে সম্মোহন করা হয়েছে।

'অন্যরা বিশ্বাস করত না যে আমি একটি অভিজাত পরিবার থেকে এসেছি। তারা আমাকে হিংসা করত। কিন্তু ফ্রাংকি আমাকে বুঝতে পারত। ও আমাকে ভালোবাসত।'

খুব নরম গলায় ইলেন বলল, 'সোফিয়া, তুমি এখন জানো এসব সত্যি নয়, তাই না? শাহজাদীর গল্পটা আসলে তোমার প্রকৃত ইতিহাস নয়। ওটা স্রেফ একটা গল্পই। আর তোমার এবং তোমার জমজ বোন ইলাকে নিয়ে লইয়ারের চিঠি সবই বানোয়াট, না? তুমি আর ফ্রাংকি মিলে এই কল্পনাটুকুর আশ্রয় নিয়েছিলে, তাই না?'

এক মুহূর্তের জন্য আতঙ্কের একটা ছাপ পড়ল সোফিয়ার চেহারায়। তারপর যেন সমাধিভাব থেকে উঠে এসেছে, এমন সুরে বলল, 'জী। আমি এখন জানি এটা সত্যি নয়।'

'কিন্তু একটা সময় তুমি এটা বাস্তব বলে বিশ্বাস করতে। সে সময় তুমি তোমার নাম পাল্টে রাখো সোফিয়া বাস্তা, ঠিক কিনা? গল্পের মরোক্কান শাহজাদীর নাম ছিল বাস্তা।'

'ওরা এ কথা পরে আমাকে বলেছে। হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।'

সোফিয়াকে খুবই বিভ্রান্ত এবং বিপর্যস্ত লাগছে। ম্যাট ডেলির আর সহ্য হচ্ছিল না। ডেনি ম্যাকগুইয়ারও ভাবছিল এরকম মেন্টাল কনফিউশন কিছুতেই অভিনয় হতে পারে না।

'তো সোফিয়ায় রূপান্তরিত হওয়ার পরে ফ্রাংকির সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে গড়ায়? সম্পর্কটা কখন শারীরিক রূপ নেয়?'

'বিয়ের আগে নয়। তবে বিয়ের পরেও আমরা খুব কম... ও আসলে করতে চাইত না?'

'সে মিলিত হতে চাইত না?'

'না।'

'তোমার কি কখনও মনে হয়েছিল সে সমকামী?'

'না, কক্ষনো না। ও আমাকে ভালোবাসত। অন্যভাবে ও ওর ভালোবাসা প্রকাশ করত। আপনাদেরকে বুঝতে হবে, আ... আমার কোনো জীবন ছিল না এবং ফ্রাংকিই আমাকে সে জীবন দিয়েছিল। ও আমাকে রক্ষা করেছিল। ও কেন আমার সঙ্গে মিলিত হতে চায় না তা নিয়ে কোনোদিন প্রশ্ন করি নি। আমি ব্যাপারটা মেনে নিই।'

'তো বিয়ের পরে তোমরা ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেলে।'

'হ্যাঁ। ফ্রাংকি খুব ব্রিলিয়ান্ট ছিল, ও যেখানে খুশি যেতে পারত, যে কোনো কাজ পেতে পারত। তবে এল.এ তে একটি ল ফার্মে ও চাকরি পেয়ে যায়। তাই আমরা সেখানে চলে যাই। ওটা ছিল আমাদের জন্য নতুন জীবন। তাই ও আমাদের নতুন নাম দেয়। ও ওর নাম রাখে লাইল, আমি অ্যাঞ্জেলা। আমরা খুব সুখী ছিলাম.. প্রথম দিকে।'

'অ্যাঞ্জেলা হিসেবে এন্ড্রু জেকসের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়?'

সোফিয়া হাত মোচড়াচ্ছে যেন ময়দার তাল পিষছে।

'হ্যাঁ, অ্যাঞ্জেলা এন্ড্রুর সঙ্গে পরিচিত হয়। লাইল সমস্ত ব্যবস্থা করে দেয়।' এমন সহজ ভঙ্গিতে তৃতীয় পুরুষে ওর প্রবেশ ঘটল যে লোকে প্রথমে ব্যাপারটা খেয়ালই করে নি। কিন্তু সিজোফ্রেনিয়ার গভীরে যখন ও প্রবেশ করল, কথা বলার সময় বারবার থেমে গেল, ধাক্কা খেল। 'বেচারি অ্যাঞ্জেলা। সে এন্ড্রুকে বিয়ে করতেই চায় নি। লোকটার কাছেই ঘেঁষতে চায় নি সে... এমনই বুড়ো ছিল সে।' শিউরে উঠল সোফিয়া। 'তার প্রতি স্পর্শে অসুস্থবোধ করত সে।'

'সে?'

সবার মনের প্রশ্নটি করে বসল ইলেন। 'সে' কি তুমি নও, সোফিয়া?'

'না! ওটা ছিল অ্যাঞ্জেলা। আমি আপনাদেরকে অ্যাঞ্জেলার গল্প বলছি। মনে আছে? প্লিজ, আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। মনে করতে খুব কষ্ট হচ্ছে।' আঙুল দিয়ে কপাল টিপে ধরল সোফিয়া। 'অ্যাঞ্জেলা এন্ড্রু জেকসকে বিয়ে করতে চায় নি। খুব সুন্দর মেয়ে ছিল অ্যাঞ্জেলা। কিন্তু ফ্রাংকি তাকে কাজটা করতে বাধ্য করে। বলে এন্ড্রুর কৃতকর্মের জন্য তার শাস্তি পাওয়া উচিত এবং অ্যাঞ্জেলাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য। কোনো উপায় ছিল না।'

'এন্ড্রু জেকস কী করেছিল?' জিজ্ঞেস করল ইলেন ওয়াটস। 'তাকে কেন শাস্তি দিতে হয়েছিল? সে কি খারাপ লোক ছিল?'

'এন্ড্রু...খারাপ...? না, অ্যাঞ্জেলার কাছে নয়। সে লোক ভালোই ছিল। অ্যাঞ্জেলা তাকে শেষের দিকে পছন্দই করত। কিন্তু অন্যদের মতো একই কাজ করেছিল এন্ড্রু। সে তার পরিবারকে পরিত্যাগ করে। তার সন্তানদেরকে... এজন্য তাকে মরতে হয়েছে। একই কারণে অন্যদেরকেও মরতে হয়েছে। পিয়ার্স, দিদিয়ের, মাইলস। সবাই তাদের সন্তানদেরকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। সন্তানরা প্রতিশোধ নিয়েছে।'

ইলেনের পরবর্তী প্রশ্নে পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এলো আদালত কক্ষে।

'এন্ড্রু জেকসকে কে হত্যা করেছে, সোফিয়া? অ্যাঞ্জেলা নাকি ফ্রাংকি?' নাকি দুজনে মিলে একসঙ্গে?'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জবাব দিল সোফিয়া। 'ফ্রাংকি' বলেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'মিথ্যা কথা!' লাফিয়ে উঠল ফ্রাংকি মানচিনি। 'ডাহা মিথ্যা কথা। জেকসকে খুন

করার জন্য ও-ই বেছে নিয়েছিল। আমি নই।'

জাজ মুনোয ফ্রাংকিকে শান্ত হতে অনুরোধ করলেন। কোর্ট অফিসাররা ওকে জোর করে বসিয়ে দিল চেয়ারে।

সোফিয়া এখনও সমাধিস্থ হওয়ার ভঙ্গিতে কথা বলছে, যেন থামতেই পারছে না। 'ও এন্ড্রুর গলা কেটে ফেলে। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! চারদিকে রক্ত আর রক্ত... অত রক্ত কোনোদিন দেখি নি আমি। তারপর সে বেচারি অ্যাঞ্জেলাকে ধর্ষণ করে... অ্যাঞ্জেলা ওকে বাধা দিয়েছিল, হাত-পা ধরেছিল থামার জন্য, কিন্তু সে থামে নি। সে ওকে প্রবলভাবে বলাৎকার করেই চলছিল। তারপর... তারপর সে ওদেরকে একসঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে চলে যায়।'

'আর এসব ঘটনা ঘটার সময় তুমি কোথায় ছিলে, সোফিয়া?' জিজ্ঞেস করল ইলেন ওয়াটস। 'মনে আছে সে কথা তোমার?'

'অবশ্যই মনে আছে,' এ প্রশ্নে যেন অবাক হয়েছে সোফিয়া। 'আমি সবসময় যেখানে থাকার কথা সেখানেই ছিলাম... আমি সবকিছু দেখছিলাম।'

পঁয়ষট্টি

ইলেন ওয়াটস তার ক্লায়েন্টকে আরও এক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারপর বিচারপতি মুনোয দুই ঘণ্টার জন্য আদালত মুলতবি ঘোষণা করলেন। এ সময়ের মধ্যে অন্যান্য অ্যাটর্নিরা তাঁদের ক্রস এক্সামিনেশনের জন্য প্রস্তুতি নিতে সুযোগ পাবেন।

দ্বিতীয় বারে সোফিয়াকে জেরা করার সময় প্রথমবারের দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। হত্যাকাণ্ডে তার ভূমিকার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সে শান্তভাবে, বুদ্ধিদীপ্ত এবং কৌশলী জবাব দিল। কিন্তু যখনই হত্যাকাণ্ডের সেই রাতগুলোর প্রসঙ্গ এলো, সে অনিবার্যভাবে তৃতীয় পুরুষে প্রবেশ করল এবং তার অল্টার ইগো অ্যাঞ্জেলা, ট্রেসি, ইরিনা, লিসা ও সারা জেনের কথা বলতে লাগল– যেন এরা সত্যিকারের নারী এবং সে এদেরকে চেনে, এদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব রয়েছে। এদের অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত রাখল সোফিয়া। এবং প্রতিটি খুনের মেসেজ একই ফ্রাংকি সবকিছু অ্যারেঞ্জ করেছে, পরিকল্পনা করেছে এবং খুন করেছে স্রেফ নিজের 'প্রতিহিংসা' চরিতার্থ করার জন্য। সে বিভিন্ন স্ত্রীদেরকে 'সৃষ্টি' করেছিল তাকে সাহায্য করার জন্য। তারপর সে তাদেরকে আঘাত করেছে, মেরেছে, বলাৎকার করেছে– আর বেচারা সোফিয়া শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে।

এখন প্রশ্ন হলো তার দৃশ্যত এই উন্মাদনা কি অভিনয় যা ফ্রাংকি মানচিনি উচ্চস্বরে দাবি করে আসছে, সাজানো নাটক যাতে ফ্রাংকির মৃত্যুদণ্ড হয় এবং সে পার পেয়ে যায় এবং তার আশ্রয় হবে কোনো সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডে? নাকি পুরোটাই সত্য?

বিরতির পরে উইলিয়াম বয়েস সোফিয়া বাস্তাকে বধ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল।

'মিস বাস্তা, আপনি যখন ওইসব আনুমানিক বিভিন্ন পরিচয় ধারণ করেছেন বৃদ্ধ ব্যক্তিদের বিবাহ এবং তাদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে–'

'অবজেকশন!' চেঁচিয়ে উঠল ইলেন ওয়াটস।

'কোন্ ভিত্তিতে, ইয়োর অনার? সে এসব কথা শপথ করে স্বীকার করেছে।'

'আমি অ্যালাউ করছি। আপনি প্রশ্নটি শেষ করতে পারেন, মি. বয়েস।'

'আপনি যখন এই পরিচয়গুলো ধারণ করেছিলেন তখন নিশ্চয় প্রচুর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়েছিল?'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'ওহ, আমার ধারণা আপনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। প্রতিটি অপরাধ সংগঠনের আগে আপনি আপনার সুরত বদলেছেন, নতুন 'চরিত্র'টির জন্য নতুন গল্প তৈরি করতে হয়েছে আপনাকে, এ সম্পর্কে জানতে হয়েছে, শিখতে হয়েছে, আবিষ্কার করতে হয়েছে। আপনাকে ভাষা এবং উচ্চারণ শিখতে হয়েছে, চাকরি খুঁজতে হয়েছে, বন্ধুত্ব করতে হয়েছে। একটি ভিত আপনাকে তৈরি করতে হয়েছে যেখান থেকে আপনি নির্ধারিত টার্গেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন এবং পরে তাকে প্রলোভিত করতে পারেন।

আবার লাফ দিয়ে উঠল ইলেন ওয়াটস। 'এর মধ্যে প্রশ্ন কোথায়?'

'আছে। এতে কতদিন সময় লেগেছিল? অ্যাঞ্জেলা কিংবা ট্রেসি কিংবা অন্য কেউ সাজতে?'

অস্বস্তির ছায়া সোফিয়ার মুখে। 'নানান সময় লেগেছিল। কখনও কয়েক মাস। কখনও কয়েক বছর।'

'তাহলে আপনি আপনার পরবর্তী হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রস্তুতি নিতে কখনও মাস কখনও বছর লাগিয়ে দিতেন?'

'ব্যাপারটা ওরকম নয়।'

'আচ্ছা? তাহলে ব্যাপারটা কীরকম?'

'ফ্রাংকি আমাকে কিছুদিনের জন্য কোথাও নিয়ে যেত ইয়ের পরে...' সোফিয়ার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে এলো।

'হত্যাকাণ্ডের পরে?'

মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া। 'আমরা আমার বোনকে খুঁজতাম। তারপর আবার কাজে নেমে পড়তাম। নতুনভাবে শুরু করার জন্য নতুন নাম। তবে এগুলো কোনো প্ল্যানের অংশ ছিল না।

'অবশ্যই ওগুলো কোনো প্ল্যানের অংশ ছিল, মিস বাস্তা! আপনি জানেন নাকি জানেন না যখন স্যার পিয়ার্স হেনলির সঙ্গে আপনার পরিচয় হয় তখন আপনি তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?'

'ট্রেসি তাঁকে বিয়ে করেছিল।'

'আপনিই ট্রেসি ছিলেন, মিস বাস্তা। 'ট্রেসি' কি জানত যে তার আসল স্বামী, ফ্রান্সিস মানচিনি স্যার পিয়ার্সকে হত্যা করবে মনস্থ করেছে?'

'আ... আমি ঠিক জানি না।' সোফিয়া চারপাশে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল যেন একটি শেয়াল শিশুকে একদল হিংস্র কুকুর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। ম্যাট ডেলি আর এ দৃশ্য দেখতে পারছে না। *ওকে ছেড়ে দাও! ওকে আর জেরা কোরো না।*

'আপনি অবশ্যই জানেন, মিস বাস্তা। আপনি খুব ভালো করেই জানেন। চেস্টার স্কোয়ারে ট্রেসিই মানচিনিকে ঘরে ঢুকতে সাহায্য করেছিল। সে ওর জন্য অ্যালার্ম

অকেজো করে রেখেছিল, তাই না?'

'জী,' সোফিয়ার গলার স্বর এখন প্রায় ফিসফিসানির পর্যায়ে চলে গেছে। 'কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না। তার কোনো উপায় ছিল না। সে কাজটা করতে বাধ্য হয়েছিল। ফ্রাংকি–'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা জানি। ফ্রাংকি তাকে কাজটা করতে বাধ্য করেছিল। মিস বাস্তা, আসল সত্য কি এটাই নয় যে এসব হত্যাকাণ্ডে আপনি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছেন?'

'না।'

'আপনি এবং মানচিনি মাস এবং বছর ধরে দুজনে মিলে পরিকল্পনা করেছেন।'

'আপনাকে তো বললামই ব্যাপারটা ওরকম নয়।'

'আপনার যৌন উত্তেজনা কিসে বৃদ্ধি পেত, মিস বাস্তা? রেপ ফ্যান্টাসিতে? নাকি নিরপরাধ মানুষগুলোকে নৃশংসভাবে জবাই হতে দেখলে?'

'অবজেকশন!'

'ওভাররুলড,' বেশ মজাই পাচ্ছেন বিচারপতি মুনোয। এই মাগীকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে তিনি অপেক্ষা করছেন। এবারে আর ওর রক্ষা নেই। 'প্রশ্নের জবাব দিন, মিস বাস্তা।'

এই প্রথম অপ্রত্যাশিতভাবে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সোফিয়া। 'আমার যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় নি, মি. বয়েস,' চিৎকার করল ও। 'আমাকে রেপ করা হয়েছে, মারপিট করেছে, আমার ওপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। ও আমাকে বলত ওর কথামতো কাজ না করলে আমার বোনের দশাও একই হবে। সে ওকেও ধর্ষণ করবে, অত্যাচার করবে এবং খুন করবে। আপনি যদি ভেবে থাকেন ওই জুলুম আর নির্যাতন আমার জন্য আনন্দদায়ক ছিল তাহলে বলতেই হবে আপনি আসলে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত একটা মানুষ। আমি নই।'

সোফিয়ার কথা শুনে মাথায় হাত দিল ইলেন আর মৃদু হাসি ফুটল উইলিয়াম বয়েসের মুখে।

'আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া কর্তব্য মনে করছি, মিস বাস্তা। আপনার কোনো বোন নেই। তবে 'আমি' শব্দটি উচ্চারণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।'

সবাই এ ব্যাপারে একমত যে উইলিয়াম বয়েসের ক্রস এক্সামিনেশন সোফিয়া বাস্তার ডিফেন্স ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। লোকের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে শুরু করেছে অ্যাঞ্জেল অব ডেথ-এর 'আইডেন্টিটি কনফিউশন' স্রেফ অভিনয় ছাড়া কিছু নয়। তবে ইলেন ওয়াটস তার মক্কেলের ক্ষতি পূরণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সে সোফিয়ার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত প্রিজন সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. লুসি পেনিনোকে দিয়ে সোফিয়ার মানসিক অবস্থার একটি বিশ্লেষণ করিয়েছে। ড. পেনিনো দ্ব্যর্থহীন ভাষায়

বলেছেন সোফিয়া বাস্তা নিঃসন্দেহে প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছে। বেশিরভাগ সিজোফ্রেনিক রোগীর মতো তার অবস্থাও সিলিকান-এর অর্থ অসুখটা আসে আর যায়– এবং তার মানসিক স্বাস্থ্য বর্তমানে, ট্রায়ালের সময় মার্ডারের সময়কার চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ। তিনি বলেছেন, 'সোফিয়ার অবস্থার একজন মানুষ খারাপ হোক বা ভালো, অন্যদের দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ম্যাট ডেলির কথা বলা যায়। সোফিয়াকে তিনি যখন লিসা বেরিং হিসেবে চিনতেন, ওর ওপর তার বিরাট প্রভাব ছিল। মিস বাস্তার সঙ্গে আমার সেশনের সময় তিনি ওদের দুজনের সম্পর্কে নিখাদ প্রেমের সম্পর্ক বলে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হত্যাকাণ্ডের আগে যদি মি. ডেলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হতো, তাহলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে আজরাইল হত্যাকাণ্ডগুলো কোনোদিনই সংঘটিত হতো না।'

ডাক্তারের কথা শুনে হুইলচেয়ারে বসে হু হু করে কাঁদছিল ম্যাট ডেলি তবে জুরিদের পাথর মুখ দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না পেনিনোর এভিডেন্স বড্ড দেরিতে এসেছে।

বিচারপতি মুনোয জুরিদের উদ্দেশ্যে ভাবাবেগশূন্য গলায় বললেন, 'আজ আপনাদের সামনে যে প্রশ্নটি হাজির হয়েছে তা ফ্রান্সিস মানচিনি কিংবা সোফিয়া বাস্তার শৈশব আর কৈশোর কতটুকু অসুখী ছিল তা নিয়ে নয়। আপনাদের নিজেদেরকে এ প্রশ্ন করার প্রয়োজনও নেই বিবাদীদের সাইকোলজিক্যাল সমস্যা ছিল কিনা বা আছে কিনা। ওদের উদ্দেশ্য বা মোটিভ বোঝারও আপনারদের দরকার নেই, মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই ওদের সম্পর্ক নিয়েও। আপনাদের মনে শুধু একটিই প্রশ্ন থাকবে আর তা হলো ওরা দুজনে মিলে কি চারজন লোককে হত্যা করেছিল? যদি আপনারা বিশ্বাস করেন ওরা তা করেছে, তাহলে ওদেরকে অবশ্যই দোষী সাব্যস্ত করবেন।

'আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে ফ্রান্সিস মানচিনি এবং সোফিয়া বাস্তা মিলে এই নৃশংস অপরাধগুলো করেছে এবং সেজন্য তাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। এ বিষয়ে আপনাদের যেন কোনো ভুল না হয়। ওরা যদি ধরা না পড়ত মি. ইশাগ আজ বেঁচে থাকতেন না। মি. ডেলিও সোফিয়ার হিংস্র থাবা থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন। সহকারী পরিচালক ম্যাকগুইয়ারকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়– তার দৃঢ়তার কারণেই ওরা আজ কারাগারে। ওরা ধরা না পড়লে আরও কত নৃশংস হত্যাকাণ্ড যে সংঘটিত হতো কে জানে। তারা খুন হতো, জবাই হতো এমন এক মহিলার হাতে যাকে তারা ভালোবাসত এবং বিশ্বাস করত ওই মহিলাও তাদেরকে ভালোবাসত। এই আদালত শুনেছে বিবাদীদ্বয়ের কেউ তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে নি।

'বিবাদীদের মানসিক সামর্থ্য নিয়ে অনেক কথা উঠেছে, বিশেষ করে মিস বাস্তাকে নিয়ে। এর আলোকে আমি আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে মিস বাস্তা অপরাধ করার সময় নিজেকে অন্য আরেকজন হিসেবে বিশ্বাস করলেও আইন অনুযায়ী তাতে কিছুই আসবে যাবে না। যা আসবে যাবে তা হলো তার হত্যার অভিপ্রায় ছিল কিনা। মি. মানচিনির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আপনারা যদি বিশ্বাস করেন ওদের হত্যার

অভিপ্রায় ছিল তাহলে ওদেরকে অভিযুক্ত করুন।

'আপনারা এখন ভারডিক্ট দেয়ার জন্য বিরতি নিতে পারেন। অলরাইট।'

অভিযুক্তদের সরিয়ে নেয়া হলে দর্শকদের ভিড় ফাঁকা হতে শুরু করল। ডেনি ম্যাকগুইয়ার ডেভিড ইশাগ এবং ম্যাট ডেলিকে বলল, 'আপনারা আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে যাবেন?'

ইশাগকে খুব ক্লান্ত লাগছে আর ম্যাটকে দেখাচ্ছে ভয়ানক অসুস্থ, মুখটা কাগজের মতো সাদা। শরীর কাঁপছে।

'নাহ্, আমি লাঞ্চ খাবো না,' বললেন ডেভিড, কাগজপত্রগুলো নিজের ব্রিফকেসে ঢোকাতে লাগলেন। 'আমি আজ রাতে ইন্ডিয়া ফিরছি।'

অবাক হলো ম্যাট। 'ভারডিক্ট না শুনেই চলে যাবেন?'

'যেতে হবে। জুরিরা ভারডিক্ট দিতে অনেক সময় নেবেন। আর আমার অফিসে অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'অনেক সময় নেবেন?' আশান্বিত গলায় বলল ম্যাট।

'আপনার কি মনে হয় ওরা অনিশ্চয়তায় ভুগছেন?'

'ওঁরা পুরোপুরি অনিশ্চয়তায় ভুগছেন,' বললেন ডেভিড।

'বয়েসের ফুটনোট পড়তেই তো ওঁদের এক সপ্তাহ লাগবে।' তিনি ডেনি ম্যাকগুইয়ারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। নিজের আবেগ চেপে রাখতে কষ্টই হচ্ছিল তাঁর। 'ধন্যবাদ। মুনোয যা বলেছেন সত্যি। আপনি না থাকলে আমি এতদিনে মরে ভূত হয়ে যেতাম।

'ইউআর ওয়েলকাম। আপনি অন্তত লাঞ্চ করে যেতে পারতেন।'

'নাহ্, যেতেই হবে। গুডবাই, ম্যাট। গুডলাক।' বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে কোর্টরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন ইশাগ, বাইরে অপেক্ষমাণ লিমোজিনে উঠে বসলেন সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নেরও জবাব না দিয়ে।

চেহারায় বিমূঢ় ভাব নিয়ে ওকে চলে যেতে দেখল ম্যাট ডেলি। ডেনি ম্যাটের হুইলচেয়ার প্রাইভেট এক্সিটের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'চলো হে। আমরা বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।'

ছেষট্টি

সিলভারলেকে একটি ছোট ইহুদি রেস্টুরেন্টে ওরা দুজন লাঞ্চ করতে ঢুকল। জায়গাটা আদালত থেকে মাত্র মাইল ছয়েক দূরে। ডেনি নিজের জন্য মাংসের স্যান্ডউইচ আর ম্যাটের জন্য চিকেন নুডল সুপের অর্ডার দিল। সেই সঙ্গে থাকল গরম, মিষ্টি কফি।

'ওরা ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, তাই না?'

স্যান্ডউইচটি নামিয়ে রাখল ডেনি। 'সম্ভবত। ইয়াহ্। আয়াম সরি, ম্যাট।'

'আমারই দোষ,' ম্যাট ডেলির গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল। ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ল সুপের ওপর। 'আমি যদি ওই ফালতু ডকুমেন্টারিটা শুরু না করতাম, তোমাকে এর মধ্যে না জড়াতাম, ওরা কোনোদিন ওকে ধরতে পারত না।'

'কিন্তু তুমি যা করেছ তা না করলে আরও লোক মারা যেত, ম্যাট। নিরপরাধ সব লোকজন। ওই মহিলাকে থামাতেই হতো।'

'আমি ওকে থামাতে পারতাম। সাইকিয়াট্রিস কী বলেছেন শুনলেই তো। লিসা এবং আমি যদি পরিকল্পনা মতো পালিয়ে যেতে পারতাম, যদি মরক্কো যেতে পারতাম, আমরা অদৃশ্য হয়ে যেতাম। ওকে ছাড়া ফ্রাংকি খুনখারাপী করতে পারত না... ফ্রাংকি না থাকলে ও একটা মাছিও মারত না।'

'হয়তো বা,' বলল ডেনি। 'হয়তোবা নয়। ভুলে যেয়ো না, তোমার কিন্তু কোনো ধারনাই ছিল না যে এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লিসা জড়িত। জানলে তুমি কী করতে?' তড়িৎ গতিতে জবাব দিল ম্যাট। 'আমি ওকে ক্ষমা করে দিতাম। আমি সব বুঝতে পারতাম।'

'সে তোমার বাবাকে হত্যা করেছে, ম্যাট। এ কারণেই তুমি এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলে। কারণ এন্ড্রু জেকসের ওরকম মৃত্যু পাওনা ছিল না। কারোরই ওরকম মৃত্যু পাওনা নয়।'

'না,' একগুঁয়ে গলায় বলল ম্যাট। 'মানচিনি আমার বাবাকে হত্যা করেছে। লিসা ছিল বিভ্রান্ত। সে ভাবছিল সে তার বোনকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। এসব ঘটনা ঘটুক তা সে কোনোদিন চায় নি।'

এর সঙ্গে এসব কথা বলে কোনো লাভ নেই। ডেনি ম্যাটের মন বদলাতে পারবে না। আর এ বিষয়টি ওর বন্ধুকে উত্তেজিত করে তুলছে। অথচ ম্যাট যাতে উত্তেজিত না হয় সেজন্যেই ডেনি ওকে বাইরে লাঞ্চ করাতে নিয়ে এসেছে। সে বিষয় পরিবর্তন করল।

'ক্লেয়ার কেমন আছে?'

'ভালো। আমার সেবাযত্ন করতে করতে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে গেছে। দুটো বাচ্চা, স্বামী তার ওপর আবার পঙ্গু একটি ভাই– এতগুলো মানুষের দেখাশোনা করতে গেলে ক্লান্তি আসাটাই স্বাভাবিক।'

'সে তোমাকে অনেক ভালোবাসে,' বলল ডেনি। 'তোমার জন্য জান দিতেও পরোয়া করবে না। তুমি খুব সৌভাগ্যবান যে এরকম একটি বোন পেয়েছ।'

হ্যাঁ, মনে মনে বলল ম্যাট, *আমি সৌভাগ্যবানই বটে।*

'তুমি বরং কাজে ফিরে যাও, ম্যাট,' বলল ডেনি। 'এই ডকুমেন্টারিটা শেষ করো। ম্যাটেরিয়েল তো প্রচুর পেয়ে গেছ। এ কেসের সঙ্গে তোমার চেয়ে ঘনিষ্ঠ আর কেউ নয়। লোকে তোমার গল্প থেকে অনেক কিছু পাবে। তুমি লাখপতি বনে যাবে।'

'আমি লাখপতি হতে চাই না,' সত্যি কথাই বলল ম্যাট। 'এর বিনিময়ে লিসার যদি স্বাধীনতা না আসে তাহলে এটার আমার দরকার নেই।'

'তবু তো তুমি সত্যি কথাটাই বলতে চাও, চাও না?'

'মানে?'

'মানে তুমি চাও লোকে জানুক আসলে কী ঘটেছে। আর এ কথা জানানোর জন্য সিনেমা তৈরির চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? এ মেসেজটি লাখ লাখ মানুষের কাছে তুমি পৌঁছে দিতে পারবে। তুমি শুধু এভাবেই ওকে এখনও সাহায্য করতে পারবে।'

এই প্রথম ম্যাটের মুখে আশার আলো ফুটল। ডেনি ঠিকই বলেছে। সত্যি কথা বলার জন্য সে লিসার কাছে দায়বদ্ধ। সে সবার কাছে দায়বদ্ধ। ইচ্ছেই হোক বা না বুঝেই হোক, ডেনি এইমাত্র তাকে একটি লাইফলাইন ছুড়ে দিয়েছে।

এমন সময় ডেনির সেলফোন বেজে উঠল। লু আঙ্গেলান্ট্রো, এলএপিডিতে ডেনির পুরানো এক বন্ধু।

'কী ব্যাপার, লু? আমি মাত্রই আমার এক বন্ধুকে নিয়ে লাঞ্চে বসেছি। তোমাকে দশ মিনিট পরে ফোন করি?' ম্যাট ডেলি দেখল ডেনির মুখ থেকে বিস্ময়ের ভাব কেটে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠেছে ভয়।

'তুমি সিলভারলেকে একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারবে?' সে তার বন্ধুকে রেস্টুরেন্টের ঠিকানা বলল। তারপর রেখে দিল ফোন।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল ম্যাট।

টেবিলের ওপর কুড়ি ডলারের দুটি নোট রেখে তাড়াতাড়ি সিধে হলো ডেনি। 'জুরিরা ফিরে এসেছেন। তাঁরা ভারডিক্ট দিতে যাচ্ছেন।'

সাতষট্টি

৩০৬ নম্বর কক্ষে চরম হৈ-হট্টগোল চলছে। কে সবচেয়ে ভালো আসনটি দখল করবে তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে হাউকাউ, সংরক্ষিত মিডিয়া গ্যালারিতে ঢোকার জন্য ক্যামেরা ক্রুদের ঠেলাঠেলি, তারা তাদের ক্যামেরাগুলো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ধাক্কাধাক্কি করছে। বেশ কিছু প্রথম সারির পত্রিকা কোর্টহাউস ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি রায় দেয়া হবে তা কেউ আশাই করে নি। কিন্তু যখন খবরটা ছড়িয়ে গেল যে জুরিরা ফিরে আসছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বিচারক মুনোয আবার আদালত বসাবেন, সাংবাদিকরা সবাই পড়িমরি করে ছুটল বেভারলি হিলসে। অধৈর্য র‍্যালি ড্রাইভারদের মতো গাড়ির হর্ন টিপতে লাগল। অতি শীঘ্রি বাটন ওয়েতে রীতিমতো যানজট লেগে গেল। এমনকি ফুটপাতেও তিলধারণের জায়গা নেই। পথচারী এবং আজরাইল হত্যাকাণ্ডের উৎসাহী দর্শকরা দুটি বিশাল আউটডোর স্ক্রিনে লাইভ রায় দেখার জন্য ফুটপাত দখল করে ফেলেছে। জনতার ভিড়, এই বিশৃঙ্খলা কিন্তু জাজ ড্রেড খুব উপভোগ করছিলেন। আজ, প্রথমবারের মতো হলেও গোটা শহর তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

পুলিশ কারের প্যাসেঞ্জার ডোরের হ্যান্ডহোল্ড চেপে ধরে রেখেছে। তার মাথার ওপরে পুলিশের সাইরেন তারস্বরে ওঁয়া ওঁয়া চিৎকার জুড়ে দিয়েছে, চোখ ধাঁধানো নীল আর সাদা আলো নিয়ে জ্বলছে। ওরা ছুটে চলেছে আদালত প্রাঙ্গনে। ম্যাটের শ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

'আর বেশি দূরে নয়,' ট্রাফিক পুলিশ ওদেরকে ছেড়ে দিতেই বলল ডেনি। 'আশা করি ঠিক সময়েই পৌঁছে যাব।'

দৃপ্ত পদক্ষেপে হেঁটে আদালত কক্ষে ঢুকলেন বিচারপতি মুনোয। সকল আইনজীবী, বিবাদী এবং দর্শক তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। আসন গ্রহণ করার আগে মুনোয নাটকীয় ভঙ্গিতে একটু দাঁড়িয়ে থাকলেন। চোখ বুলালেন চারপাশে। যেন রাজা তাঁর রাজ্য দেখছেন। তিনি একে একে দেখলেন

উইলিয়াম বয়েস, প্রথম দুই সপ্তাহ প্রাণহীন উপস্থাপনা করে সবাইকে যে বিরক্ত করে তুলেছিল তবে তার ক্রস-এক্সামিনেশনই শেষে বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে এবং বিচারের মোড়টাই ঘুরিয়ে দিয়েছে।

আলভিন ডুব্রে, এই বুড়ো বোকচন্দরটি কথা বলেছে কম তবে নিজেই ক্লায়েন্ট মানচিনিকে চুপ করিয়ে রেখে সোফিয়া বাস্তাকে দিয়ে কথা বলিয়ে তার ফাঁসিতে ঝোলার রাস্তাটি সুগম করে দিয়েছে।

ইলেন ওয়াটস, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী তবে শেষদিকে স্রেফ অনভিজ্ঞতার কারণে নিজের ক্লায়েন্টকে লাগাম পরাতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে ইলেন যেটুকু খেল দেখিয়েছে তা মন্দ নয়।

বিচারপতির বামে দাঁড়িয়ে আছে অভিযুক্তরা। মানচিনি আগের মতোই হাসিখুশি মুডে আছে। আর সোফিয়া বাস্তাকে দেখে বোঝা মুশকিল সে কী ভাবছে। মাথাটা সোজা করে রেখেছে সে, হাতজোড়া ঝুলে আছে শরীরের দু'পাশে, চেহারা ভাবলেশশূন্য। তাকে দেখে নার্ভাস, আশাবাদী, ক্রুদ্ধ, অধৈর্য কিংবা হতাশ কিছুই মনে হচ্ছে না। সে যেন একটি ফাঁকা শেলেট, জীবনের পরবর্তী অধ্যায় কী লেখা হবে সে জন্য অপেক্ষা করছে। এবারে, জুরিদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে জাজ ফেডেরিকো মুনোয ওই অধ্যায়টি লিখে দেবেন।

এবং সেটাই হবে ওর জীবনের শেষ অধ্যায়।

মুনোযের ডানদিকে তিনটে আসন খালি। ওখানে ডেভিড ইশাগ, ম্যাট ডেলি এবং ডেনি ম্যাকগুইয়ারকে দেখা যাচ্ছে না।

ধ্যাত, মনে মনে বললেন মুনোয, ওরা নেই জানলে তিনি আরেকটু অপেক্ষা করতে পারতেন, নাটকের তিন প্রধান চরিত্র ছাড়া কি নাটক জমবে? তবে এখন দেরি হয়ে গেছে। অবশেষে আসন গ্রহণ করলেন বিচারক। ৩০৬ নম্বর কক্ষের সবাই যে যার সিটে বসল। তবে সারসের মতো ঘাড় লম্বা করে রাখল বাস্তা এবং মানচিনিকে দেখার জন্য।

এক এক করে জুরিরা আসতে শুরু করলেন।

আটষট্টি

আদালতের সামনে রাখা ব্যারিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে ডেনির ড্রাইভার এক গার্ডের সঙ্গে ঝগড়া করছিল।

'আর কোনো গাড়ি যেতে পারবে না' বলার মানে কী? এটা ইন্টারপোলের সহকারী পরিচালক ডেনি ম্যাকগুইয়ারের গাড়ি। তিনি যেখানে খুশি যেতে পারেন।'

'তাতে কিছু আসে যায় না,' ঘোঁত ঘোঁত করল গার্ড। 'আমার ওপর হুকুম আছে। আদালতের কাজ শুরু হওয়ার পরে কোনো গাড়ি ঢুকতে বা বেরুতে পারবে না।'

গাড়ি থেকে নেমে এলো ডেনি ম্যাকগুইয়ার। গার্ডের মুখের এত কাছে সে মুখ নিয়ে এলো যে নিঃশ্বাসে রসুনের গন্ধ পেল। 'তুমি যদি এই ব্যারিয়ার সরিয়ে আমাদেরকে এক্ষুনি ভেতরে ঢুকতে না দাও, তোমার চাকরি তো চলে যাবেই এবং এ শহরের আর কোথাও যাতে তুমি চাকরি না পাও সে ব্যবস্থাও আমি করব। তুমি যদি ভেবে থাকো আমি ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছি, ঠিক আছে তাহলে আমাদের ঢুকতে দিও না। তারপর দেখো তোমার অবস্থা কী হয়। তবে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তুমি মাত্র তিন সেকেন্ড সময় পাবে।

'এক।'

'দুই...'

ডেনি ম্যাকগুইয়ারের চোখের তারায় ইস্পাত কাঠিন্য সংকল্প দেখতে পেয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

'মি. ফোরম্যান। আপনারা কি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন?'

পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর বয়সী বিশালদেহী কালো মানুষটি গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালেন।

'জী, ইয়োর অনার।'

'এবং এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে নেয়া হয়েছে?'

'জী, ইয়োর অনার।'

বাইরে দর্শক নীরবে তাকিয়ে আছে বিশাল দুটি প্লাজমা টিভি পর্দায়। একটিতে দেখা যাচ্ছে ফোরম্যান (জুরির প্রধান সদস্য ও মুখপাত্র) দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পেছনে বসে আছেন জুরি বোর্ডের সদস্যরা। সবার চেহারা অতিশয় গম্ভীর।

দ্বিতীয় টিভি পর্দায় দেখা যাচ্ছে দুই বিবাদীকে। প্রিজনার বক্স থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে তারা, দেখে মনে হচ্ছে কেউ কাউকে চেনে না। কল্পনা করাও কষ্ট কৈশোর থেকে এরা একে অন্যের খেলার সাথী, বহু বছর ধরে বিবাহিত এবং একসঙ্গে মিলে ভয়ঙ্কর অপরাধগুলো করেছে।

ম্যাট ডেলির ভারী হুইল চেয়ারটা দ্রুত ঠেলে নিয়ে আসতে আসতে ডেনি হাঁপিয়ে গেছে বেদম। ৩০৬ নম্বর কক্ষের ডাবল ডোর দুটি মনে হলো স্বর্গের দরজা।

কিংবা নরকের।

'আমি দুঃখিত, স্যার,' শুরু করল এলএপিডি গার্ড। 'আদালত চলছে। জাজ মুনোয... ডেনির ইন্টারপোল আইডি দেখে তার জবান বন্ধ হয়ে গেল।

'আপনি ভেতরে যেতে পারেন, স্যার।' সসম্মানে দরজা খুলে দিল গার্ড। 'তবে আপনার বন্ধুকে আমি ঢুকতে দিতে পারব না।'

গার্ডকে অগ্রাহ্য করে ডেনি ম্যাটের হুইল চেয়ার নিয়ে ঢুকে পড়ল আদালত কক্ষে। ঘরটি এমন নীরব এবং ওদের অনুপ্রবেশ এতটা অপ্রত্যাশিত, সেকেন্ডের জন্য কয়েকশো মাথা ঘুরে গেল ওদের দিকে। তবে শুধু একজনের সঙ্গেই চোখাচোখি হলো ম্যাট ডেলির। ট্রায়াল শুরু হওয়ার পরে এই প্রথম সোফিয়া সরাসরি তাকাল ওর দিকে।

ম্যাটের ঠোঁট ফাঁক হলো নিঃশব্দে। 'লিসা।'

হাসল সে।

জাজ মুনোয তখন বলছেন, 'এন্ড্রু জেকসের ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জে প্রথম বিবাদী ফ্রান্সিস মানচিনিকে আপনারা কীভাবে দেখছেন?

'অপরাধী।'

কক্ষটিতে শব্দটি শোনাল বন্দুকের গুলির মতো।

'এবং দ্বিতীয় বিবাদী, সোফিয়া বাস্তা?'

'নিরপরাধ।' বললেন ফোরম্যান।

কোর্ট রুমে সবাই এমন জোরে শ্বাস টানল যেন পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে শোনা গেল শব্দটা। বাইরে জনতা এত জোরে চিৎকার করে উঠল, আদালতের পুরু দেয়াল ভেদ করে সে চিৎকার ক্ষীণভাবে ভেসে এলো। ক্যামেরাম্যানরা যখন বুঝতে পারল কী ঘটছে, সোফিয়ার মুখের ওপর জুম করল ক্যামেরা। ফোরম্যানের কথা শোনার পরে সেকেন্ডের জন্য সোফিয়ার প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তা দেখা গেল না কারণ তার চেহারায় আবার ভাবলেশহীনতা ফুটে উঠেছে। চোখ বুজল ম্যাট ডেলি। চেয়ারে এলিয়ে দিল গা। যেন কেউ তার পেটে ঘুষি মেরেছে। এমনকি জাজ মুনোয, বিখ্যাত জাজ ড্রেডও চমকে

গেছেন। তিনি পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর স্যার পিয়ার্স হেনলির কেস...'

আবার সিদ্ধান্তটি বিচারপতির বুকে ছুরি চালাল।

মানচিনি অপরাধী।

বাস্তা নিরপরাধ।

অপর দুই ভিক্টিমের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটল। শুধু ডেভিড ইশাগকে হত্যা চেষ্টার অপরাধে দুজনকেই দোষী সাব্যস্ত করা হলো।

জুরিদের ভারডিক্ট দারুণভাবে চমকে দিয়েছে ফ্রান্সিস মানচিনিকে। তার মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। স্যার পিয়ার্স হেনলির ভাই বিস্মিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন। মাইলস বেরিংয়ের পুরানো বান্ধবীরা কান্নায় ভেঙে পড়ল। তারা 'না! না!' বলে চিৎকার করতে লাগল।'

ডেনি ম্যাকগুইয়ার ভাবছিল সোফিয়া বাস্তার কথা। সে কারাগারে নিরাপদেই থাকবে। আজরাইলের হাতে আর কাউকে মরতে হবে না।

ডেনি ম্যাকগুইয়ার আর কোনোদিন অ্যাঞ্জেলা জেকসকে নিয়ে ভাববে না।

পঞ্চম খণ্ড

ঊনসত্তর

চার বছর পর...

'আমি দুঃখিত স্যার। পাস ছাড়া আপনাকে ঢুকতে দিতে পারব না।'

আলটাকিটো স্টেট হাসপাতালের গার্ডকে যারপরনাই দুঃখিত দেখাল। ক্যালিফোর্নিয়ার একমাত্র মহিলা সাইকিয়াট্রিক কারাগারে কয়েদিদের পাহারা দেয়া খুবই বিরক্তকর কাজ। আর এখানকার বেতনও অনেক কম। গেটে দাঁড়ানো গার্ডের বয়স মধ্য ষাট হলেও দেখায় আরও বেশি। মরুভূমির সূর্যের তাপে রিভার বেডের মতো চামড়া ঝলসে, কুঁচকে গেছে। তবে সে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ানো হাড্ডিসার সোনালি চুলের, লোকটির দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

লোকটিকে গার্ড এবারই প্রথম দেখছে না। প্রতি মাসেই লোকটি আসে, আলটাকিটো স্টেট হাসপাতালের সবচেয়ে আলোচিত কয়েদিটির সঙ্গে দেখা করার জন্য কাকুতি-মিনতি করে। কিন্তু ভদ্রমহিলা প্রতিবারই তার দর্শনার্থীকে ফিরিয়ে দেন।

ট্রায়ালে মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া *অ্যাঞ্জেল অব ডেথ,* যাকে এ নামে এখনও সম্বোধন করে ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো, এ হাসপাতালের সঙ্গে জীবনযাত্রা উপভোগ করছে। সে নিজের একখানা ঘর পেয়েছে, জানালা দিয়ে সুসজ্জিত বাগানের ওপরে মোজাভে মরুভূমির দৃশ্যপট দেখা যায়। তার দিনগুলো রুটিনবদ্ধ তবে দুঃসহ নয়, ঘণ্টাগুলো ভাগ করে দেয়া হয়েছে কাজ, ক্যারাম, বিনোদন এবং মানসিক চিকিৎসার মাঝে। সম্মোহন থেকে গ্রুপ থেরাপি সেশন সবই চলে সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্টে।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ম্যাট ডেলি এসবের কিছুই জানে না। সে সারাক্ষণ লিসাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছে– তার কাছে লিসা, সবসময় লিসাই থাকবে– ভাবে ওর কুকীর্তির জন্য। হাসপাতালে ওকে অন্যান্য কয়েদিরা না জানি কত অত্যাচার করছে, গালিগালাজ করছে। হাসপাতালের প্রধান সাইকিয়াট্রিস্টকে অনেক ই-মেইল পাঠিয়েছে ম্যাট লিসার খবর জানার অনুরোধ করে। ও কি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছে? ও কি হতাশায় ভুগছে? তাঁরা কি ম্যাটকে অন্তত এটুকু জানাতে পারবেন ম্যাট যে প্রতি রোববার তার লিসাকে চিঠি লেখে সেগুলো ওর কাছে ঠিকঠাক পৌঁছেছে কিনা। লিসা হয়তো জানে না

ম্যাট তার বিতর্কিত ডকুমেন্টারিটি বানিয়ে এখন সফল ও বিখ্যাত হয়ে গেছে। সে তথ্যচিত্রটির নাম দিয়েছে *আজরাইল : গোপনীয়তা এবং মিথ্যা...।* লিসা কি জানে ম্যাট তার সঙ্গে যোগাযোগের প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে? জানে কি যে অন্তত একজন বন্ধু তার দুঃখের সময় তাকে ছেড়ে যায় নি?

ই- মেইলের জবাব সব একইরকম। সবিনয়ে এবং সংক্ষেপে জানানো হয় ম্যাট ডেলি সোফিয়া বাস্তার পরিবার নয়। কর্তৃপক্ষ অনুমতি না দিলে রোগী তার বিষয়ে কোনো তথ্য বাইরের কাউকে জানাতে পারবে না। আর সোফিয়া বাস্তাকে এরকম কোনো অনুমতি দেয়া হয় নি।

'আমি জানি আমাকে যদি ও একবার দেখে, ও ওর মত পাল্টাবে,' এ নিয়ে শতবার গার্ডকে বলল ম্যাট। 'আপনি যদি আমাকে শুধু একবার কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভিজিটর্স লাউঞ্জে যেতে দেন... আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।'

'তা ঠিক আছে, স্যার। কিন্তু আমি তো আপনাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে পারব না।'

চিঠিটি আবার পড়ল সোফিয়া, কাগজের ওপর আদর করে হাত বুলাল, ভাবছে এ কাগজে ম্যাটের হাতের ছোঁয়া লেগে রয়েছে, যে হাত একদা স্পর্শ করত তাকে। শুরুটা অন্য সব চিঠির মতোই।

'প্রিয়তম লিসা...'

নিজের নামটি পড়তে ওর সবচেয়ে ভালো লাগে। ম্যাট ডেলির চিঠি যখনই সে পড়ে, ম্যাটের কথা যখনই ভাবে, নিজেকে ওর লিসা বলে মনে হয়। ট্রায়ালের পরে নিজের নামটা বদলে ফেলতে চেয়েছিল ও। *'লিসা। লিসা ডেলি।* নামটা উচ্চারণের মধ্যেও মধুর একটি ব্যাঞ্জনা রয়েছে। অবশ্য হাসপাতাল নামের এ কারাগারে নতুন নাম নিয়ে কী হবে? ওর জীবনে আর দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই, নতুন করে শুরু করার সম্ভাবনা নেই। এখানেই ওর সমাপ্তি।

কিন্তু ম্যাটের ব্যাপারটি তো তা নয়। ওর সামনে সুযোগ আছে, সম্ভাবনা আছে। রয়েছে ভবিষ্যৎ। ম্যাটকে আশা দিতে গিয়ে সে ওটা ধ্বংস করার কে? ম্যাটকে বেঁচে থাকতে হবে, লিসা মরে যাবে, এইই তো ব্যাপার।

সত্যকে আঁকড়ে ধরে রাখা বড্ড কঠিন। বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বাকি অংশটুকু তো ফ্যান্টাসি। ও বহুদিন ধরে মিথ্যাচারিতা করেছে। তবে ম্যাটের কাছে কখনও মিথ্যা বলতে চায় নি। ও যখন ম্যাটকে বলেছিল ওকে ভালোবাসে, সত্যি কথাই বলেছিল। যদি ম্যাটের সঙ্গে তার আগে পরিচয় হতো, অনেক আগে, ফ্রাংকি এবং বইয়ের আগে, সোফিয়া বাস্তার আগে, সে কে এ চেতনা হারিয়ে যাওয়ার আগে, তাহলে জীবন অন্যরকম হতো। আর এখন তার দিন কাটে খাঁচায় বদ্ধ জানোয়ারের মতো, তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে বৈদ্যুতিক বেড়া আর উষর মরু। ম্যাটের চিঠিগুলোই

এখন তার জন্য সবকিছু। কিন্তু সে এসব চিঠির জবাব দেবে না।

সোফিয়া চিঠি পড়তে লাগল।

'জানি না আমার চিঠিগুলো তোমার হাতে পৌঁছায় কিনা, মাই ডার্লিং। তবু আমি চিঠি না লিখে পারি না। আমি চিঠি লেখা বন্ধ করব না, লিসা, যতদিন না তুমি জানতে পারবে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি, যে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যে আমি কোনোদিন তোমার আশা ছাড়ব না যতই গার্ডরা আমাকে ফিরিয়ে দিক না কেন।'

ম্যাট 'তুমি' শব্দের বদলে 'গার্ডরা' লিখেছে। সোফিয়ার বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। ও সোফিয়াকে কোনোভাবেই দোষারোপ করতে চায় না।

'তুমি বিশ্রী একটা জায়গায় বন্দী হয়ে আছ মনে পড়লেই আমার বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। প্লিজ, ডার্লিং, কেউ তোমার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করলে কাউকে জানিয়ো। আমাকে জানাতে না চাও, তোমার আইনজীবীকে বলো কিংবা গর্ভনরের কাছে নালিশ দাও। এমনকি ডেনি ম্যাকগুইয়ারও তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে।'

ডেনি ম্যাকগুইয়ার। অদ্ভুত ব্যাপার, যখন সে ম্যাটের কথা ভাবে নিজেকে মনে হয় লিসা আর ডেনির কথা ভাবলে ও যেন অ্যাঞ্জেলা জেকস হয়ে ওঠে। বেচারি অ্যাঞ্জেলা। অপূর্ব সুন্দরী, তরুণী। সোফিয়ার সন্দেহ ডেনি হয়তো অ্যাঞ্জেলার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ম্যাটের চিঠি পড়তে পড়তে ও নস্টালজিক হয়ে ওঠে।

ম্যাটকে বেনামে কোনো মেসেজ পাঠিয়ে বলতে পারে ও ভালোই আছে। স্বাধীনতাটুকু খোয়ানো ছাড়া এ হাসপাতালের রুটিনের সঙ্গে ভালোই মানিয়ে নিয়েছে সোফিয়া। সে তার জীবনের অর্ধেক কাটিয়েছে বিভিন্ন এতিমখানায়, বাকি অর্ধেক দৌড়ের ওপর, শুধু পুলিশের কাছ থেকে নয়, নিজের অপছায়া থেকেও। ASH-এ তার দিনগুলো গৎবাঁধা। এখানে ওকে কেউ বিরক্ত করে না। ও কারো সঙ্গে মেলামেশাও করে না। মহিলারা সবাই ওর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে, কেউ কেউ হয়তো কামনাও করে কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রীয় জেলখানার মতো ASH-এ সমকামী খুব কম। সোফিয়া এ পর্যন্ত কোনো হুমকিতে পড়ে নি।

সত্তর

এ হাসপাতালে সোফিয়া একজন সেলিব্রেটি। বেশিরভাগ মহিলাই ওকে প্রশংসার চোখে দেখে। আজরাইল ভিক্টিমরা তাদের কাছে নোংরা, ধনী বুড়ো যারা ইচ্ছা করে তাদের ছেলেমেয়ে এবং বৌদের পরিত্যাগ করে চলে গেছে এবং পরে উচিত শিক্ষা পেয়েছে।

'উনি আজ আবার এসেছিলেন।'

পুরুষ নার্সের কণ্ঠে চমক ভাঙে সোফিয়ার। সে ম্যাটের চিঠি থেকে বিরক্ত মুখে তাকায়।

'তুমি ওর সঙ্গে এখনও দেখা করতে চাও না, না?'

মাথা নাড়ে সোফিয়া। 'আমি ক্লান্ত। আমি এখন ঘুমাব।'

পুরুষ নার্সটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গ্লাস ডোর প্যানেল থেকে উঁকি মেরে দেখল বাঙ্কের ওপর শুয়ে চোখ বুজেছে সোফিয়া। *একজন নারীর পক্ষে প্রতিদিন কি সুন্দরতর হয়ে ওঠা সম্ভব?*

নার্সটির নাম কার্লোস হার্নান্দেজ ASH-এর স্বল্প ক'জন পুরুষ সাইকিয়াট্রিক স্টাফদের সে একজন। এ হাসপাতালে কাজ করা ছিল তার 'স্বপ্নের চাকরি'। 'ওয়েল কাম টু আলটাকিটো,' ওর কলিগরা ওকে ঠাট্টা করে বলত, 'জনসংখ্যা দুই হাজার। এক হাজার নয়শো নিরানব্বই জন উন্মাদ মাগী... এবং তুমি!' তবে সত্য হলো এই এখানে আসার পরে কার্লোস জীবনেও এরকম এককীত্ববোধ করে নি। হ্যাঁ, তার চারপাশে মেয়ে মানুষ গিজগিজ করছে বটে কিন্তু কারও সঙ্গেই তার সখ্য গড়ে ওঠে নি। বন্ধুত্ব কিংবা প্রেমের সম্পর্ক দূরে থাক। তার যে মহিলা সহকর্মী রয়েছে তাদের গড় বয়স বিয়াল্লিশ, ওজন ১৮০ পাউন্ড। দুই হাজার নারী পরিবেষ্টিত একটি মানসিক হাসপাতাল অথচ এখানে সুন্দরী বলতে কেউই নেই।

Water, water everywhere but not a drop to drink.

তবে সোফিয়া বাস্তা সবার থেকে আলাদা। তারও বয়স হয়েছে, বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী চল্লিশ-একচল্লিশ বছর বয়স, তবে দেখতে লাগে দশ বছর কম এবং কার্লোসের দেখা নারীকুলের মধ্যে সবচেয়ে রূপবতী সে। সোফিয়ার মাখন কোমল ত্বক, ছিপছিপে গড়ন, ভরাট শরীরী সম্পদ কার্লোসের ফ্যান্টাসিতে ফুয়েল দিতে পারত। কিন্তু কার্লোস

সোফিয়াকে নিয়ে কখনও কুচিন্তা করে না। সে সোফিয়ার মানসিক অসুস্থতার কথা জানে। যদিও ওর সঙ্গে কথা বলার সময় বোঝাই যায় না এ মেয়েটি একটি সাইকোপ্যাথ, মানুষ খুন করতে পারে, অত্যন্ত বিপজ্জনক। সোফিয়াকে দেখলে মনে হয় তার মতো মিষ্টি, সুন্দর, ভালো মেয়ে জগতে দ্বিতীয়টি নেই।

কাচের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে কার্লোস দেখল সোফিয়ার কাঁধ জোড়া কাঁপছে। সে আইন বিরুদ্ধ একটি কাজ করে বসল। দরজা খুলে ফিরে এলো ঘরে, বসল সোফিয়ার বিছানার পাশে।

'কেঁদো না,' নরম গলায় বলল কার্লোস। 'যদি কারও সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা না করে তাহলে দেখা করতে হবে না।'

ঘুরল সোফিয়া, আশ্চর্য গলানো চকোলেট চোখে তাকাল কার্লোসের দিকে। কার্লোসের পেটের ভেতরে ফড়ফড় করে উড়তে শুরু করল প্রজাপতি।

'আমি ওর সঙ্গে দেখা করতাম,' বিড়বিড় করে বলল সোফিয়া, 'যদি কোনোদিন এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারতাম। যদি আমার ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকত, ওকে কিছু দেয়ার আমার থাকত। কিন্তু ওকে যেহেতু আমার কিছু দেয়ার নেই তাই আমি চাই ও আমাকে ভুলে যাক।'

'একটু বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করো,' কার্লোস ওর গায়ে কম্বল টেনে দিল, মাথায় আদর করে হাত বুলাতে লাগল। মুখ তুলে একবার দেখে নিল কেউ ওকে দেখেছে কিনা। না কেউ দেখেনি। উইংটি জনশূন্য, ভিজিটিং ডেতে সবসময়ই এরকম থাকে।

কার্লোস হার্নান্দোজের কখনও ম্যাট ডেলির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। তবে একটা কথা সে ইতোমধ্যে জেনে গেছে ম্যাট কোনোদিন সোফিয়াকে ভুলতে পারবে না।

সোফিয়া অবিস্মরণীয়।

ইন্টারস্টেট অভিমুখে চলেছে ম্যাট ডেলি। রাস্তায় তার নতুন রেঞ্জ রোভার ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি নেই। ওর চারদিকে খাঁ খাঁ মরুভূমি, শূন্যতা আর ধূলার সাগর। *আমার জীবনের মতো। দীনহীন। হতশ্রী।*

কয়েক বছর যন্ত্রণাদায়ক ফিজিক্যাল থেরাপির পরে আবার হাঁটতে পারছে ম্যাট। এখন ছড়ি নিয়ে ও হাঁটাহাঁটি করে। আজরাইল কেসের ওপর ভিত্তি করে তার তথ্যচিত্র দারুণ নাম কামিয়েছে। সে এ তথ্যচিত্রে সমস্ত হত্যার দায়ভার চালিয়ে দিয়েছে ফ্রান্সিস মানচিনির কাঁধে। গোটা বিশ্ব জয় করেছে ম্যাটের ডকুমেন্টারি। অনেক টাকাও সে পেয়েছে। সে এখন ধনী মানুষ। তবে তার মনে একটুও শান্তি নেই। সারাক্ষণ লিসার কথা ভাবে। চার বছর ধরে লিসার সঙ্গে দেখা করতে আসছে সে এখানে। কিন্তু একবারও দেখা করতে পারে নি। প্রবল হতাশায় ভুগছে ম্যাট। তাই সে ইদানীং আত্মহত্যার কথা ভাবছে। একদিন সে হয়তো সত্যি আত্মহত্যা করে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উর্ধ্বে চলে যাবে...

একাত্তর

ব্রেন্টউডে, লো পেইন কুওটিডিয়েন রেস্টুরেন্টের কোণার দিকের একটি টেবিল দখল করে তৃপ্তির সাথে কফি পান করছে ক্লেয়ার মাইকেলস। এটা জুন মাস, তার ভাই ম্যাট আলটাকিটো হাসপাতালে সর্বশেষ ভিজিটের পরে নয় মাস পার হয়ে গেছে। অবশেষে মনে হচ্ছে সবার জীবনে ফিরে এসেছে শান্তি। ক্লেয়ার স্যান ভিসেটিতে নতুন মার্সিডিস কনভার্টিবল চালিয়ে এসেছে। গত মাসে, জন্মদিনে তার ভাইয়া তাকে এটি উপহার দিয়েছে। গত অক্টোবরে ক্লেয়ারকে ফোন করে কাঁদছিল ম্যাট। কান্নার তোড়ে প্রায় বোঝাই যাচ্ছিল না সে কোথায় আছে। পরে ক্লেয়ার তাকে ওয়াইল্ডউডের টোনুকা লেকে, একটি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে নিয়ে যায়। ওখানে ভর্তি করে ম্যাটকে। তার ভাই তখন তার নিজের নামটাও ভুলে গিয়েছিল।

তবে অলৌকিকভাবে সেরে উঠছিল ম্যাট। দশ দিন পরে সে ভিজিটরদেরকে চিনতে শুরু করে। আট সপ্তাহ পরে সে তার ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি পায়। মনে হয় লিসা বেরিংকে সে ভুলে গেছে। ভাইকে প্রথম যখন সে হাসতে দেখেছিল আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল ক্লেয়ার। ম্যাটের মুখ শুধু নয়, তার চোখ হাসছিল, তার সারা শরীর হাসছিল পুরানো দিনের মতো। প্রয়োজনীয় কুড়ি পাউন্ড ওজন ফিরে পেয়েছিল সে, কাজে আবার যোগ দেয় এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। সবচেয়ে জরুরি বিষয় সে লিসা, সোফিয়া, এন্ড্রু জেকস কিংবা আজরাইল মার্ডার সংক্রান্ত একটি বাক্যও আর উচ্চারণ করে নি।

তবে আরও মিরাকল ঘটার তখনও বাকি ছিল।

রিহ্যাবে কেসি নামে এক ডিভোর্সি মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ম্যাটের। মদ্যপানের অভ্যাস কাটিয়ে উঠছিল কেসি। দুজনের মধ্যে খুব দ্রুত ভাব হয়ে যায়।

কেসি ভারী মিষ্টি এবং উষ্ণ একটি মেয়ে। গত সপ্তাহে তার সঙ্গে ম্যাটের এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে।

'হাই, সিস, সরি আয়াম লেট।'

খাকি শটর্স আর নীল রঙের VCLA টি-শার্ট পরনে, টেবিলগুলোর মাঝ দিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছিল ম্যাট। স্বাস্থ্যবান এবং সুখী লাগছিল ওকে।

'হাই,' হাসল ক্লেয়ার। 'কেসি আসে নি তোমার সঙ্গে?'

'ওকে পিলেট ক্লাসে ড্রপ করে দিয়ে এলাম। কেন আমি হলে চলবে না?'

'খুব চলবে,' হাসতে হাসতে সোনালি র‍্যাপিং পেপারে মোড়া একটি ছোট প্যাকেট ভাইয়ের দিকে এগিয়ে দিল বোন।

একটা ভুরু তুলল ম্যাট।'আমার জন্য?'

'অ্যাই, আমি কি উপহার দিতে পারি না? এটা এনগেজমেন্ট গিফট। তবে উত্তেজিত হতে হবে না। খুব সাধারণ উপহার।'

র‍্যাপিং পেপার খুলে ফেলল ম্যাট। ভেতরে সাধারণ তবে বেশ সুন্দর একটি অ্যান্টিক ঘড়ি। ঘড়ির পেছনে M এবং C অক্ষর দুটি খোদাই করা, সঙ্গে এনগেজমেন্টের তারিখ।

'উত্তেজিত হবো না? মাই গড, ক্লেয়ার। অসাধারণ জিনিস। নিশ্চয় অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেছে তোমার।'

'তেমন না,' মিথ্যা বলল ক্লেয়ার। 'তুমি খুশি হয়েছ দেখে আমিও খুশি, ভাইয়া।'

ম্যাট নিজের জন্য দুটি সফট বয়েলড ডিম আর স্যামন স্যান্ডউইচ এবং ক্লেয়ারের জন্য ডাক ব্রেস্ট পানিনির অর্ডার দিল। ক্লেয়ার একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে। ভাইয়া কি বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করেছে? ভেনু ঠিক করেছে? অতিথিদের তালিকায় কে কে আছেন? ডেনি এবং সেলিন ম্যাকগুইয়ার কি ফ্রান্স থেকে আসবে? ডেনির সঙ্গে ম্যাটের কি আদৌ যোগাযোগ আছে?

ধৈর্য ধরে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল ম্যাট। বিয়েতে সে তেমন ধুমধাম করবে না। বিয়েটা হবে ব্রেন্টউড পার্কে ম্যাটের কেনা নতুন বাড়ির বাগানে। ম্যাকগুইয়ার দম্পতিকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে তবে ওরা আসতে পারবে কিনা সন্দেহ। কারণ তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। আর সবচেয়ে ছোটটা নবজাতক। অতটুকু বাচ্চা নিয়ে এতদূরে আসা মস্ত ঝক্কি। তবে ওরা খুব ভালো আছে, ই-মেইলে জানিয়েছে ডেনি।

আজরাইল ডকুমেন্টারি রিলিজ হওয়ার পরে শ্যাম্পেনের বোতল পাঠিয়ে ম্যাটকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ডেভিড ইশাগ এবং চিঠিও লিখেছিলেন। কেসির সঙ্গে ম্যাটের বিয়ে হবে ওর জীবনের নতুন, সুখী অধ্যায়। সোফিয়া বাস্তামেন্তের পুরানো বইটা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

কুড়ি মিনিট পরে রেঞ্জ রোভার চালিয়ে কেসির ক্লাসের দিকে যাচ্ছিল ম্যাট। সে হাত বাগিয়ে রেডিওর সুইচ অন করল। NPR নিউজ হচ্ছিল। লক্ষ্মী সিংয়ের মিষ্টি কণ্ঠ ভেসে এলো।

'ব্রেকিং নিউজ,' বলে চলেছেন লক্ষ্মী সিং। 'ফ্রাংকি মানচিনি, লোকের কাছে যার পরিচয় আজরাইল কিলার হিসেবে, সে সেন্ট্রাল ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান কুয়েনটিন

কারাগারে আত্মহত্যা করেছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে চারটি হত্যাকাণ্ডের দায়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ছিল মানচিনি। এ বছরের শেষের দিকে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। আজ সকালে মানচিনিকে তার নিজের কারা প্রকোষ্ঠে রশিতে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

মানচিনি মারা গেছে।

ফ্রাংকি মানচিনিকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত ম্যাট। এ লোকটা মারা গেছে শুনে তার খুশিতে লাফিয়ে ওঠার কথা।

কিন্তু কেন জানি কোনো অনুভূতি জাগছে না ম্যাটের।

কেসি গাড়িতে এসে বসল। সে মানচিনির মৃত্যুর খবর একটু আগেই শুনেছে। লকার রুমে সিএনএন-এর খবর হচ্ছিল।

'তুমি ঠিক আছ তো?' ম্যাটকে জিজ্ঞেস করল সে।

'হুঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিল ম্যাট।

'ভাবছি কীভাবে ঘটনাটা ঘটল। ফাঁসির আসামিদের না চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় রাখার কথা?'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ম্যাট। সে ফ্রাংকি মানচিনি কিংবা কীভাবে সে কারাগারের কর্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে তা নিয়ে ভাবছে না। সে ভাবছিল আরেকজন কয়েদির কথা, যে কয়েদিটি আরেকটি দেয়ালের ওপাশে রয়েছে, সে এবং কেসি যেখানে বসে কথা বলছে, ওই কয়েদিটি রয়েছে সেখান থেকে একশো মাইল উত্তরে। এ কয়েদিটির কথা অনেকদিন ভাবে নি ম্যাট। যাকে ভুলে যাওয়ার জন্য নিজেকে সে ট্রেনিংও দিয়েছে।

ও কি কষ্ট করছে? ভোগ করছে যাতনা? ওর দুঃখ আর দুর্দশার কথা ভাবতে গিয়ে মুখটা কুঁচকে গেল ম্যাটের।

'তেমার কী হয়েছে?' দুশ্চিন্তা কেসির মুখে। 'বিয়ের প্ল্যানার নিয়ে না হয় অন্য দিন কথা বলি?'

বিয়ের প্ল্যানার। ধ্যাত ম্যাট তো এর কথা ভুলেই গিয়েছিল। শারীরিক বোঝার মতো সে লিসাকে জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিল।

'আমি ঠিক আছি,' জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ম্যাট। 'চলো, ওই কেকটার অর্ডার দিয়ে আসি।'

বাহাত্তর

ম্যাট এবং কেসি ডেলির বিয়েটা ব্রেন্টউডের বাগানে অনুষ্ঠিত হলো অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে, সুচারুভাবে। বাড়ি ফুলে ফুলে ভরে গেল, ঝলমলে সূর্যের আলোয় হাসি মাখা মুখে বর আর কনেকে খুবই সুখী মনে হচ্ছিল। বিয়েতে পরিবারের কয়েকজন সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব এলো। সবাই মিলে খুব মজা করল।

ম্যাট এবং কেসির মধুচন্দ্রিমাও খুব মজার হলো। হাইতিতে হানিমুন করতে গেল ওরা। দুজনে ঘুমাল, সমুদ্রে ডুব দিল, তারার আলোয় প্রেম করল। মাঝে মাঝে ইন্দোনেশিয়ার স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছিল ম্যাটের। তবে জোর করে সে ওইসব স্মৃতি বের করে দিল মন থেকে। বাইরের দুনিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল সে। প্রতিদিন নীল সাগরে সাঁতার কাটল, বাড়ি থেকে সৈকতে হেঁটে গেল ছড়ি ছাড়া এবং ফিরেও এলো লাঠির সাহায্য না নিয়ে। কেসির সঙ্গে তার বিয়েটা তাকে সবদিক থেকেই সুস্থ করে তুলছিল। কেসির প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করছিল ম্যাট।

তবে ওরা যেদিন লস এঞ্জেলেসে ফিরে এলো সেদিন একটা ধাক্কা খেল। ক্লেয়ার মাইকেলস এসেছিল ওদেরকে নিয়ে যেতে। তবে ক্লেয়ার এবং তার স্বামী ডগের সঙ্গে ইউনিফর্মধারী দুজন পুলিশ কর্মকর্তাকে দেখে ওদের বুক ধক করে উঠল। কাস্টমসে, একটি প্রাইভেট রুমে ওদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

'কী ব্যাপার?' আতঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল কেসি।' 'ব্রানডনের কিছু হয় নি তো?' ব্রানডন কেসির প্রথম স্বামীর ঔরসজাত সন্তান।

'আপনার ছেলে ঠিক আছে, ম্যাম,' বয়সী পুলিশ কর্মকর্তাটি তাকে আশ্বস্ত করল। 'আমরা আসলে এখানে এসেছি ভিন্ন কারণে। যদি আপনাদেরকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়।'

'কীসের প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে?' প্রশ্ন করল ম্যাট।

ক্লেয়ার তার ভাইয়ের হাত ধরল। 'ভাইয়া... তুমি যখন দেশের বাইরে ওই সময় মারা গেছে সোফিয়া বাস্তা। গত বুধবার ঘটেছে ঘটনা। তবে তোমাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পারি নি।'

'মারা গেছে?' চমকে উঠল ম্যাট। 'মানে? কীভাবে?'

'অ্যাক্সিডেন্ট,' জবাব দিল পুলিশম্যান। 'পাবলিক জানত না গত ছয় মাস ধরে আলটাকিটোতে সোফিয়াকে সীমাবদ্ধ কিছু স্বাধীনতা দেয়া হয়। ধারণা করা হয় তার মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং সমাজের জন্য সে আর বিপজ্জনক নয়।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকায় ম্যাট।

'সে পাহাড়ের কোথাও হাইকিং করতে বেরিয়েছিল,' বলে চলল পুলিশ কর্মকর্তা। 'ঘটনা ঘটার সময় তার সঙ্গে আরও দুজন পেশেন্ট এবং চারজন স্টাফ ছিল।'

বাকি অংশটুকু বর্ণনা করল ক্লেয়ার। 'সোফিয়া পা পিছলে গভীর খাদে পড়ে যায়। ওরা পুলিশ ডেকেছিল, সার্চ অ্যান্ড রেসক্যু হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছিল। ওকে উদ্ধারের জন্য সব রকম ব্যবস্থাই করা হয়েছিল কিন্তু সোফিয়া খাদের যে ফাটলটার মধ্যে পড়ে যায় ওটা ছিল অবিশ্বাস্যরকম সরু আর মাইলখানেক গভীর। ওরা লাশ খুঁজে পায় নি। ভাইয়া ও খুব বেশি কষ্ট পেয়ে মারা যায় নি।'

ম্যাট তার বোনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'ওরা শিওর ও মারা গেছে?'

'একশোভাগ শিওর। সোফিয়া পড়ে যাওয়ার সময় একজন গার্ড এবং একজন পেশেন্ট ছিল। ওই পতনে কারও বেঁচে থাকার কথা নয়। লাশ তুলে আনতে হেলিকপ্টার বৃথাই গিয়েছিল।'

'ম্যাট... হানি,' স্বামীর কোমর জড়িয়ে ধরল কেসি। 'তুমি একটু বসবে?'

'মিডিয়া তোমাদের আসার খবর পেয়ে বাইরে ভিড় করেছে,' জানাল ক্লেয়ার। 'ওরা তোমার প্রতিক্রিয়া জানতে চায়।'

কেসি আতঙ্কিতবোধ করল। তার উদ্বেগাকুল চেহারা দেখে একজন পুলিশ কর্মকর্তা আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ভয় নেই, মিসেস ডেলি। আমরা আপনাদেরকে এসকর্ট করে নিয়ে যাব বাইরে। ওখানে আমাদের একটি গাড়ি অপেক্ষা করছে।'

মিসেস ডেলি শব্দটি যেন ঝাঁকি মেরে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল ম্যাটকে। কেসি এখন তার স্ত্রী। ওর কেসির জন্য চিন্তা করা উচিত, নিজের জন্য নয়।

'আমি ঠিক আছি,' কেসিকে বাহুডোরে টেনে নিল ম্যাট।

'একটা শক পেয়েছিলাম। এখন ঠিক হয়ে গেছি। তবে ওর জীবনে যা ঘটেছে ভালোই হয়েছে। সারাজীবন কারাগারে বন্দী থেকে, বুড়ি হয়ে মরে যাওয়ার চেয়ে এটাই ভালো হয়েছে। অতীত নিয়ে সত্যি আর আমাদের কাউকে ভাবতে হবে না।'

স্বামীর দিকে মুখ তুলে চাইল কেসি ডেলি। প্রবল স্বস্তিতে তার চোখে জল এসে গেল।

যাক অবশেষে দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটল। চিরজীবনের জন্য।

তিয়াত্তর

আঠারো মাস পরে...

মহিলাটি সকলের নজর এড়িয়ে স্টারবাকসে ঢুকে পড়ল। বিরাট লম্বা লাইন। সকাল নয়টা, স্কুলে ছেলেমেয়েদের পৌঁছে দিয়ে তাদের মায়েরা এখন জিমনাশিয়ামের পথ ধরেছে। সবার মতো মহিলারও পরনে একই রকম ইউনিফর্ম হার্ড টেইল ইয়োগা প্যান্ট, নাইকি স্নিকার্স এবং অ্যাডিডাস রানিং টপ। তার অপূর্ব সুন্দর মুখখানা ঢাকা পড়েছে একজোড়া ক্লোয়ি এভিয়েটরের আড়ালে। কাঁধ সমান সোনালি লম্বা চুল পনিটেইল করে বাঁধা।

ম্যাট ডেলি তার কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত। ভ্যানিটি ফেয়ার-এর জন্য সে স্ক্রিপ্ট লিখছে। হলিউডে ছবিটি বানানো হবে। আজরাইলকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজের প্রথম ভালোবাসা কমেডি রচনায় ফিরে গেছে সে। ক্যারিয়ারের ঊর্ধ্বগতি বেশ উপভোগ করছে ম্যাট। তার মনটা আজ বেশ খুশি খুশি। কেসির বাচ্চা হবে। উল্লসিত ম্যাটের বিশ্বাস তার মেয়ে হবে।

'এ সিটটায় কি কেউ বসবে?'

ম্যাটের পাশে কফির কাপ হাতে এক মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে।

'জী, না,' ম্যাট একপাশে সরে গিয়ে তাকে বসার জায়গা করে দিল। মহিলা প্রথমে কফির কাপটি টেবিলে রাখল। তার হাত এবং নড়াচড়া নজর কাড়ল ম্যাটের। কার কথা যেন মনে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষটা কে মনে পড়েও পড়ছে না।

'আশা করি আমি আপনাকে বিরক্ত করছি না। এখানে মানুষের এত ভিড় যে...'

সেই কণ্ঠ ম্যাটের হাতের লোম সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল।

ম্যাট তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে দেখে মহিলা সানগ্লাস খুলে ফেলল। 'কী ব্যাপার?'

হাসল সে। 'দেখে মনে হচ্ছে ভূত দেখেছ।'

কাঁপা হাতে দরজা বন্ধ করল ম্যাট। হোটেলটি খুব দামি, জমকালো এবং নির্জন। এসব হোটেলে ধনী মানুষরা তাদের রক্ষিতাদেরকে নিয়ে আসেন।

আমি কি এখন তাই? উত্তেজিত একজন ধনী মানুষ?

সে কিছুক্ষণ আগে কেসিকে ফোন করে বলেছে, তার আজ বাসায় ফিরতে দেরি হবে। একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কেসি ওর কথা বিশ্বাস করেছে। ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি তার স্বামী কোথায়, কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

সোফিয়া বাস্তা বসে আছে বিছানায়। অনেক কথা বলার আছে, অনেক কিছু ব্যাখ্যা করার রয়েছে। হাজারবার এ মুহূর্তটির কথা ভেবেছে সোফিয়া, এখন সত্যি সত্যি এখানে এসে পড়েছে কিন্তু কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না।

'জানি তুমি বিয়ে করেছ,' ইতস্তত গলায় বলল সে। 'আমি তোমার কোনো কিছু ধ্বংস করে দেয়ার জন্য আসি নি। আবার তোমার জীবনটা আমি ধ্বংস করতে চাই না।'

'তুমি আমার জীবন ধ্বংস কর নি,' বলল ম্যাট। 'আমি নিজেই আমার জীবন ধ্বংস করেছি।'

'তবে সব কথা ব্যাখ্যা করার জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার দরকার ছিল। একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করেছিলাম এবং তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল... তোমাকে জানানো দরকার ছিল....' সে কাঁদতে শুরু করল। 'আমি ওই জায়গায় থাকতে পারি নি। ওরা আমাকে জ্যান্ত কবর দিচ্ছিল।'

'শ্‌শ্‌,' ম্যাট ওর পাশে এসে বসল। ওকে জড়িয়ে ধরল।

'ইটস ওকে।' সোফিয়ার চেহারা একদমই বদলে গেছে। সার্জারি এবারে ওর মুখখানা আমূল বদলে দিয়েছে। তবে ওকে জড়িয়ে ধরে আছে ম্যাট, সেই আগের মতো অনুভূতি হচ্ছে। ওকে পেতে প্রচণ্ড ইচ্ছে করছে। কেসির মুখখানা মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু তীব্র কামনার স্রোত কেসির মুখ ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

'আমি একটা নতুন পাসপোর্ট এবং নতুন পরিচয়পত্র পেয়েছিলাম,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে চলল সোফিয়া। 'আমার নামটাও আমি বদলে ফেলি।' বিছানার পাশে রাখা পার্স খুলে ম্যাটকে একটি ক্যালিফোর্নিয়া ড্রাইভারের লাইসেন্স দিল সে। সেই একই গলানো চকোলেট রঙা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সোফিয়া। ছবির নিচে নাম লেখা *লিসা ডেলি।*

'আশা করি তুমি রাগ কর নি। আমার এ নামটিই পছন্দ হলো।'

লাইসেন্সটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ম্যাট সোফিয়াকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল বিছানায়, এমন আগ্রাসী চুম্বন করল যে ওর শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। নিজের শরীরের ওপর ম্যাটের শরীর টের পেল সোফিয়া। সেই শক্তি। সেই আবেগ। ও টান মেরে ছিড়ে ফেলল সোফিয়ার ড্রেস, নিজেরটাও। সোফিয়াকে সে ভূতে পাওয়া মানুষের মতো আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে। নগ্ন দেহ নিয়ে অবশেষে সে সোফিয়ার শরীরে প্রবেশ করল একটা চিৎকার দিয়ে। গোঙানি আর উল্লাস মেশানো চিৎকার, 'লিসা!'

'ম্যাট!' সোফিয়া দুই পা দিয়ে ম্যাটের কোমর জড়িয়ে ধরল। ওকে চুমু খেতে খেতে বলল, 'আই লাভ ইউ! আয়াম সরি। আই লাভ ইউ সো মাচ।'

চরম উত্তেজনাকর অবস্থায় পৌঁছে গেছে ম্যাট। সে সোফিয়ার দুই নিতম্ব চেপে ধরে

প্রবল বেগে ওর ভেতরে ঠেলে ঠেলে ঢুকতে পাগল। ঝড় থেমে গেলে হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠল ম্যাট।

'আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না। ডোন্ট লিভ মি, লিসা। তুমি আমাকে যা করতে বলবে তা-ই করব।'

ওরা আবারও প্রেম করল, বেশ কয়েকবার। গোধূলি পর্যন্ত চলল ওদের মিলন। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙার পরে ম্যাট রুম সার্ভিসকে ডেকে দুটো ডিলাক্স চিজবার্গার আর ফ্রাই দিতে বলল। পেট পুরে খেল দুজনে। অবশেষে, সন্ধ্যা সাতটার দিকে কথা বলতে শুরু করল লিসা। বলল নিজের অসুস্থতার কথা। জানাল বহু বছর পরে কীভাবে এর ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে, আর ওকে ওষুধ খেতে হয় নি।

'প্রথম প্রথম ওষুধ না খেলে ভয় লাগত। কিন্তু ওষুধ খেলে মনে হতো আমি কুয়াশার মধ্যে আছি। ওষুধ ছাড়ার পরে এই প্রথম মনে হচ্ছে আমি ফিরে পেয়েছি নিজেকে।'

সে কার্লোস হার্নান্দেজ নামে একটি 'ভালো লোক'-এর কথা বলল। পেশায় সাইকিয়াট্রিক নার্স। সে-ই লিসার অ্যাক্সিডেন্ট নাটক সাজিয়েছিল। পাহাড়ে একটি অ্যানিমাল ট্র্যাপ তৈরি করে সে যাতে বোঝা যায় লিসা খাদে পড়ে গেছে। যদিও লিসা ওই সময় খাদের মুখ থেকে কয়েক ফুট নিচে লুকিয়ে ছিল। লিসার খাদে পড়ে যাওয়ার একমাত্র সাক্ষী ছিল উনিশ বছরের একটি মেয়ে যাকে হ্যালুসিনেশনের চিকিৎসা করা হচ্ছিল। কার্লোস দলের লোকজন নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যায় ওই ফাঁকে লিসা একটি নির্জন হান্টিং লজে গিয়ে ওঠে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই হান্টিং লজটির ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিল কার্লোস।

'কার্লোস কি তোমার প্রেমিক ছিল?' প্রশ্নটা করে নিজেই লজ্জা পেল ম্যাট।

'আরে না।' কপাল কোঁচকাল লিসা। 'ও বোধহয় আমাকে ভালোবাসত। বেচারি প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে আমাকে পালাতে সাহায্য করেছিল। ওর চাকরিও চলে যায়। ও নিজের খরচে আমাকে দক্ষিণ আমেরিকা পাঠিয়ে দেয় প্লাস্টিক সার্জারি করার জন্য। আমি আট মাস ছিলাম ব্রাজিলে। সুস্থ হয়ে ওখানে কাজ করেছি। আমেরিকায় ফিরে এসে দেখি কার্লোস চলে গেছে।'

'তুমি ক্যালিফোর্নিয়া ফিরেছিলে ওর সঙ্গে থাকার জন্য?'

হেসে উঠল লিসা। 'মাই গড, ম্যাট। এত জেলাস হওয়ার কী আছে? হ্যাঁ, আমি ওর জন্য ফিরেছিলাম। ওর কাছ থেকে ধার নেয়া টাকা ফেরত দিতে এবং ওকে ধন্যবাদ জানাতে। তবে তোমার সঙ্গে দেখা করতেও ইচ্ছে করছিল আমার। খুব বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলাম আমি। তবে বললাম না তোমাকে সব কথা বলার দরকার ছিল।'

'হ্যাঁ, এখন আমি সব কথা জানি।'

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাট, চলে এলো জানালার ধারে। চিরচেনা লস এঞ্জেলেস আজ কেন জানি অচেনা লাগছে। যেন এ শহরকে আগে কখনও দেখে নি।

এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে কেসি তার জন্য অপেক্ষা করছে। কেসি, ব্রানডন এবং তাদের অনাগত সন্তান। অপেক্ষা করছে ওর জন্য। ওর ওপর ওদের অগাধ বিশ্বাস। প্রিয়, মিষ্টি কেসি।

'বৌয়ের কথা ভাবছ?'

মাথা দোলাল ম্যাট। 'ও প্রেগন্যান্ট।' বলতে চায় নি কিন্তু মুখ দিয়ে কীভাবে যেন ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাটা।

'ওহ!' লিসার মুখটা একটু ম্লান হয়ে গেল। ম্যাটের সঙ্গে মিলিত হতে আজ সে কোনো অপরাধবোধ ভোগে নি। যা ঘটেছে তা ঘটতই। ওদের দুজনের ভালোবাসা, বন্ধন খুবই মূল্যবান। তাছাড়া ম্যাট বিহনে কেটেছে তার বহু বছর– সে কি কিছুক্ষণের জন্য প্রকৃত সুখের এই মুহূর্তগুলো পাবার অধিকার রাখে না?

কিন্তু সন্তান...? এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। একজন নারী কী করে একজন পুরুষকে তার সন্তানকে ত্যাগ করার কথা বলতে পারে? আর সে কেমন পুরুষ যে তার স্ত্রী আর সন্তানকে ছেড়ে চলে আসে? ম্যাট ডেলি এ কাজ কোনোদিনই করবে না লিসা ভালো করেই জানে। এজন্যেই লিসা ওকে এত ভালোবাসে।

'তোমার যাওয়ার সময় হলো।'

ঘুরল ম্যাট। ও এমন বিধ্বস্ত বোধ করছে যে আর কাঁদতে পারছে না। তবে চেহারাটা একদম শুকিয়ে আছে। ও যে কথাটা বলল তা বলতে পারবে ভাবেই নি।

'হ্যাঁ, লিসা।' ফিসফিস করল ম্যাট। 'আমার যাওয়ার সময় হলো। আমি দুঃখিত, আমাকে বিদায় দাও।'

চুয়াত্তর

মরক্কো একটা স্বপ্নের মতো, যেন রূপকথা। ম্যাট আমেরিকা ত্যাগ করার সময় খুব কম টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সমস্ত টাকা-পয়সা কেসি এবং তার সন্তানদেরকে দিয়েছে। চলে আসার আগে এর বেশি কিছু সে করতে পারে নি। কোনো ব্যাখ্যাও দেয় নি কেন যাচ্ছে। অপরাধবোধে ভুগছে ম্যাট। কেসিকে সে দুঃখ দিতে চায় নি। কিন্তু লিসার সঙ্গে যেদিন আবার কফিশপে দেখা হলো, ওই দিনই আসলে কেসির স্বামী ম্যাটের মৃত্যু ঘটেছে। যে মানুষটিকে সে বিয়ে করেছিল তার আর অস্তিত্ব ছিল না। ম্যাট যা পেরেছে কেসি আর তার অনাগত সন্তানকে সমস্ত টাকা-পয়সা দিয়েছে যাতে ওদের খাওয়া-পরার কোনো কষ্ট না হয়। এরপরে কাউকে কিছু না বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ক্লেয়ার এবং তার মা ম্যাটের এই অন্তর্ধানের কথা শুনে খুব কষ্ট পাবে। চলে আসার আগে ক্লেয়ারকে সত্যি কথাটা খুব বলতে ইচ্ছে করছিল ম্যাটের। কিন্তু তাহলে লিসার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে ভেবে বলে নি। ম্যাট ডেলি আর কোনোদিন লিসাকে কোনো ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেবে না। লিসা এখন তার পরিবার। তার নিয়তি।

অবশ্য মারাকেশ-এ থাকা-খাওয়ার খরচ খুব বেশি নয়। ব্রাজিলে বসে কিছু টাকা জমিয়েছিল লিসা, ওরা দুজনেই এখন কাজ করছে– নাম ভাঁড়িয়ে ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্টের পেশা বেছে নিয়েছে ম্যাট আর লিসা স্থানীয় একটি স্কুলে ইংরেজি শেখায় এবং মাঝে মাঝে তার কিছু অপূর্ব সুন্দর পেইন্টিং ধনী আমেরিকান ট্যুরিস্টদের কাছে বিক্রি করে। এ নিয়ে দুজনের বেশ কেটে যাচ্ছে দিন।

ওরা প্রতিদিন দুজনে মিলে ঘুরতে বের হয়। মার্কেটে যায়। ফলের দোকান থেকে আসা মিষ্টি গন্ধ বুক ভরে টানে। লিসার মনে হয় সে মরিয়মের পৃথিবীতে চলে এসেছে, বইয়ের সে দুনিয়া, শৈশবের সেই জগৎ যে ভুবনের স্বাদ কোনোদিন সে পায় নি। সেই রূপকথার ভুবনে সে এখন বাস করছে। তার ইচ্ছে অবশেষে পূরণ হয়েছে। রূপকথার মতোই এখন তার জীবন। তার পাশে রয়েছে তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ম্যাট। যে ম্যাট তার সবকিছু জানে... মানে প্রায় সবকিছু, সবকিছু জেনেও যে এখনও তাকে ভালোবাসে।

'চলো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।'

লিসা ম্যাটের হাত ধরে সরু, নুড়িপথের একটা গলিতে ঢুকল। খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল দুজনে। সাপের মতো এঁকেবেঁকে যাওয়া সিঁড়ি অবশেষে মিলেছে আরেকটা সরু রাস্তায়। বামে একসারি প্রাচীন রুটির দোকান, বাতাসে রুটির ম ম গন্ধ আর ডান পাশে তিনতলা উঁচু একটি ভবনের ধ্বংস্তূপ।

'এ হলো সোলায়মান চাচার বাড়ি,' বলল লিসা।

কপাল কোঁচকাল ম্যাট। 'সোলায়মান চাচা না ধনী মানুষ ছিলেন? দেখে মনে হচ্ছে ফুঁ দিলেই ভবনটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে।'

কাঁধ ঝাঁকাল লিসা। 'গত ছয়শো বছরেও এটা ধসে পড়ে নি। সামনেও হয়তো টিকে থাকবে।'

'এটা কি বিক্রি হবে?'

'জানি না। তবে প্রাসাদটা খুঁজে পেয়েছি খুব ভালো হলো না বলো?' হাসিতে উদ্ভাসিত লিসার মুখ। 'এ বাড়িতে যদি আমরা দুজন থাকতে পারতাম। নিশ্চয় স্বীকার করবে এটা একটা রোমান্টিক বাড়ি আমরা এখানে থাকলে কত সুখে থাকতাম!'

হয়তো এত সুখে থাকার অধিকার নেই ম্যাটের। হয়তো ওদের দুজনের কারোরই নেই। তবে এটা এখন ওদের *বই*, ওদের গল্প। ম্যাট ডেলি জানে ওরা সবসময় সুখেই থাকবে।

উপসংহার

এলএপিডি অফিসার ঘরটিতে ঢুকতেই বিকট গন্ধে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। সে এক ছুটে ওখান থেকে বেরিয়ে এলো। পেটে যা ছিল সব হড়হড় করে বমি করে দিয়েছে।

ঘর ভর্তি রক্ত। সর্বত্র। তবে তাজা রক্ত নয়। রক্তটা শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে এবং গন্ধ ছড়াচ্ছে। রক্তের মাঝখানে একটা লাশ পড়ে আছে। আগে মানুষ বলে চেনা যেত কিন্তু এখন চিনবার জো নেই। পোকা-মাকড় এবং ইঁদুর তার নাক-মুখ চোখ সব খেয়ে ফেলেছে। হাজার হাজার পোকা কিলবিল করছে গায়ে। মাংস ফুড়ে বেরিয়ে এসেছে সাদা হাড়।

মুখে রুমাল গুঁজে ওই ঘরে ফিরে এলো পুলিশম্যান।

'কবে থেকে সে.. এরকম অবস্থায় আছে?' প্যাথলজিস্টকে জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা নাড়ল প্যাথলজিস্ট। 'বলা মুশকিল। দুই-তিন মাস? কিংবা তার বেশিও হতে পারে। লার্ভা পরীক্ষা করলে জানা যাবে।'

লার্ভা শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনে অফিসারের পেটের ভেতরটা আবার মোচড় দিল। নিজেকে সামলে নিল সে।

'পুরুষ? নারী? বয়স?'

'পুরুষ। বত্রিশ। জুন মাসে তেত্রিশে পা দিত।'

চমৎকৃত হলো অফিসার। 'আপনি ওটা দেখেই সব বলে ফেললেন?' ঘৃণার চোখে বিকৃত লাশটার দিকে তাকাল সে।

'নাহ। আপনার লেফটেন্যান্ট আমাকে তথ্যগুলো এইমাত্র দিয়েছে। সমস্ত পার্সোনাল ডিটেলস ওখানে আছে।'

লেফটেন্যান্ট তার বসকে একতাড়া কাগজ ধরিয়ে দিল। জেরক্স কপি, একটু জীর্ণ দশা তবে নামটা পরিষ্কার পড়া যায়। ডিটেকটিভ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নামটার দিকে তাকিয়ে রইল। এ নাম সে আগেও কোথাও শুনেছে।

লোকটার নাম কার্লোস হার্নান্দেজ।

শেষ